দুরুসুল বালাগাত

বাংলা শরাহ

আসবাকুল ফাসাহাত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

দুরুসুল বালাগাত

বাংলা শরাহ

আসবাকুল ফাসাহাত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

দুরূসুল বালাগাত

বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা

মূল
হাফনী বেগ নাসেফ (মিশর)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী
দাওরায়ে হাদীস জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।
বি,এ (অনার্স), এম, এ (সাংবাদিকতা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মোহাদ্দেস ও নাজেমে তালিমাত,
দারুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশনায় ঃ
গোলাম রব্বানী
হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৭৩১৪৪০৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জুন, ২০০৬ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
গোলাম মারুফ
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড,
ঢাকা-১২১১

خطبة متن الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى قصرت عبارة البلغاء عن الاحاطة بمعانى اياته وعجز السن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته والصلواة والسلام على من ملك طرفى البلاغة اطنابا وايجازا و على اله واصحابه الفاتحين بهديهم الى الحقيقة مجازا-

وبعد فهذا كتاب فى فنون البلاغة الثلاثة سهل المنال قريب الماخذ برئ من وصمة التطويل الممل و عيب الاختصار المخل سلكنا فى تاليفه اسهل التراتيب واوضح الاساليب وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وامهات مسائلها وتركنا ما لا تمس اليه حاجة التلامذة من فوائد الزوائد وقوفاعند حد اللازم و حرصا على اوقاتهم ان تضيع فى حل معقد او تلخيص مطول او تكميل مختصر تم به كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية فى المدارس الابتدائية والتجهيزية والفضل فى ذلك كله للاميرين الكبيرين نبلا والانسانين الكاملين فضلا ناظر المعارف المتجافى عن مهاد الراحة فى خدمة البلاد الواقف فى منفعتها على قدم الاستعداد (صاحب العطوفة محمد زكى باشا) ووكيلها ذى ايادى البيضاء فى تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وادارة شؤنها على المحور القويم (صاحب السعادة يعقوب نحواريتن باشا) فهما اللذان اشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد تحقيقا لرغائب امير البلاد وولى امرها الناشى فى مهد المعارف بقدرها مجدد شهرة الديار المصرية ومعيد شبيبة الدولة المحمدية العلوية (مولينا الا فخم عباس حلمى باشا الثانى) ادام الله سعود امته واقربه عيون اله ورجاله وسائررعيته - امين -

حفنى ناصف | محمد دياب
سلطان محمد | مصطفى طموم

প্রকাশকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আরবী ভাষাশৈলীর অন্যতম বিভাগ বালাগাত শাস্ত্র কুরআন মজীদের অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গি ও অনুপম ভাষাসৌন্দর্য অনুধাবন ও নির্ণয়ের মানদণ্ডস্বরূপ। শব্দ ও বাক্যের যথাযথ ব্যবহার, একই মনোভাব বিভিন্নভাবে উপস্থাপন ও বক্তব্যের সৌকর্য বৃদ্ধির নিয়ম কানুন এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আল্লামা যামাখশারী ও শায়খ আবদুল কাহের জুরজানীসহ অনেক মনীষী এ বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। তবে দুরূসুল বালাগাত এ সংক্রান্ত সবচেয়ে সহজবোধ্য অথচ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মিশর সরকারের শিক্ষামন্ত্রনালয়ের চাহিদা অনুযায়ী আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা স্নাতক হাফনী বেগ নাসেফ তাঁর কতিপয় সহযোগী মুহাম্মদ বেগ দিয়ার, মুহাম্মদ বেগ সালেহ, মোস্তফা তামুম প্রমুখকে নিয়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী করে রচিত হওয়ার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে এটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের কওমী আলীয়া সবধরনের মাদরাসায় এই কিতাব অধীত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু আরবী ভাষায় হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়বস্তুর মর্ম পূর্ণরূপে অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্য ১৯৬০ এর দশকে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ কাসেমী (রহঃ) আসবাকুল ফাসাহাত নামে উর্দুভাষায় একখানা ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন, যা হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ থেকে সেই অবধি প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম থেকেই এটি আলেম ও সুধীজনদের সমাদর লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা উক্ত আসবাকুল ফাসাহাত কিতাবেরই পরিমার্জিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আশা করি বালাগাত শাস্ত্র চর্চাকারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বহুল সহায়ক হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।- আমীন।।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

دروس البلاغة

দুরূসুল বালাগাত

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ مَخْلُوْقٍ فِى الْاُمَمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ رَبِّىْ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ اَسْتَعِيْنُ -

সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী যেন সহোদর ভাই ভাই। কথা, রচনা ও চিত্রশিল্প যেমন একে অপরের সমান, তেমনি নিজ নিজ শিল্পের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতেও সমান। সাহিত্যিক নিজ কলমে যা লেখে, শিল্পী তারই চিত্র ফুটিয়ে তোলে নিজ তুলিতে। দু'জনেই নিজের জ্ঞান, শ্রুতি, দৃষ্টি ও কল্পনাকে কাজে লাগায় এবং সমকালের লোকদের অবস্থা, চরিত্র, রীতি, রুচি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী মনে করে।

এ কারণেই আমরা দেখি জাহেলিয়াত যুগ ও ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে এবং বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসিয়া যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এমনকি পূর্বকালের ও আধুনিককালের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

তেমনি পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্থান কালের পার্থক্যের ফলে চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি ও চিত্র শিল্পে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং চীন, জাপান ও ভারতের চিত্রশিল্প ভিন্ন ভিন্ন।

এই বাস্তবতার নিরীখে আমাদের জন্য প্রয়োজন হল-আমরা নিজেদের সাহিত্য রচনায় মৌলিক বিষয়াদিতে পূর্বসূরীদের নিয়ম আয়ত্ত করব এবং শাখাগত বিষয়াদিতে উত্তরসূরী ও সমকালীনদের অনুসরণ করব।

বক্ষমান কিতাব "দুরূসুল বালাগাত"-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

সাহিত্য ও বালাগাত

মা'আনী, বয়ান ও বদী' সবগুলোর সমষ্টিকে বালাগাত বলা হয়। একজন সাহিত্যিকের জন্য যেমন নাহু, ছরফ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি জানা জরুরী, তেমনি বালাগাত শাস্ত্র জানাও জরুরী।

কুরআনী শাস্ত্রসমূহ

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর যেসব শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে বালাগাতও একটি। এ শাস্ত্রের মাধ্যমেই কুরআন মাজীদের সেই অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয় যার নজীর পেশ করতে মানব-দানব অক্ষম ছিল।

যে কোন প্রখ্যাত কবির কাব্যগ্রন্থ পাঠ করতে থাকুন কিংবা কোন সর্বজন স্বীকৃত মনীষীর গ্রন্থ যথেচ্ছা পড়ে যেতে থাকুন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম জোরদার এবং ওজস্বী বলে প্রমাণিত হবে না। কিন্তু কুরআন মাজীদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন– বিষয়বস্তু, ভাষার গাঁথুনি, বাক্যশৈলী কোথাও এতটুকু বিচিত্র হয়নি। প্রতিটি বিষয় কত সাবলীল সুন্দর ও সুস্পষ্ট। অথচ জোরালোভাবে বর্ণিত হয়েছে! কোথাও জীবিকার বর্ণনা, কোথাও বিবাহ-তালাকের মাসায়েলের শিক্ষা, কোথাও ফরায়েজ তথা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের বিধান, কোথাও নামায রোযার হুকুম, কোথাও জিহাদের বর্ণনা, যুদ্ধের রূপরেখা অংকন, কোথাও পূর্বকালের ইতিহাস, কোথাও হৃদয়গলানো উপদেশমালা, কোথাও বেহেশতের নেয়ামতরাজির উপস্থাপন, আবার কোথাও জাহান্নামের শাস্তির ভয়াল চিত্র–এসব কিছুই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও বর্ণনাভঙ্গিতে এতটুকু হেরফের ঘটেনি, দুর্বলতা আসেনি, মানের ঘাটতি পড়েনি। প্রতিটি স্থানেই স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় যে, এটির সমকক্ষ রচনা পেশ করতে মানব-দানব মূলতঃ সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। আল্লাহপাক যথার্থই বলেছেন–

لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا-

অর্থাৎ তারা পরস্পরের সহযোগী হলেও এটির অনুরূপ পেশ করতে সক্ষম হবে না।

বালাগাতের মর্যাদা

এ কারণেই ইসলামী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বালাগাতের স্থান অতি ঊর্ধ্বে। কারণ এটিই হলো কুরআনী রহস্যসমূহ অনুধাবনের প্রকৃষ্ট উপায়। এই শাস্ত্র ব্যতীত কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব।

মা'আনী–বয়ান–বদী'

মা'আনীর উদ্ভাবক ঃ

ইলমে মা'আনীর মূলনীতি ও নিয়ম-কানূন সর্বপ্রথমে কে আবিষ্কার এবং সংকলন করেছিলেন? তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে ইলমে মা'আনীর কিতাবসমূহে যেসব বালাগাতবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ হলেন "আল বয়ান ওয়াত তাবয়ীন"-এর লেখক বিখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা আবু উছমান আমর ইবনে বাহর জাহেয ইসপাহানী (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ)।

বয়ানের উদ্ভাবক ঃ

বয়ান বিষয়ে সর্বপ্রথম কিতাব হলো "মাজাযুল কুরআন" লেখক আবু উবায়দ মা'মার ইবনে মুছান্না তামীমী (মৃত্যু ২১০ হিঃ) ছিলেন ইলমে উরুয-এর উদ্ভাবক। খলীল ইবনে আহমদ বসরী (মৃত্যু ১৭০ হিঃ)-এর ছাত্র। পরবর্তীকালে আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে হাসান হাতেমী (মৃত্যু ৩৮৮ হিঃ) লিখেছেন "ছিররুস ছানা'আত" ও "আছরারুল বালাগাত" শামসুল মা'আলী (মৃত্যু ৪০৩ হিঃ) লিখেছেন "কামালুল বালাগাত" শরীফ রযী (মৃত্যু ৪০৬ হিঃ) লিখেছেন "তালখীসুল বয়ান" ও "মাজাযাতে নবুবিয়্যা" আবু মানসুর ছাআলেবী (মৃত্যু ৪২৯ হিঃ) লিখেছেন "ছিহরুল বালাগাত ওয়া ছিররুল বারাআত" এবং আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিঃ) লিখেছেন "আছাছুল বালাগাত।"

বদী'-এর উদ্ভাবক ঃ

বদী' শাস্ত্রে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তা ছিল আব্বাসীয় খলিফা আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইনে মু'তাজ্জ বিল্লাহ (মৃত্যু ২৯৬ হিঃ)-এর কিতাবুল বদী'। অতঃপর আবুল ফারাজ কাদামা ইবনে জাফর (মৃত্যু ৩৩৭ হিঃ) নিজের মূল্যবান কিতাবসমূহের মাধ্যমে বদী' শাস্ত্রের চরম উন্নতি ঘটান। তাঁরই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন "ই'জাযুল কুরআন"-এর লেখক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ইমাম কাযী আবু বকর বাকেল্লানী (মৃত্যু ৪০৩), আবু আলী হাসান ইবনে রশীক কিরওয়ানী (মৃত্যু ৪৮৬ হিঃ), ইবনে আবুল আসবা প্রমুখ।

পরিমার্জনকারী ঃ

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই তিন শাস্ত্র ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে বালাগাতের ইমাম আবদুল কাহের ইবনে আবদুর রহমান জুরজানী (মৃত্যু ৪৭১ হিঃ) মা'আনীতে "দালায়েলুল ই'জায" ও বয়ানে "আছরারুল বালাগাত" নামে এমন দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে মা'আনী ও বয়ানের সকল জরুরী বিষয় একত্রিত করে দেয়া হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বাদ দেয়া হয়েছে।

বিস্তৃতকারী ঃ

অতঃপর জগদ্বিখ্যাত কিতাব মিফতাহুল উলূম-এর লেখক আল্লামা আবু ইয়াকুব ইউসুফ খাওয়ারিজমী সাক্কাকী (মৃত্যু ৬৯২ হিঃ)-এর যুগ এল। তিনি এসব শাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন যে, এগুলোকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিলেন। এ যুগের পরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সারাংশ রচনার যে ধারা চালু হয় তা অব্যাহত রয়েছে।

اذاعوا لنا فنا فافشوا مكارما

وقد قصدوا فنا فصار لنا فخرا

দুরূসুল বালাগাত

'দুরূসুল বালাগাত' কিতাবখানার গুরুত্ব এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) (সাবেক মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মুফতী আ'জম পাকিস্তান) বলতেন-আমার উস্তাদ হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) দুরুসুল বালাগাতকে উপকারী হওয়ার দিক দিয়ে মুখতাসারুল মাআনী ও মুতাওওয়াল-এর উপর প্রাধান্য দিতেন।

এ কিতাবের বিষয়বস্তুসমূহ বিস্তারিতভাবে কিতাবের মূলপাঠ ও টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তিন শাস্ত্রের সারাংশ উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে ছাত্র-শিক্ষক সবারই উপকার হবে।

خلاصة المعانی

تعریف البلاغة

بلاغة الکلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته

بلاغة المتکلم ملکة یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان

علم المعانى

هو علم تعرف بها احوال اللفظ العربى التى بهايطابق مقتضى الحال وهو ينحصر فى ثمانية ابواب وخاتمة-

الباب الاول فى الخبر والانشاء- الباب الثانى فى الذكر والحذف- الباب الثالث فى التقديم والتاخير- الباب الرابع فى التعريف والتنكير- الباب الخامس فى الاطلاق والتقييد الباب السادس فى القصر- الباب السابع فى الوصل والفصل - الباب الثامن فى الايجاز والاطناب والمساوات-الخاتمة فى اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر-

علم البيان

هو علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية وله تعريف اخر- وهوهذا: البيان علم بقواعد يعرف بها ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه

البيان

الكناية	المجاز	التشبيه
هى لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعنى	هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى السابق	وهو الحاق امر بامر فى وصف باداة لغرض

٤ اقسام التشبيه باعتبار وجه التشبيه
١ التمثيل
٢ غير التمثيل
٣ المفصل
٤ المجمل
٥ اقسام التشبيه باعتبار اداة التشبيه
١ المؤكد
٢ المرسل
٦ اغراض التشبه باعتبار المشبه
بيان امكان المشبه
بيان حاله
بيان مقداره
تقرير حاله
تزئينه
تقبيحه
٧ اغراض التشبيه باعتبار المشبه به
١ التشبيه المقلوب
٢ التشبيه المطلوب
المجاز
١ الاستعارة هى مجاز علاقته المشابهة
٢ المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة
٣ المجاز المركب ان كان لعلاقة غير المشابهة
٤ المجاز العقلى هو اسناد الفعل او ما فى معناه الى غير ما هو له عند المتكلم فى الظاهر بعلاقة
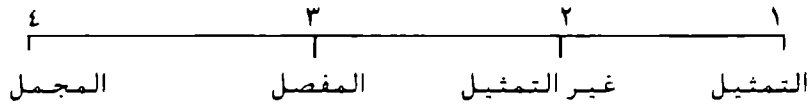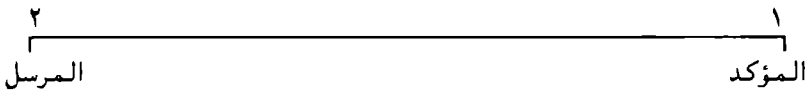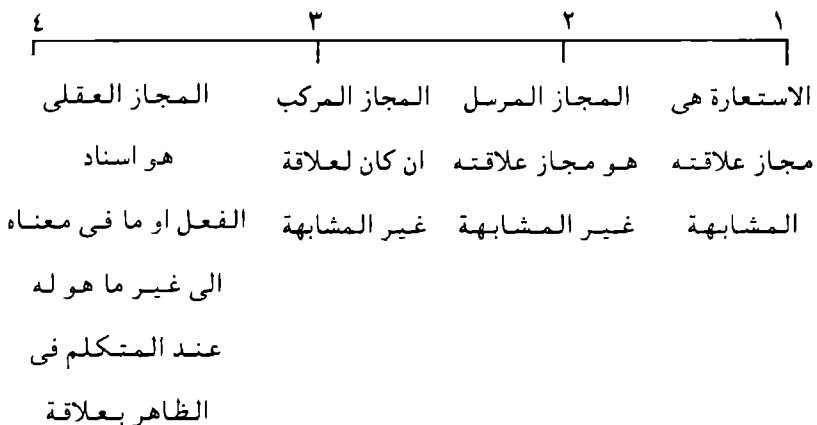
ولـكل مـنـهـا احـوال واقـسـام فـصـلـت فى الـكـتـاب

ইহার প্রত্যেকটির অনেক অবস্থা ও প্রকারভেদ আছে যা কিতাবের ভিতরে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

الـكـنـايـه

عـلـم الـبـديـع

هـو عـلـم تـعـرف بـه وجـوه تـحـسـيـن الـكـلام لـمـقـتـضـى الـحـال

وجـوه الـتـحـسـيـن

الـمـحـسـنـات الـمـعـنـويـة لـهـا اربـعـة وعـشـرون وجـهـا

الـمـحـسـنـات الـلـفـظـيـة لـهـا عـشـرون وجـهـا

الـخـاتـمـة

وامـثـلـة كل مـنـهـا قـد فـصـلـت فى الـكـتـاب بـاكـمـل وجـه

ولـكـن اردت ان اذكـر هـهـنـا مـثـالا لـحـسـن الانـتـهـاء الذى ذكـره الـعـلامـة مـحـمـد بـن الـمـامـون الـمـدنـى الدمشقى فى عـبـرات الـرثـاء التى قدمها على وفات شيخ الاسلام سـيـدى وسـنـدى مـولـيـنـا الـسـيـد حسـيـن احـمـد الـمـدنى الـمتو فى سنة ١٣٧٧هـ قـدس الله سره بـذكـره الـمـنـيـف -

واعـطـاك احـسـانـا وعـزا وبـهـجـة
وفـوزا وتـكـرنـمـا بـنـيـل الـمـارب
قـدم راقـيـا نـحـو الـمـعـالـى بـجـنـة
تـحـيـط بـك الالاء مـن كـل جـانـب

السـيـد عـبـد الاحـد الـقـاسـمـى
اسـتـاذ
الـجـامـعـة الاسلامـيـة الـمـدنـيـة
مـدنى نـگـر كلكـتـه-٥١ الـهـنـد
٢٠ شـوال الـمـكـرم سـنـن ١٤٠٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নামে শুরু করছি

عُلُوْمُ الْبَلَاغَةِ

উলূমুল বালাগাত

مُقَدَّمَةٌ فِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ

ফাসাহাত ও বালাগাত সংক্রান্ত পূর্বকথা

اَلْفَصَاحَةُ فِى اللُّغَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْبَيَانِ وَالظُّهُوْرِ يُقَالُ اَفْصَحَ الصَّبِيُّ فِى مَنْطِقِهٖ اِذَا بَانَ وَظَهَرَ كَلَامُهٗ وَتَقَعُ فِى الْاِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ -

অনুবাদ ঃ فصاحت-এর আভিধানিক অর্থ ظهور-بيان বা স্পষ্ট হওয়া এবং প্রকাশ পাওয়া। যেমন افصح الصبى বলা হয়, যখন বালকের কথাবার্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার শব্দসমূহ শুদ্ধ ও সঠিকভাবে উচ্চারিত হতে থাকে। পারিভাষিকভাবে فصاحت শব্দটি একক শব্দ, বাক্য ও বক্তার বিশেষণ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ علوم البلاغة - বা বালাগাত শাস্ত্রের তিনটি শাখা। যথাক্রমে– ইলমে মা'আনী, ইলমে বয়ান ও ইলমে বদী'। এসব শাখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। কিন্তু শুরুতে এসব বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি অবগত হওয়া নিরর্থক নয়। এজন্য প্রত্যেকটির সংজ্ঞা এখানে দেয়া হল।

ইলমে মা'আনী– সেই ইলম্, যা দ্বারা আরবী ভাষার সেইসব বিষয় জানা যায়, যার সাহায্যে ভাষাকে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক করা হয়।

ইলমে বয়ান-সেই ইলম, যা দ্বারা একই অর্থ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশের কৌশল অর্জন করা হয়।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

(١) فَصَاحَةُ الْكَلِمَةِ سَلَامَتُهَا مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوْفِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَالْغَرَابَةِ

فَتَنَافُرُ الْحُرُوْفِ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ يُوْجِبُ ثِقْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهَا نَحْوُ اَلظَّشُّ لِلْمَوْضَعِ الْخَشِنِ وَالْهُعْخُعُ لِنَبَاتٍ تَرْعَاهُ الْإِبِلُ وَالنُّقَاخُ لِلْمَاءِ الْعَذْبِ الصَّافِيْ وَالْمُسْتَشْزِرُ لِلْمَفْتُوْلِ-

অনুবাদ ঃ শব্দের ফাছাহাত হলো-تنافرحروف - مخالفة قياس এবং غرابت থেকে তা মুক্ত হবে। تنافرحروف শব্দের এমন বৈশিষ্ট্য, যার ফলে হরফসমূহের উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। যেমন-الظش শক্ত উচুঁ-নীচু মাটি, الهخع – উট যে ঘাসে চরে, النقاخ–মিষ্টি স্বচ্ছ পানি এবং المستشزر। পাকান রশি বা চুলের অর্থে ব্যবহার করা হয়।

(পূর্ব পৃঃ পর) "ইলমে বদী' সেই ইল্ম, যা দ্বারা মা'আনী ও বয়ানের প্রতি লক্ষ্য রাখার পরে বাক্যকে সুন্দর করার পদ্ধতিসমূহ জানা যায়।

مقدمة-এই ভূমিকায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ফাছাহাত ও বালাগাত-এর অর্থ এবং এ দু'য়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভূমিকা বলা হয় গ্রন্থের সেই প্রথম অংশকে, যাতে এমন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয় যা জানা মূলবিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য সহায়ক হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বলতে ফাছাহাত ও বালাগাত-এর অর্থ এবং এ দু'য়ের প্রকারভেদ উদ্দেশ্য। কেননা, এগুলোর সাথেই এ শাস্ত্রের সকল বিষয়বস্তু জড়িত। এগুলো জানা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপকারী।

الفصاحة فى اللغة

فصاحت-এর আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হওয়া এবং প্রকাশ পাওয়া। পারিভাষিক অর্থ এই যে, এটি শব্দ, বাক্য ও বক্তা তিনেরই বিশেষণ হয়। বলা হয়- كلمة فصيحة - كلام فصيح- متكلم فصيح এগুলোর মধ্যে ফাছাহাতের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এরূপ বলা হয়। কিন্তু بلاغت -এরূপ নয়। সেটি শুধুমাত্র শেষের দু'টিরই বিশেষণ হয়। অর্থাৎ বাক্য ও বক্তার বিশেষণ হয়, শব্দের বিশেষণ হয় না।

ব্যাখ্যা - فصاحة الكلمة

এ সংজ্ঞা থেকে জানা গেল, যে শব্দে تنافرحروف ও مخالفة قياس এবং غرابت হবে না, সে শব্দটি ফসীহ হবে। যেহেতু শব্দ, বাক্য ও বক্তা *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) প্রতিটির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য প্রতিটির সংজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে করা হয়েছে। ফলে ফাছাহাতের তিন প্রকার হয়েছে-

فصاحة المتكلم - فصاحة الكلام - فصاحة الكلمة تنافر الحروف

تنافر الحروف উচ্চারণ কঠিন কিনা তা নির্ণয়ের কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। ফলে কোন্ শব্দটি উচ্চারণে কঠিন আর কোন্টি কঠিন নয়, তা নির্ণয়ের জন্য সুস্থ রুচিবোধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই রুচিবোধ সৃষ্টি হয় ফসীহ্ বলীগদের রচনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সে কারণে تنافرحروف-এর সংজ্ঞা হয়েছে এভাবে যে, সুস্থ রুচি যা কঠিন মনে করে তা-ই তানাফুর, চাই তা নিকটবর্তী মাখরাজের দুই হরফ বা দূরবর্তী মাখরাজের দুই হরফ পাশাপাশি হওয়ার কারণে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক। শব্দের সুশ্রাব্য-কুশ্রাব্য নির্ণয় এবং তা সাবলীল-অসাবলীল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুরুচি হলো মাপকাঠি স্বরূপ। কেননা শব্দ হলো স্বর। সুতরাং কোকিলের কুহুতানে যেমন আনন্দ লাগে, আর পেচক বা কাকের ডাকে ঘৃণা জাগে, তেমনি কিছু শব্দ এমন রয়েছে যে, তা শুনলে খুশি লাগে। আবার কিছু শব্দ এমন রয়েছে যে, তা শুনতে ইচ্ছা হয় না। যেমন- المزنة - الديمة শব্দ দু'টির অর্থ-মেঘ। এ শব্দ দু'টি উচ্চারণে সহজ ও শ্রুতিমধুর। بعاق-শব্দেরও একই অর্থ। কিন্তু এটি যেমন উচ্চারণে কঠিন, তেমনি অসাবলীল।

المستشزر- শব্দটি আরবের প্রখ্যাত কবি ইমরুউল কায়েসের কবিতায় এসেছে।

غدائره مستشزرات الى العلى - تضل العقاص فى مثنى ومرسل

কবি নিজ প্রিয়ার চুলের আধিক্য ও সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আমার প্রিয়ার চুলের খোপা উপরিমুখী। তার বেণীসমূহ বাঁধা ও খোলা চুলের মাঝে লুকিয়ে যায়। অর্থাৎ তার চুল এত বেশী যে, সে চুলগুলোকে তিনভাগে পরিপাটি করে রেখেছে-বেণী, খোঁপা ও খোলা।

এই কবিতার مستشزرات -এ তানাফুর রয়েছে। তবে তানাফুরের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো

كل مايعده الذوق السليم ثقيلا متعسر النطق فهو متنافر

সুস্থ রুচিতে যার উচ্চারণ কঠিন ও জটিল মনে হয়, তা-ই তানাফুর বিশিষ্ট শব্দ।

وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ كَوْنُ الْكَلِمَةِ غَيْرُ جَارِيَةٍ عَلَى الْقَانُوْنِ الصَّرْفِيْ كَجَمْعِ بُوْقٍ عَلٰى بُوْقَاتٍ فِيْ قَوْلِ الْمُتَنَبِّيْ ـه

فَإِنْ يَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ : فَفِى النَّاسِ بُوْقَاتٌ لَهَا وَطَبُوْلُ- إِذِ الْقِيَاسُ فِى جَمْعِهٖ لِلْقِلَّةِ اَبْوَاقٌ وَكَمَوْدَدَةٍ فِيْ قَوْلِهٖ

إِنَّ بَنِي لِلِئَامِ زَهَدَةٌ مَالِيْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ مَوْدَدَةٍ - وَالْقِيَاسُ مَوَدَّةٌ بِالْإِدْغَامِ-

অনুবাদ ঃ মুখালাফাতে কিয়াস-এর অর্থ হলো, শব্দটি ছরফ-এর নিয়ম অনুযায়ী হবে না। যেমন, মুতানাব্বীর কবিতায় بوق-এর বহুবচন بوقات ব্যবহার করা হয়েছে; যা ছরফের নিয়মের পরিপন্থী। কবিতাটি হল -

فان يك بعض الناس سيفا لدولة- ففى الناس بوقات لها وطبول

অর্থাৎ যখন কোন কোন ব্যক্তি রাজ্যের তরবারি হয়ে যায় (রাজ্যের সাহায্য করা ও রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে) তখন হে জনাব! আপনি ব্যতীত মানুষের মধ্যে যত রাজা রয়েছেন, তারা সবাই রাজ্যের জন্য রণদামামা ও ঢোলের মত। এগুলোর মধ্যে প্রেমের গান না থাকার কারণে বিশেষ কোন আকর্ষণ হয় না। নিছক সৈন্যদের সমবেত করা হয় যাতে তারা শক্তিশালী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুত থ্যাকে। শে'রের উদ্দেশ্য- অর্থাৎ হে জনাব! আপনি যখন কোন দেশ বা রাজ্যের অধিপতি হন, তখন অন্য সকল রাজা আপনার অধীনস্থ হয়ে যায় এবং রণদামামা ও ঢোলের মত সৈন্যসমাবেশের উপকরণ হয়ে যায়। এখানে মুখালাফাতুল কিয়াস বা নিয়মভঙ্গ হয়েছে। কেননা ছরফের নিয়ম অনুযায়ী بوق শব্দের নিম্নবহুবচন ابواق হয়। অথচ কবি এখানে بوقات ব্যবহার করেছেন। তেমনি নিম্নোক্ত কবিতায় مودده শব্দটিতেও নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে- ان بنى للئام زهدة- - مالى فى صدورهم من موددة

অর্থাৎ-আমার ছেলেরা একেবারেই অযোগ্য ও অকেজো। তাদের বুকের মধ্যে আমার প্রতি এতটুকু ভালবাসা নেই।

ছরফের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ইদগামসহকারে مودة হওয়া উচিত ছিল।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যাঃ নিয়মভঙ্গের উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত কবিতার الاجلل শব্দটিও পেশ করা যায়। الحمد لله العلى الاجلل - الواحد الفرد القديم الاول

অর্থাৎ-সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি মহান মহত্তম- নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে এক- অদ্বিতীয়, অনাদি ও সর্বাগ্রে। ছরফের নিয়ম অনুযায়ী الاجل হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং الاجلل-এ ইদগাম না হওয়া নিয়মের পরিপন্থী।

وَالْغَرَابَةُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنٰى نَحْوُ تَكَأْكَأَ بِمَعْنٰى اِجْتَمَعَ وَافْرَنْقَعَ بِمَعْنٰى اِنْصَرَفَ وَاطْلَخَمَّ بِمَعْنٰى اِشْتَدَّ-

অনুবাদ ঃ غرابت- হলো এই যে, শব্দটি বাহ্যিক মওযুলাহু-এর অর্থ নির্দেশ করবে না। যেমন-تكاكآ - اجتمع (সমবেত হচ্ছে) অর্থে, افرنقع - انصرف (ফিরে গেছে) অর্থে এবং اطلخم - اشتد। শক্ত হয়েছে অর্থে।

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি শব্দ এবং এ ধরণের শব্দসমূহ আরবদের মধ্যে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং এসব শব্দের অর্থ জানার জন্য অভিধান গ্রন্থসমূহ ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় এবং গবেষণা ও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন পড়ে। আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (রহঃ) -غرابة -এর সংজ্ঞায় বলেছেন-

الغرابة كون الكلمة وحشية غيرظاهرة المعنى ولا مانوسة الاستعمال

অর্থাৎ-গারাবাত হলো কোন শব্দের অপরিচিত-অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট ও অব্যবহৃত হওয়া। তাছাড়া তিনি তার "মুতাও ওয়্যাল" নামক গ্রন্থে গারাবাত দুই প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকার হলো, সেই সব শব্দ, যা বুঝার জন্য অভিধানের বড় বড় গ্রন্থ দেখতে হয়। যেমন, নাহভবিদ ঈসা ইবনে উমর এর افرنقعوا- تكاكأتم শব্দ দুটি অপরিচিত ও অপ্রচলিত। কথিত আছে- ঈসা ইবনে উমর একবার নিজ বাহন থেকে পড়ে গিয়ে বেহুশ হয়ে যান। হুশ ফিরলে তিনি দেখেন অনেক মানুষ তাকে ঘিরে রেখেছে। তিনি তখন বলেছিলেন-

مالكم تكأكأتم على كتكأكؤكم على ذى جنة افرنقعوا عنى

অর্থাৎ-তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আমার চারপাশে এমনভাবে সমবেত হয়েছ যেমন তোমরা কোন জীনগ্রস্ত ব্যক্তির চারপাশে সমবেত হও। আমার কাছ থেকে সরে যাও।

দ্বিতীয় প্রকার হলো সেইসব শব্দ, যার অর্থ বুঝতে হলে দূরবর্তী কারণ বিবেচনা করতে হয়। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে হাজ্জাজ -এর কবিতায় ব্যবহৃত مسرج শব্দটিকে গারাবাতের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়। কবিতাটি হলো-

ومقلة وحاجبا مزججا - وفاحما ومرسنا مسرجا

কবি নিজ প্রিয়ার রূপমাধুরী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- প্রিয়া নিজের চমকানো দাঁত, (দাঁতের কথা পূর্বের শ্লোকে রয়েছে), চিকন ভ্রু, কয়লার মত কালো চুল, সুরাইজী তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ ও সোজা সুন্দর খাড়া নাক অথবা বাতির মত চমৎকার নাক বের করেছে। مسرج ও এ ধরণের শব্দসমূহের অর্থ অভিধানে এরূপ পাওয়া যাবে না। বরং এগুলো অপ্রচলিত হওয়ার কারণে এসবের সঠিক অর্থ বুঝতে হলে দূরবর্তী কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে হবে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(٢) وَفَصَاحَةُ الْكَلَامِ سَلَامَتُهُ مِنْ تَنَافُرِالْكَلِمَاتِ مُجْتَمِعَةً وَمِنْ ضُعْفِ التَّالِيْفِ وَمِنَ التَّعْقِيْدِ مَعَ فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهِ فَالتَّنَافُرُ وَصْفٌ فِي الْكَلَامِ يُوْجِبُ ثِقْلَهُ عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهِ نَحْوُ قَوْلِه

فِيْ رَفْعِ عَرْشِ الشَّرْعِ مِثْلُكَ يَشْرَعُ + وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِحَرْبٍ قَبْرٌ- كَرِيْمٌ مَتَى اَمْدَحُهُ اَمْدَحُهُ وَالْوَرٰى + مَعِيْ وَإِذَا مَالُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْ-

অনুবাদ ঃ فصاحت كلام হলো এই যে, কয়েকটি শব্দ একত্রিত হওয়ার কারণে যে তানাফুর সৃষ্টি হয়, তা থেকে বাক্যটি মুক্ত থাকবে এবং ضعف تاليف ও تعقيد থেকেও মুক্ত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, মুফরাদ শব্দগুলোও ফসীহ হবে।

তানাফুর হলো বাক্যের মধ্যে এমন একটি গুণ, যাতে বাক্যটিকে জিহবায় ভারী ও তার উচ্চারণ কঠিন করে দেয়।

كريم متى امدحه امدحه الورى + معى واذا ما لمته لمته وحدى-

কবি আবু তামাম বলছেন- আমি যার প্রশংসা করছি তিনি এতই সম্মানিত যে, যখন আমি তার প্রশংসা করি, তখন সৃষ্টিকুল তার প্রশংসায় আমার সাথে থাকে। কিন্তু যখন আমি তার সমালোচনা করি, তখন আমি একাই তার সমালোচনা করি। তখন অন্য কেউ আমার সাথে থাকে না।

(পূর্ব পৃঃ পরঃ) উল্লেখ্য, আল্লামা তাফতাযানী গারাবাতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সে অনুযায়ী মুতানাব্বীর কবিতায় ব্যবহৃত جرشى শব্দটিকেও গরীব বলা যায় কেননা- تكأكأتم -افرنقعوا -এর মত এতেও وحشت পাওয়া যায়।

অনেকে فصاحت مفرد -এর সংজ্ঞায় ومن الكراهة فى السمع-এর বন্ধনী বৃদ্ধি করেছেন এবং উদাহরণ হিসেব جرشى শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ বন্ধনীর প্রয়োজন নেই। কেননা, এসব শব্দে গারাবাত রয়েছে।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ مجتمعة বন্ধনী বৃদ্ধি করার কারণ হলো, বাক্যটিকে মুফরাদ কালেমাসমূহের তানাফুর থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিতো কালেমার ফাছাহাতের সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেননা শব্দসমূহ দ্বারাই বাক্য হয়। তবে এখানে যে বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার, তা হলো-কখনো কখনো কয়েকটি ফছীহ শব্দ একত্রিত হয়ে যাওয়ার কারণেও তানাফুর হয়ে যেতে পারে। তাই এই বন্ধনীটিকে বাড়িয়ে এ ধরণের তানাফুর থেকেও মুক্ত থাকা ফছীহ বাক্যের জন্য প্রয়োজনীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَضُعْفُ التَّالِيْفِ كَوْنُ الْكَلَامِ غَيْرَجَارٍ عَلَى الْقَانُوْنِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُوْرِ كَالْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَ رُتْبَةً فِىْ قَوْلِهٖ -

جَزٰى بَنُوْهُ اَبَا الْغَيْلَانَ عَنْ كِبَرٍ + وَحُسْنُ فِعْلٍ كَمَا يُجْزٰى سِنِمَّارُ

অনুবাদ ঃ ضعف تاليف –অর্থ-বাক্যের প্রসিদ্ধ নাহভী নিয়ম অনুযায়ী না হওয়া। যেমন, কোন শব্দ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পূর্বে উল্লিখিত হওয়া ছাড়াই তার যমীর ব্যবহার করা।

আবুল গায়লান বৃদ্ধ হওয়ার পর এবং সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্ররা তাকে তেমনই বদলা দিয়েছে যেমন বদলা দেওয়া হয়েছিল খাওয়ারনক প্রাসাদের নির্মাতা সিনেম্মারকে। (সিনেম্মার একজন প্রখ্যাত নির্মান শিল্পী। সে নু'মান ইবনে ইমরুউল কায়েসের জন্য কূফার নিকটে খাওয়ারনক নামে এক সুদৃশ্য আলীশান প্রাসাদ নির্মাণ করে দেয়। কথিত আছে, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে নু'মান তাকে মেরে ফেলে, যাতে সে অন্য কারো জন্য এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দিতে না পারে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) বাক্যে কতিপয় শব্দ এভাবে একত্রিত হয়ে যাবে যে, বাক্যটি জিহ্বায় ভারী হয়ে যাবে এবং তা উচ্চারণ করা কঠিন হয়ে যাবে। কয়েকটি অক্ষর যেমন একত্রিত হয়ে যাবার ফলে মুফরাদ কালেমায় তানাফুর সৃষ্টি হয়, তেমনি কতিপয় শব্দ একত্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে বাক্যেও তানাফুর সৃষ্টি হয়। যেমন-

فى رفع عرش الشرع مثلك يشرع

অর্থাৎ–শরীয়তের রোকন সমুন্নত করার কাজে তোমার মত ব্যক্তিই লিপ্ত থাকে।

قبرحرب بمكان قفر - وليس قرب قبرحرب قبر

অর্থাৎ–হরবের কবর এমন স্থানে অবস্থিত, যেখানে ঘাসপানি নেই। আর হরবের কবরের পাশে কোন কবর নেই।

এই তিনটি লাইনের মধ্য থেকে প্রথম লাইন ও তৃতীয় লাইন অর্থাৎ কবিতায় দ্বিতীয় লাইন তানাফুরের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে কঠিনতা সৃষ্টি হয়েছে কতিপয় শব্দ একত্রিত হওয়ার কারণে।

এই কবিতায় কঠিনতার কারণ হলো, এক শব্দের কয়েকটি হরফের সাথে অপর শব্দের কয়েকটি হরফ একত্রিত হওয়া। কিন্তু এই একত্র হওয়া পূর্বের একত্রিত হওয়ার তুলনায় কম কঠিন। এখানে امدحه শব্দের মধ্যে হলকী হরফসমূহের অন্তর্গত ح ও ه একত্রিত হয়েছে। অতঃপর শব্দটি এসেছে দু'বার। যদি দু'বার না আসত, তাহলে কঠিনতা সৃষ্টি হত না। যেমন কুরআন মজীদের فسبحه শব্দে হলকী হরফের ح ও ه একত্রিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু শব্দটি দু'বার আসেনি। তাই তা কঠিন বলে বিবেচিত হয়নি।

ব্যাখ্যা ঃ جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر + وحسن فعل كما يجزى سنمار

এই কবিতায় بنوه-এর যমীর ব্যবহার করা হয়েছে তার মারজা অর্থাৎ ابو الغيلان শব্দটি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হওয়ার পূর্বে। এটি অধিকাংশ নাহভীর মতে নিয়মের পরিপন্থী।

اضمارقبل الذكر-চার ধরণের যথাক্রমে- (১) اضمارقبل الذكر لفظا -যাতে মারজা শব্দগতভাবে উল্লিখিত হওয়ার পূর্বেই যমীর ব্যবহার করা হয়। (২) اضمارقبل الذكر رتبة -যাতে মারজা মর্যাদাগতভাবে উল্লিখিত হওয়ার পূর্বেই যমীর ব্যবহার করা হয়। যদিও মারজাটি শব্দগতভাবে পরে আসে। কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে তা আগে আসে। যেমন- ضرب غلامه زيد (৩) اضمارقبل الذكر معنى-অর্থাৎ–মারজাটি শব্দগতভাবে পূর্বে উল্লিখিত না হলেও এমন কিছু উল্লিখিত আছে যা মারজার দাবী করে। যেমন-আল্লাহর বাণী-اعدلوا هو اقرب للتقوى এখানে هو যমীরটি عدل-এর দিকে ফিরেছে যা উল্লিখিত না হলেও اعدلوا শব্দই তার অস্তিত্ব দাবী করছে। তেমনি নিম্নের কবিতায় ربه-এর যমীর ফিরেছে جزى -এর মাসদার جزاء-এর দিকে।

جزى ربه عنى عدى بن حاتم - جزاء الكلاب العاديات وقد فعل

অর্থ ঃ কবি বদ্দু'আ হিসেবে বলেছেন- হে প্রতিদানের মালিক! আমার পক্ষ থেকে আদী ইবনে হাতেমকে এমন প্রতিদান দিন যা ঘেউ ঘেউকারী কুকুরদের (মন্দ লোকদের) দেয়া হয়। আমার দুআ কবুল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপই বদলা দিয়েছেন।

(৪) اضمار قبل الذكر حكما-অর্থাৎ-মারজার অর্থ নির্দেশক বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়নি, তেমনি তার জন্য কোন শব্দও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগে আসেনি। অবশ্য সেখানে এমন কোন রহস্য রয়েছে যা اضمار قبل الذكر দাবী করে। এরূপ রহস্য থাকলে মারজাকে حكما পূর্বোল্লিখিত বলে মেনে নেয়া হয়। মাহজুফ যেমন বিশেষ রহস্যের কারণে বিদ্যমান শব্দের স্থানে গণ্য হয়, এখানেও সেরূপ। قل هوالله احد এখানে যমীরে শানের মারজাকে ইজমাল ও তাফসীলের রহস্যের কারণে আইনতঃ পূর্বোল্লিখিত সাব্যস্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত চারধরণের কোনটিই جزى بنوه-এই কবিতায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এ কবিতার তারকীব নাহ্‌ভ-এর প্রসিদ্ধ নিয়মের পরিপন্থী। তাই তাতে ضعف تاليف রয়েছে এবং এটি ফাসাহাত নষ্টকারী। তাছাড়া এটি ব্যতিক্রমী ব্যবহার। ফলে তা দলীল হতে পারে না।

وَالتَّعْقِيْدُ اَنْ يَّكُوْنَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَا لَةِ عَلَى الْمَعْنٰى الْمُرَادِ وَالْخِفَاءُ اِمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بِسَبَبِ تَقْدِيْمٍ اَوْتَاخِيْرٍ اَوْ فَصْلٍ وَيُسَمّٰى تَعْقِيْدًا لَفْظِيًّا كَقَوْلِ الْمُتَنَبِّى

جَفَخَتْ وَهُمْ لَايَجْفَخُوْنَ بِهَا بِهِمْ - شِيَمٌ عَلَى الْحَسَبِ الْاَغَرِّ دَلَائِلُ - فَاِنَّ تَقْدِيْرَهٗ جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمٌ دَلَائِلُ عَلَى الْحَسْبِ الْاَغَرِّ وَهُمْ لَا يَجْفَخُوْنَ بِهَا-

অনুবাদ ঃ تعقيد-এর অর্থ এই যে, বাক্যটি বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ নির্দেশে স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতা হয়ত শাব্দিক গোলযোগের কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন পদসমূহের আগপিছ হওয়া। অথবা দু'টি শব্দের মাঝখানে ব্যবধান ইত্যাদির কারণে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ ধরণের জটিলতাকে লফজী বা শাব্দিক তা'কীদ বলা হয়। যেমন, মুতানাব্বীর এই কবিতায় লফজী তা'কীদ পাওয়া যায়।

جفخت وهم لا يجفخون بهابهم- شيم على الحسب الا غر دلا ئل

এই কবিতার পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজালে দাঁড়াবে -

جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الاغر وهم لا يجفخون بها

অনুবাদ ঃ কবি বলছেন- আমি যার প্রশংসা করছি, তাঁর পরিবারের সদস্যদের এরূপ উত্তম গুণাবলী রয়েছে যা তাদের সম্ভ্রান্ত হওয়ার পরিচয় বহন করে। এমন কি এই গুণাবলীই তাদের সাথে যুক্ত থাকতে গর্ববোধ করে। কিন্তু তারা অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহিজগার হওয়ার কারণে বিনয় ও নম্রতাবশতঃ এসব গুণ নিয়ে গর্ববোধ করে না।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ তা'কীদ এর অর্থ হলো বাক্যে এমন গোলযোগ থাকবে যার ফলে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে না। সঠিক মর্ম বুঝতে কষ্ট হবে। এই গোলযোগ দুই ধরণের হতে পারে। একটি হল-পদসমূহের বিন্যাসে আগপিছ বা হজফ বা ইযমার বা ব্যবধান ইত্যাদি হওয়ার কারণে বাক্যে এমন গরমিল সৃষ্টি হবে যে, মর্ম অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ ধরণের গোলমালকে লফজী তা'কীদ বলা হয়। যেমন, উপরের কবিতায় পদসমূহের আগপিছ ও ব্যবধান এমনভাবে হয়েছে যে, মর্ম অনুধাবন করা কঠিন হয়েছে।

এ কবিতায় লফযী তাকীদ সৃষ্টি হয়েছে এভাবে যে, جفخت ফে'ল ও তার ফা'য়েল شيم-এর মাঝখানে অনেক ব্যবধান রয়েছে। بهم মুতা'আল্লিক হয়েছে

جفخت-এর সাথে। এখানেও ব্যবধান রয়েছে। دلائل হলো شيم-এর সিফাত। কিন্তু সেটিকে উল্লেখ করা হয়েছে علي الحسب الاغر-এর পরে এবং الاغر কে আগে আনা হয়েছে। তাছাড়া সিফাত-মাওসূফের মাঝখানেও ব্যবধান রয়েছে।

লফযী তা'কীদের উদাহরণ হিসেবে ফারাযদাকের এ কবিতাও উল্লেখ করা হয়-

وما مثله فى الناس الا مملكا- ابو امه حى ابوه يقاربه

প্রকৃতপক্ষে ইবারাত ছিল এরূপ-

ليس مثله فى الناس حى يقاربه في الفضائل الا مملك اعطى الملك

والمال ابو ام ذلك الملك ابوه -

অনুবাদ ঃ কবি ফারাযদাক উমাইয়্যা খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের মামা ইবরাহীমের প্রশংসায় বলছেন- ইবরাহীমের মত এমন কোন জীবিত মানুষ নেই, যে গুণাবলীতে তার নিকটবর্তী হতে পারে, শুধুমাত্র একজন বাদশাহ্ রয়েছেন যিনি রাজত্ব ও সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছেন। যে বাদশাহ্র নানা হলেন, তার (ইবরাহীমের) পিতা। অর্থাৎ উত্তম গুণাবলীর দিক দিয়ে ইবরাহীমের মত মাত্র এক ব্যক্তিই রয়েছেন। আর তিনি হলেন বাদশাহ্ হিশাম, যিনি তার ভাগিনা। এই কবিতার পদসমূহে অনেক আগপিছ ও ব্যবধান থাকার কারণে মর্মার্থ অনুধাবনে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কবিতাটি ফাছাহাতের সৌন্দর্য থেকে শূন্য। এই কবিতায় মুবতাদা ও খবরের মাঝখানে অপর শব্দ حى রয়েছে অন্তরায় হিসেবে। কেননা ابو امه হলো মুবতাদা আর ابوه তার খবর। মাঝখানে حى শব্দটির ফলে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মওসূফ حي এবং তার সিফাত يقاربه-এর মাঝখানে ابوه একটি ব্যবধান। তদুপরি মুছতাছনা মিনহু حى-এর পূর্বেই মুছতাছনা مملكا এসেছে। যদিও এরূপ পূর্বে আসা নাহ্ভীদের মধ্যে সর্বসম্মত বৈধ; কিন্তু এখানে তা'কীদের অন্যান্য কারণের সাথে একত্রিত হওয়ার কারণে তা'কীদের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

লফযী তা'কীদের উদাহরণে মুতানাব্বীর এ কবিতাও উল্লেখ করা হয়-

انى يكون ابا البرية ادم - وابوك والثقلان انت محمد

সঠিকভাবে পদগুলো সাজালে ইবারাত দাঁড়াবে নিম্নরূপ ঃ

كيف يكون ادم ابا البرية وابوك محمد وانت الثقلان اى الجامع ما بين الفضل و الكمال

এখানে যে তা'কীদ রয়েছে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

وَاِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنٰى بِسَبَبِ اِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَايَاتٍ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُبِهَا وَيُسَمّٰى تَعْقِيْدًا مَعْنَوِيًّا نَحْوَ قَوْلِكَ : "نَشَرَالْمَلِكُ اَلْسِنَتَهٗ فِى الْمَدِيْنَةِ" مُرِيْدًا جَوَاسِيْسَهٗ وَالصَّوَابُ" نَشَرَ عُيُوْنَهٗ وَقَوْلُهٗ ـــہ

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوْا - وَتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا - حَيْثُ كَنّٰى بِالْجُمُوْدِ عَنِ السُّرُوْرِ مَعَ اَنَّ الْجُمُوْدَ يُكَنّٰى بِهٖ عَنِ الْبُخْلِ بِالدُّمُوْعِ وَقْتَ الْبُكَاءِ -

অনুবাদ ঃ অথবা এই অস্পষ্টতা হবে অর্থগত গোলযোগের কারণে। যেমন- রূপক ও ইংগিতমূলক শব্দসমূহ বেশী ব্যবহারের কারণে উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরণের গোলযোগের নাম মা'নবী বা অর্থগত তা'কীদ। যেমন, যদি বল–

نشر الملك السنته فى المدينة

এখানে السنته দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য গোয়েন্দা। সঠিক শব্দ হলো نشر عيونه কেননা عيون শব্দটিই গোয়েন্দা অর্থে বেশী ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে السنته শব্দের ব্যবহার একেবারেই অপ্রচলিত।

নিম্নের কবিতায়ও মা'নবী তা'কীদ রয়েছে।

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا - وتسكب عيناى الدموع لتجمدا

অর্থাৎ–অচিরেই আমি তোমাদের থেকে বাড়ীর দূরত্ব কামনা করব যাতে তোমরা নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং আমার দু'চোখ অশ্রু প্রবাহিত করবে যাতে সে দুটো জমাট বেঁধে যায়।

এটিকে মা'নবী তা'কীদের উদাহরণ হিসেবে তখনই উল্লেখ করা যাবে যখন 'জমাটবাঁধা' শব্দ দ্বারা আনন্দ উদ্দেশ্য হবে। কেননা সাধারণত চোখ জমাট বাঁধার অর্থ হয় কান্নার সময় অশ্রুপাতে কার্পণ্য করা।

ব্যাখ্যা ঃ কবি বলছেন- যেহেতু বন্ধু-স্বজনদের রীতি হলো তারা উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে এবং প্রিয়জনের বিপরীতে চলতে থাকে, যাতে প্রিয়জন বশীভূত হয়। তাই আমিও নৈকট্য এবং মিলনের পরিবর্তে দূরত্ব এবং *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) বিরহ চাইব যাতে নৈকট্য ও মিলন লাভ হয়। তেমনি দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রার্থনা করব যাতে আনন্দ ও সুখ হাসিল হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-ان مع العسر يسرا নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। কবির এ বক্তব্য উল্লিখিত অর্থে গ্রহণ করা তখনই সঠিক হবে, যখন جمود দ্বারা আনন্দের প্রতি ইংগিত করা হবে। কিন্তু সাধারণ রীতিতে جمود দ্বারা ইংগিত করা হয় কান্নার সময় অশ্রুপাত না হওয়ার প্রতি। অর্থাৎ চোখ শুকিয়ে যাওয়ার কথা বললে মন চলে যায় এদিকে যে অশ্রুভাসিয়ে কাঁদতে চাইলেও অশ্রু আসে না। এটি দুঃখের সময় অধিক কান্নার কারণে হতে পারে। আনন্দের সময় এরূপ হয় না। সে জন্য মন আনন্দের দিকে যায় না। সুতরাং এ কবিতাটি ফাছাহাত শূন্য। উর্দুতে মা'নবী তা'কীদের উদাহরণ হিসেবে নিম্নের কবিতাটি পেশ করা হয়।

میري لیلی کوکر دیا مجنون - اےسکندر میں تجھ کوکیا کوسوں

কবির প্রেমাষ্পদ আয়নায় নিজ ছবি দেখে নিজের প্রতি নিজেই আসক্ত হয়ে গেছে। প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, আয়নার আবিষ্কারক হলেন আলেকজান্ডার। তাই কবি আলেকজান্ডারের প্রতি অভিযোগ করেছেন যে, হে আলেকজান্ডার! তুমি এমন বস্তু কেন আবিষ্কার করলে যার ফলে প্রেমাষ্পদের প্রতি বরং স্বয়ং প্রেমিকের প্রতি এ বিপদ এল? এ কবিতায় অভিযোগের বিষয় হলো, তিনটি যথাক্রমে-(১) আলেকজান্ডারের আয়না আবিষ্কার, (২) প্রেমাষ্পদের আয়না দেখা, (৩) নিজের প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়া। এ তিনটিই কবিতায় ঊহ্য রয়েছে। এ কারণে এতে মা'নবী তা'কীদ রয়েছে। তেমনি আরেকটি কবিতা রয়েছে-

مگس کو باغ میں جانے نه دینا -که نه حق خون پر وانےکا هوگا

অর্থাৎ-মৌমাছিদেরকে বাগানে যেতে দিও না। কেননা তারা যদি বাগানে যায়, তাহলে ফল-ফুলের রস চুষে মধুর চাক তৈরী করবে। মধুর চাক থেকে মোমবাতি তৈরী করা হবে। যখন বাতি জ্বালানো হবে, তখন পতঙ্গরা এসে তাতে পড়বে, আর জ্বলে-পুড়ে মরবে। এ কবিতায় অনেক মাধ্যম থাকা এবং সেগুলো উল্লেখ না থাকাই মা'নবী তা'কীদের কারণ।

উল্লেখ্য যে, অনেক বালাগাতবিদ কালামের ফাছাহাতের তারীফে এ অংশটুকুও যোগ করেছেন-

ومن كثرة التكرار وتتابع الاضافات-

অধিক পুনরাবৃত্তি এবং লাগাতার ইযাফাতের কারণে ফাছাহাতের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা দূর করার জন্য এ অংশটুকু যোগ করা হয়। অধিক পুনরাবৃত্তির উদাহরণ হিসেবে তালখীসুল মিফতাহ-এ মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে- *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) وتسعدني في غمرة بعد غمرة- سبوح لها منها عليها شواهد

কবি বলেছেন-তুমূল যুদ্ধের সময় আমাকে শক্রদের থেকে রক্ষায় এমন এক দ্রুতগামী উত্তম ঘোড়া সাহায্য করে, যার স্বয়ং সত্তা এবং গুণাবলী দ্বারা এমন নির্দশনসমূহ প্রকাশ পায় যা তার সৌন্দর্য ও উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে জোরগলায় সাক্ষ্য দেয়। এখানে লক্ষ্যণীয় হলো দ্বিতীয় লাইন। এতে যমীরের অধিক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

লাগাতার ইযাফাতের উদাহরণ হিসেব নিম্নের কবিতা পেশ করা হয়-

حمامة جرعى حومة الجندل اسجعى - فانت بمرأى من سعاد ومسمع

কবি বলছেন-হে পাথুরে মাটির টিলার বালুমাটির কবুতরী! তুমি তোমার গান গাইতে থাক। কেননা তুমি এমন স্থানে রয়েছ যেখানে তোমাকে (আমার প্রেমাষ্পদ) সুয়াদ নিজে দেখে ও তোমার সুর শোনে। এখানে প্রথম লাইনটিই লক্ষ্যণীয়। কেননা এতেই লাগাতার ইযাফাত রয়েছে।

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অধিক পুনরাবৃত্তি এবং লাগাতার ইযাফাতের কারণে যদি বাক্যের উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়, তা হলে তানাফুর থেকে বাঁচলেই এ থেকেও বাঁচা হয়ে যায়। সুতরাং এ অংশটুকু অতিরিক্ত যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর যদি এতে বাক্যটি কঠিন না হয়, তাহলে তা কালামের ফাছাহাতের পরিপন্থী নয়। সে কারণে কুরআন মজীদ ও হাদীসে এমন প্রচুর বাক্য পাওয়া যায়, যাতে অধিক পুনরাবৃত্তি লাগাতার ইযাফাত রয়েছে। অথচ কুরআন মজীদ ও হাদীস যে বালাগাতের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত তাতে কারো দ্বিমত নেই। যেমন, আয়াত–

مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ - ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا -
وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا-

হাদীস ঃ

اَلْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ ا لْكَرِيْمِ - يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

وَفَصَاحَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِكَلَامٍ فَصِيْحٍ فِىْ اَىِّ غَرَضٍ كَانَ-

وَالْبَلَاغَةُ فِى اللُّغَةِ اَلْوُصُوْلُ وَالْاِنْتِهَاءُ يُقَالُ بَلَغَ فُلَانٌ بِمُرَادِهِ اِذَا وَصَلَ اِلَيْهِ وَبَلَغَ الرَّكْبُ الْمَدِيْنَةَ اِذَا انْتَهٰى اِلَيْهَا وَتَقَعُ فِى الْاِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ-

فَبَلَاغَةُ الْكَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ وَالْحَالُ وَيُسَمّٰى بِالْمَقَامِ هُوَ الْاَمْرُ الْحَامِلُ لِلْمُتَكَلِّمِ عَلٰى اَنْ يُّوْرِدَ عِبَارَتَهُ عَلٰى صُوْرَةٍ مَخْصُوْصَةٍ وَالْمُقْتَضٰى وَيُسَمّٰى الْاِعْتِبَارَ الْمُنَاسَبُ هُوَ الصُّوْرَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الَّتِىْ تُوْرِدُ عَلَيْهَا الْعِبَارَةُ -

অনুবাদ ঃ فصاحة المتكلم হলো এমন এক যোগ্যতা, যার বলে বক্তা নিজের উদ্দেশ্য তা, যে কোন বিষয়েই হোক, ফসীহ বাক্য দ্বারা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়।

بلاغة - এর আভিধানিক অর্থ পৌঁছানো এবং উপনীত হওয়া। بلغ فلان مراده বলা হয়, যখন কেউ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। بلغ الركب المدينة বলা হয়, যখন কাফেলা শহরে উপনীত হয়। পরিভাষায় بلاغة শব্দটি কালাম ও মুতাকাল্লিম বা বাক্য ও বক্তার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বালাগাতুল কালাম বা বাক্যের বালাগাত হলো-বাক্যটি ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে মুকতাযায়ে হাল বা অবস্থার চাহিদা মোতাবেক হওয়া।

'হাল' যাকে মাকামও বলা হয়, তা হলো সেই বিষয়, যা বক্তাকে তার ইবারত একটি বিশেষ আকারে উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। 'মুকতাযা' যাকে ই'তেবারে মুনাসিবও বলা হয়, তা হলো উক্ত বিশেষ আকার, যাতে ইবারাত উপস্থাপন করা হয়।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ ملكة-এর অর্থ كيفيت نفسانية راسخة বা পারদর্শিতা। এমন যোগ্যতা যা তার সত্তার গভীরে প্রোথিত হয়ে যাবে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) সুতরাং কারো মধ্যে যদি গভীরভাবে প্রোথিত যোগ্যতা না থাকে, বরং ঘটনাক্রমে কখনো কখনো ফসীহ বাক্য ব্যবহার করে, তাহলে এমন ব্যক্তিকে ফসীহ বলা হবে না। সক্ষমতার অর্থ সরাসরি কারো সহায়তা ছাড়া। এখানে كلام فصيح বলা হয়েছে যাতে শব্দ ও বাক্য উভয়কে শামিল করে।

فى اي غرض كان বলার কারণ এই যে, কেউ কেউ বিশেষ কোন বিষয় বর্ণনা করতে পারে ফসীহ কালামে। কিন্তু অন্য বিষয় সেরূপ ফসীহ কালামে বর্ণনা করতে পারে না। সুতরাং এ অংশটুকু থাকার কারণে এ ধরণের ব্যক্তিরা পারিভাষিকভাবে ফসীহ বলে গণ্য হবে না। বরং যারা যেকোন প্রকারের বিষয় ফসীহ কালামে বর্ণনা করতে সক্ষম, তাদেরকেই ফসীহ বলা হবে।

ব্যাখ্যা -(১) بلاغة শব্দের দু'টি অর্থ–আভিধানিক ও পারিভাষিক। আভিধানিক অর্থ, পৌঁছানো। বলা হয়ে থাকে بلغ الرجل بلاغة অর্থাৎ-লোকটি কথাবার্তায় নিজ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। অর্থের এই সামঞ্জস্যের কারণেই বালাগাতকে বালাগাত বলা হয়। কেননা, বালাগাতের পারিভাষিক অর্থেও পৌঁছা অর্থ লক্ষ্যণীয়।

(১) بلاغة শুধু কালাম ও মুতাকাল্লিমের বিশেষণ হতে পারে মুফরাদের বিশেষণ হতে পারে না। এটি নিছক শ্রুতি নির্ভর। আরবদেরকে كلمة فصيحة বলতে শোনা যায়। কিন্তু كلمة بليغة বলতে শোনা যায় না। যেহেতু বালাগাতের ব্যবহার কালাম ও মুতাকাল্লিমের বিশেষণ হিসেবে একই অর্থে হয় না, বরং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে হয় এবং তা এভাবে হয়, যেন কালাম ও মুতাকাল্লিমের বালাগাত এমন দু'টি স্বরূপ ধারণ করে যাদের মধ্যে কোন মিল নেই। সেকারণে সে দু'টিকে একসাথে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে বালাগাতের প্রকারভেদ উল্লেখ করার পর প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অথচ সাধারণ নিয়ম হলো- প্রথমে সংজ্ঞায়িত করার পরেই প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়। এতদু'ভয়ের মধ্যে কালামের বালাগাত প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো-এটি মুতাকাল্লিমের বালাগাতের জন্য শর্তস্বরূপ। আর মাশরূতের পূর্বেই শর্তের স্থান।

والحال الخ - তেমনি যেহেতু মুকতাযায়ে হাল চিনতে হলে প্রথমে হাল চিনতে হবে, সেজন্য মুকতাযার সংজ্ঞার পূর্বেই হালের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। মুযাফ-মুযাফ ইলায়হ-এর ক্ষেত্রেও এরূপ দ্বিতীয়টির পরিচয়ের উপর প্রথমটির পরিচয় নির্ভর করে।

লেখকের ভাষ্য থেকে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, হাল ও মাকাম একই অর্থবোধক। কিন্তু অনেকেই এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করেন এভাবে যে, হাল-এর অর্থের মধ্যে কাল বিবেচ্য হয়। আর মাকামের অর্থের মধ্যে স্থান বিবেচ্য। সুতরাং এ শব্দ দু'টি একদিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন, অন্যদিক দিয়ে একই অর্থবোধক। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

مَثَــلًا اَلْـمَـدْحُ حَــالٌ يَـدْعُـوْ لِإِيْـرَادِ الْـعِـبَـارَةِ عَلٰى صُـوْرَةِ الْإِطْـنَـابِ وَذُكَـاءُ الْـمُـخَـاطَـبِ حَالٌ يَدْعُـوْ لِإِيْـرَادِهَا عَلٰى صُوْرَةِ الْإِيْـجَـازِفَـكُلٌّ مِّـنَ الْـمَدْحِ وَالـذُّكَـاءِ "حَـالٌ" وَكُـلٌّ مِّـنَ الْإِطْـنَـابِ وَالْإِيْـجَــازِ "مُـقْـتَـضًى" وَإِيْـرَادُ الْـكَـلَامِ عَلٰى صُـوْرَةِ الْإِطْـنَـابِ وَالْإِيْـجَازِ" مُطَابَـقَـةٌ لِلْـمُـقْـتَـضٰى-

وَبَلَاغَــةُ الْـمُـتَـكَلِّمِ مَلَـكَـةٌ يَـقْـتَـدِرُ بِـهَـا عَلَى التَّـعْـبِـيْـرِعَنِ الْـمَـقْـصُـوْدِ بِـكَلَامٍ بَلِـيْـغٍ فِـىْ اَىِّ غَـرْضٍ كَانَ وَيُـعْـرَفُ الـتَّـنَـافُـرُ بِالـذَّوْقِ-

অনুবাদ ঃ উদাহরণস্বরূপ প্রশংসা একটি হাল। এটির চাহিদা হালো ইবারাত দীর্ঘ করা। তেমনি মধ্যম পুরুষের মেধা আরেকটি হাল, যার দাবী হল ইবারাত সংক্ষিপ্ত করা হোক। সুতরাং প্রশংসা ও মেধা হলো এক একটি হাল; দীর্ঘতা ও সংক্ষিপ্ততা হলো এক একটি মুকতাযা এবং দীর্ঘাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো মুকতাযার মুতাবাকাত বা চাহিদার সঙ্গে সংগতি রক্ষা।

মুতাকাল্লিমের বালাগাত হলো এমন এক যোগ্যতা যা দ্বারা বক্তা নিজ বক্তব্য তা যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, বালাগাতপূর্ণ বাক্য দ্বারা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

পূর্ব পৃঃ পর) (৩) মুকতাযাকে ই'তেবারে মুনাসিব নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো-এদিকে ইংগিত করা যে, মুকতাযায়ে হালের অর্থ মুনাসিবে হাল। এখানে সেই মু'জেবে হাল উদ্দেশ্য নয়, যা থেকে হাল পৃথক থাকতে পারে না।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা– কালামের বালাগাতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, কালামটি ফাসাহাতপূর্ণ ও অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ কালামের বালাগাত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। **প্রথমতঃ** বাক্যটি অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হবে। **দ্বিতীয়তঃ** বাক্যটি ফাসাহাতপূর্ণ শব্দসমূহ দ্বারা গঠিত হবে। এ থেকে এ-ও জানা গেল যে, প্রতিটি বালাগাতপূর্ণ বাক্যই ফাসাহাতপূর্ণ। কিন্তু প্রতিটি ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যই বালাগাতপূর্ণ নয়। সুতরাং বাক্যকে যতই অবস্থার চাহিদা মোতাবেক ***(অপর পৃঃ দ্রঃ)***

وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَضُعْفُ التَّالِيْفِ وَالتَّعْقِيْدُ اللَّفْظِيِّ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الْاِطِّلَاعِ عَلٰے كَلَامِ الْعَرَبِ وَالتَّعْقِيْدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ وَالْاَحْوَالِ وَمُقْتَضَيَاتُهَا بِالْمَعَانِىْ فَوَجَبَ عَلٰى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِىْ وَالْبَيَانِ مَعَ كَوْنِهٖ سَلِيْمَ الذَّوْقِ كَثِيْرَ الْاِطِّلَاعِ عَلٰى كَلَامِ الْعَرَبِ-

অনুবাদ ঃ তানাফুর চেনা যায় রুচি দ্বারা। মুখালাফাতুল কিয়াস চেনা যায় ইলমুছ্ছরফ দ্বারা, যু'ফুত্ তা'লীফ ও লফযী তা'কীদ চেনা যায় ইলমে নাহ্ভ দ্বারা, গারাবাত চেনা যায় আরবী ভাষায় ব্যাপক জ্ঞান দ্বারা, মা'নবী তা'কীদ চেনা যায় ইলমে বয়ান দ্বারা এবং অবস্থাদি ও তার চাহিদাসমূহ জানা যায় ইলমে মা'আনী দ্বারা। সুতরাং বালাগাত শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য হলো–লোগাত, ছরফ, নাহ্ভ, মা'আনী ও বয়ান জানা। সাথে সাথে তাকে হতে হবে সুস্থ রুচিসম্পন্ন এবং আরবী ভাষায় ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী।

(পূর্ব পৃঃ পর) করা হবে ততই তা সৌন্দর্যের আধার হবে। আর যতই তা অবস্থার চাহিদার খেলাপ হবে, ততই তা সৌন্দর্যশূন্য হবে।

বালাগাতবিদগণ বালাগাতের দুই প্রান্ত নির্ধারণ করেছেন। একটিকে উচ্চতম প্রান্ত বলা হয়। এটি সবচেয়ে উচ্চ ও সবচেয়ে সুন্দর। কুরআন মজীদের বালাগাত এই স্তরের। অতঃপর বালাগাতের স্তর হলো উচ্চতম প্রান্তের নিকটবর্তী। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বাণী এই স্তরের। উচ্চতম প্রান্ত ও তার নিকটবর্তী স্তর এ দু'টিই অলৌকিক সীমার অন্তর্গত।

বালাগাতের অপর প্রান্তকে নিম্নতম প্রান্ত বলা হয়। অর্থাৎ বালাগাতবিদদের মতে কারো বাক্য যদি এই নিম্নতম প্রান্ত থেকেও নিম্নমানের হয়, তাহলে তা মানুষের কথা বলে গণ্য হতে পারে না। বরং অন্যান্য জীবজন্তুর শব্দের সাথে মিশে যাবে। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে অনেকগুলো স্তর রয়েছে।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ (১) বালাগাতের জ্ঞান হাসিল করতে হলে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি এই যে, সেইসব কারণ জানতে হবে যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। তাহলে ফাসাহাতশূন্য বাক্য *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) ব্যবহারে বিরত হওয়া যাবে। অপর বিষয় হলো, অবস্থাদি ও অবস্থাদির চাহিদা পূর্বেই জেনে নিতে হবে। নইলে অবস্থাদির চাহিদা অনুযায়ী বাক্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। যেসব কারণে ফাসাহাতের ক্ষতি হয়, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তানাফুর। প্রকৃতপক্ষে এটি চেনা যায় সুস্থ রুচিবোধের দ্বারা। এটিই সঠিক মতবাদ।

إِنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ الذَّوْقُ السَّلِيْمُ ثَقِيْلاً مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ وَلَا مَدْخَلَ فِيْهِ لِقُرْبِ الْمَخَارِجِ أَوْ بُعْدِهَا-

রুচিবোধ এমন এক শক্তির নাম, যা দ্বারা মানুষ কথার সূক্ষ্ম রহস্য এবং কথাকে সুন্দর করার উপায়সমূহ অনুধাবন করতে পারে। এটি দুই প্রকার। যথাক্রমে–একটি হলো সহজাতঃ এটি আরবদের তাদের নিজস্ব ভাষাসম্পর্কে রয়েছে। আরেকটি হলো অর্জিত রুচিঃ এটি আরবরা ব্যতীত অন্যরাও আরবী ভাষার ব্যাপক অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে হাসিল করতে পারে।

(২) কথাকে সুন্দর করে উপস্থাপনের জন্য লোগাত, ছুরফ, নাহ্ভ, মা'আনী ও বয়ান ব্যতীত ইলমে বদী-এরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেহেতু অনেক বালাগাতবিদ মা'আনী, বয়ান ও বদী-এ তিনটিকেই ইলমে বয়ান নামে আখ্যায়িত করেন, এজন্য এখানে ইলমে বদী এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এ থেকে এরূপ মনে করা ঠিক হবে না যে, ইলমে বদী-এর প্রয়োজনই নেই। বরং মা'আনী ও বয়ানের কথা উল্লেখ করার পর বদী-এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি নিছক সংক্ষিপ্ত করনের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া, ইলমে বদী-এর সকল নিয়মকানুন নির্ভর করে ইলমে মা'আনী ও ইলমে বয়ানের উপর। তাই মওকুফ আলায়হে দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। আর মওকুফের উল্লেখ পরিহার করা হয়েছে। কারণ এটি অত্যাবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-একটি ইমারাত নির্মাণে তার কাঠামো, পলেস্তারা ও চুনকাম তিনটিরই গুরুত্ব রয়েছে। তবে ইট-পাথর ও রডের কাঠামো হলো তার মৌলিক ও মওকুফ আলায়হের মত। পলেস্তারা ব্যতীত তা ব্যবহারের উপযোগী হয় না। অন্যদিকে চুনকাম ও রঙের কাজ হলো সৌন্দর্যের জন্য। যদি এটি না-ও হয় তাহলেও ইমারত ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। ইলমে বদী হলো ভাষার সৌন্দর্যের জন্য। এটি মওকুফ আলায়হে নয়।

عِلْمُ الْمَعَانِىْ

هُوَعِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِىْ بِهَا يُطَابِقُ مُقْتَضَى الْحَالِ فَتَخْتَلِفُ صُوَرُ الْكَلَامِ لِاِخْتِلَافِ الْاَحْوَالِ مِثَالُ ذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَاِنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا" فَاِنَّ مَاقَبْلَ "اَمْ" صُوْرَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ صُوْرَةَ مَابَعْدَهَا لِاَنَّ الْاُوْلٰى فِيْهَا فِعْلُ الْاِرَادَةِ مَبْنِىٌّ لِلْمَجْهُوْلِ-

অনুবাদ ঃ ইলমুল মা'আনী হলো সেই জ্ঞান, যা দ্বারা আরবী শব্দের সেইসব অবস্থা অবগত হওয়া যায় যা দ্বারা শব্দকে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী করা যায়। সেমতে অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে বাক্যের আকৃতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর বাণী-

وانالا ندرى اشر اريد بمن فى الارض ام ماد بهم ربهم رشدا

"আর এই যে, আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর জন্য অকল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে নাকি তাদের প্রভু তাদের জন্য সুপথ চেয়েছেন।" এ আয়াতে ام-এর পূর্বের বাক্য ও পরের বাক্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির। কেননা, প্রথমে ইচ্ছাবোধক ফে'লকে مجهول বা কর্মবাচ্য আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত পক্ষে উভয় অবস্থায় ইচ্ছাকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। তবে এখানে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অকল্যাণের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সরাসরি করা উচিত নয়। সেজন্য প্রথম বাক্যে ফা'য়েলকে উহ্য করে ফে'লটিকে কর্মবাচ্য আকারে ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কল্যাণের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে হওয়াই শোভনীয়। তাই দ্বিতীয় বাক্যে ফে'লটিকে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার করে ফা'য়েলটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالثَّانِيَةُ فِيْهَا فِعْلُ الْاِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَعْلُوْمِ وَالْحَالُ الدَّاعِيْ لِذٰلِكَ نِسْبَةُ الْخَيْرِ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِى الثَّانِيَةِ وَمَنْعُ نِسْبَةِ الشَّرِّ اِلَيْهِ فِى الْاُوْلٰى

وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلٰى هٰذَا الْعِلْمِ فِيْ ثَمَانِيَةِ اَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ-

অনুবাদ ঃ আর পরের বাক্যে তা আনা হয়েছে معروف বা কর্তৃবাচ্য আকারে। এই ভিন্নতার কারণ হলো 'কল্যাণ সাধন' কে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যা দ্বিতীয় বাক্যে করা হয়েছে। এবং অকল্যাণ সাধনকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত না করা, যা প্রথমবাক্যে লক্ষ্যণীয় ছিল। এই ইলমের আলোচ্য বিষয়সমূহ আটটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টের আওতাবদ্ধ থাকবে।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ (ক) এখানে আওতাবদ্ধতার অর্থ হল- অংশসমূহের সাথে সমষ্টির আওতাবদ্ধতার মত। যেমন-খুঁটি, দেয়াল ও ছাদ এই তিনের সমষ্টিই ঘর। আংশিকসমূহের সাথে সামষ্টিকের আওতাবদ্ধতার মত নয়। যেমন–মানুষ একটি সামষ্টিক শব্দ। এর আওতায় রয়েছে যায়দ, উমর, বকর, খালেদ প্রমুখ। কিন্তু এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই "মানুষ" অভিধা প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ছাদ, দেয়াল বা খুঁটিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করলে ঘর বলা যায় না। বরং তিনের সমষ্টিকেই ঘর বলা হয়। তেমনি আটটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টের সমষ্টিই ইলমুল মা'আনী। প্রতিটি অধ্যায় বা বিষয়কে পৃথকভাবে ইলমুল মা'আনী নামে আখ্যায়িত করা যায় না।

(খ) আটটি অধ্যায় হল-(১) খবর ও ইনশা (২) যিকির ও হজফ (৩) তাকদীম ও তাখীর (৪) তা'রীফ ও তানকীর, (৫) ইতলাক ও তাকয়ীদ (৬) কছর (৭) অছল ও ফছল, (৮) ইজায, ইতনাব ও মুসাওয়াত।

(গ) আটটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে ইলমুল মা'আনীর বিষয়বস্তু আলোচিত হওয়ার কারণ হলো। বাক্য দু'প্রকার, যথাক্রমে–খবরিয়্যা ও ইনশায়িয়্যা। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

কেননা বাক্যের দু'অবস্থা। একটি হল-বাক্যের মর্মের একটি বাস্তব অবস্থা হবে, যার সাথে মর্ম হয়ত মিল থাকবে, অথবা গর-মিল হবে। আরেকটি হল-বাক্যের মর্মের কোন বাস্তব অবস্থা থাকবে না। প্রথম প্রকারের বাক্যকে খবরিয়্যা ও দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যকে ইনশায়িয়্যা বলে। সেমতে খবরিয়্যা ও ইনশায়িয়্যা বাক্য আলোচনা করার জন্য প্রথম অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর বাক্যে থাকে মুসনাদ ইলায়হে, মুসনাদ, ইসনাদ, আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কখনো কোনটিকে উল্লেখ করা আবার কোনটিকে উহ্য রাখার প্রয়োজন পড়ে। আবার কোনটি মুকাদ্দাম বা মুয়াখ্খার, মা'রেফা বা নাকেরা, মুতলাক বা মুকায়্যাদ করে উল্লেখ করতে হয়। তাই যিকির ও হজফের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তেমনি তাকদীম-তাখীরের জন্য তৃতীয় অধ্যায়, তা'রীফ-তানকীরের জন্য চতুর্থ অধ্যায় এবং ইতলাক- তাকয়ীদের জন্য পঞ্চম অধ্যায় রাখা হয়েছে। অতঃপর যেহেতু ইসনাদ ও তা'আল্লুক কখনো কছরের সাথে হয়, আবার কখনো কছর ছাড়াই হয়, এজন্য কছরের বর্ণনায় ষষ্ঠ অধ্যায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি দু'টি বাক্য থাকলে পরের বাক্যটি পূর্বের বাক্যের সাথে মা'তুফ হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। মা'তুফ হলে পরের বাক্যটিকে মওসূল এবং আতফ করাকে অছল বলে। আর মা'তুফ না হলে পরের বাক্যটিকে মাফছূল এবং আতফ ব্যতীত দ্বিতীয় বাক্যের উল্ল্যেখকে ফছল বলা হয়। তাই অছল-ফছলের আলোচনার জন্য সপ্তম অধ্যায় রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাক্য অনেক সময় অর্থবহ হওয়ার দিক দিয়ে আসল উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশী হয়, কখনো বেশী হয় না। বেশী হলে বলা হয় ইতনাব। আর বেশী না হলে তা দু'ধরণের। বাক্য হয়ত আসল উদ্দেশ্যের সমান সমান হয়। অথবা আসল উদ্দেশ্যের চেয়ে তাতে ঘাটতি থাকে। অবশ্য মৌলিকভাবে অর্থপূর্ণ ও প্রচলিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রথমটিকে মুসাওয়াত আর দ্বিতীয়টিকে ঈজায বলা হয়। তাই বাক্যে এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রাখা হয়েছে। সেটি হল অষ্টম অধ্যায়। বাক্যের ব্যবহার অনেক সময় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম কানুন ও প্রচলিত রীতি নীতির পরিপন্থী হয়। এ বিষয়সমূহ পরিশিষ্টে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ فِى الْخَبَرِ وَالْاِنْشَاءِ

كُلُّ كَلَامٍ فَهُوَ اِمَّا خَبَرٌ اَوْ اِنْشَاءٌ وَالْخَبَرُ مَا يَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْكَاذِبٌ كَسَافَرَ مُحَمَّدٌ وَعَلِىٌّ مُقِيْمٌ وَالْاِنْشَاءُ مَالَايَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ لِقَائِلِهِ ذٰلِكَ كَسَافِرْ يَامُحَمَّدُ وَاَقِمْ يَاعَلِىُّ- وَالْمُرَادُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ وَبِكَذِبِهِ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لَهُ فَجُمْلَةُ "عَلِىٌّ مُقِيْمٌ" اِنْ كَانَتِ النِّسْبَةُ الْمَفْهُوْمَةُ مِنْهَا مُطَابِقَةً لِمَا فِى الْخَارِجِ فَصِدْقٌ وَاِلَّا فَكِذْبٌ- وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُوْمٌ بِهِ وَيُسَمَّى الْاَوَّلُ مُسْنَدًا اِلَيْهِ كَالْفَاعِلِ وَنَائِبِهِ وَالْمُبْتَدَأِ الَّذِىْ لَهُ خَبَرٌ وَيُسَمَّى الثَّانِىْ مُسْنَدًا كَالْفِعْلِ وَالْمُبْتَدَأِ الْمُكْتَفِىْ بِمَرْفُوْعِهِ -

প্রথম অধ্যায় ঃ খবর ও ইনশা

অনুবাদ ঃ প্রতিটি বাক্য হয়ত জুমলায়ে খবরিয়্যা হবে, নইলে ইনশায়িয়্যা। জুমলায়ে খবরিয়্যা হল এই যে, তার বক্তাকে এরূপ বলা শুদ্ধ হবে যে, এতে সে সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী। যেমন-মুহাম্মদ সফর করেছে। আলী একজন মুকীম। ইনশায়িয়্যা জুমলা হল-যার বক্তাকে এরূপ বলা শুদ্ধ হয় না। যেমন- হে মুহাম্মদ! সফর কর; হে আলী! ইকামত কর। খবর সত্য হওয়ার অর্থ, তা বাস্তবের অনুযায়ী হওয়া। আর তা মিথ্যা হওয়ার অর্থ তা বাস্তবের অনুযায়ী না হওয়া। সে মতে আলী একজন মুকীম (علی مقيم) এই বাক্যের অর্থ যদি বাস্তবের সাথে মিল রাখে, তাহলে তা সত্য। আর যদি বাস্তবের সাথে তার কোন মিল না থাকে, তাহলে মিথ্যা। প্রতিটি বাক্যের (খবরিয়্যা হোক কিংবা ইনশায়িয়্যা) দু'টি রোকন (মূলস্তম্ভ) থাকে। একটি হলো মাহকূম আলায়হে, অন্যটি মাহকূম বিহি। প্রথমটিকে মুসনাদ ইলায়হে বলা হয়। যেমন-ফায়েল, নায়েবে ফায়েল, সেই মুবতাদা যার খবর থাকে। আর দ্বিতীয়টিকে মুসনাদ বলে। যেমন- ফে'ল ও সেই মুবতাদা যা নিজ মারফূ'কে রফা দিয়েই ক্ষান্ত হয়। (এ মুবতাদা মুসনাদ ইলায়হে হয় না।) *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

اَلْكَلَامُ عَلَى الْخَبَرِ

اَلْخَبَرُ إِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً اَوْ اِسْمِيَّةً فَالْاُوْلٰى مَوْضُوْعَةٌ لِإِفَادَةِ الْحُدُوْثِ فِىْ زَمَنٍ مَخْصُوْصٍ مَعَ الْاِخْتِصَارِ وَقَدْ تُفِيْدُ الْاِسْتِمْرَارَ التَّجَدُّدِىَّ بِالْقَرَائِنِ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُضَارِعًا كَقَوْلِ طَرِيْفٍ –

اَوْكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيْلَةٌ – بَعَثُوْا اِلَىَّ عَرِيْفَهُمْ يَتَوَسَّمُ–

অনুবাদ ঃ জুমলায়ে খবরিয়্যা প্রসঙ্গ। জুমলায়ে খবরিয়্যা হয়ত জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হবে নইলে ইসমিয়্যা। প্রথম প্রকারের বাক্য অর্থাৎ ফে'লিয়া গঠিত হয়েছে সংক্ষেপে নির্দিষ্ট কালে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার অর্থ নির্দেশ করার জন্য। ফে'লিয়া বাক্য কখনো কখনো আগ-পিছের আলামতের ভিত্তিতে ইস্তেমরারে তাজাদ্দুদী বা পৌনঃপুনিক ঘটমানতার অর্থ দেয়-যদি ফে'লটি মুযারে হয়। যেমন, তরীফের ভাষায়-

اوكلماوردت عكاظ قبيلة – بعثوا الى عريفهم يتوسم–

যখনই আরবের কোন গোত্র উকাজ বাজারে আসে, তখন কি তারা আমার কাছে তাদের এমন প্রতিনিধি পাঠায় যে নিজ বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিতে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ আমাকে সনাক্ত করতে পারে?

পূর্ব পৃঃ পর ব্যাখ্যা ঃ মুসনাদ ইলায়হে, মুবতাদা, মাহকূম আলায়হে, ফায়েল, নায়েবে ফায়েল এবং মানতিকের পরিভাষায় মওযু এবং মুকাদ্দাম সবই এক অর্থে অর্থাৎ মানসূব ইলায়হে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তেমনি খবর, মুসনাদ, মাহকূম বিহি, মানতিকের মাহমূল ও তালী, ফে'লে মা'রূফ ও মাজহূল এবং যে মুবতাদা মুসনাদ ইলায়হে হয় না (অর্থাৎ যে সিফাত নফির হরফ বা ইস্তিফহামের আলিফের পরে আসে ও ইসমে জাহেরকে রফা দেয়। যেমন–

ماقائم ن الزيدان– اقائم ن الزيدان) এসবই একই বস্তু অর্থাৎ মানসূব বুঝায়।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা-উল্লিখিত কবিতায় يتوسم-একটি মুযারে ফে'ল। এটি ঘটমানতা ও পৌনঃপুনিকতা বুঝায়। তাজাদ্দুদ-এর অর্থ কোন ফে'ল বারবার সংঘটিত হওয়া। عريف বলা হয়, কোন জাতি-গোষ্ঠীর সেই প্রতিনিধিকে, *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَالثَّانِيَةُ مَوْضُوْعَةٌ لِمُجَرَّدِ ثُبُوْتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ نَحْوُ"اَلشَّمْسُ مُضِيْئَةٌ"وَقَدْ تُفِيْدُ الْاِسْتِمْرَارَ بِالْقَرَائِنِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ خَبْرِهَا فِعْلٌ نَحْوُ"اَلْعِلْمُ نَافِعٌ"وَالْاَصْلُ فِي الْخَبَرِ اَنْ يُّلْقى لِاِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ الْحُكْمَ الَّذِيْ تَضَمَّنَتْهُ الْجُمْلَةَ كَمَا فِيْ قَوْلِنَا "حَضَرَ الْاَمِيْرُ" اَوْ لِاِفَادَةِ اَنَّ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمٌ بِهٖ نَحْوُ اَنْتَ حَضَرْتَ اَمْسِ" وَيُسَمَّي الْحُكْمُ فَائِدَةَ الْخَبرِ وَكَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهٖ لَازِمُ الْفَائِدَةَ وَقَدْ يُلْقَى الْخَبَرْ لِاَغْرَاضٍ اُخْرٰى-

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় প্রকার বাক্য অর্থাৎ ইসমিয়্যা নিছক এজন্য গঠিত হয়েছে যে, মুসনাদ ইলায়হের জন্য মুসনাদটি সাব্যস্ত হবে। (তাতে ঘটমানতা ও বারংবারতার অর্থ উদ্দেশ্য থাকে না।) যেমন- الشمس مضيئة সূর্য আলোকময়। (তাছাড়া) জুমলায়ে ইসমিয়্যা কখনো কখনো আগ-পিছের আলামতের ভিত্তিতে স্থায়ী ঘটমানতার অর্থ দেয়- যখন সে বাক্যের খবরে কোন ফে'ল না থাকে। যেমন- العلم نافع জ্ঞান উপকারী। জুমলায়ে খবরিয়্যার ব্যাপারে মূলনীতি হলো-জুমলায়ে খবরিয়্যা উপস্থাপন করা হয় দুটি অর্থের যে কোন একটি নির্দেশ করার জন্য।

(পূর্ব পৃঃ পর) যিনি নিজ জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে করতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। يتوسم- এর মাছদর হল توسم যার অর্থ বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা কোন বিষয় অনুধাবন করা, আকৃতি দেখে স্বরূপ উপলব্ধি করা। উল্লেখ্য, পৌনঃপুনিক ঘটমানতা বুঝানোর জন্য মুযারে ফে'ল হওয়া শুধুমাত্র আরবী ভাষায় শর্ত। উর্দু ও বাংলায় তিন কালের যে কোন ক্রিয়ারূপ দ্বারাই এই ঘটমানতা ও পৌনঃপুনিকতা বুঝানো যায়। যেমন- আমি পাঠ করতে লাগলাম, সে পাঠ করে যাচ্ছে। তুমি চিন্তা করতে থাকবে। সংক্ষেপে কথাটি যোগ করা হয়েছে এজন্য যে, ইসমিয়্যা বাক্যে কাল নির্দেশ করতে হলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। যেমন, আমি আজ ভাল আছি। গতকাল আমি মসজিদে বসা ছিলাম। আগামীকাল আমি উপস্থিত থাকব ইত্যাদি। কিন্তু ফে'লিয়্যা বাক্যে কাল নির্দেশ করার জন্য ক্রিয়ারূপই যথেষ্ট। কালবোধক আলাদা শব্দ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

(١) كَالْاِسْتِرْحَامِ فِىْ قَوْلِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ (رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ)

(٢) وَاِظْهَارُ الضُّعْفِ فِيْ قَوْلِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ (رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ)

٣) وَاِظْهَارُ التَّحَسُّرِ فِىْ قَوْلِ اِمْرَأَةِ عِمْرَانَ (رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ)

(٤) وَاِظْهَارُ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ فِىْ قَوْلِكَ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ)

(٥) وَاِظْهَارُ السُّرُوْرِ فِىْ قَوْلِكَ (اَخَذْتُ جَائِزَةَ التَّقَدُّمِ) لِمَنْ يَّعْلَمُ ذٰلِكَ-

(٦) وَالتَّوْبِيْخُ فِىْ قَوْلِكَ لِلْعَاثِرِ (اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ)

অনুবাদ ঃ (১) যেমন ইস্তিরহাম বা করুণা প্রার্থনা করা। যেমন কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

رب انى لما انزلت الى من خير فقير *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) একটি দল শ্রোতাকে উক্ত বাক্যের মর্মটি জানান। যেমন-حضر الامير আমীর উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ যদি হ্যাঁবাচক হয়, তাহলে শ্রোতাকে জানান হয় যে, মুসনাদ ইলাইহের সাথে মুসনাদের সম্পর্ক সংঘটিত হয়েছে। আর যদি নাবাচক হয়, তাহলে তাকে জানান হয় যে, সম্পর্ক সংঘটিত হয়নি। যেমন, উল্লিখিত বাক্যের দ্বারা শ্রোতা আমীরের উপস্থিতি জানতে পেরেছে।– দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো- এ বাক্য দ্বারা শ্রোতাকে বুঝান হয় যে, বক্তা এ বাক্যের মর্ম অবগত আছে। যেমন-انت حضرت امس। অর্থাৎ তুমি গতকাল উপস্থিত হয়েছিলে। (এ বাক্য দ্বারা শ্রোতাকে বুঝান হয়েছে যে, শ্রোতার গতকালের উপস্থিতির কথা বক্তা জানে।) হুকুম অর্থাৎ প্রথম অর্থকে বলা হয় খবরের ফায়েদা। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বক্তার অবগতিকে লাযেমে ফায়েদা বা অর্থের অনুষঙ্গ বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য অর্থে এবং উদ্দেশ্যেও জুমলায়ে খবরিয়্যা ব্যবহার করা হয়। সেগুলোতে উল্লিখিত দু'অর্থের কোনটি উদ্দেশ্য থাকে না।

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করেছ, আমি তার মুখাপেক্ষী ও প্রার্থী।

(২) দুর্বলতা প্রকাশ করা। যেমন কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর উক্তি-

رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমার সারা শরীরের হাড়-গোড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথার চুলে শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে।

(৩) দুঃখ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা। যেমন-কুরআন মজীদে ইমরানের স্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

رب انى وضعتها انثى

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।

(৪) প্রিয়বস্তুর আগমনে আনন্দ ও অপ্রিয় বস্তুর গমনে সন্তোষ প্রকাশ করা। যেমন-جاء الحق وزهق الباطل অর্থাৎ সত্য এসেছে আর অসত্য দূর হয়েছে।

(৫) সন্তোষ প্রকাশ করা। যেমন, কোন ব্যক্তি জানে যে, তুমি প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য পুরস্কার লাভ করেছ। তাকে তুমি বললে- আমি প্রথম হওয়ার পুরস্কার গ্রহণ করেছি।

(৬) ভর্ৎসনা করা। যেমন, কোন ব্যক্তি ভুল করলে তাকে বলা-সূর্য উদিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা– এখানে যে ছয়টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছাড়া আরো দু'টি উদ্দেশ্যে জুমলায়ে খবরিয়্যা ব্যবহার করা হয়। (ক) গর্বপ্রকাশ করা। যেমন- আবু ফিরাস হামদানীর ভাষায়-

ومكارمى عدد النجوم ومنزلى - مأوى الكرام ومنزل الاضياف

কবি গর্বভরে বলছেন, আমার গুণাবলী আকাশের তারাকারাজির মত অসংখ্য এবং আমার বাসস্থান প্রকৃতপক্ষে ভদ্র ও অতিথিদের আশ্রয়স্থল।

(খ) পরিশ্রমে উৎসাহিত করা। যেমন-

وليس اخو الحاجات من بات نائما - ولكن اخوها من يبيت على وجل

কবি বলছেন- প্রকৃত অভাবী ব্যক্তি সে নয়, যে ঘুমিয়ে রাত কাটায়। প্রকৃত অভাবী ব্যক্তি সে-ই, যে অস্থিরতা ও ভয়ের অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। অর্থাৎ অভাবী ব্যক্তির উচিত সর্বদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে সময় পার করে, তার কোন কল্যাণ নেই।

اَضْرَابُ الْخَبَرِ

حَيْثُ كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهٖ اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقْتَصِرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَذَرًا مِنَ اللَّغْوِ فَاِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِىَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ اُلْقِىَ اِلَيْهِ الْخَبَرُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّاكِيْدِ نَحْوُ "اَخُوْكَ قَادِمٌ" - وَاِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيْهِ طَالِبًا لِمَعْرِفَتِهٖ حَسُنَ تَوْكِيْدُهٗ نَحْوُ "اِنَّ اَخَاكَ قَادِمٌ" وَاِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيْدُهٗ بِمُؤَكِّدٍ اَوْ مُؤَكِّدَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ حَسْبَ دَرَجَةِ الْاِنْكَارِ نَحْوُ "اِنَّ اَخَاكَ قَادِمٌ" "اِنَّهٗ لَقَادِمٌ" اَوْ "وَاللّٰهِ اِنَّهٗ لَقَادِمٌ"-

فَالْخَبَرُ بِالنِّسْبَةِ لِخُلُوِّهٖ مِنَ التَّوْكِيْدِ وَ اشْتِمَالِهٖ عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ اَضْرُبٍ كَمَا رَأَيْتَ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْاَوَّلُ اِبْتِدَائِيًّا وَالثَّانِىْ طَلَبِيًّا وَالثَّالِثُ اِنْكَارِيًّا وَيَكُوْنُ التَّوْكِيْدُ بِاِنَّ وَاَنَّ وَلَامِ الْاِبْتِدَاءِ وَاَحْرُفِ التَّنْبِيْهِ وَالْقَسْمِ وَنُوْنِى التَّوْكِيْدِ وَالْحُرُفِ الزَّائِدَةِ وَالتَّكْرِيْرِ وَقَدْ وَاَمَّا الشَّرْطِيَّةِ-

জুমলায়ে খবরিয়্যার প্রকারভেদ

যেখানে খবরদাতা বা বক্তার নিজ খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শ্রোতাকে অবহিত করা, সেখানে উচিত হলো বাক্য গঠনে প্রয়োজনীয় শব্দাবলীতেই ক্ষান্ত করা। অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণে শব্দ ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হওয়া। শ্রোতার প্রয়োজনের চেয়ে বাক্য গঠন বেশী কিংবা কম না করা উচিত। তাহলে অহেতুক কাজ *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

اَلْكَلَامُ عَلَى الْاِنْشَاءِ

اَلْاِنْشَاءُ اِمَّا طَلَبِيٌّ اَوْغَيْرُ طَلَبِيٍّ فَالطَّلَبِيُّ مَايَسْتَدْعِيْ مَطْلُوْبًا غَيْرَحَاصِلٍ وَقْتَ الطَّلَبِ وَغَيْرُ الطَّلَبِيْ مَالَيْسَ كَذٰلِكَ وَالْاَوَّلُ يَكُوْنُ بِخَمْسَةِ اَشْيَاءَ الْاَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْاِسْتِفْهَامُ وَالتَّمَنِّيْ وَالنِّدَاءُ-

জুমলায়ে ইনশায়িয়্যা প্রসঙ্গ

জুমলায়ে ইনশায়িয়্যা দু'প্রকার। যথাক্রমে-তলবী ও গায়রতলবী। তলবী দ্বারা এমন যাচিত বিষয় চাওয়া হয়, যা তলবের সময় অর্জিত না থাকে। গায়র তলবী হলো-যা এরূপ নয়। প্রথমটি পাঁচটি বিষয় দ্বারা অর্জিত হয়।

যথা- امر - نهى - استفهام - تمنى - ندا

(পূর্ব পৃঃ পর) পরিহার করা যাবে। (১) সে মতে যদি শ্রোতার মস্তিষ্ক হুকুম থেকে শূন্য হয়, তাহলে জুমলায়ে খবরিয়্যাকে তাকীদশূন্য অবস্থায় তার সামনে উপস্থাপন করা হবে। যেমন-اخوك قادم (তোমার ভাই এসেছে।) (২) আর যদি তার মধ্যে দ্বিধা ও সন্দেহ থাকে এবং সে এ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী থাকে, তাহলে জুমলায়ে খবরিয়্যাকে তাকীদ সহকারে উপস্থাপন করা উত্তম। যেমন- ان اخاك قادم (নিশ্চয়ই তোমার ভাই এসেছে।) (৩) আর যদি সে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তাকীদ করা অত্যাবশ্যক। অস্বীকারের মাত্রা অনুযায়ী এক, দুই বা অধিক তাকীদ ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। যেমন-ان اخاك قادم (নিশ্চয়ই তোমার ভাই এসেছে) ان اخاك لقادم (নিশ্চয়ই তোমার ভাই অবশ্যই এসেছে।) والله انه لقادم (আল্লাহ্‌র শপথ, নিশ্চয়ই তোমার ভাই অবশ্যই এসেছে।) এতে ان- لام ও কছম-মোট তিনটি তাকীদ রয়েছে। তাকীদ থাকা না থাকার দিক দিয়ে জুমলায়ে খবরিয়্যা তিন প্রকার। যেমনটি তুমি দেখেছ। প্রথম প্রকারকে ইবতেদায়ী, দ্বিতীয়কে তলবী ও তৃতীয়কে ইনকারী বলা হয়। তাকীদের শব্দসমূহ হল-

(ان - ان - ما - لا - من - با - لام - تكرير جملہ - قد - اما شرطيه
لا - حروف تنبيه - حروف قسم - نون ثقيله - نون خفيفه - حروف زائده
ان - ان - ابتداء

اَمَّاالْاَمْرُ فَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ وَلَهٗ اَرْبَعُ صِيَغٍ فِعْلُ الْاَمْرِ نَحْوُ "خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَالْمُضَارِعُ الْمَقْرُوْنُ بِاللَّامِ نَحْوُ "لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ" وَاِسْمُ فِعْلِ الْاَمْرِ نَحْوُ "حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ" وَالْمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الْاَمْرِ نَحْوُ سَعْيًا فِى الْخَيْرِ-

অনুবাদ ঃ امر-হলো নিজেকে উঁচুস্থানে বিবেচনা করে অন্যের নিকট কোন কাজ চাওয়া। নিজেকে উঁচুস্থানে বিবেচনা করার অর্থ হলো–আদেশকারী নিজেকে শ্রোতার তুলনায় উচ্চস্থানে বলে মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে উচুঁ মর্যাদার অধিকারী হোক বা না হোক। আমরের জন্য চার ধরণের সীগা বা আকৃতি রয়েছে। যথা-(১) আমর ফে'ল। যেমন- خذالكتاب بقوة (কিতাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন) (২) যে মুযারে আমরের লামযুক্ত হয়। যেমন-لينفق ذوسعة من سعته (স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে) (৩) আমরের অর্থবোধক ইসমে ফে'ল। যেমন-حى على الفلاح (কল্যাণের প্রতি ধাবিত হও) (৪) যে মাছদর আমর ফে'লের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন-سعيافى الخير (ভাল কাজে পরিশ্রম কর)।

এখানে سعيا মাছদারটি উহ্য আমর (اسع) -এর প্রতিনিধিত্ব করছে।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত অর্থবোধক আমরের চার ধরণেরই বিস্তারিত উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো– (১) চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) মক্কার তৎকালীন গভর্ণর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি যে ফরমান প্রেরণ করেছিলেন–

امابعد فاقم للناس الحج وذكرهم بايام الله واجلس لهم العصرين فافت المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العالم-

(২) আল্লাহ্‌র বাণী- وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق-

(৩) আল্লাহ্‌র বাণী عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم-

(৪) আল্লাহ্‌র বাণী وبالوالدين احسانا-

وَقَدْ تَخْرُجُ صِيَغُ الْاَمْرِ عَنْ مَعْنَاهَا الْاَصْلِيِّ اِلٰى مَعَانٍ اُخَرَ تُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ وَقَرَائِنِ الْاَحْوَالِ- (١) كَالدُّعَاءِ نَحْوُ" اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ"- (٢) وَالْاِلْتِمَاسِ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيْكَ" اَعْطِنِىْ الْكِتَابَ"- (٣) وَالتَّمَنِّىْ نَحْوُ اَلَا اَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ اَلَا انْجَلِ : بِصُبْحٍ وَمَا الْاِصْبَاحُ مِنْكَ بِاَمْثَلِ-

অনুবাদ ঃ কখনো কখনো আমরের উল্লিখিত সীগাহ্সমূহ নিজস্ব মৌলিক অর্থের বাইরে অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাক্যের আগ-পিছ ও অন্যান্য অবস্থার নিরীখে তা অনুধাবন করা যায়। আমরের সীগাহ্সমূহ নিম্নে উল্লিখিত অর্থসমূহে রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) দু'আর অর্থে। যেমন- اوزعنى ان اشكر نعمتك অর্থাৎ–আমাকে তাওফীক দিন যেন আমি আপনার নেয়ামতের মূল্যায়ন করি। (২) ইলতেমাস বা অনুরোধ। যেমন, নিজের সমান স্তরের কাউকে বলা হল- اعطنى الكتاب। অর্থাৎ–আমাকে বইখানা দাও। অনুরোধের সময় যেমন নিজেকে উচুঁ স্থানে বিবেচনা করা হয় না, তেমনি মিনতির অর্থও সেখানে থাকে না। (৩) তামান্নী বা আকাংক্ষার অর্থে। যেমন–ইমরুউল কায়সের কবিতা

الا ايها الليل الطويل الا انجلى - بصبح وما الا صباح منك بامثل

অর্থাৎ– হে দীর্ঘ রজনী! তুমি প্রভাতের সাথে ফর্সা হয়ে যাও। তবে প্রভাত তোমার চেয়ে উত্তম নয়।

কবি বিরহের রজনী দীর্ঘ হওয়ায় অস্থির হয়ে অজ্ঞানভাবে রাতের মত একটি অচেতন বিষয়কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হায়! যদি তোমার দীর্ঘসূত্রিতার অবসান হয়ে প্রভাত হত! অতঃপর জ্ঞান ফিরে এলে বলেছেন-হে রাত! প্রভাত তোমার চেয়ে উত্তম নয়। কেননা দিনেওতো সেই ব্যথায় কাতর হতে হবে। রাতের মধ্যে শ্রবণ ও মান্যতার যোগ্যতা নেই যে, তাকে সম্বোধন করা যাবে। তাই যখন তাকে সম্বোধন করা হল, তখন বুঝা গেল যে, এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং আমরের সীগাহ্ দ্বারা এখানে তামান্নী বা আকাংক্ষার অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তামান্নীতে এমন একটি প্রিয় ক্রিয়ার যাচনা থাকে, যা অর্জন করার ক্ষমতা আদিষ্ট ব্যক্তির থাকা আবশ্যক নয়। এ কারণে যাচিত বিষয় কখনো সম্ভব কিন্তু সুদূর পরাহত হয়। আবার কখনো অসম্ভব হয়।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ আমরের সীগাহ-দু'আর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ কুরআন মজীদে আরো রয়েছে। যেমন– *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(٤) وَالْاِرْشَادِ نَحْوُ"اِذَا تَـدَايَنْـتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰـى اَجَلٍ مُّسَـمًّى فَـاكْـتُبُـوْهُ وَلْيَكْـتُبْ بَيْنَـكُمْ كَـاتِبٌ بِالْعَدْلِ" (٥) وَالتَّـهْـدِيْدِ نَحْوُ اِعْمَلُـوْا مَاشِئْـتُمْ- (٦) وَالتَّـعْجِيْزِ نَحْوُ" يَالَبَكْرٍ اَنْشُرُوْا اِلَىَّ كُلَيْبًا - يَالَبَكْرٍ اَيْـنَ اَيْـنَ الْفِرَارُ (٧) وَالْاِهَانَـةِ نَحْوُ"كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا-

অনুবাদ ঃ (৪) ارشاد বা পরামর্শের অর্থে। যেমন, আল্লাহর বাণী-

اذا تداينتم بدين الى اجل

অর্থাৎ-যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বাকীর লেনদেন করবে, তখন তা লিখে নেবে। আর কোন লেখক যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় লিখে দেয়। ইরশাদ-এর অর্থ সুপথ প্রদর্শন। অনেক উলামায়ে কেরাম ইরশাদকে ندب-এর অন্যতম ধরণ বলে মন্তব্য করেন। আবার অনেকে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করেন এভাবে যে, ندب হয় পরকালীন কল্যাণের জন্য। আর ইরশাদ হয় পার্থিব কল্যাণের জন্য।

(৫) تهديد বা ধমক দেয়ার অর্থে। যেমন- তোমরা যাচ্ছে তাই করো। اعملوا ما شئتم

(৬) تعجيز শ্রোতাকে অপারগ সাব্যস্ত করার অর্থে। যেমন-

يالبكر انشروا لى كليبا - يا لبكر اين اين الفرار

অর্থাৎ–হে বনূবকর! আমার জন্য কুলাইবকে পুনরায় জীবিত করে দাও। হে বনূ বকর! কোথায় কোথায় পালাবে?

(৭) اهانت -তাচ্ছিল্য করার অর্থে। যেমন-كونوا حجارة اوحديدا অর্থাৎ–তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة

তেমনি মুতানাব্বীর কবিতা -

اخا الجود اعط الناس ما انت مالك - ولا تعطين الناس ما انا قائل

উর্দুতে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)-এর কবিতা উল্লেখ করা যায়-

کررہائی کاسبب اس مبتلا کے واسطے - کون ہے تیرے سوا مجھ بینوا کے واسطے

(পূর্ব পৃঃ পর) ব্যাখ্যা ঃ (8) ইরশাদের অর্থে ব্যবহৃত আরজানীর কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

شاور سواك اذا نابتك نائبة - يوماوان كنت من اهل المشورات

তে ্ নি আবুল আতাহিয়্যার কবিতাও উল্লেখযোগ্য–

واخفض جناحك ان منحت امارة- وارغب بنفسك عن بردى اللذات

আবুল ফাতাহ মস্তীর কবিতা রয়েছে-

احسن الى الناس تستعبد قلوبهم - فطا لما استعبد الانسان احسان

(৫) تهديد বা ধমকানোর অর্থে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে- فتمتعوا فان مصيركم الى النار–

অর্থাৎ–তোমরা উপভোগ করতে থাক। কেননা, তোমাদের গন্তব্য হবে জাহান্নাম। প্রবাদ রয়েছে-

اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت

অর্থাৎ–যখন তোমার লজ্জা হারিয়ে গেছে, তখন তুমি যাচ্ছে তাই কর।

কবির ভাষায়- اذا لم تخش عاقبة الليالى - ولم تستحى فاصنع ما تشاء

উর্দু কবিতা রয়েছে- *مل نه مل پاس میرے بیٹھ نه بیٹھ آ که نه آ*

جس نے بهکایا ہے تجهکو تو اسی کے گهرجا

(৬) تعجيز অর্থাৎ শ্রোতাকে অপারগ সাব্যস্ত করার অর্থে। কুরআন মজীদের আয়াত রয়েছে- فأتوا بسورة من مثله

কবির ভাষায়-

اورنى بخيلا 'ال عمرا ببخله - وهاتوا كريما مات من كثرة البذل

অপর কবির ভাষায়-

ارنى الذى عاشرته فوجدته - متغاضيا لك عن اقل عثار

(৭) اهانت বা তাচ্ছিল্যের অর্থে আমর ব্যবহারের নজীর উর্দু ও বাংলায় প্রচুর রয়েছে। যেমন-دورهوجاؤ অর্থাৎ দূর হয়ে যাও।

سودا تری فریاد سے آزکهوں میں کٹی رات

آی ہے سحر ہونے کو اب تو کہیں مربهی

(٨) وَالْاِبَاحَةِ نَحْوُ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا (٩) وَالْاِمْتِنَانِ نَحْوُ" كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ" (١٠) وَالتَّخْيِيْرِ نَحْوُ" خُذْ هٰذَا اَوْ ذَالِكَ"- (١١) وَالتَّسْوِيَةِ نَحْوُ اِصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا"- (١٢) وَالْاِكْرَامِ نَحْوُ" اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ-

অনুবাদ ঃ (৮) اباحت জায়েয করে দেয়া বা বৈধ ঘোষণার অর্থে। যেমন– كلوا واشربوا অর্থাৎ–তোমরা আহার কর, পান কর।

(৯) امتنان অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থে–যেমন– كلوا مما رزقكم الله অর্থাৎ–আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে আহার কর।

(১০) تخيير বাছাই করে নেয়ার অর্থে। যেমন– خذ هذا اوذلك অর্থাৎ–এটি অথবা ওটি নাও।

(১১) تسويه সমতার অর্থে। যেমন- اصبروا اولا تصبروا- অর্থাৎ–তোমরা সবর কর কিংবা করো না।

(تخيير - اباحت ও تسويه এ তিনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, تخيير-এর ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়কে একত্রিত করা শুদ্ধ নয়। কিন্তু অপর দু'ক্ষেত্রে তা শুদ্ধ। তাছাড়া تسويه-এর ক্ষেত্রে সেই সন্দেহ দূর করা উদ্দেশ্য হয়, যাতে কেবল একটি দিকের প্রাধান্য মনে হয়। কিন্তু اباحت-এর ক্ষেত্রে তা নয়।)

(১২) الاكرام সম্মান করার অর্থে। যেমন- ادخلوها بسلام امنين অর্থাৎ–তামরা তাতে নিরাপদেও নির্ভয়ে প্রবেশ কর।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ (৮) اباحت বা অনুমতি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার একটি বহুল প্রচার উদাহরণ- جالس الحسن (البصرى) او ابن سيرين

(৯) تخيير অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ বুহ্তারীর কবিতা –

فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد - كفانى نداكم عن جميع المطالب

তেমনি আল্লাহ্‌র বাণী- فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

(১০) تسويه অর্থে ব্যবহৃত আমরের উদাহরণ মুতানাব্বীর কবিতায় পাওয়া যায়।

عش عزيزا اومن وانت كريم- بين طعن القنا وخلق البنود

তেমনি উর্দু কবিতা রয়েছে-

اے شمع تیری عمرطبعی ہےایک رات - روکرگذار یااسے ھنسکر گزاردے

وَاَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلٰى وَجْهِ
الْاِسْتِعْلَاءِ وَلَهٗ صِيْغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ "لَا" النَّاهِيَةِ
كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا"-

وَقَدْ تَخْرُجُ صِيْغَتُهٗ عَنْ مَعْنَاهَا الْاَصْلِيِّ اِلٰى مَعَانٍ اُخَرَ
تُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ السِّيَاقِ- (١) كَالدُّعَاءِ نَحْوُ "لَا تُشْمِتْ بِيَ
الْاَعْدَاءَ" (٢) وَالْاِلْتِمَاسِ كَقَوْلِكَ "لِمَنْ يُسَاوِيْكَ لَاتَبْرَحْ مِنْ
مَكَانِكَ حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ (٣) وَالتَّمَنِّيْ نَحْوُ لَا تَطْلُعْ فِيْ
قَوْلِهٖ يَالَيْلُ طُلْ يَانَوْمُ زُلْ يَاصُبْحُ قِفْ لَا تَطْلُعْ- (٤)
وَالتَّهْدِيْدِ كَقَوْلِكَ لِخَادِمِكَ لَاتُطِعْ اَمْرِيْ-

অনুবাদ ঃ তলবের আরেক প্রকার নাহী। নাহী হলো, নিজেকে উঁচু স্থানে বিবেচনা করে শ্রোতার নিকট কোন কাজ থেকে বিরত থাকার চাহিদা করা। (অর্থাৎ কোন কাজের পরিহার চাওয়াই নাহী) নাহীর সীগাহ বা শব্দরূপ মাত্র একটি। তা হলো নাহীর অর্থবোধক -لا যুক্ত মুযারে। যেমন আল্লাহ্র বাণী-

لا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

অর্থাৎ–পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

কখনো কখনো নাহীর এই সীগাহ্ (আমরের মতই) নিজের মূল অর্থে থেকে বেরিয়ে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা স্থান-কাল-পাত্র থেকে বুঝা যায়। যেমন–(১) দু'আর অর্থে। যেমন- لاتشمت بى الاعداء

অর্থাৎ–আমার প্রতি শত্রুদের হাসাবেন না। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) (২) ইলতেমাস বা অনুরোধ অর্থে। যেমন-তুমি তোমার সমান স্তরের কাউকে বলবে- لاتبرح من مكانك حتى ارجع اليك

অর্থাৎ–আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি নিজের জায়গা থেকে সরবে না।

(৩) তামান্নী বা আকাংক্ষা অর্থে। যেমন, নিচের কবিতার لاتطلع শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ياليل طل يانوم زل - ياصبح قف لا تطلع

অর্থাৎ-হে রাত দীর্ঘ হও, হে নিদ্রা! দূর হও, হে প্রভাত! থাম, উদিত হয়ো না। তামান্নীর অর্থ-হায়! যদি রাত দীর্ঘ হত, নিদ্রা দূরীভূত হত, প্রভাত থেমে যেত, উদিত না হত!

(৪) তাহ্‌দীদ বা ধমকের অর্থে। যেমন, তুমি তোমার অবাধ্য খাদেমকে বলবে- لاتطع امرى অর্থাৎ–আচ্ছা তুমি আমার কথা মেনো না।

ব্যাখ্যা ঃ নাহীর প্রকৃত ও অপ্রকৃত অর্থ প্রসঙ্গে উপরে যেসব উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়া আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী-

لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن-

ولاياتل اولوا الفضل منكم السعة ان يؤتوا اولى القربى

ياايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا-

এসব উদাহরণে দেখা যায়, নিষেধকারী হলেন আল্লাহ্‌'তাআলা এবং সম্বোধন করা হয়েছে বান্দাদেরকে। সুতরাং এখানে নাহীর প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য। তাছাড়া এসব স্থানে একই ধরণের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নাহীবোধক -لا যুক্ত মুযারে। তেমনি তুমি যদি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট কাউকে বল-لاتبذر لاتكذب তাহলে তা ও নাহীর প্রকৃত অর্থ ধারণ করবে।

নাহীর অপ্রকৃত অর্থের উদাহরণসমূহ

(১) দু'আর অর্থে কুরআন মজীদেই রয়েছে-ঃ

ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطأنا - ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

رب لاتذرنى فردا وانت خيرالوارثين

উর্দুতে রয়েছে- *یا الهی ردنہ کرمیری دعا - اورنہ کر محروم مجھ کواے خدا*

বাংলায় রয়েছে- রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমার করো না বিচার।

(২) ইলতেমাসের অর্থে নাহী ব্যবহারের উদাহরণ-

ولاتثقلا جيدى بمنة جاهل - اروح بها مثل الحمام مطرقا

(৩) তামান্নীর অর্থের উদাহরণ

ياناق لا تسأمى او تبلغى ملكا - تقبيل راحته والركن سيان

(৪) তাহ্দীদের অর্থে। যেমন, তুমি তোমার চেয়ে ছোট কাউকে বলবে لاتمتثل امرى অর্থাৎ–আচ্ছা, তুই আমার কথা পালন করবি না।

(৫) ইরশাদের অর্থে। যেমন, আল্লাহ্র বাণী–

لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم

তেমনি আবুল আলা মা'আরবীর কবিতা

ولاتجلس الى اهل الدنايا - فان خلائق السفهاء تعدى

খালেদ ইবনে সাফ্ওয়ানের কবিতা

لاتطلبوا الحاجات فى غيرحينها - ولاتطلبوها من غير اهلها-

(৬) তাওবীখ বা ভর্ৎসনার অর্থে। আল্লাহ্র বাণী

لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم-

আবুল আসওয়াদ দুওয়ালীর কবিতা

لاتنه عن خلق وتأتى مثله - عارعليك اذا فعلت عظيم

(৭) নিরাশকরণের অর্থে। আল্লাহ্র বাণী

لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم

(৮) তাচ্ছিল্য প্রকাশের অর্থে মুতানাব্বীর কবিতা

لاتشتر العبد الا والعصا معه - ان العبيد لانجاس مناكيد

অপর এক কবির ভাষায়–

ولا تطلب المجد ان المجد سلمه- صعب وعش مستريحا ناعم البال

وَاَمَّا الْاِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وَاَدْوَاتُهُ اَلْهَمْزَةُ وَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَتٰي وَ اَيَّانَ وَكَيْفَ وَاَيْنَ وَ اَنّٰى وَكَمْ وَاَيٌّ (١) فَالْهَمْزَةُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ اَوِ التَّصْدِيْقِ وَالتَّصَوُّرُ هُوَ اِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ كَقَوْلِكَ "اَعَلِيٌّ مُسَافِرٌ اَمْ خَالِدٌ" تَعْتَقِدُ اَنَّ السَّفَرَ حَصَلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلٰكِنْ تَطْلُبُ تَعْيِيْنَهُ وَلِذَا يُجَابُ بِالتَّعْيِيْنِ فَيُقَالُ "عَلِيٌّ" مَثَلاً وَالتَّصْدِيْقُ هُوَ اِدْرَاكُ النِّسْبَةِ نَحْوُ "اَسَافَرَ عَلِيٌّ" تَسْتَفْهِمُ عَنْ حُصُوْلِ السَّفَرِ وَعَدَمِهِ وَلِذَا يُجَابُ "بِنَعَمْ" اَوْ"لَا"-

وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ فِى التَّصَوُّرِ مَا يَلِىَ الْهَمْزَةَ وَيَكُوْنُ لَهُ مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بَعْدَ "اَمْ" وَتُسَمّٰي مُتَّصِلَةً فَتَقُوْلُ فِى الْاِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ "اَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا اَمْ يُوْسُفُ"-

অনুবাদ ঃ তলবের আরেক প্রকার ইস্তেফহাম। নির্দিষ্ট হরফসমূহের সাহায্যে কোন অজানা বিষয় জানতে চাওয়ার নাম ইস্তেফহাম। এজন্য কতিপয় হরফ নির্ধারিত রয়েছে। যথা- (১) همزه (২) هل (৩) ما (৪) من (৫) متى (৬) ايان (৭) كيف (৮) اين (৯) انى (১০) كم (১১) اي

همزه ব্যবহৃত হয় تصور কিংবা تصديق চাওয়ার জন্য। تصور হল শুধুমাত্র মুফরাদকে জানা। যেমন তুমি কাউকে প্রশ্ন করলে- أعلى مسافر ام خالد

অর্থাৎ মুসাফির কি আলী না খালেদ? তুমি বিশ্বাস কর যে, তাদের দু'জনের যে কোন একজন দ্বারা সফর হয়েছে। কিন্তু তুমি তা নির্ধারণ করতে চাইছ। সে কারণে জবাবে যে কোন একজনকে নির্ধারণ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে হবে-আলী।

تصديق হলো নেসবতে হুকমিয়া জানার নাম। যেমন-

أسافرعلى (আলী কি সফর করেছে?)-এ দ্বারা তুমি জানতে চাইছ, আলী দ্বারা সফর ঘটেছে কি না, সে কারণে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' দ্বারা জবাব দেয়া যাবে।

تصور-এর ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হয় হামযার সাথে মিলিত বিষয়। তার সমান স্তরের আরেকটি বিষয় থাকে, যা ام-এর পরে উল্লিখিত হয়। এটিকে متصله বলে। যেমন- مسند اليه সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে বলবে- أانت فعلت هذا ام يوسف (এটি কি আপনি করেছেন না ইউসুফ?)

وَعَنِ الْمُسْنَدِ "اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الْاَمْرِ اَمْ رَاغِبٌ فِيْهِ" وَعَنِ الْمَفْعُوْلِ "اِيَّاىَ تَقْصِدُ اَمْ خَالِدًا" وَعَنِ الْحَالِ "اَرَاكِبًا جِئْتَ اَمْ مَاشِيًا" وَعَنِ الظَّرْفِ "اَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ قَدِمْتَ اَمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهٰكَذَا وَقَدْ لَايُذْكَرُ الْمُعَادِلُ نَحْوُ "اَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا" "اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الْاَمْرِ"، "اِيَّاىَ تَقْصُدُ"، "اَرَاكِبًا جِئْتَ" - اَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَدِمْتَ، وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ فِى التَّصْدِيْقِ اَلنِّسْبَةُ وَلَايَكُوْنُ لَهَا مُعَادِلٌ فَاِنْ جَاءَتْ "اَمْ" بَعْدَهَا قُدِّرَتْ مُنْقَطِعَةً وَتَكُوْنُ بِمَعْنٰى "بَلْ"-

(٢) وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيْقِ فَقَطْ نَحْوُ "هَلْ جَاءَ صَدِيْقُكَ" وَالْجَوَابُ نَعَمْ اَوْلَا وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ فَلَا يُقَالُ هَلْ جَاءَ صَدِيْقُكَ اَمْ عَدُوُّكَ وَهَلْ تُسَمّٰى "بَسِيْطَةً اِنْ اُسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وَجُوْدِ شَيْءٍ فِىْ نَفْسِهِ نَحْوُ "هَلِ الْعَنْقَاءُ مَوْجُوْدَةٌ" وَمُرَكَّبَةً اِنْ اُسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وَجُوْدِ شَيْءٍ نَحْوُ "هَلْ تَبِيْضُ الْعَنْقَاءُ وَتُفْرِخُ-

অনুবাদ ঃ তেমনি مسند সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে বলবে- أراغب انت عن الامر ام راغب فية অর্থাৎ –তুমি কি ওই ব্যাপারটির প্রতি উদাসীন না উৎসাহী?

مفعول সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে বলবে- ايای تقصد ام خالدا অর্থাৎ-তুমি কি আমাকে উদ্দেশ্য করেছ, না খালেদকে?

حال সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে বলবে- أراكبا جئت ام ماشيا অর্থাৎ–তুমি কি সওয়ার হয়ে এসেছ, না পায়ে হেঁটে?)

ظرف সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে বলবে- أيوم الخميس قدمت ام يوم الجمعة অর্থাৎ–তুমি কি বৃহস্পতিবারে এসেছ, না শুক্রবারে? এরূপ সকল মা'মূলের এই অবস্থা।

تصديق-এর ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য থাকে নিসবত। সেখানে কোন معادل বা সমানন্তরের বিষয় থাকে না। সুতরাং তারপরে যদি ام আসে, তাহলে তা منقطعه রূপে সাব্যস্ত হয় এবং بل-এর অর্থ দেয়। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(٣) وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ الْإِسْمِ نَحْوُ "مَا الْعَسْجَدُ اَوْ مَا اللُّجَيْنِ اَوْحَقِيْقَةُ الْمُسَمّٰى نَحْوُ "مَا الْاِنْسَانُ" اَوْحَالُ الْمَذْكُوْرِ مَعَهَا كَقَوْلِكَ لِقَادِمٍ" عَلَيْكَ مَا اَنْتَ-

(٤) وَمَنْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ الْعُقَلَاءِ كَقَوْلِكَ "مَنْ فَتَحَ مِصْرَ

অনুবাদ ঃ (৩) ما- দ্বারা কোন নামের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়। যেমন, বলা হল-ما العسجد - ما اللجين তখন তার জবাব দেয়া হয় প্রসিদ্ধ শব্দ দ্বারা। যেমন– যথাক্রমে বলা হবে, স্বর্ণ ও রূপা। অথবা কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করা হলে উক্ত উল্লিখিত বস্তুর হাকীকত বা স্বরূপ জানার জন্য ما দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। যেমন, প্রশ্ন করা হলো। ما الانسان মানুষের স্বরূপ কি? তখন তার জবাবে বলতে হবে حيوان ناطق বুদ্ধি বৃত্তিশীল প্রাণী। অথবা ما-এর সাথে যা উল্লিখিত হয়েছে, তার অবস্থা বা গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন, তোমার নিকট কেউ উপস্থিত হলে তুমি তাকে প্রশ্ন করলে ما انت তুমি কে? অর্থাৎ তুমি তোমার অবস্থা জানাও। তুমি কি আলেম না নন আলেম? তখন তার জবাবে একটি নির্দিষ্ট সিফাত উল্লেখ করতে হয়। যেমন, বলতে হবে-عالم

(৪) من – দ্বারা অধিকাংশ সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিশীল প্রাণীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জানা উদ্দেশ্য হয়। যেমন, من فتح مصر অর্থাৎ-কে মিসর জয় করেছিলেন? তখন তার জবাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয়। যেমন- বলতে হবে-عمرو অর্থাৎ-হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)। আবার কখনো বুদ্ধিবৃত্তিশীল প্রাণীর নির্দিষ্ট জাতি জানতে চাওয়া হয়। যেমন, প্রশ্ন করা হলো من جبرئيل অর্থাৎ–জিবরাইল কি মানুষ, না ফিরিশতা, না জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত? জবাবে বলতে হবে-ملك তিনি একজন ফিরিশতা।

(পূর্ব পৃঃ পর) (২) هل ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র تصديق হাসিলের জন্য। যেমন هل جاء صديقك (তোমার বন্ধু এসেছিল কি?) জবাবে বলতে হবে نعم (হ্যাঁ) বা لا (না)। এ কারণে এটির সাথে معادل বা সমপর্যায়ের কোন কিছু উল্লেখ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং هل جاء صديقك ام عدو অর্থাৎ–তোমার বন্ধু এসেছেন কি? না তোমার শত্রু? এরূপ বলা শুদ্ধ হবে না। যদি هل দ্বারা কোন বস্তুর নিছক অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তাকে بسيطة বলে। যেমন- هل العنقاء موجودة অর্থাৎ আনকা উপস্থিত আছে কি? আর যদি তা দ্বারা একটি বস্তুর জন্য অন্য একটি বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তাকে– مركبة বলে। যেমন- هل تبيض العنقاء وتفرخ অর্থাৎ আনকা কি ডিম ও বাচ্চা দেয়?

(٥) وَمَتٰى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ اَوْمُسْتَقْبِلًا نَحْوُ "مَتٰى جِئْتَ وَمَتٰى تَذْهَبُ (٦) وَاَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خَاصَّةً وَتَكُوْنُ فِىْ مَوْضِعِ التَّهْوِيْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٧) وَكَيْفَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ الْحَالِ نَحْوُ كَيْفَ اَنْتَ (٨) وَاَيْنَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ الْمَكَانِ نَحْوُ اَيْنَ تَذْهَبُ (٩) وَاَنّٰى تَكُوْنُ بِمَعْنٰى كَيْفَ نَحْوُ اَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِمَعْنٰى مِنْ اَيْنَ نَحْوُ "يَامَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا" وَبِمَعْنٰى مَتٰى نَحْوُ "زُرْ اَنّٰى شِئْتَ" - (١٠) وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِيْنُ عَدَدٍ مُبْهَمٍ نَحْوُ كَمْ لَبِثْتُمْ" (١١) وَاَيُّ يُطْلَبُ بِهَا تَمِيْزُ اَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِىْ اَمْرٍ يَعُمُّهُمَا نَحْوُ "اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا- وَيُسْئَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَ غَيْرِهٖ حَسْبَ مَا تُضَافُ اِلَيْهِ-

অনুবাদ ঃ (৫) متى- দ্বারা সময় নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। উক্ত সময় অতীতও হতে পারে। ভবিষ্যতও হতে পারে। যেমন-متى جئت অর্থাৎ–তুমি কখন এসেছ? অথবা- متى تذهب অর্থাৎ-তুমি কখন যাবে? ইত্যাদি। প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে صباحا সকালে (উদাহরণ স্বরূপ) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলা যাবে-بعد شهر একমাস পরে।

(৬) ايان দ্বারা শুধু ভবিষ্যতের কোন সময় নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। এটি কোন ভয়ানক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী-يسال ايان يوم القيامة-প্রশ্ন করে কেয়ামত কখন হবে?

(৭) كيف-দ্বারা অবস্থা নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। যেমন, প্রশ্ন করা হল كيف-انت অর্থাৎ–তোমার অবস্থা কিরূপ?

(৮) اين দ্বারা স্থান নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। যেমন-اين تذهب - তুমি কোথায় যাবে?

(৯) انى -এর ব্যবহার তিন অর্থে হয়। কখনো كيف-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন انى يحى هذه الله بعد موتها অর্থাৎ-এটি মরে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা কিভাবে জীবিত করবেন? কখনো من اين অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্ব পৃঃ পর অনুবাদ) يامريم انى لك هذا- অর্থাৎ-হে মরিয়াম! তুমি কোথা থেকে এ অমৌসুমী ফল পেলে? আবার কখনো متى অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-زر انى شئت-যখন তোমার মনে চায় সাক্ষাত করো। উল্লেখ্য انى যখন كيف ও متى অর্থে হবে, তখন তার পরে ফে'ল হওয়া জরুরী। কিন্তু যখন من اين অর্থে হবে, তখন ফে'ল হওয়া জরুরী নয়।

(১০) كم দ্বারা অস্পষ্ট সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। যেমন– كم لبثتم অর্থাৎ–তুমি কি পরিমাণে অপেক্ষা করেছ? অর্থাৎ কয়দিন বা কয়মাস বা কয় বছর অপেক্ষা করেছ?

(১১) اى দ্বারা এমন দুটি বা কয়েকটি বস্তুর মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করতে চাওয়া হয়, যা কোন একটি বিষয়ে পরস্পরে শরীক থাকে। যেমন–اى الفريقين خير مقاما অর্থাৎ, দু'দলের মধ্যে মর্যাদা ও অবস্থানের দিক দিয়ে কোন্‌টি উত্তম? তাছাড়া اى দ্বারা সম্বন্ধ অনুযায়ী সময়, স্থান, অবস্থা, সংখ্যা, সজ্ঞান ও অজ্ঞান সব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। (সুতরাং উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোন একটির সাথে যখন اى কে মুযাফ করা হবে, তখন সেটিই উদ্দেশ্য হবে।)

ব্যাখ্যা ঃ (ক) উল্লিখিত শব্দসমূহের মধ্যে হামযা ব্যবহৃত হয় تصديق-تصور উভয় প্রকারের ইলম অর্জনের জন্য। আর هل শুধুমাত্র تصديق জানার চাহিদা প্রকাশের জন্য। এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য সকল শব্দ শুধুমাত্র تصور হাসিলের চাহিদা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেসব উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেই এটি স্পষ্ট হয়েছে।

(খ) تصديق- تصور মানতিক শাস্ত্রের দু'টি পরিভাষা। মানতিক বিদগণ বলেন-মস্তিষ্কে কোন বস্তুর ছবি অংকিত হয়। এরই নাম ইল্‌ম বা জ্ঞান। এর আরেক নাম ইদরাক বা উপলব্ধি। অতঃপর এই ইলম বা জ্ঞান দুই প্রকার। যথাক্রমে- تصور ও تصديق-উল্লেখ্য যে, মুসনাদ -মুসনাদ ইলায়হের মধ্যকার নেসবত বা ইসনাদের বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার নাম تصديق -আর যদি এরূপ ইসনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তাকে تصور বলে। এখানে খবরিয়্যা বাক্যের ইসনাদ উদ্দেশ্য। ই'তিকাদ বা বিশ্বাসের অর্থ–কোন বিষয় এমনভাবে মেনে নেয়া যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এভাবে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলায়হের মধ্যকার খবর ইসনাদের বিশ্বাসকে تصديق বলে। সুতরাং تصور-এর কয়েকটি ধরণ হতে পারে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) যথা (১) নেসবত ছাড়াই কোন বস্তুর উপলব্ধি। যেমন শুধুমাত্র যায়দ শব্দ বা "আলেম" শব্দের উপলব্ধি। (২) অপূর্ণ নেসবতের উপলব্ধি। যেমন- غلام زيد বা حيوان ناطق-এর মধ্যকার নেসবতের উপলব্ধি। (৩) পূর্ণ কিন্তু ইনশায়ী নেসবতের উপলব্ধি। যেমন-اضرب -এর উপলব্ধি। (৪) খবরী নেসবতের এমন উপলব্ধি যা বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত না হয়। যেমন زيد عالم-এর মধ্যকার নেসবতের সন্দেহমিশ্রিত উপলব্ধি।

(গ) ام হলো আতফের সেই হরফসমূহের অন্তর্গত, যা দ্বারা দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে অনির্দিষ্টভাবে একটিকে নির্দিষ্ট করতে চাওয়া হয়। এটি দু'প্রকার-

منقطعه ومتصله

যে ام-এর আগের ও পরের অংশের সমষ্টি একটি সম্পূর্ণবাক্য হয়, তাকে متصله বলে। আর منقطعه -এর ক্ষেত্রে আগে ও পরে দু'টি ভিন্ন ও সম্পূর্ণ বাক্য হয়। প্রশ্নবোধক হামযার সাথেই ام متصله ব্যবহৃত হয় এবং দু'টি সমান বিষয়ের একটি ام-এর পরেই কোন ব্যবধান ছাড়াই উল্লিখিত হয়। অপর বিষয়টি হামযার সাথেই থাকে। তাছাড়া متصله-এর ক্ষেত্রে আগে-পরে ইসম ও ফে'ল হওয়ার দিক দিয়ে সমতা থাকে। যেমন أقام زيد ام قعد؟ أزيد قائم امقاعد؟ আমর -নাহীর ক্ষেত্রে ام متصله ব্যবহৃত হয় না। এটি ايهما-এর অর্থ দেয়। তাই উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করেই উত্তর দিতে হয়। نعم (হ্যাঁ) لا (না) দ্বারা উত্তর দেয়া যায় না। অন্যদিকে ام منقطعه একই সাথে بل ও হামযার অর্থ দেয়। প্রথম বাক্য থেকে সরে আসার দিক দিয়ে بل এবং দ্বিতীয় বাক্যে সন্দেহ সৃষ্টির দিক দিয়ে এটি হামযার মত। ام-এর পূর্বে জুমলায়ে খবরিয়া হওয়ার উদাহরণ- انها لابل ام شاة আবার কখনো ام-এর পূর্বে ইস্তিফহাম হয়। যেমন- ازيد عندك ام عمرو

(ঘ) همزة ও هل -এর মধ্যে পার্থক্য দশটি। যথাক্রমে- (১) هل শুধুমাত্র تصديق-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। (২) এটি শুধুমাত্র হাঁ বাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। (৩) শুধু ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়। (৪) এটি শর্তে ব্যবহৃত হয় না। (৫) ان-এর সাথে ব্যবহৃত হয় না। (৬) এমন ইসমের পূর্বে আসে না, যার পরে ফে'ল থাকে। (৭) واوعاطفه -এর পরে আসে, পূর্বে নয়। (৮) ام-এর পরে আসে। (৯) এটি দ্বারা যে প্রশ্ন করা হয়, তা দ্বারা না বাচক অর্থ উদ্দেশ্য থাকে। (১০) কখনো কখনো প্রশ্নের অর্থ ব্যতীত قد-এর অর্থে আসে।

وَقَدْ تَخْرُجُ اَلْفَاظُ الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ مَعْنَاهَا الْاَصْلِيِّ لِمَعَانٍ اُخَرَ تُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ (١) كَالتَّسْوِيَةِ نَحْوُ "سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ" (٢) وَالنَّفْيِ نَحْوُ "هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ" (٣) وَالْاِنْكَارِ نَحْوُ "اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ"- "اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ"-

(٤) وَالْاَمْرِ نَحْوُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ -"أَاَسْلَمْتُمْ بِمَعْنٰى اِنْتَهُوْا وَاَسْلِمُوْا-

অনুবাদ ঃ কখনো কখনো প্রশ্নবোধক শব্দসমূহ নিজস্ব অর্থ থেকে বের হয়ে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বাকভঙ্গি থেকে বুঝা যায়। যথা (১) تسويه বা সমতার অর্থে। যেমন, আল্লাহর বাণী

سواء عليهم أانذرتهم ام لم تنذرهم আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন আর না-ই করুন তাদের জন্য সমান। তেমনি কুরআনের আয়াত–

سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين (২) نفى বা না বাচক অর্থে। যেমন-هل جزاء الاحسان الا الاحسان অর্থাৎ–সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি? (৩) انكار বা অসম্মতি অর্থে। যেমন-اغير الله تدعون অর্থাৎ–তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে? অর্থাৎ এরূপ করো না। আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর। তেমনি أليس الله بكاف عبده অথাৎ– আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এখানে যথেষ্ট না হওয়ার না বাচকতা উদ্দেশ্য। আর না বাচকের না বাচক অর্থ হাঁ বাচক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট। তেমনি কুরআনে উদ্ধৃত ফেরআউনের উক্তি-الم نربك فينا وليدا

(৪) امر-এর অর্থে। যেমন فهل انتم منتهون– অর্থাৎ–তোমরা কি বিরত হবে? أاسلمتم অর্থাৎ–তোমরা কি মুসলমান হয়েছ? তথা তোমরা বিরত হও এবং তোমরা মুসলমান হও।

(٥) وَالنَّهْيِ نَحْوُ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ - (٦) وَالتَّشْوِيْقِ نَحْوُ" هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ" - (٧) وَالتَّعْظِيْمِ نَحْوُ" مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ" (٨) وَالتَّحْقِيْرِ نَحْوُ" اَهٰذَا الَّذِيْ مَدَحْتَهٗ كَثِيْرًا" - (٩) وَالتَّهَكُّمِ نَحْوُ" اَعَقْلُكَ يُسَوِّغُ لَكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" - (١٠) وَالتَّعَجُّبِ نَحْوُ مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْاَسْوَاقِ - (١١) وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى الضَّلَالِ نَحْوُ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (١٢) وَالْوَعِيْدِ نَحْوُ اَتَفْعَلُ كَذَا وَقَدْ اَحْسَنْتَ اِلَيْكَ-

অনুবাদ ঃ (৫) نهى -এর অর্থে। যেমন- اتخشونهم فالله احق ان تخشوه

অর্থাৎ-তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহ বেশী হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না।

(৬) تشويق বা শ্রোতাকে আগ্রহী করার অর্থে। যেমন-

هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم

অর্থাৎ-তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলে দেব কি ? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ?

(৭) تعظيم বা সম্মান প্রদর্শনের অর্থে। যেমন-

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه

অর্থাৎ-এমন কে আছে যে, আল্লাহর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করবে ?

(৮) تحقير বা তাচ্ছিল্য জ্ঞাপনের অর্থে। যেমন- اهذا الذى مدحته كثيرا

অর্থাৎ-একি সেই, যার তুমি এত প্রশংসা করেছ? তেমনি কবি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের কবিতা -

فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى-

اطنين اجنحة الذباب يضير

وَاَمَّا التَّمَنِّىْ فَهُوَطَلَبُ شَىْءٍ مَحْبُوْبٍ لَا يُرْجٰى حُصُوْلُهُ لِكَوْنِهٖ مُسْتَحِيْلًا اَوْ بَعِيْدَ الْوَقُوْعِ كَقَوْلِهٖ اَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْمًا - فَاُخْبِرَهٗ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ وَقَوْلُ الْمُعْسِرِ لَيْتَ لِىْ اَلْفَ دِيْنَارٍ-

অনুবাদ ঃ তলবী বাক্যসমূহের এক প্রকারের নাম تمنى বা আকাংক্ষামূলক বাক্য। অর্থাৎ এমন কোন প্রিয়বস্তুর চাহিদা প্রকাশ করা, যা অর্জিত হওয়ার আশা করা যায় না। কারণ তা অসম্ভব কিংবা সুদূর পরাহত। যেমন–

الاليت الشباب يعوديوما - فاخبره بما فعل المشيب

অর্থাৎ–হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত! তাহলে বার্ধক্য কি করেছে তা তাকে বর্ণনা করতাম। এ হলো অসম্ভবের উদাহরণ। তেমনি কোন দরিদ্র ব্যক্তির এরূপ বলা -ليت لى الف دينار অর্থাৎ–হায়! আমার যদি একহাজার দীনার থাকত। এটি সুদূর পরাহতের উদাহরণ।

(পূর্ব পৃঃ পর) (৯) تهكم বা বিদ্রূপ করার অর্থে। যেমন–

اعقلك يسوغك ان تفعل كذا

অর্থাৎ–তোমার বিবেক তোমাকে কি এরূপ করতে অনুমতি দেয়? তেমনি আয়াত– اصلواتك تأمرك ان تترك مايعبد ابائك

(১০) تعجب বা বিস্ময় প্রকাশের অর্থে। যেমন–

مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق

অর্থাৎ–এই রাসূলের কি হয়েছে? তিনি তো খাদ্য আহার করেন এবং বাজারে চলাফেরা করেন? তেমনি কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যে উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে– مالى لا ارى الهدهد ام كان من ا لغائبين

(১১) বিপথগামিতা সম্পর্কে সতর্ক করার অর্থে। যেমন- فاين تذهبون অর্থাৎ–তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

(১২) وعيد বা ধমক দেয়ার অর্থে। যেমন- آتفعل كذا وقد احسنت اليك অর্থাৎ–তুমি এরূপ করছ? অথচ আমি তোমার প্রতি সদাচার করলাম।

وَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ مُتَوَقَّعَ الْحُصُوْلِ فَاِنَّ تَرَقُّبَهٗ يُسَمّٰى تَرَجِّيًا وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسٰى اَوْ لَعَلَّ نَحْوُ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا وَلِلتَّمَنِّىْ اَرْبَعُ اَدَوَاتٌ وَاحِدَةٌ اَصْلِيَّةٌ وَهِىَ لَيْتَ وَثَلٰثَةٌ غَيْرُ اَصْلِيَّةٍ وَهِىَ "هَلْ" نَحْوُ "فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا- وَ"لَوْ" نَحْوُ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَعَلَّ نَحْوُ قَوْلِهٖ اَسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَنْ يُّعِيْرُ جَنَاحَهٗ - لَعَلِّىْ اِلٰى مَنْ قَدْ هَوَيْتَ اَطِيْرُ- وَلِاسْتِعْمَالِ هٰذِهِ الْاَدْوَاتِ فِى التَّمَنِّىْ يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِىْ جَوَابِهَا-

অনুবাদ ঃ আর যদি যাচিত বিষয় এমন হয়, যা অর্জনের আশা করা যায়। তাহলে তা অর্জনের অপেক্ষা করার নাম ترجی বা আশা। তখন এমন চাহিদার কথা عسى বা لعل দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী–

فعسى الله ان يأتى بالفتح অর্থাৎ–আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। لعل الله يحدث بعد ذلك ~~امرا~~ অর্থাৎ–আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা অতঃপর কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন। তামান্নীর জন্য চারটি শব্দ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি (ليت) মৌলিক। অপর তিনটি -لعل - لو- هل অমৌলিক।

هل -এর উদাহরণ। কুরআনের আয়াত- فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا আমাদের কোন সুপারিশকারী হবে কি? যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে!

لو-এর উদাহরণ কুরআনের আয়াত- لو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين অর্থাৎ–হায়! আমাদের যদি পুনরায় (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা ঈমানদার হতাম।

لعل- এর উদাহরণ কবির ভাষায়-

اسرب القطا هل من يعير جناحه - لعلى الى من قد هويت اطير

অর্থাৎ, কাতার পাখি এমন কোন আছে কি? যে তার পাখা আমাকে ধার দেবে, তাহলে আমি যাকে ভালবাসি, তার কাছে উড়ে যেতাম! এশব্দগুলো যেহেতু তামান্নীর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই তার জবাবে যে মুযারে আসে, তা মানসূব হয়। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্ব পৃঃ পর) ব্যাখ্যা ঃ (ক) ليت শব্দটি তামান্নীর অর্থেই মৌলিকভাবে গঠিত। অপর তিনটি শব্দ তামান্নীর জন্য ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে। কেননা هل শব্দটি মূলতঃ প্রশ্নের অর্থ প্রদানের জন্য গঠিত হয়েছে। لو গঠিত হয়েছে শর্তের জন্য এবং لعل গঠিত হয়েছে তারাজ্জী বা আশার অর্থ প্রদানের জন্য। তেমনি عسى শব্দটিও মূলতঃ তারাজ্জীর অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে।

(খ) تمنى- ترجى - এর পার্থক্য এই যে, সম্ভব-অসম্ভব সকল ক্ষেত্রেই تمنى ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ترجى ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র সম্ভাব্য ক্ষেত্রে।

(গ) এখানে আরো কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল।

অসম্ভব ক্ষেত্রে ليت-এর মূল অর্থে ব্যবহার। যেমন, রমযান মাস সম্পর্কে ইবনুর রূমীর কবিতা-

فليت الليل فيه كان شهرا - ومرنهاره مرالسحاب

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ليت-এর মূল অর্থে ব্যবহার। যেমন, কুরআনের আয়াত

ياليت لنا مثل ما اوتى قارون

তারাজ্জীর অর্থে ليت-এর ব্যবহার। যেমন, মুতানাব্বীর কবিতা-

فليت هوى الاحبة كان عدلا-فحمل كل قلب ما اطاقا

তামান্নীর অর্থে هل-এর রূপক ব্যবহার। যেমন, কুরআনের আয়াত

فهل الى خروج من سبيل

অর্থাৎ–হায়! বের হবার কোন উপায় থাকত! তেমনি নিম্নোক্ত কবিতা -

ايامنزلى سلمى سلام عليكما - هل الازمن اللائ مضين رواجع

তামান্নীর অর্থে لو-এর রূপক ব্যবহার। যেমন, জরীরের কবিতা-

ولى الشباب حميدة ايام · لوكان ذلك يشترى اويرجع

لعل মূলতঃ তারাজ্জীর জন্য গঠিত হয়েছে। যেমন, কবির ভাষায়

احب الصالحين ولست منهم - لعل الله يرزقنى صلاحا *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَاَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْاِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ اَدْعُوْا وَاَدْوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ - يَا وَ الْهَمْزَةُ وَاِيْ وَاٰ وَاَيْ وَاَيَا وَهَيَا وَ وَا فَالْهَمْزَةُ وَاَيْ لِلْقَرِيْبِ وَغَيْرُهُمَا لِلْبَعِيْدِ وَقَدْ يُنَزَّلُ الْبَعِيْدُ مَنْزَلَةَ الْقَرِيْبِ فَيُنَادٰى بِالْهَمْزَةِ وَاَيْ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّهُ لِشِدَّةِ اِسْتِحْضَارِهٖ فِيْ ذِهْنِ الْمُتَكَلِّمِ صَارَ كَالْحَاضِرِ مَعَهُ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ- اَسُكَّانَ نُعْمَانَ الْاَرَاكِ تَيَقَّنُوْا - بِاَنَّكُمْ فِيْ رَبْعِ قَلْبِيْ سُكَّانُ

অনুবাদ ঃ তলবী জুমলাসমূহের এক প্রকার হল নিদা। এ হলো ادعو-এর প্রতিনিধিত্বকারী কোন হরফ দ্বারা কারো অগ্রসর হওয়ার চাহিদা প্রকাশ করা। নিদার হরফ আটটি। যথাক্রমে- (১) يا (২) همزه (৩) اى (৪) أ (৫) اى (৬) ايا (৭) هيا (৮) وا

হামযা ও اى ব্যবহৃত হয় নিকটের কাউকে আহ্বানের জন্য। অবশিষ্টগুলো (মূলতঃ) দূরের কাউকে আহ্বানের জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) তেমনি আল্লাহ্‌র বাণী- لعل الساعة قريب
তামান্নীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের আয়াত-

ياهامان ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسباب اسباب السموات

তেমনি কবির ভাষায়-

على الليالى التى اضنت بفرقتنا - جسمى ستجمعنى يوما وتجمعه قنبيه

উল্লেখ্য যে, আমর, নাহী, তামান্নী ও ইস্তেফহাম-এ চারটির পরে যেহেতু শর্ত উহ্য মানা বৈধ, এজন্য এসবের পরে জাযাকে জযম সহকারে পাঠ করাও শুদ্ধ। যেমন-

(نهى) لا تشتم يكن خيرالك (امر) اكرمنى اكرمك

(تمنى) ليت لى مالا انفقه (استفهام) اين بيتك ازرك

তাছাড়া এগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন বাক্য সাব্যস্ত করে জাযাকে রফা সহকারে পাঠ করাও শুদ্ধ।

وَقَدْ يُنَزَّلُ الْقَرِيْبُ مَنْزِلَةَ الْبَعِيْدِ فَيُنَادٰى بِاَحَدِ الْحُرُوْفِ الْمَوْضُوْعَةِ لَهُ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ الْمُنَادٰى عَظِيْمُ الشَّانِ رَفِيْعُ الْمَرْتَبَةِ حَتّٰى كَاَنَّ بُعْدَ دَرَجَتِهٖ فِى الْعِظَمِ عَنْ دَرَجَةِ الْمُتَكَلِّمِ بُعْدٌ فِى الْمَسَافَةِ كَقَوْلِكَ "اَيَا مَوْلَاىَ" وَاَنْتَ مَعَهُ اَوْ اِشَارَةً اِلٰى اِنْحِطَاطِ دَرَجَتِهٖ كَقَوْلِكَ "اَيَا هٰذَا" لِمَنْ هُوَ مَعَكَ اَوْ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ السَّامِعَ غَافِلٌ لِنَحْوِ نَوْمٍ اَوْ ذُهُوْلٍ كَاَنَّهُ غَيْرُ حَاضِرٍ فِى الْمَجْلِسِ كَقَوْلِكَ لِلسَّاهِىْ "اَيَا فُلَانُ"-"

অনুবাদ ঃ আবার কখনো কখনো নিকটের নিদাকে দূরের নিদার স্থানে রাখা হয় এবং দূরের নিদার জন্য গঠিত হরফসমূহের কোন একটি দ্বারা নিদা দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হল এদিকে ইংগিত করা যে, যাকে আহ্বান করা হচ্ছে, তিনি উঁচু মর্যাদা ও বিরাট অবস্থানের অধিকারী। তাই বক্তার মর্যাদার সাথে আহূত ব্যক্তির মর্যাদার ব্যবধানকে পথের ব্যবধানের মত মনে করা হয়। যেমন–তুমি তোমার সাথের ব্যক্তিকে বললে- ايا مولاي (হে আমার সাথী)। অথবা এদিকে ইংগিত করা উদ্দেশ্য থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা অতি নিচু। যেমন, তোমার সাথের কাউকে তুমি বললে- ايا هذا (এই যে) অথবা এদিকে ইংগিত করার জন্য যে, যাকে আহ্বান করা হচ্ছে সে নিদ্রামগ্ন কিংবা অন্য মনস্ক থাকার কারণে উদাসীন। তাই সে যেন অনুপস্থিত। যেমন, কোন উদাসীনকে তুমি বললে- ايا فلان (রে ওমুক)

(পূর্ব পৃঃ পর) দূরের নিদাকে নিকটের নিদার স্থানে রাখা হয় এবং اى ও হামযা দ্বারা নিদা দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হল এদিকে ইংগিত করা যে, সেটি বক্তার মস্তিষ্কে সদাজাগ্রত থাকার কারণে বক্তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তির মত হয়ে গেছে। যেমন-কবির ভাষায়

اسكان نعمان الاراك تيقنوا- بانكم فى ربع قلبى سكان

অর্থাৎ-হে নু'মানে আরাকের (আরাফাত ও তায়েফের মাঝখানে এক প্রান্তর) বাসিন্দারা! তোমরা নিশ্চিত জেনো যে, (অনেক দূরে হলেও) তোমরা আমার মনের মধ্যে বাস করছ।

وَقَدْ تَخْرُجُ اَلْفَاظُ النِّدَاءِ عَنْ مَعْنَاهَا الْاَصْلِيِّ لِمَعَانٍ اُخَرَتُفْهَمُ مِنَ الْقَرَائِنِ (١) كَالْاِغْرَاءِ نَحْوُ قَوْلِكَ لِمَنْ اَقْبَلَ يَتَظَلَّمُ "يَامَظْلُوْمُ"- (٢) وَالزَّجْرِ نَحْوُ اَفُوَادِيْ مَتٰى الْمَتَابُ اَلَمَّا - تَصْحُ وَالشَّيْبُ فَوْقَ رَأْسِيْ اَلَمَّا- (٣) وَالتَّحَيُّرِ وَالتَّضَجُّرِ نَحْوُ اَيَا مَنَازِلَ سَلْمٰى اَيْنَ سَلَمَاكِ وَيَكْثُرُ هٰذَا فِيْ نِدَاءِ الْاَطْلَالِ وَالْمَطَايَا وَ نَحْوُهَا - (٤) وَالتَّحَسُّرِ وَالتَّوَجُّعِ كَقَوْلِهٖ - اَيَاقَبْرَ مَعَنٍ كَيْفَ وَارَيْتَ جُوْدَهٗ - وَقَدْكَانَ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ مُتْرِعًا -(٥) وَالتَّذَكُّرِ نَحْوُ اَيَا مَنْزِلَىْ سَلْمٰى سَلَامٌ عَلَيْكُمَا - هَلِ الْاَزْمَنُ اللَّاتِىْ مَضَيْنَ رَوَاجِعُ-

অনুবাদ ঃ কখনো কখনো নিদার শব্দসমূহ নিজস্ব অর্থের বাইরে অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা লক্ষণাদি থেকে বুঝা যায়। যথা–

(১) اغراء বা উত্তেজিত করার অর্থে। যেমন-তোমার নিকট যে ব্যক্তি নিজের নিপীড়িত হওয়ার কথা জানাতে আসে, তাকে তুমি বললে- يامظلوم (হে মজলুম) এখানে মজলুমকে নিজের প্রতি মনোযোগী করা উদ্দেশ্য নয়। বরং জালেমের বিরুদ্ধে তার মনোভাব জাগিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য। তাহলে সে নিজের নিপীড়িত অবস্থার কথা ভালভাবে বর্ণনা করতে পারবে।

(২) زجر (তিরস্কার করা)-এর অর্থে। যেমন, কবির ভাষায়-

افوادى متي المتاب الما–تصح والشيب فوق رأسى الما

অর্থাৎ হে আমার মন! যখন তওবার সময় এসে যায়, তখন তুমি সতর্ক হও। বার্ধক্য তো আমার মাথার উপর এসে পড়েছে।

স্পষ্টতঃ এখানে নিদার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং ভর্ৎসনা ও তিরস্কার উদ্দেশ্য।

(৩) অস্থিরতা প্রকাশের অর্থে। যেমন- ايامنازل سلمى اين سلماك (অপর পৃঃ দ্রঃ)

ياقلب ويحك ماسمعت لناصح - لما ارتميت ولا اتقيت ملاما

بالله قل لي يافلا - ن ولي اقول ولي اسأل

اتريد في السبعين ما- قدكنت في العشرين فاعل

(৩) দুঃখ ও বিরহব্যথা প্রকাশ। যেমন-

اعداء ما للعيش بعدك لذة - ولا لخليل بهجة بخليل

সারকথা ঃ ইনশায়ী জুমলাসমূহ দুই প্রকার। যথাক্রমে–তলবী ও গায়রে তলবী। যেসব জুমলা দ্বারা কোন কিছু চাওয়া হয় বা কোন কিছুর চাহিদা প্রকাশ করা হয়, সেগুলোকে তলবী জুমলা বলে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ তলবী ইনশা পাঁচ প্রকার। যথাক্রমে–(১) امر যেমন, احب لغيرك ما تحب لنفسك (২) نهى-যেমন, হযরত হাসান (রাঃ)-এর উক্তি- لاتطلب من الجزاء الا بقدر ماصنعت-

(৩) استفهام যেমন, আবু তাইয়েব মুতানাব্বীর কবিতা

الاما لسيف الدولة اليوم عاتبا

فداه الورى امضى السيوف مضاربا

(৪) تمنى-যেমন, হযরত হাসসান (রাঃ)-এর উক্তি

ياليت شعرى وليت الطير تخبرني

ماكان بين علي وابن عفانا

(৫) [illegible]-যেমন, আবু তাইয়েব মুতানাব্বীর কবিতা

يامن يعز علينا لن تفارقهم

بجداتنا كل شيئ بعدكم عدم

وَغَيْرُ الطَّلَبِيِّ يَكُوْنُ بِالتَّعَجُّبِ وَالْقَسْمِ وَصِيَغِ الْعُقُوْدِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَيَكُوْنُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَنْوَاعُ الْاِنْشَاءِ غَيْرُ الطَّلَبِيِّ لَيْسَتْ مِنْ مَبْحَثِ عِلْمِ الْمَعَانِىْ فَلِذَا ضَرَبْنَا صَفْحًا عَنْهَا-

অনুবাদ ঃ ইনশায়ী জুমলার দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ গায়রে তলবী –

ঃ افعال مدح وذم ,افعال مقاربه ,(بعت - اشتريت) صيغ العقود قسم ,تعجب ইত্যাদি দ্বারা হয়। যেহেতু গায়রে তলবী ইনশায়ী জুমলাসমূহ ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই আমরা তা এড়িয়ে গিয়েছি।

ইনশায়ে তলবীর উল্লিখিত প্রকারসমূহই সাধারণভাবে বালাগাতশাস্ত্রে আলোচিত হয়। ইনশা-এর দ্বিতীয় প্রকার হল গায়ের তলবী যা অনেক প্রকার। তবে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। যথাক্রমে– (১) تعجب যেমন, কবির ভাষায়–

بنفسى تلك الارض ماطيب الربا

وماحسن المصطاف والمتربعا

(২) مدح وذم যেমন, জাহেয-এর উক্তি-

امابعد فنعم البديل من الزلة الاعتذاروبئس العوض من التوبة الاصرار-

(৩) قسم-যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে তাহেরের উক্তি–

لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى- ولاباكتساب المال يكتسب العقل

(৪) ترجى যেমন, কবির ভাষায়-

قال ذوالرمة - لعل انحدار الدمع يعقب راحة

من الوجد اويشفى شاجى البلابل

وقال اخر - عسى سائل ذوحاجة ان منعته

من اليوم سؤلا ان يكون له غد

(৫) عقود-যেমন, بعت - اشتريت

یاقلب ویحك ماسمعت لناصح - لما ارتمیت ولا اتقیت ملاما

بالله قل لی یافلا - ن ولی اقول ولی اسأل

اترید فی السبعین ما- قدكنت فی العشرین فاعل

(৩) দুঃখ ও বিরহব্যথা প্রকাশ। যেমন-

اعداء ما للعیش بعدك لذة - ولا لخلیل بهجة بخلیل

সারকথা ঃ ইনশায়ী জুমলাসমূহ দুই প্রকার। যথাক্রমে–তলবী ও গায়রে তলবী। যেসব জুমলা দ্বারা কোন কিছু চাওয়া হয় বা কোন কিছুর চাহিদা প্রকাশ করা হয়, সেগুলোকে তলবী জুমলা বলে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ তলবী ইনশা পাঁচ প্রকার। যথাক্রমে–(১) امر যেমন, احب لغیرك ما تحب لنفسك (২) نهی-যেমন, হযরত হাসান (রাঃ)-এর উক্তি- لاتطلب من الجزاء الا بقدر ماصنعت-

(৩) استفهام যেমন, আবু তাইয়েব মুতানাব্বীর কবিতা

الاما لسیف الدولة الیوم عاتبا

فداه الوری امضی السیوف مضاربا

(৪) تمنی-যেমন, হযরত হাসসান (রাঃ)-এর উক্তি

یالیت شعری ولیت الطیر تخبرنی

ماكان بین علی وابن عفانا

(৫) ندا-যেমন, আবু তাইয়েব মুতানাব্বীর কবিতা

یامن یعز علینا لن نفارقهم

بجداتناكل شیئ بعدكم عدم

وَغَيْرُ الطَّلَبِيِّ يَكُوْنُ بِالتَّعَجُّبِ وَالْقَسْمِ وَصِيَغِ الْعُقُوْدِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَيَكُوْنُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَنْوَاعُ الْاِنْشَاءِ غَيْرُ الطَّلَبِيِّ لَيْسَتْ مِنْ مَبْحَثِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ فَلِذَا ضَرَبْنَا صَفْحًا عَنْهَا-

অনুবাদ ঃ ইনশায়ী জুমলার দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ গায়রে তলবী –

ঃ افعال مدح وذم ,افعال مقاربه , (بعت - اشتريت) صيغ العقود قسم ,تعجب ইত্যাদি দ্বারা হয়। যেহেতু গায়রে তলবী ইনশায়ী জুমলাসমূহ ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই আমরা তা এড়িয়ে গিয়েছি।

ইনশায়ে তলবীর উল্লিখিত প্রকারসমূহই সাধারণভাবে বালাগাতশাস্ত্রে আলোচিত হয়। ইনশা-এর দ্বিতীয় প্রকার হল গায়ের তলবী যা অনেক প্রকার। তবে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। যথাক্রমে– (১) تعجب যেমন, কবির ভাষায়–

بنفسى تلك الارض ماطيب الربا

وماحسن المصطاف والمتربعا

(২) مدح وذم যেমন, জাহেব-এর উক্তি-

امابعد فنعم البديل من الزلة الاعتذاروبئس العوض من التوبة الاصرار

(৩) قسم-যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে তাহেরের উক্তি–

لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى- ولاباكتساب المال يكتسب العقل

(৪) ترجى যেমন, কবির ভাষায়-

قال ذوالرمة - لعل انحدار الدمع يعقب راحة

من الوجد اويشفى شاجى البلابل

وقال اخر - عسى سائل ذوحاجة ان منعته

من اليوم سؤلا ان يكون له غد

(৫) عقود-যেমন, بعت - اشتريت

اَلْبَابُ الثَّانِىْ فِى الذِّكْرِ وَالْحَذْفِ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উল্লেখ ও উহ্যকরণ

اِذَا اُرِيْدَ اِفَادَةُ السَّامِعِ حُكْمًا فَاَىُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِيْهِ فَالْاَصْلُ ذِكْرُهٗ وَاَىُّ لَفْظٍ عُلِمَ مِنَ الْكَلَامِ لِدَلَالَةِ بَاقِيَةٍ عَلَيْهِ فَالْاَصْلُ حَذْفُهٗ وَاِذَا تَعَارَضَ هٰذَانِ الْاَصْلَانِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ مُقْتَضٰى اَحَدِهِمَا اِلٰى مُقْتَضَى الْاٰخِرِ اِلَّا لِدَاعٍ فَمِنْ دَوَاعِى الذِّكْرِ (١) زِيَادَةُ التَّقْرِيْرِ وَالْاِيْضَاحِ نَحْوُ "اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

(٢) وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِيْنَةِ لِضُعْفِهَا اَوْ ضُعْفِ فَهْمِ السَّامِعِ نَحْوُ "زَيْدٌ نِعْمَ الصَّدِيْقُ" تَقُوْلُ ذٰلِكَ اِذَا سَبَقَ لَكَ ذِكْرُ زَيْدٍ وَطَالَ عَهْدُ السَّامِعِ بِهٖ اَوْ ذُكِرَ مَعَهٗ كَلَامٌ فِىْ شَانِ غَيْرِهٖ

অনুবাদ ঃ শ্রোতাকে যখন কোন হুকুম জানানো উদ্দেশ্য হয়, তখন যে শব্দটিই সে ব্যাপারে কোন অর্থ নির্দেশ করে, তা উল্লেখ করাই মূল নিয়ম। আর যে শব্দটি বাক্যের অবশিষ্ট অংশের নির্দেশের কারণে অনুমিত হয়, সেটিকে উহ্য করাই মূল নিয়ম। আর যখন এ দু'নিয়মের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তখন এ দু'য়ের কোনটির চাহিদা থেকে অন্য চাহিদায় বিনা কারণে যাওয়া হয় না। সেমতে উল্লেখের কারণসমূহ হল ঃ

(১) زيادة التقرير و الا يضاح অর্থাৎ–অধিক সুস্থির ও স্পষ্টকরণ। যেমন, আল্লাহর বাণী-

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون

অর্থাৎ–তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত নির্দেশিকার উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (এখানে দ্বিতীয় اولئك উদ্দেশ্য।)

(২) আলামত দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা শ্রোতার বুঝশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে আলামতের প্রতি নির্ভরতা কম থাকা। যেমন, তোমার সামনে যায়দের আলোচনা হয়েছে এবং শ্রোতা তার কথা শুনার পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। অথবা যায়দের সাথে অন্য কারো সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। তখন তুমি বললে- زيد نعم الصديق অর্থাৎ যায়েদ খুব ভাল লোক।

(٣) وَالتَّعْرِيْضُ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ نَحْوُ "عَمْرٌ و قَالَ كَذَا" فِى جَوَابِ مَاذَا قَالَ عَمْرُو (٤) وَالتَّسْجِيْلُ عَلَى السَّامِعِ حَتّٰى لَا يَتَاتّٰى لَهُ الْاِنْكَارُ كَمَا اِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِشَاهِدٍ "هَلْ اَقَرَّ زَيْدٌ هٰذَا بِاَنَّ عَلَيْهِ كَذَا" فَيَقُوْلُ الشَّاهِدُ "نَعَمْ زَيْدٌ هٰذَا اَقَرَّ بِاَنَّ عَلَيْهِ كَذَا - (٥) وَالتَّعَجُّبُ اِذَا كَانَ الْحُكْمُ غَرِيْبًا نَحْوُ "عَلِىٌّ يُقَاوِمُ الْاَسَدَ" تَقُوْلُ ذٰلِكَ مَعَ سَبَقِ ذِكْرِهِ (٦) وَالتَّعْظِيْمُ وَالْاِهَانَةُ اِذَا كَانَ اللَّفْظُ يُفِيْدُ ذٰلِكَ كَانَ يَسْأَلُكَ سَائِلٌ "هَلْ رَجَعَ الْقَائِدُ" فَتَقُوْلُ "رَجَعَ الْمَنْصُوْرُ" او "الْمَهْزُوْمُ"

অনুবাদ ঃ (৩) শ্রোতার মেধা দূর্বল হওয়ার প্রতি ইংগিত করা। যেমন, প্রশ্ন করা হল-ماذا قال عمرو؟ অর্থাৎ-আমর কি বলেছে? জবাবে বলা হল- عمروقال كذا অর্থাৎ-আমর এরূপ বলেছে।

(৪) শ্রোতার সামনে হুকুমটিকে শপথ নামা রূপে বর্ণনা করা, যাতে সে ভবিষ্যতে অস্বীকার করতে না পারে। যেমন, বিচারক যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন-এই যায়দ কি এমর্মে স্বীকার করেছে যে, তার কাছে এ পরিমাণে পাওনা রয়েছে? জবাবে সাক্ষী বলল। হ্যাঁ, এই যায়দ এমর্মে স্বীকার করেছে যে, তার কাছে এ পরিমাণ পাওনা রয়েছে।

(৫) বিস্ময় প্রকাশ করা-যখন হুকুমটি অপ্রচলিত ও অস্বাভাবিক হয়। যেমন, আলীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হলেও এরূপ বলা - على يقاوم الاسد অর্থাৎ-আলী সিংহের মোকাবেলা করে।

(৬) সম্মান কিংবা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন-যখন শব্দটি সম্মান কিংবা তাচ্ছিল্যের অর্থ দান করে। যেমন, কেউ তোমাকে প্রশ্ন করল-هل رجع القائد অর্থাৎ-সেনাপতি কি ফিরেছেন? জবাবে বললে-رجع المنصور অর্থাৎ-বিজয়ী ফিরছেন বা رجع المهزوم অর্থাৎ-পরাজিত ফিরেছে।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্ব পৃঃ পর) ব্যাখ্যা ঃ এখানে যেসব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, তাছাড়া আরো কয়েকটি কারণে উল্লেখকরণ জরুরী হয়। যথা-

(১) সম্মান প্রকাশ করা। যেমন- امير المؤ منين حاضر অর্থাৎ-আমীরুল মু'মিনীন উপস্থিত।

(২) অসম্মান প্রকাশের জন্য। যেমন- السارق اللئيم حاضر অর্থাৎ-হতভাগা চোর উপস্থিত।

(৩) বরকত লাভ করার জন্য। যেমন- الله اكبر অর্থাৎ- আল্লাহ অনেক বড়।

(৪) স্বাদ গ্রহণের জন্য। যেমন- الحبيب حاضر অর্থাৎ-প্রিয়জন উপস্থিত।

(৫) শ্রোতা যদি শুনতে আগ্রহী থাকে, তাহলে কথা দীর্ঘ করার জন্য। যেমন, কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মূসা (আঃ) কে নবুওয়াত দান করে তাকে ফিরাউনের নিকট ঈমানের দাওয়াত এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি প্রদানের আহ্বান নিয়ে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন, তখন তাঁকে যেসব মু'জেযা দান করেন, তার মধ্যে একটি ছিল লাঠির মু'জেযা। নবুওয়াত লাভের সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রশ্ন করেন-

وماتلك بيمينك ياموسى অর্থাৎ-হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটি কি? জবাবে হযরত মূসা (আঃ) যদি বলতেন "লাঠি"। তাহলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি অনেক দীর্ঘ জবাব দেন। তিনি বলেন-

هى عصاى اتوكأ عليها واحش بها على غمنى ولى فيها مأرب اخرى

অর্থাৎ-এটি আমার লাঠি। এতে আমি ভর দিই এবং এটি দ্বারা আমার ছাগলের জন্য পাতা ফেলাই। এছাড়া এতে আমার আরো অনেক কাজ রয়েছে।

তিনি মহান আল্লাহ্র প্রতি প্রেম ও আগ্রহের প্রকাশ হিসেবে নিজের বক্তব্য দীর্ঘ করলেন। কারণ তিনি পরম প্রিয় প্রভুর সামনে নিজের মনের সকল কথা বলতে চেয়েছেন।

(৬) ভীতি সৃষ্টি করার জন্য। যেমন-امير المؤ منين يأمرك অর্থাৎ-আমীরুল মু'মেনীন তোমাকে এমর্মে আদেশ করেছেন।

وَمِنْ دَوَاعِي الْحَذَفِ (١) إِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ "اَقْبَلَ" تُرِيْدُ عَلِيًّا مَثَلًا (٢) وَتَاتِيَ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ نَحْوُ "لَئِيْمٌ خَسِيْسٌ" بَعْدَ ذِكْرِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ (٣) وَالتَّنْبِيْهُ عَلٰى تَعْيِيْنِ الْمَحْذُوْفِ وَلَوْ اِدِّعَاءً نَحْوُ "خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهَّابُ الْأُلُوْفِ" (٤) وَاخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِعِ اَوْ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ نَحْوُ نُوْرُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ" هُوَ وَاسِطَةُ عِقْدِ الْكَوَاكِبِ" (٥) وَضَيْقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّعٍ نَحْوُ قَالَ لِيْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ - سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلٌ - وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ نَحْوُ قَوْلُ الصَّيَّادِ" غَزَالٌ-

অনুবাদ ঃ হজফ বা ঊহ্যকরণের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) যাকে সম্বোধন করা হয়, সে ব্যতীত অন্যদের নিকট বিষয়টি গোপন রাখা। যেমন, বলা হলো اقبل। (এসে গেছে)। মনে করা যাক এখানে উদ্দেশ্য আলী এসে গেছে। (এটি তখনই হয়,যখন কোন আলামত দ্বারা শ্রোতা বুঝতে পারে যে, এখানে উহ্য ব্যক্তি বা বস্তু অমুক।)

(২) প্রয়োজনের সময় যাতে অস্বীকার করার অবকাশ থাকে। যেমন, কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার পর বলা হল–নীচু, ইতর।

(৩) ঊহ্যটি নির্দিষ্ট বলে শ্রোতাকে সাবধান করা, যদিও তা দাবীমূলক হয়। প্রকৃত নির্দিষ্ট থাকার উদাহরণ خالق كل شئ অর্থাৎ-সকল বস্তুর স্রষ্টা। এখানে আল্লাহ তাআলা শব্দটি ঊহ্য আছে। অপ্রকৃত বা দাবীমূলক নির্দিষ্ট থাকার উদাহরণ-وهاب الالوف। (হাজার হাজারের দানকারী) এখানে বাদশাহ্ ঊহ্য আছে। অবশ্য অন্য কেউও হতে পারে।

(৪) শ্রোতার সচেতনতা কিংবা সচেতনতার পরিমাণ পরীক্ষা করা। প্রথমটির উদাহরণ-نوره مستفاد من نور الشمس অর্থাৎ তার আলো সূর্যের আলো থেকে আহরিত। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- واسطة عقد الكواكب অর্থাৎ- তারকামালার মধ্যমণি।

(৫) স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে; এটি ব্যথা প্রকাশের সময়ে হতে পারে। যেমন, কবির ভাষায়-

قال لى كيف انت قلت عليل – سهر دائم وحزن طويل

এখানে انا عليل -এর স্থলে عليل বলা হয়েছে।

অর্থাৎ-সে আমাকে প্রশ্ন করল, তুমি কেমন আছ? বললাম, অসুস্থ। সর্বক্ষণ অনিদ্রা ও দীর্ঘ দুশ্চিন্তা।

অথবা সুযোগ চলে যাওয়ার ভয়ে হতে পারে। যেমন, কোন শিকারী বলল-غزال (হরিণ) هذا غزال।–এই একটি 'হরিণ' না বলে 'হরিণ' বলে চীৎকার করল।

(٦) وَالتَّعْظِيْمُ وَالتَّحْقِيْرُ لِصَوْنِهٖ عَنْ لِسَانِكَ اَوْ صَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ فَالْاَوَّلُ نَحْوُ "نُجُوْمُ سَمَاءٍ" وَالثَّانِىْ نَحْوُ" قَوْمٌ اِذَا اَكَلُوْا اَخْفَوْا حَدِيْثَهُمْ" (٧) وَالْمُحَافَظَةُ عَلٰى وَزْنٍ اَوْ سَجْعٍ فَالْاَوَّلُ نَحْوُ- نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَ اَنْتَ بِمَا - عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْىُ مُخْتَلِفٌ - وَالثَّانِىْ نَحْوُ"مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى" (٨) وَالتَّعْمِيْمُ بِاخْتِصَارٍ نَحْوُ"وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ اَىْ جَمِيْعَ عِبَادِهٖ لِاَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُوْلِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُوْمِ-

অনুবাদ ঃ (৬) সম্মান কিংবা তুচ্ছতা প্রকাশ করার জন্য। সম্মানের কারণে তাকে তোমার মুখ থেকে রক্ষা করতে কিংবা তুচ্ছতার কারণে তোমার মুখকে তার নাম উচ্চারণ থেকে রক্ষা করতে। প্রথমটির উদাহরণ-نجوم سماء (তারা) আসমানের তারকা। এখানে هم যমীরটি মাহ্‌জুফ আছে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ-قوم اذا اكلوا اخفوا حديثهم অর্থাৎ–তারা এমন যে, যখন তারা আহার করে তখন আস্তে আস্তে কথা বলে। এখানেও هم যমীরটি মাহ্‌জুফ আছে। কিন্তু তুচ্ছতার জন্য উচ্চারণ করা হয় নি।

(৭) কবিতার মাত্রা কিংবা কথার ছন্দ বজায় রাখা। প্রথমটির উদাহরণ-

نحن بما عندناوا نت بما - عندك راض والرائ مختلف

অর্থাৎ-আমরা আমাদের মনোভাবে, আর তোমরা তোমাদের মনোভাবে সন্তুষ্ট। অথচ মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ মতপার্থক্যে অবাক হবার কোন কারণ নেই। এখানে نحن-এর খবর راضون উহ্য আছে। কবিতার মাত্রা বজায় রাখার জন্য উহ্য রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ - ماودعك ربك وماقلى অর্থাৎ–আপনার প্রভু আপনাকে পরিত্যাগ করেন নাই, অসন্তুষ্টও হন নাই।

(৮) সংক্ষেপকরণের মাধ্যমে কোন বিষয়কে ব্যাপক করা। যেমন-والله يدعو الى دار السلام অর্থাৎ আর আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির আবাসের প্রতি আহ্বান জানান। অর্থাৎ তার সকল বান্দাকে। এখানে جميع عباده এই মাফ্‌উলটি মাহ্‌জুফ আছে। কেননা, মা'মূল উহ্য থাকবে ব্যাপকতা নির্দেশ করে।

(٩) وَالْاَدَبُ نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ - قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِى السُّؤْ - دَدِ وَ الْمَجْدِ وَالْمَكَارِمِ مَثَلًا - (١٠) وَتَنْزِيْلُ الْمُتَعَدِّىْ مَنْزَلَةَ اللَّازِمِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرْضِ بِالْمَعْمُوْلِ نَحْوُ - "هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ"-

وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اِلٰى نَائِبِ الْفَاعِلِ- فَيُقَالُ حُذِفَ الْفَاعِلُ اِمَّا لِلْخَوْفِ مِنْه اَوْ عَلَيْهِ اَوْ لِلْعِلْمِ بِه اَوْ لِلْجَهْلِ نَحْوُ سُرِقَ الْمَتَاعُ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا-

অনুবাদ ঃ (৯) প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি ভদ্রতা বজায় রাখা। যেমন, কবির ভাষায়– قد طلبنا فلم نجدلك فى السو- ددوالمجد والمكارم مثلا অর্থাৎ-আমরা অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু নেতৃত্ব, সম্মান ও মহৎ চরিত্রে তোমার অনুরূপ পাইনি। এখানে قدطلبنا-এর মাফউল مثل শব্দটি ভদ্রতার খাতিরে হজফ করে দেয়া হয়েছে। কেননা, প্রশংসিত ব্যক্তির সামনে তার নজীর অনুসন্ধান করার কথা বলা ভদ্রতার পরিপন্থী।

(১০) মুতাআদ্দী ফে'লকে লাযেম ফে'লের অবস্থানে নামিয়ে আনা–যখন মা'মূলের সাথে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক না থাকে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون

অর্থাৎ–বলুন! যারা জানে আর যারা জানেনা তারা উভয়েই কি সমান হতে পারে? এখানে يعلمون ও لايعلمون-এর মাফউল মাহ্‌জুফ আছে। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হলো.- জ্ঞানী ও মুর্খদের মধ্যে সমতা না থাকার কথাটি বর্ণনা করা। কোন্ বিষয়ে জ্ঞানী বা কোন বিষয়ে মূর্খ, তা বলা উদ্দেশ্য নয়।

(পূর্ব পৃঃ পর) উল্লেখ্য ফে'লকে নায়েবে ফা'য়েলের প্রতি ইসনাদ করাকে হজফের অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়। তখন বলা হয় ফা'য়েলকে হজফ করা হয়েছে–হয়ত তার ভয়ের কারণে কিংবা তার প্রতি ভয়ের কারণে, কিংবা তা জানা থাকার কারণে কিংবা তা জানা না থাকার কারণে। যেমন- سرق المتاع (জিনিস চুরি হয়ে গেছে।) এখানে ফা'য়েল মাহ্জুফ আছে। কেননা এখানে ফায়েল অজ্ঞাত। তেমনি আল্লাহ্র বাণী- وخلق الانسان ضعيفا অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ফায়েল যে আল্লাহ তা'আলা, তা সর্বজন বিদিত হওয়ার কারণে হজফ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হজফের যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছাড়া আরো কয়েকটি কারণ আছে। যথা-(১) সংক্ষেপকরণের পর বিস্তারিত বর্ণনা করা এবং প্রথমে অস্পষ্ট রেখে পরে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। ইচ্ছা, ভালবাসা, চাওয়া ইত্যাদি অর্থের ফে'লের পরে মাফ'উলকে হজফ করা খুবই প্রচলিত নিয়ম। অবশ্য শর্ত হলো- মাফ'উলটি অপ্রচলিত না হওয়া চাই। যেমন- আল্লাহর বাণী- فلوشاء لهدا كم اجمعين। অর্থাৎ তিনি যদি চাইতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে হেদায়েত করতেন। এখানে هدايتكم মাফ'উলটি মাহ্জুফ আছে।

(২) যে অর্থ উদ্দেশ্য নয়, প্রথমদিকে তা বুঝা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে উক্ত সম্ভাবনা দূর করা। যেমন, কবির ভাষায়–

وكم ذدت عنى من تحامل حادث - وسورة ايام حززن الى العظم

অর্থাৎ আমি নিজের উপর থেকে অনেকবার বিপদ-অত্যাচার ও যুগের আক্রমণ প্রতিহত করেছি। এসব হামলা এমন ছিল যে, তা হাঁড় পর্যন্ত কেটে ফেলেছে। এখানে حززن-এর মাফ'উল اللحم মাহ্জুফ আছে। যদি এটিকে হজফ না করা হত, তাহলে প্রথমে সন্দেহ হত যে, হাঁড় পর্যন্ত গোশ্ত কাটা হয়নি। কিন্তু এটিকে মাহ্জুফ রাখার কারণে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সমস্ত গোশ্ত কেটে ফেলা হয়েছে। এমনকি হাঁড় পর্যন্ত গভীর হয়ে গেছে।

(৩) استهجان ذكر উল্লেখ করতে অপছন্দ করা। যেমন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি

مارأي منى وما رأيت منه অর্থাৎ–তিনি আমারটি দেখেন নি। আমিও তারটি দেখিনি। এখানে العورة মাফ'উলটি মাহ্জুফ আছে।

اَلْبَابُ الثَّالِثُ فِى التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আগ-পিছ করা

مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّهٗ لَا يُمْكِنُ النُّطْقَ بِاَجْزَاءِ الْكَلَامِ دَفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِ بَعْضِ الْاَجْزَاءِ وَتَاخِيْرِ الْبَعْضِ وَلَيْسَ شَئٌ مِنْهَا فِىْ نَفْسِهٖ اَوْلٰى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ الْاٰخِرِ لِاِشْتِرَاكِ جَمِيْعِ الْاَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ هِىَ اَلْفَاظٌ فِىْ دَرَجَةِ الْاِعْتِبَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِ هٰذَا عَلٰى ذَاكَ مِنْ دَاعٍ يُوْجِبُهٗ فَمِنَ الدَّوَاعِىْ

(١) اَلتَّشْوِيْقُ اِلَى الْمُتَاَخِّرِ اِذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ مُشْعِرًا بِغَرَابَةٍ نَحْوُ- وَالَّذِىْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ - حَيْوَانٌ مُسْتَحْدِثٌ مِنْ جَمَادٍ

অনুবাদ ঃ এটি সর্বজন বিদিত যে, বাক্যের সকল অংশ একবারেই মুখ থেকে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কোনটিকে প্রথমে আর কোনটিকে পরে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। তাছাড়া কোন শব্দই মূলতঃ অপর শব্দ থেকে অগ্রগামী হওয়ার অধিক হকদার নয়। কেননা, সকল শব্দই নিছক শব্দ হওয়ার দিক দিয়ে বিবেচনার স্তরে সমান।

অর্থাৎ যেসব শব্দ বাক্যের শুরু স্থান দাবী করে যেমন- শর্ত, ইস্তিফহাম ইত্যাদির শব্দসমূহ। সেগুলোকে যথাস্থানে রাখার পর অন্যান্য শব্দের আগ-পিছু করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বক্তা বা লেখকের বিবেচনার উপর। অতএব একটিকে অন্যটির উপর অগ্রগামী করতে হলে এমন কোন কারণ থাকা জরুরী, যা এটিকে অত্যাবশ্যক করে। সেসব কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) পরবর্তী বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। যখন পূর্বের শব্দটি থেকে কোন অস্বাভাবিক বিষয় অনুমিত হয় (যাতে শ্রোতার মনে ভালভাবে বসে যায়)। যেমন, আবুল আলা মায়াব্বীর কবিতা- *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(٢) وَتَعْجِيْلُ الْمُسَرَّةِ اَوِ الْمُسَاءَةِ نَحْوُ "اَلْعَفْوُ عَنْكَ صَدَرَبِهِ الْاَمْرُ اَوِ الْقِصَاصُ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِىْ"

(٣) وَكَوْنُ الْمُتَقَدِّمِ مَحَطَّ الْاِنْكَارِ وَالتَّعَجُّبِ نَحْوُ اَبَعْدَ طُوْلِ التَّجْرِبَةِ تَنْخَدِعُ بِهٰذِهِ الزَّخَارِفِ"

(২) আনন্দ বা দুঃখ তাড়াতাড়ি পেশ করা। প্রথমটির উদাহরণ-العفو صدربه الامير। অর্থাৎ- তোমার ক্ষমার আদেশ দিয়েছেন আমীর।) দ্বিতীয়টির উদাহরণ-

القصاص حكم به القاضى অর্থাৎ-দন্ডের আদেশ দিয়েছেন বিচারক।

(৩) প্রথম বিষয়টি অস্বীকার ও বিস্ময়ের ক্ষেত্র হওয়া। যেমন-

ابعدطول التجربة تنخدع بهذه الزخارف

অর্থাৎ এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরেও তুমি এই ফুলঝুরিতে প্রতারিত হবে!

অর্থাৎ তুমি প্রতারিত হবে না। এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। "প্রতারিত হওয়া" এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। যদি তা হত, তাহলে تنخدع শব্দটিকেই প্রথমে উল্লেখ করা হত।

(পূর্ব পৃঃ পর) والذى حارت البرية فيه - حيوان مستحدث من جماد

অর্থাৎ যা নিয়ে সৃষ্টিকুল বিস্মিত, তা হল সেই প্রাণী! যা পাথর থেকে সৃষ্ট। এখানে প্রথম লাইনটিই উদ্দেশ্য। কবিতার মর্মার্থ-অনেক মানুষই এ ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত যে, জড় পদার্থ থেকে কিভাবে জীবের সৃষ্টি হবে।

এ ধরণের আরেকটি কবিতা উল্লেখ করা যায়।

ثلثة تشرق الدنيا ببهجتها - شمس الضحى وابو اسحاق والقمر

অর্থাৎ তিনটি বস্তু এমন যে, তাদের আলোর ঝলকানিতে পৃথিবী আলোকিত হয়। চাশ্‌তের সময়ের সূর্য, আবু ইসহাক ও চন্দ্র।

(٤) وَسُلُوْكُ سَبِيْلِ التَّرَقِّىْ اَىِ الْاِتْيَانُ بِالْعَامِ اَوَّلًا ثُمَّ الْخَاصِّ بَعْدَهٗ-

لِاَنَّ الْعَامَ اِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْخَاصِ لَا يَكُوْنُ لَهٗ فَائِدَةٌ نَحْوُ "هٰذَا الْكَلَامُ صَحِيْحٌ فَصِيْحٌ بَلِيْغٌ" فَاِذَا قُلْتَ "فَصِيْحٌ بَلِيْغٌ لَا تَحْتَاجُ اِلٰى ذِكْرِ "صَحِيْحٍ" وَاِذَا قُلْتَ "بَلِيْغٌ" لَا تَحْتَاجُ اِلٰى ذِكْرِ "صَحِيْحٍ" وَلَا" فَصِيْحٍ "

(٥) وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ الْوَجُوْدِىْ نَحْوُ "لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ"

অনুবাদ ঃ (৪) ক্রমোন্নতির পথে চলা। অর্থাৎ প্রথমে عام শব্দএবং তারপর خاص শব্দ ব্যবহার করা। কেননা خاص-এর পরে عام শব্দ ব্যবহার করায় কোন লাভ নেই। যেমন, বলা হল هذا الكلام صحيح فصيح بليغ

যখন فصيح بليغ বলা হল, তখন আর صحيح শব্দের কোন প্রয়োজন থাকে না। তেমনি بليغ বললেই صحيح বলার প্রয়োজন থাকে না, فصيح বলারও প্রয়োজন থাকে না। কেননা, কোন বাক্য فصيح হতে হলে صحيح হওয়া জরুরী। তেমনি كلام بليغ-এর জন্য فصيح হওয়াও আবশ্যক। সুতরাং বুঝা গেল فصيح-এর মধ্যে صحت-এর অর্থ নিহিত রয়েছে। আর بليغ হওয়ার জন্য فصيح হওয়া শর্ত।

(৫) ترتيب وجودى-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেমন, আল্লাহ্র বাণী–

لاتأخذه سنة ولانوم

অর্থাৎ তাঁকে তন্দ্রাও ধরে না, ঘুমও নয়। (যেহেতু ঘুমের পূর্বে তন্দ্রা আসে, সেজন্য সেটিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।)

(٦) وَالنَّصُّ عَلٰى عُمُوْمِ السَّلْبِ اَوْ سَلْبِ الْعُمُوْمِ فَالْاَوَّلُ يَكُوْنُ بِتَقْدِيْمِ اَدَاةِ الْعُمُوْمِ عَلٰى اَدَاةِ النَّفْيِ نَحْوُ" كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ"اَىْ لَمْ يَقَعْ هٰذَا وَلَا ذَاكَ وَالثَّانِىْ يَكُوْنُ بِتَقْدِيْمِ اَدَاةِ النَّفْيِ عَلٰى اَدَاةِ الْعُمُوْمِ نَحْوُ لَمْ يَكُنْ كُلُّ ذٰلِكَ" اَىْ لَمْ يَقَعِ الْمَجْمُوْعُ فَيَحْتَمِلُ ثُبُوْتُ الْبَعْضِ وَتَحْتَمِلُ نَفْىُ كُلِّ فَرْدٍ-

(٧) وَتَقْوِيَةُ الْحُكْمِ اِذَا كَانَ الْخَبْرُ فِعْلًا نَحْوُ" اَلْهِلَالُ ظَهَرَ" وَذٰلِكَ لِتَكْرَارِ الْاِسْنَادِ

অনুবাদ ঃ (৬) عموم سلب কিংবা سلب عموم স্পষ্টভাবে বলা। সেমতে প্রথম প্রকারে নফির হরফের পূর্বেই عموم-এর হরফকে উল্লেখ করতে হবে। যেমন-كذلك لم يكن-(এর কিছুই হয়নি। অর্থাৎ এটিও হয়নি, ওটিও হয়নি।)

দ্বিতীয় প্রকারে عموم-এর হরফের পূর্বেই নফির হরফ উল্লেখ করতে হবে। যেমন- لم يكن كل ذلك-এর সবই হয়নি।) দ্বিতীয় অবস্থায় এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কিছু অংশ হয়েছে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কিছুই হয়নি।

এ প্রসঙ্গে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে। যখন কোন বাক্যে حرف عموم ও حرف نفى একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেখানে عموم سلب কিংবা سلب عموم কোনটি উদ্দেশ্য, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি নির্ণয় করার উপায় হলো যদি عموم-এর হরফ প্রথমে আসে, তাহলে সেখানে عموم سلب বা شمول نفى উদ্দেশ্য। আর যদি حرف نفى প্রথমে আসে। তাহলে সেখানে سلب نفى বা نفى شمول উদ্দেশ্য। প্রথমটির উদাহরণ আবুন্ নাজম -এর কবিতা–

قد اصبحت ام الخيار تدعى -على ذنبا كله لم اصنع

অর্থাৎ–উম্মুল খেয়ার (কবির স্ত্রী) আমার বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ আরোপ করে চলেছে। অথচ আমি কোনই অপরাধ করিনি। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) উল্লেখ্য, এখানে كله শব্দটিকে রফা' সহকারে পাঠ করতে হবে। তাহলেই এটি উদ্দিষ্ট উদাহরণ হতে পারবে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ নিম্নোক্ত কবিতা

ماكل مايتمنى المرأ يدركه - تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن

অর্থাৎ–মানুষ যা কিছু কামনা করে, তার প্রত্যেকটিই সে পায় না। কোনটি পায়, কোনটি পায় না। অনেক সময় বাতাস সেদিকে প্রবাহিত হয়, নৌকা যেদিকে চলতে চায় না। ঠিক একই অর্থে উর্দু কবিতার একটি লাইন উল্লেখ করা যায়।

نہ ہرزن ہےزن نہ ہر مردہے مرد–

অর্থাৎ– প্রত্যেক নারীই মেয়েলী অলস ও নীচুমনা নয়; প্রত্যেক পুরুষই সাহসী ও উঁচুমনা নয়। মোটকথা কিছু সংখ্যক নারী মেয়েলী স্বভাবের, আর কিছু সংখ্যক পুরুষ পৌরুষের অধিকারী।

শায়খ আবদুল কাহের জুরজানীর ভাষ্য অনুযায়ী كل শব্দটি যদি নাবাচক ফে'লের মা'মূল হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও سلب عموم ও نفى شمول-এর অর্থ হবে। যেমন-

ماجاء نى كل القوم- ماجاء نى القوم كلهم

(بتقديم مفعول) كل الدراهم لم اخذ - لم اخذ كل الدراهم

এসব ক্ষেত্রে عموم ও شمول-এর নফী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক এককের ثبوت হতে পারে। কিন্তু এটি সামগ্রিক নিয়ম নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়। আবার কখনো কখনো ব্যতিক্রমও হয়। যেমন-

والله لا يحب كل كفار اثيم - والله لايحب كل مختال فخور

ولا تطع كل حلاف مهين-এসব আয়াতে عموم سلب উদ্দেশ্য।

(৭) হুকুমকে শক্তিশালী এবং জোরদার করা–যখন খবরটি ফে'ল হয়। যেমন- الهلال ظهر(চাঁদ প্রকাশিত হয়েছে।) শুধু পুনঃ ইসনাদের কারণেই এরূপ হবে।

(ظهر الهلال)–এ মাত্র একবার ফা'য়েলের সাথে ফে'লের ইসনাদ হয়। কিন্তু الهلال ظهر-এ ظهر ফে'লটি الهلال-এর দিকে দু'বার ইসনাদ হয়। একবার ظهر -এর ইসনাদ হয় هو যমীরের দিকে। আরেকবার জুমলার ইসনাদ হয় الهلال-এর দিকে।

(٨) وَالتَّخْصِيْصُ نَحْوُ"مَا اَنَاقُلْتُ" وَاِيَّاكَ نَعْبُدُ"- (٩) وَالْمُحَافَظَةُ عَلٰى وَزْنٍ اَوْسَجْعٍ فَالْاَوَّلُ نَحْوُ اِذَا اِنْطَقَ السَّفِيْهُ فَلَا تُجِبْهُ - فَخَيْرٌ مِنْ اِجَابَتِهِ السُّكُوْتَ - وَالثَّانِيْ نَحْوُ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ-وَلَمْ يَذْكُرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ دَوَاعٍ خَاصَّةً لِاَنَّهٗ اِذَا تَقَدَّمَ اَحَدُ رُكْنَيِ الْجُمْلَةِ تَاَخَّرَ الْاٰخَرُ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ-

(৮) নির্দিষ্ট করা। যেমন-ما انا قلت অর্থাৎ–আমি তো বলিনি হতে পারে, অন্য কেউ বলেছে। اياك نعبد অর্থাৎ–আমরা তোমারই 'ইবাদাত করি। অন্য কারো নয়।

(৯) কবিতার মাত্রা কিংবা কথার ছন্দ বজায় রাখা। প্রথমটির উদাহরণ-

اذا انطق السفيه فلا تجبه-فخير من اجابته السكوت

অর্থাৎ–কোন নির্বোধ ব্যক্তি যখন কথা বলে, তখন তার উত্তর দিও না। তার জবাব দেয়ার চেয়ে নীরবতাই উত্তম। দ্বিতীয়টির উদাহরণ। আল্লাহ্‌র বাণী-

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه

অর্থাৎ–তোমরা তাকে ধর, তারপর তার গলায় বেড়ি পরাও, তারপর জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও, তারপর তাকে এমন একটি শিকলে বাঁধ যা সত্তর গজ লম্বা।

প্রথম উদাহরণে خير শব্দটিকে প্রথমে আনা হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে الجحيم ও فى سلسلة-এ শব্দ দুটি প্রথমে আনা হয়েছে।

تقديم - تاخير (আগ-পিছ) করার কারণসমূহের মধ্য থেকে প্রতিটির বিশেষ বিশেষ কারণ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। কেননা, বাক্যের দু-রুকন (মুসনাদ-মুসনাদ ইলায়হে) থেকে একটি প্রথমে এলে অপরটি অবশ্যই পরে আসবে। এ থেকে জানা গেল যে, এ দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটিকে অন্যটি ব্যতীত পাওয়া যায় না। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

اَلْبَابُ الرَّابِعُ فِى التَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ

اِذَا تَعَلَّقَ الْغَرْضُ بِتَفْهِيْمِ الْمُخَاطَبِ اِرْتِبَاطُ الْكَلَامِ بِمُعَيَّنٍ فَالْمَقَامُ لِلتَّعْرِيْفِ وَاِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرْضُ بِذٰلِكَ فَالْمَقَامُ لِلتَّنْكِيْرِ وَلِتَفْصِيْلِ هٰذَا الْاِجْمَالُ نَقُوْلُ مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّ الْمَعَارِفَ الضَّمِيْرُ وَالْعَلَمُ وَاِسْمُ الْاِشَارَةِ وَاِسْمُ الْمَوْصُوْلِ وَالْمُحَلّٰى بِاَلْ وَالْمُضَافُ اِلٰى اَحَدٍ مِّمَّا ذُكِرَ وَالْمُنَادٰى - اَمَّا الضَّمِيْرُ فَيُؤْتٰى بِهٖ لِكَوْنِ الْمَقَامِ لِلتَّكَلُّمِ اَوِالْخِطَابِ اَوِ الْغَيْبَةِ مَعَ الْاِخْتِصَارِ نَحْوُ اَنَا رَجَوْتُكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ-

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মা'রেফা- নাকেরা

অনুবাদ ঃ যখন শ্রোতাকে এটি বোঝান উদ্দেশ্য হয় যে, বাক্যটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত, তখন সেটি মা'রেফা ব্যবহারের ক্ষেত্র। আর যখন এ উদ্দেশ্য না হয়, তখন সেটি নাকেরা ব্যবহারের ক্ষেত্র। এ সংক্ষিপ্ত নিয়মটি বিশ্লেষণের জন্য আমরা বলি–জানা আছে যে, মা'রেফা সাত প্রকার-যমীর, আলাম; ইসমে ইশারা, ইসমে মওসূল, আলিফ লামযুক্ত মা'রেফা, এ পাঁচ প্রকারের সাথে মুযাফ এবং মুনাদা।

যমীর ব্যবহার করা হয় যেখানে মুতাকাল্লিম, হাজের বা গায়েব সংক্ষেপে উল্লেখের স্থান হয়। যেমন-انا رجوتك فى هذا الامر আমি এ ব্যাপারে তোমার প্রতি আশা করেছি। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) **ব্যাখ্যা ঃ** উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, বাক্যের একটি রুকনকে প্রথমে আনার যে কারণ থাকে, সেটিই অপর রুকনকে পরে আনার কারণ। সুতরাং আগ-পিছ করার যেকোন একটির কারণ বর্ণনা করলেই অপরটির কারণ বর্ণনার প্রয়োজন মিটে যায়। সে কারণে তাকদীমের কারণসমূহ বর্ণনা করার পর তাখীরের কারণসমূহ বর্ণনার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

وَاَنْتَ وَعَدْتَنِىْ بِاِنْجَازِهِ - وَالْاَصْلُ فِى الْخِطَابِ اَنْ يَّكُوْن لِمُشَاهَدٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ يُخَاطَبُ غَيْرُ الْمُشَاهَدِ اِذَا كَانَ مُسْتَحْضَرًا فِي الْقَلْبِ نَحْوُ "اِيَّاكَ نَعْبُدُ" وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ اِذَا قُصِدَ تَعْمِيْمُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ يُّمْكِنُ خِطَابُهُ- نَحْوُ "اللَّئِيْمُ مَنْ اِذَا اَحْسَنْتَ اِلَيْهِ اَسَاءَ اِلَيْكَ وَاَمَّا الْعَلَمُ فَيُؤْتٰى بِهِ لِاِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاِسْمِهِ الْخَاصِّ نَحْوُ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذٰلِكَ اَغْرَاضٌ اُخْرٰى-

অনুবাদ ঃ হাজেরের উদাহরণ- انت وعدتنى با نجازه

অর্থাৎ তুমি আমার নিকট তা পূরণের ওয়াদা করেছ। হাজেরের ক্ষেত্রে মূল নিয়ম হলো তা কোন উপস্থিত নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হবে। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি বক্তার হৃদয়ে জাগরিত থাকে, তাহলে কখনো কখনো তার জন্যও হাজেরের *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) ব্যাখ্যা ঃ "সংক্ষেপে' কথাটি থাকার কারণে সেসব বাক্য এ নিয়মের আওতা বহির্ভূত থেকে যায়, যাতে সংক্ষেপকরণ লক্ষ্যণীয় নয়। যেমন খলিফার ঘোষণা-

امير المؤ منين يأمر بكذا

(আমীরুল মুমিনীন এ মর্মে আদেশ করছেন।)

এখানে মুতাকাল্লিমের স্থান হওয়া সত্ত্বেও যমীর (انا) ব্যবহার না করে ইসমে জাহের امير المؤمنين ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে সংক্ষেপে করতে চাওয়া হয়নি।

انا رجوتك فى هذا الامر-এ উদাহরণে মুতাকাল্লিমের যমীর ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এটি মুতাকাল্লিমের স্থান। তাছাড়া এ উদাহরণে انا ও ت-এ দু যমীর একত্রিত হওয়াতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, মুত্তাসিল ও মুনফাসিল উভয় প্রকার যমীরের হুকুম সমান।

(পূর্ব পৃঃ পর) যমীর ব্যবহার করা হয়। যেমন, কুরআনের বাণী -اياك نعبد অর্থাৎ-আমরা তোমারই ইবাদাত করি। কখনো কখনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যও হাজেরের যমীর ব্যবহার করা হয়, যখন সম্বোধন করা সম্ভব এমন প্রত্যেকের জন্য সম্বোধনকে সাধারণ করার উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- اللئيم من اذا احسنت اليه اساء اليك। অর্থাৎ-ইতর সে, যার সাথে তুমি সদাচার করলে সে তোমার সাথে কদাচার করে।

علم ব্যবহার করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, তার অর্থ শ্রোতার মানসপটে তার নির্দিষ্ট নামের সাথে উপস্থিত করা যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل-

অর্থাৎ-আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন। যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ঘরের (কা'বা) ভিত্তি খাড়া করছিলেন। (এখানে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাম)।

আলাম দ্বারা উল্লিখিত অর্থসমূহ ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ (১) যেহেতু মধ্যম পুরুষের উদাহরণে গায়েব বা নাম পুরুষের উদাহরণও (بانجازه) এসে গেছে, তাই গায়েবের জন্য পৃথক করে কোন উদাহরণ দেয়া হয়নি। তবে মুতাকাল্লিমের উদাহরণে (رجوتك) মুখাতিবের উদাহরণ এসে গেলেও যেহেতু সামনে এটির ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ ছিল, এজন্য মুখাতিবের উদাহরণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) مشاهد বা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে খেতাব করা হয় এজন্য যে, খেতাবের অর্থ হল- توجيه الكلام الى حاضر অর্থাৎ-বাক্যকে কোন উপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। আর সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হয় এজন্য যে, সকল মা'রেফারই গঠন হয়েছে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে।

(৩) খেতাব যদি কখনো অপ্রত্যক্ষ বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হয়, তথাপি মনে করতে হবে যে, এটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এটি রূপক বা অতিরঞ্জিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খেতাব করার উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা হয়-

ولوترى اذالمجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم

অর্থাৎ "আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের প্রভুর নিকট মাথা নত করে থাকবে।"

এখানে ترى এর মুখাতিব কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং যেকোন ব্যক্তি হতে পারে।

كَالتَّعْظِيْمِ فِيْ نَحْوِ رَكِبَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ وَالْاِهَانَةِ فِيْ نَحْوِ ذَهَبَ صَخْرٌ وَالْكِنَايَةُ عَنْ مَعْنًى يَصْلُحُ اللَّفْظُ لَهُ فِيْ نَحْوِ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ-

অনুবাদ ঃ (ক) সম্মান প্রকাশ করা। যেমন- ركب سيف الدولة অর্থাৎ–সাইফুদ্দৌলা আরোহণ করেছেন।

(খ) অসম্মান প্রকাশ করা। যেমন- ذهب صخر অর্থাৎ– সখর চলে গেছে।

(গ) আলাম শব্দটি যে অর্থের উপযুক্ততা রাখে, তার প্রতি ইংগিত করা। যেমন- تبت يدا ابى لهب অর্থাৎ আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।

لهب শব্দের অর্থ আগুনের ফুলকি। জাহান্নামের ফুলকিই প্রকৃত ফুলকি। তাই আবু লাহাব বলে এ নামের ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলে ইংগিত করা হলো।

ব্যাখ্যা ঃ আলাম দ্বারা মা'রেফা ব্যবহারের আরো কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা-

(১) উক্ত নাম দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা। যেমন- ام نهال كمثل زليخا অর্থাৎ–উম্মে নেহাল যুলায়খার মত। অথবা নিম্নের কবিতায়-

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا - ايلاى منكن ام ليلى من البشر

অর্থাৎ–আল্লাহ্‌র দোহাই, হে বনের হরিণেরা? আমাকে বল তো আমার লায়লা কি তোমাদের কেউ না কি লায়লা মানুষের কেউ?

এখানে লায়লা শব্দটিকে স্বাদ গ্রহণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) কখনো কখনো বরকত লাভের জন্য আলাম দ্বারা মা'রেফা ব্যবহার করা হয়। যেমন- محمد الشفيع - الله الهادى

(৩) কখনো কখনো শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ হিসেবে আলাম ব্যবহার করা হয়। যেমন-

فاتح جبل هنا لا فى دارك–অর্থাৎ–পাহাড় বিজয়ী এখানে, তোমার ঘরে নয়।

غادر الوطن فى دار صديقك-অর্থাৎ–দেশদ্রোহী তোমার বন্ধুর ঘরে। উল্লেখ্য, অশুভ লক্ষণ বিবেচনা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। অবশ্য শুভ লক্ষণ বিবেচনা করা বৈধ। যেমন, এরূপ বলা যাবে–

بركة الله فى دارك - رحمة الله فى دارك-

وَاَمَّا اِسْمُ الْاِشَارَةِ فَيُؤْتٰى بِهٖ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيْقًا لِاِحْضَارِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ "بِعْنِىْ هٰذَا" مُشِيْرًا اِلٰى شَيْءٍ لَاتَعْرِفُ لَهٗ اِسْمًا وَلَا وَصْفًا- اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعَيَّنَ طَرِيْقًا لِذٰلِكَ فَيَكُوْنُ لِاَغْرَاضٍ اُخْرٰى (١) كَاِظْهَارِ الْاِسْتِغْرَابِ نَحْوُ كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهٗ - وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا- هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً - وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النَّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا-(٢) وَكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِهٖ نَحْوُ هٰذَا الَّذِىْ تَعْرِفُ الْبُطْحَاءُ وَطْاَتَهٗ وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهٗ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

অনুবাদ ঃ ইসমে ইশারা দ্বারা মা'রেফা ব্যবহার করা হয় যখন কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে শ্রোতার মস্তিষ্কে উপস্থাপিত করার জন্য প্রত্যক্ষ ইশারা নির্ধারিত হয়। যেমন, তুমি কোন একটি বস্তুর নামও জান না, তার গুণবৈশিষ্ট্যও জান না। সেটির প্রতি ইংগিত করে তুমি বললে- بعنى هذا অর্থাৎ–এটি আমার নিকট বিক্রি কর। আর যখন নির্দিষ্ট বস্তুকে শ্রোতার মনে উপস্থাপিত করার জন্য ইশারা করা নির্ধারিত না হয়, তখন অন্যান্য উদ্দেশ্যে ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। যেমন- (ক) অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করা। যেমন–

كم عاقل عاقل اعيت مذا هبه - وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا

هذا الذى ترك الاوهام حائرة- وصير العالم النحرير زنديقا-

অর্থাৎ কত যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে জীবিকার পদ্ধতিসমূহ অক্ষম করে দিয়েছে। আর কত যে মূর্খকে তুমি সচ্ছল পাবে! এটি এমন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে বিস্মিত করে দিয়েছে। আর পন্ডিত আলেমকে বিধর্মীতে পরিণত করেছে।

(খ) পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ! যেমন, হযরত যয়নুল আবেদীনের প্রশংসায় ফরাজদকের উক্তি-

هذا الذى تعرف البطحاء وطاته - والبيت يعرفه والحل والحرم

অর্থাৎ এ সেই মনীষী! আরবের পাথুরে ভূমি যার পদচিহ্নসমূহ ভালভাবে চেনে এবং কা'বা ঘর, তথা হেরেম এলাকা ও হেরেম বহির্ভূত এলাকা যাঁকে জানে।

(٣) وَبَيَانِ حَالِهِ فِى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ نَحْوُ هٰذَا يُوْسُفُ وَذَاكَ اَخُوْهُ وَذٰلِكَ غُلَامُهُ (٤) وَالتَّعْظِيْمِ نَحْوُ "اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ" وَذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ-

(٥) وَالتَّحْقِيْرِ نَحْوُ "أَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ" فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ-

অনুবাদ ঃ (গ) নির্দিষ্ট বস্তুটি নিকটে না দূরে সে অবস্থা বর্ণনা করা। যেমন- هذا يوسف-এ হলো ইউসুফ। ذاخوه– ওই তার ভাই। ذلك غلامه–ওই যে তারা গোলাম।

(ঘ) নির্দিষ্ট বস্তুর সম্মান প্রকাশের জন্য। যেমন- ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم

অর্থাৎ নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথের দিশা দেয়, যা সরল সঠিক। ذلك الكتاب لا ريب فيه অর্থাৎ–তা সেই গ্রন্থ, যাতে কোন সন্দেহ নেই।

(ঙ) নির্দিষ্ট বস্তুকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা। যেমন- اهذا الذى يذكر الهتكم

এ লোকটিই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যদের (মন্দভাবে) উল্লেখ করে?

فذالك الذى يدع اليتيم অর্থাৎ– সে হলো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে তাড়িয়ে দেয়?

ব্যাখ্যা ঃ (১) এখানে যেসব উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়া ইসমে ইশারা ব্যবহারের আরো কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

(ক) কখনো কখনো শ্রোতাকে নির্বোধ ও মেধাহীন মনে করে পরোক্ষভাবে তাকে সতর্ক করার জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। যেমন– ফরাজদকের কবিতা-

اولئك ابائ فجئنى بمثلهم - اذا جمعتنا ياجرير المجامع

অর্থাৎ–তারাই হলেন আমার বাপদাদা। অতএব, হে জারীর। সমাবেশসমূহ যখন আমাদের একত্রিত করে, তখন তুমি তাদের অনুরূপ উপস্থিত করো।

(খ) কখনো কখনো ইশারাকৃত বস্তুর পরে গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হয়। অতঃপর কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়। এতে ইসমে ইশারা দ্বারা এ মর্মে ইংগিত করা উদ্দেশ্য হয় যে, এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে নির্দিষ্ট বস্তুটি পরবর্তী হুকুমের উপযুক্ত হয়েছে। যেমন- اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَاَمَّا الْمَوْصُوْلُ فَيُؤْتٰى بِهٖ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيْقًا لِاِحْضَارِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ"اَلَّذِىْ كَانَ مَعَنَا اَمْسِ مُسَافِرٌ" اِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ اِسْمَهٗ اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيْقًا لِذٰلِكَ فَيَكُوْنُ لِاَغْرَاضٍ اُخْرٰى

অনুবাদ ঃ ইসমে মওসূল দ্বারা মা'রেফা ব্যবহার করা হয় তখন, যখন নির্দিষ্ট বস্তুটিকে শ্রোতার মানসপটে উপস্থাপিত করার জন্য ইসমে মওসূল হওয়া নির্ধারিত হয়। যেমন- তুমি যদি নিজের সাথীর নাম না জান, তাহলে বলতে পার- الذى كان معنا امس مسافر অর্থাৎ-গতকাল আমাদের সাথে যে ব্যক্তি ছিল, সে একজন মুসাফির।

আর যখন নির্দিষ্ট বস্তুকে শ্রোতার মানসপটে উপস্থাপিত করার জন্য ইসমে মওসূল হওয়া নির্ধারিত না হয় তখন ইসমে মওসূল ব্যবহার করা হয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে। যেমন-

---

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ-এ সবলোক তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে (আগত) হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং এসব লোকই সফলকাম।

(২) পূর্ণ মনোযোগ ও আকর্ষণের জন্য নির্দিষ্ট বস্তুকে ইসমে ইশারা দ্বারা মা'রেফা করে উল্লেখ করা হয়। এটির আরেকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

هـذا ابـو الصقـر فـردا فـى محاسنـه - مـن نـسل شيبان بيـن الضـال والسلـم

অর্থাৎ আবু সকর নিজ গুণাবলীতে অনন্য। তিনি শায়বানের বংশধরদের অন্তর্গত। যে বংশের লোকেরা মরুভূমির বরই ও বাবলা গাছের ঝোপের মাঝখানে স্বাধীনভাবে বাস করে এবং শহরের বিধিবদ্ধ জীবনের কোন ছায়াও তাদের উপর পড়ে না।

(৩) ইশারা কখনো নিকটের বস্তুর প্রতি হয়, কখনো দূরের বস্তুর প্রতি। আবার কখনো নিকট ও দূরের মাঝামাঝি বস্তুর প্রতি হয়। এজন্য অনেকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, هذا নিকটের জন্য, ذاك মাঝামাঝি বস্তুর জন্য, আর ذلك দূরের বস্তুর জন্য ব্যবহার করা হয়। কিতাবে তিনটি উদাহরণই দেয়া হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বর্ণনার সময়ে শুধু নিকট ও দূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এখানে নিকট বলতে দূরের বিপরীত বুঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং মাঝামাঝি অবস্থানের কথা পরোক্ষভাবে বলা হয়ে গেছে।

(١) كَالتَّعْلِيْلِ نَحْوُ"اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٢) وَاِخْفَاءِ الْاَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ وَ اَخَذْتُ مَاجَادَ الْاَمِيْرُ بِهٖ - وَقَضَيْتُ حَاجَاتِىْ كَمَا اَهْوِى(٣) وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الْخَطَاءِ نَحْوُ اِنَّ الَّذِيْنَ تَرَوْنَهُمْ اَخْوَانُكُمْ- يَشْفِىْ غَلِيْلُ صُدُوْرِهِمْ اِنْ تُصْرَعُوْا-

(٤) وَتَفْخِيْمِ شَانِ الْمَحْكُوْمِ بِهٖ نَحْوُ -اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا - بَيْتًا دَعَائِمُهٗ اَعَزُّ وَ اَطْوَلُ

অনুবাদ ঃ (১) تعليل বা কারণ বর্ণনা করা। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী।

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"

এখানে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের জন্য ঈমান ও আমল হল কারণ।

(২) সম্বোধন পদ ব্যতীত অন্যদের নিকট বিষয়টি গোপন রাখা যেমন-

اخذت ما جاد الامير به - وقضيت حاجاتى كما اهوى

অর্থাৎ– আমীর যা দান করেছেন, তা আমি নিয়েছি এবং আমার প্রয়োজনসমূহ আমি যেরূপ চাই সেরূপে মিটিয়েছি। তথা নিজের ইচ্ছামত প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেছি।

(৩) সম্বোধনপদকে তার ভুলের প্রতি সতর্ক করা। যেমন-

ان الذين ترونهم اخوانكم - يشفى غليل صدورهم ان تصرعوا

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই, যাদেরকে তোমরা তোমাদের ভাই বলে মনে কর, তাদের অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হয় এতে যে, আমাদেরকে ভূপাতিত করা হোক (ধ্বংস করা হোক)। অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা বন্ধু মনে কর, তারা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শত্রু।

(৪) খবরের উন্নত মর্যাদার প্রতি ইশারা করা। যেমন–

ان الذى سمك السماء بنى لنا - بيتا دعائمه اعز و اطول

অর্থাৎ– নিশ্চয় যিনি আকাশকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন, তিনি আমাদের জন্য এমন এক ঘর নির্মাণ করেছেন, যার খুঁটিসমূহ প্রকাণ্ড ও দীর্ঘ। এখানে কবি ইসমে মাওসূল দ্বারা আল্লাহ তাআলার উচুঁ মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সেই মাওসূল দ্বারাই নিজের ঘরের উঁচু মর্যাদার প্রতি ইংগিত করেছেন।

(٥) وَالتَّهْوِيْلِ تَعْظِيْمًا وَتَحْقِيْرًا نَحْوُ "فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ وَ نَحْوُ "مَنْ لَّمْ يَدْرِ حَقِيْقَةَ الْحَالِ قَالَ مَا قَالَ
(٦) وَالتَّهَكُّمِ نَحْوُ "يَاأَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ -

অনুবাদ ঃ (৫) কোন বিষয়কে ভয়ানক চিত্রে উপস্থাপন করা, তা সম্মানের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্য হোক। প্রথমটির উদাহরণ- فغشيهم من اليم ماغشيهم অর্থাৎ–ফেরআউন ও তার বাহিনীকে সাগরের সে বস্তু নিমজ্জিত করে নিল, যা নিমজ্জিত করার ছিল।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ - من لم يدرحقيقة الحال قال ما قال অর্থাৎ–যে ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা জানে না, সে যাচ্ছে তাই বলে।

(৬) বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করা। যেমন- يايها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون অর্থাৎ–ওহে! যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি অবশ্যই একজন পাগল।

ব্যাখ্যা ঃ (ক) কখনো কখনো কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ-করা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে ইসমে মওসূল ব্যবহার করা হয়। যেমন- الذى نكح ام نهال رجل حول-অর্থাৎ–যে ব্যক্তি উম্মে নিহালকে বিবাহ করেছে, সে একজন ধূর্ত ব্যক্তি।

(খ) কখনো কখনো কোন বিষয়কে অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রমাণ করার জন্য ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়। যেমন- وراودته التى هوفى بيتها عن نفسه অর্থাৎ–"এবং তাঁকে (হযরত ইউসুফ (আঃ) কে) ফুসলানোর জন্য সেই মহিলা চেষ্টা করল, যার ঘরে তিনি ছিলেন।" অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) এমন পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, যার ঘরে তিনি অবস্থান করেছিলেন, সে মহিলাই তাঁকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সফল হতে পারে নি। এখানে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উন্নত চরিত্র অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রমাণ করা উদ্দেশ্য।

অবশ্য এটি استهجان-এর উদাহরণ হতে পারে। কেননা, আয়াতে التى-এর স্থানে যদি যুলায়খা মতান্তরে রা'ঈল নামটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত, তাহলে তা নবূবী মর্যাদর সাথে বেমানান মনে করা হত। সে কারণে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে। ইস্তিহ্জানের আরেকটি দৃষ্টান্ত-

(পূর্ব পৃঃ পর) اما مايخرج من البطن (البول والغائط) فهو يظهر مافي المعدة

পেট থেকে যা নির্গত হয়, তা পাকস্থলীর অবস্থা প্রকাশ করে।

(গ) কখনো কখনো খবর ব্যতীত অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর উচুঁ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করা হয়। যেমন-

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين

অর্থাৎ "যারা শুয়াইব (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল, তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।" এখানে হযরত শু'য়াইব (আঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

(ঘ) কখনো কখনো খবর বা অন্য কিছুর হেয়তা বুঝানোর জন্য ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়। প্রথমটির উদাহরণ- الذى لايحسن معرفة الفقه قدصنف فيه كتابا অর্থাৎ-"যিনি ভাল ফিকাহ জানেন না, তিনি সে বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন।" অর্থাৎ এ কিতাব নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- الذى يتبع الشيطان فهو خاسر অর্থাৎ-যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে শয়তানের হেয়তা বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, তার অনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

(ঙ) কখনো কখনো খবরটিকে সপ্রমাণ করার জন্য ইসমে মওসূল ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ان التى ضربت بيتا مهاجرة - بكوفة الجند غالت ودها غول

অর্থাৎ-"নিশ্চয়ই যে প্রিয়া হিজরত করে কূফাতুল জুনদে গিয়ে একটি ঘরে অবস্থান নিয়েছে, প্রেতে তার প্রেম নিঃশেষ করে দিয়েছে।"

এখানে প্রিয়ার প্রেম নিঃশেষ হওয়াকে সপ্রমাণ করা হয়েছে। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সহজাত প্রবণতা হল এমন স্থানে বসবাস করা, যেখানে অন্য মানুযেরা বাস করে।

وماسمى الانسان الا لانسه

অর্থাৎ সঙ্গ প্রিয়তার কারণেই মানুষের নাম মানুষ হয়েছে। কিন্তু যখন সে এমন স্থানে বসবাস করে, যেখানে তার স্বজাতি বাস করে না। তখন মনে করতে হবে যে, সে ব্যক্তি স্বজাতির প্রতি অসন্তুষ্ট। সে নিজ অন্তর থেকে স্বজাতির ভালবাসা বের করে ফেলে দিয়েছে। কবি তার প্রেমাম্পদের এ আচরণে দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং প্রেম অবসানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরছেন।

(وَاَمَّا الْمُحَلّٰى بِاَلْ) فَيُؤْتٰى بِهٖ اِذَاكَانَ الْغَرْضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهٖ نَحْوُ "اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ" وَتُسَمّٰى اَلْ جِنْسِيَةً اَوِالْحِكَايَةَ عَنْ مَعْهُوْدٍمِنْ اَفْرَادِ الْجِنْسِ-

وَعَهْدُهٗ اِمَّا بِتَقَدُّمِ ذِكْرِهٖ نَحْوُ "كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا" فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ وَاِمَّا بِحُضُوْرِهٖ بِذَاتِهٖ نَحْوُ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ- وَاِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهٗ نَحْوُ "اِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" وَتُسَمّٰى اَلْ عَهْدِيَّةً اَوِ الْحِكَايَةُ عَنْ جَمِيْعِ اَفْرَادِ الْجِنْسِ نَحْوُ اِنَّ الْاِ نْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ وَ تُسَمّٰى اَلْ اِسْتِغْرَاقِيَّةً وَقَدْ يُرَادُ بِاَلْ اَلْاِشَارَةُ اِلَى الْجِنْسِ فِىْ فَرْدٍ مَّا نَحْوُ - وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِىْ - فَمَضَيْتُ ثَمَّهٗ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِىْ - وَاِذَا وَقَعَ الْمُحَلّٰى بِاَلْ خَبَرًا اَفَادَ الْقَصْرَ نَحْوُ" وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ

অনুবাদ ঃ আলিফ-লামযুক্ত মা'রেফা ব্যবহার করা হয়। (১) যখন বক্তার উদ্দেশ্য থাকে নিছক জিনিস-এর বর্ণনা। যেমন- الانسان حيوان ناطق অর্থাৎ-মানুষ-এর জাতিগত পরিচয় হল "বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী।" এ প্রকারের আলিফ-লামকে জিন্সী (جنسى) বলা হয়।

(২) যখন বক্তার উদ্দেশ্য থাকে জিনসের এককসমূহ থেকে একটি নির্দিষ্ট একক বর্ণনা করা। এই নির্দিষ্টতা হতে পারে পূর্বোল্লিখিত হওয়ার কারণে। যেমন- كمارسلنا الى فرعون رسولا- فعصى فرعون الرسول

এখানে الرسول-এর আলিফ-লাম عهد ذكرى-এর। অর্থাৎ-পূর্বোল্লিখিত রাসূলই উদ্দেশ্য। অথবা তা স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার কারণে। যেমন- اليوم اكملت لكم دينكم-এখানে اليوم-এর আলিফ-লাম عهد حضورى-এর। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

অথবা শ্রোতার জানা থাকবার কারণে। যেমন-اذ يبايعونك تحت الشجرة এখানে আলিফ-লাম যাতে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ الشجرة-তা শ্রোতার পরিচিত। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তা ছিল বাবলা গাছ। এ গাছের গোড়ায় বসে হযরত নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় বাবলাগাছের দু-একটি ডাল মহানবী (সাঃ)-এর গায়ে লেগে রয়েছিল। এ আলিফ-লামকে عهديه বা عهدخارجى বলা হয়।

(৩) যখন বক্তার উদ্দেশ্য থাকে জিনসের সকল এককের বর্ণনা করা। যেমন- ان الانسان لفى خسر

এ প্রকারের আলিফ-লামকে ইস্তেগরাকী বলা হয়।

(৪) কখনো কখনো আলিফ-লামযুক্ত মা'রেফা ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকে কোন একটি এককের মাধ্যমে জিনসের প্রতি ইংগিত করা। যেমন-

ولقد امر على اللئيم يسبنى - فمضيت ثمه قلت لا يعنينى

অর্থাৎ–কখনো কখনো আমি এমন ইতরের পাশ দিয়ে যাই, যে আমাকে গালি দেয়। কিন্তু আমি তার গালির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যাই এবং বন্ধুদের বলি-সে আমাকে উদ্দেশ্য করছে না।

এখানে اللئيم দ্বারা একটি এককের মাধ্যমে لئيم-এর জিন্‌স উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(৫) আলিফ-লাম যুক্ত মা'রেফা যদি খবর হয়, তাহলে কছর (قصر) -এর অর্থ দেবে।

যেমন-وهوالغفور الودود অর্থাৎ–তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) অতি ক্ষমাশীল অতি প্রেমী। (অন্য কেউ নন)।

ব্যাখ্যা ঃ আলিফ-লাম যুক্ত মা'রেফার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচনার সুবিধার্থে আলিফ-লাম-এর দু'ধরণের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকারভেদ

আলিফ-লাম মোট চার প্রকার যথাক্রমে–

(১) جنسى (২) استغراقى (৩) عهدخارجى (৪) عهد ذهنى

আলিফ-লাম যে শব্দের সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা যদি শুধু হাকীকতই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে জিনসী বলা হয়। যদি তা দ্বারা সকল একক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে ইস্তেগরাকী বলা হয়। যদি কোন নির্দিষ্ট একক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আহদে খারেজী এবং যদি কোন অনির্দিষ্ট একক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আহদে যিহনী বলা হয়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

দ্বিতীয় প্রকারভেদ

আলিফ-লাম তিন প্রকার যথাক্রমে- (১) اسمی (২) حرف تعریف (৩) حرف زائد ইসমী হল যা الذی বা ইসমে মাওসূলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণতঃ ইসমে ফা'য়েল ও ইসমে মাফউলের সাথে যুক্ত হয়। যেমন– التي الذی ضرب ضربت - الضاربة - الذی ضرب - الضارب- المضرب

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ حرف تعریف দুই-প্রকার যথাক্রমে- (১) عهدی এবং (২) جنسی

আহ্‌দী আলিফ-লাম হল, যার সাথে তা যুক্ত হয়, তা দ্বারা একটি একক উদ্দেশ্য থাকে। এটি তিন প্রকার। যথা-(১) عهد ذکری বা عهدخارجی–এ প্রকারের আলিফ-লাম যার সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা এমন একক উদ্দেশ্য হয়, যা বাস্তবে বিদ্যমান এবং শ্রোতা ও বক্তার নিকট নির্দিষ্ট এবং তার উল্লেখ ইতোপূর্বে হয়েছে। যেমন-আল্লাহ্‌র বাণী-

كما ارسلنا الى فرعون رسولا- فعصى فرعون الرسول

এখানে الرسول-এর আলিফ-লাম আহদে খারেজী প্রকারের।

(২) عهد ذهنی-এ প্রকারের আলিফ-লাম যার সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা এমন একক উদ্দেশ্য হয়, যা মনে মনে নির্দিষ্ট। কিন্তু পূর্বে তার উল্লেখ হয়নি। যেমন-

واخاف ان يأكله الذئب - اذهما فی الغار

الذئب ও الغار-এর আলিফ-লাম আহদে যিহনী প্রকারের।

(৩) عهد حضوری--সেই আলিফ-লাম, যা এমন কোন বস্তুর সাথে যুক্ত হয়, যা উপস্থিত ও প্রত্যক্ষ এবং ইসমে ইশারা বা এ জাতীয় শব্দের পরে হয়। যেমন–

اليوم اكملت لكم دينكم - وجاءنی هنا الرجل

ياايها الرجل- لا تشتم الرجل

আলিফ-লাম জিনসী যে ইসমের সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা একটি একক উদ্দেশ্য হয় না। এটিও তিন প্রকার। যথা– (১) استغراقی حقیقی-এ প্রকারের আলিফ-লাম-যার সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সকল একক উদ্দেশ্য হয়। যেমন-

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا -
اَلطِّفْلُ الَّذِيْن لَمْ يظْهَرُوا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ-
اهلك النَّاس الدِّيْنَار الحَمْر اَوِ الدِّرْهَمُ الْاَبْيَضُ-
اَفْضَلُ الْقَوْمِ خَيْرُ الْخَلْقِ-

এসব উদাহরণে ব্যবহৃত আলিফ-লামসমূহ প্রকৃত ইস্তেগরাকী।

(২) استغراقى مجازى-এ প্রকারের আলিফ-লাম যার সাথে যুক্ত হয়, তা দ্বারা এককসমূহের সকল গুণবৈশিষ্ট্য রূপকভাবে ও অতিরঞ্জিত রূপে উদ্দেশ্য হয়। যেমন- زيدن الرجل علما-অর্থাৎ ইলমের দিক দিয়ে যায়েদ একজন সিদ্ধ পুরুষ।

(৩) جنسى مطلق-সেই আলিফ-লামকে বলে, যা কোন আম বা খাস হওয়ার প্রতি লক্ষ্য না করে নিছক হাকীকতের পরিচয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেমতে এটি কখনো আম হওয়ার সাথে সাথে বাস্তবায়িত হয়। যেমন-

جعلنا من الماء كل شئ حى اى من جنس الماء

الرجل خير من المرأة اى جنس الرجل خيرمن جنس المرأة

والله لا اتزوج النساء ولا البس الثياب اى جنس النساء وجنس الثياب

আবার কখনো খাস হওয়ার সাথে সাথে বাস্তবায়িত হয়। যেমন, নিম্নোক্ত কবিতায়-

ولقد امر على اللئيم يسبنى- فمضيت ثمه قلت لا يعنين

এখানে لئيم বলতে جنس لئيم উদ্দেশ্য।

তৃতীয় প্রকারের আলিফ-লাম হল زائد বা অতিরিক্ত। এটি দু'প্রকার। যথা ঃ (১) لازم (সর্বদা) (২) عارضى (সাময়িক)। আবার لازم চার প্রকার। যথাঃ (১) لازم عوض حرف محذوف যেমন-الله মূলতঃ اله ছিল। হামযাকে হজফ করার পরে তার পরিবর্তে আলিফ-লাম-যোগ করা হয়েছে। (২) যে لازم عوض যুক্ত হয় اعلام مرتجله-এর সাথে। اعلام مرتجله হলো, যেসব শব্দ علم হওয়ার পূর্বে অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন-اليسع। (জনৈক নবীর নাম) السموال بن عاديا (জনৈক কবির নাম)

(৩) যে لازم غيرعوض যুক্ত হয় اعلام منقوله-এর সাথে। اعلام منقوله হলো, যেসব শব্দ علم হওয়ার পূর্বে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-اللات - العزى (দু'টি মূর্তির নাম) لات ছিল এক ছাতু প্রস্তুতকারী ব্যক্তি নাম। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

সে তায়েফে বাস করত। তার মৃত্যুর পর তার কবরকে লোকেরা পূজার স্থান বানায়। عزى ছিল একটি গাছের নাম। লোকেরা সেটিকে মূর্তির মত পূজা করত। পরবর্তীকালে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) উক্ত গাছটিকে কেটে ফেলেন।

চতুর্থ প্রকার হল لازم غير عوض داخل على اعلام غالب الاطلاق على الفرد الواحد অর্থাৎ- যে আলিফ-লাম কোন কিছুর পরিবর্তে নয় এবং তা যুক্ত হয় এমন আলামের সাথে যা প্রধানতঃ একটি একক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-النجم অর্থ যে কোন তারকা। কিন্তু এখন এটি একটি নির্দিষ্ট তারকা ধ্রুবতারা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনি العقبة অর্থ যে কোন পাহাড়ী রাস্তা। কিন্তু এখন বহুল ব্যবহারের কারণে তা শুধুমাত্র মিনার পাহাড়ী পথ বুঝায়। একইভাবে البيت অর্থ بيت الله এবং المدينة অর্থ مدينة رسول الله নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

عارض তিন প্রকার। যথা- (১) عارض عام (২) عارض خاص شعرى (৩) عارض خاص داخل على البلدان

عارض عام হলো, যা গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রে শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শব্দের মূল সিফাত ছিল বলে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সেইসব علم-এ যুক্ত হয়, যেগুলো সিফাত থেকে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে।

যেমন- الفضل - الضحاك - العباس - الحسين - القاسم - الحارث - النعمان ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এসব নামের সাথে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার বিষয়টি سماعى বা শ্রুতি নির্ভর, কোন নিয়মের অধীন নয়।

عارض خاص شعرى- কবিতার মাত্রা ঠিক রাখার প্রয়োজনে যে আলিফ-লাম এমন আলামসমূহে যুক্ত হয়, যাতে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন, নিম্নোক্ত কবিতায়-

باعدام العمرو من اسيرها - حراس ابواب على قصورها

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا - شديدا باعباء الخلافة كاهلا

عارض خاص যা প্রসিদ্ধ নগরের নামের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-الشام - الدمشق - الكوفة - البصرة - الزبيد - الصنعاء - ইত্যাদি। অনেকের মতে এ আলিফ-লাম কিয়াসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কিয়াসী নয়; বরং সিমা'য়ী।

١- الف ولام
اسمى بمعنى الذى
مثل الضارب والمضروب اے
الذى ضرب والذى ضرب - ١٢
حرفى
حرف تعريف
حرف زائد
عهدى
جنسى
٢ - عهدى
١
عهد ذكرى
كقوله تعالى ارسلنا الى فرعون
رسولا فعصى فرعون الرسول
٢
عهد ذهنى
كقوله تعالى حكايت اخاف ان
ياكله الذئب - واذهما فى الغار
٣
عهد حضورى
كقوله تعالى اليوم اكملت لكم
دينكم - وكقولك جاءنى هذا
الرجل - ويا ايها الرجل- ولا
تشتم الرجل-
٣- جنسى
١
استغراقى حقيقى
كقوله تعالى ان الانسان
لفى خسر-
٢
استغراقى مجازى
كقوله تعالى ذلك الكتاب
لاريب فيه -وكقولك
زيدن الرجل علما
٣
نفس ماهيت
ياجنس مطلق
١
متحقق درضمن عموم
كقوله تعالى جعلنا من الماء كل شئ حى
وكقولك الرجل خير من المرأة- ووالله
لااتزوج النساء ولا البس الثياب-
٣
متحقق درضمن خصوص
كقول الشاعر
ولقد امرعلى اللئيم يسبنى
فمضيت ثمه قلت لا يعنينى
٤ - حرف زائد
٢
لازم
١
عارض
١
لازم عوض حرف محذوف
مثل الله كه اصل مين اله
تها١٢
٣
لازم غير عوض داخل بر اعلام
مرتجله مثل السموأل بن عاديا
واليسع
٣
لازم غير عوض داخل براعلام
منقوله مثل اللات والعزى
٤
لازم غير عوض داخل بر اعلام غالب
الاطلاق بر فرد واحد مثل النجم
العقبه ، البيت -المدنيذ
٥ -عارض
١
عارض عام بنظم ونثر
مثل الحارث - القاسم
الحسن والحسين وغيره
٢
عارض خاص شعرى
كقول الشاعر- باعدام العمرو من اسيرها
حراس ابواب على قصورها
رايت وليد بن اليزيد مباركا
شديدا باعباء الخلافة كاهلا
٣
عارض خاص داخل براسماء بلدان
مثل الكوفه- البصرة - الصفار
الدمشق- الشام

وَاَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتٰى بِهٖ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيْقًا لِاِحْضَارِ مَعْنَاهُ اَيْضًا كَكِتَابِ سِيْبَوَيْهِ وَسَفِيْنَةِ نُوْحٍ اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِذٰلِكَ فَيَكُوْنُ لِاَغْرَاضٍ اُخْرٰى (١) كَتَعَذُّرِ التَّعْدَادِ اَوْ تَعَسُّرِهٖ نَحْوُ "اَجْمَعَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا" وَ"اَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامٌ" (٢) وَالْخُرُوْجِ مِنْ تَبْعَةِ تَقْدِيْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ نَحْوُ "حَضَرَ اُمَرَاءُ الْجُنْدِ"- (٣) وَالتَّعْظِيْمِ لِلْمُضَافِ نَحْوُ "كِتَابُ السُّلْطَانِ حَضَرَ" اَوِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ نَحْوُ "هٰذَا خَادِمِى" اَوْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ "اَخُو الْوَزِيْرِ عِنْدِىْ"- (٤) وَالتَّحْقِيْرِ لِلْمُضَافِ نَحْوُ "كِتَابُ السُّلْطَانِ حَضَرَ اَوِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ نَحْوُ "هٰذَا اِبْنُ اللِّصِّ" اَوِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ نَحْوُ "اَللِّصُّ رَفِيْقُ هٰذَا اَوْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ اَللِّصُّ عِنْدَ عَمْرٍو (٥) وَالْاِخْتِصَارِ لِضَيْقِ الْمَقَامِ نَحْوُ هَوَاىَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدُ - جَنِيْبٌ وَجِثْمَانِىْ بِمَكَّةَ مُوْثَقُ- بَدَلَ اَنْ يُّقَالَ "اَلَّذِىْ اَهْوَاهُ"-

অনুবাদ ঃ উল্লিখিত মা'রেফাসমূহের কোন একটির দিকে মুজাফ (যা মা'রেফার একটি প্রকার) ব্যবহার করা হয়, যখন নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি শ্রোতার মস্তিষ্কে উপস্থাপন করার জন্য ইযাফত পদ্ধতিটি নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন- كتاب سيبويه (সিবাওয়য়হের কিতাব) سفينة نوح (নূহ (আঃ) -এর জাহাজ)

আর যদি নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে উপস্থাপন করার জন্য শ্রোতার মস্তিষ্কে ইযাফত পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকে, তাহলে ইযাফত সহকারে মা'রেফা ব্যবহার করা হয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে। যথা-

(১) সংখ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব কিংবা কষ্টকর হওয়া। যেমন-

اجمع اهل الحق على كذا

অর্থাৎ– সত্যপন্থীরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। اهل البلد كرام অর্থাৎ– শহরবাসীরা ভদ্র।

(২) কাউকে কারো পূর্বে উল্লেখ করার কুফল থেকে রক্ষা পাওয়া। যেমন– حضر امراء الجند অর্থাৎ–সেনাপতিরা উপস্থিত হয়েছেন।

(৩) মুযাফের সম্মান প্রকাশ করা। যেমন– كتاب السلطان حضر অর্থাৎ বাদশাহর পত্র এসেছে।

অথবা মুযাফ ইলায়হের সম্মান প্রকাশ করা। যেমন-هذا خادمى অর্থাৎ এটি আমার খাদেম, অথবা মুযাফ এবং মুযাফইলায়হে ব্যতীত অন্য কারো সম্মান প্রকাশ করা। যেমন-اخو الوزير عندى অর্থাৎ-মন্ত্রীর ভাই আমার নিকটে রয়েছে।

(৪) মুযাফের হেয়তা প্রকাশ করা। যেমন-هذا ابن اللص অর্থাৎ এটি চোরের ছেলে। অথবা মুযাফ–ইলায়হের হেয়তা প্রকাশ করা। যেমন- اللص رفيق هذا

অর্থাৎ-চোর এ ব্যক্তির বন্ধু। অথবা মুযাফ এবং মুযাফইলায়হে ব্যতীত অন্য কারো হেয়তা প্রকাশ করা। যেমন- اللص عند عمرو অর্থাৎ–আমরের নিকটে চোর রয়েছে।

(৫) কখনো কখনো ইযাফতের দ্বারা মা'রেফা ব্যবহার করা হয় এজন্য যে, স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে এ পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ও উপযুক্ত। যেমন–

هواى مع الركب اليمانين مصعد - جنيب وجثمانى بمكة موثق

এখানে الذى اهواه-এর পরিবর্তে هواى ব্যবহার করা হয়েছে। (আমার প্রিয়া ইয়ামেনী কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়েছে তাদের অনুগামী হিসেবে। অথচ আমার দেহ মক্কায় বন্দী।)

ব্যাখ্যা - মা'রেফার প্রতি মুযাফও মা'রেফা হয়। যমীরের প্রতি মুযাফের উদাহরণ-غلامه, আলামের প্রতি মুযাফের উদাহরণ غلام زيد, ইসমে ইশারার প্রতি মুযাফের উদাহরণ غلام هذا, ইসমে মওসূলের প্রতি মুযাফের উদাহরণ-غلام الذى عندى আলিফ-লাম যুক্ত ইসমের প্রতি মুযাফের উদাহরণ- غلام الرجل ইত্যাদি।

(وَاَمَّا الْمُنَادٰى) فَيُؤْتٰى بِهٖ اِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌّ نَحْوُ "يَارَجُلُ" وَ"يَا فَتًى" وَقَدْ يُؤْتٰى بِهٖ لِلْاِشَارَةِ اِلٰى عِلَّةِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ نَحْوُ "يَاغُلَامُ اَحْضِرِ الطَّعَامَ" وَ"يَاخَادِمُ اِسْرَجِ الْفَرَسَ اَوْ لِغَرْضٍ يُمْكِنُ اِعْتِبَارُهٗ هٰهُنَا مِمَّا ذُكِرَ فِى النِّدَاءِ-

(وَاَمَّا النَّكِرَةُ) فَيُؤْتٰى بِهَا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْكِىِّ عَنْهُ جِهَةُ تَعْرِيْفٍ كَقَوْلِكَ "جَاءَ هٰهُنَا رَجُلٌ" اِذَا لَمْ تُعْرَفْ مَا يُعَيِّنُهٗ مِنْ عَلَمٍ اَوْ صِلَةٍ اَوْ نَحْوِهِمَا وَ قَدْ يُؤْتٰى بِهَا لِاَغْرَاضٍ اُخْرٰى -

অনুবাদ ঃ মুনাদা হিসেবে (নিদার হরফ সহকারে) মা'রেফা ব্যবহার করা হয়, যখন বক্তার নিকট শ্রোতার কোন নির্দিষ্ট পরিচয় না থাকে এবং উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাকে নিজের প্রতি মনোযোগী করা। (শ্রোতার কোন নির্দিষ্ট পরিচয় বক্তার জানা থাকলে তাকে সে পরিচয়ের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়।) যেমন-يارجل (হে লোক), يافتى (হে যুবক)। কখনো কখনো নিদার মাধ্যমে মা'রেফা ব্যবহার করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে যা করতে বলা হবে, তার কারণের প্রতি ইংগিত হবে। যেমন-ياغلام احضر الطعام অর্থাৎ-হে গোলাম! খাবার হাজির কর।

ياخادم اسرج الفرس অর্থাৎ-হে খাদেম! ঘোড়ার জিন পরাও!

এখানে গোলাম ও খাদেম আহ্বানই খাবার হাজির করা ও ঘোড়ার জিন পরানোর কারণ।

এছাড়া নিদার দ্বারা মা'রেফা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হতে পারে, নিদার প্রসঙ্গে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাকেরা ব্যবহার করা হয়, যখন উল্লেখ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে মা'রেফা রূপে ব্যবহারের কোন উপায় জানা না থাকে। যেমন- তুমি বলবে جاء ههنا رجل অর্থাৎ-এখানে একজন লোক এসেছে। যখন তাকে মা'রেফা রূপে উল্লেখের জন্য আলাম সিলা বা এরূপ কোন উপায় জানা না থাকে। অনেক সময় অন্যান্য উদ্দেশ্যেও নাকেরা ব্যবহার করা হয়। যথা-

(١) كَالتَّكْثِيْرِ وَالتَّقْلِيْلِ نَحْوُ "لِفُلَانٍ مَالٌ" وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ اَىْ مَالٌ كَثِيْرٌ وَرِضْوَانٌ قَلِيْلٌ- (٢) وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّحْقِيْرِ نَحْوُ لَهٗ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ اَمْرٍ يَشِيْنُهٗ- وَلَيْسَ لَهٗ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ- (٣) وَالْعُمُوْمِ بَعْدَ النَّفِي نَحْوُ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ فَاِنَّ النَّكِرَةَ فِىْ سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ (٤) وَقَصْدُ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ اَوْ نَوْعٍ كَذَالِكَ نَحْوُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ- (٥) وَاِخْفَاءِ الْاَمْرِ نَحْوُ قَالَ رَجُلٌ اِنَّكَ انْحَرَفْتَ عَنِ الصَّوَابِ تُخْفِىْ اِسْمَهٗ حَتّٰى لَايَلْحَقُهٗ اَذٰى-

অনুবাদ ঃ (১) কোন বস্তুর আধিক্য বা স্বল্পতা বুঝানো। যেমন- لفلان مال অর্থাৎ–অমুকের (প্রচুর) সম্পদ রয়েছে। رضوان من الله اكبر অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সামান্য সন্তুষ্টিই বিরাট।

(২) কোন বস্তু বা ব্যক্তির সম্মান বা হেয়তা বুঝানো। যেমন-

له حاجب عن فى كل امر يشينه - وليس له عن طالب العرف حاجب

এখানে حاجب শব্দটি উভয় স্থানে নাকেরা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমটি সম্মানের জন্য, আর দ্বিতীয়টি হেয়তা বুঝানোর জন্য নাকেরা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার অনুবাদ-আমার প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য তাকে দোষণীয়কারী প্রতিটি বিষয়ে বিরাট বাধা রয়েছে। কিন্তু তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থীর ব্যাপারে তার কোনই বাধা নেই।

(৩) নফির পরে নাকেরা ব্যবহার করা হয় ব্যাপকতার অর্থ নির্দেশ করার জন্য। যেমন-ماجاءنا من بشير অর্থাৎ–আমাদের নিকট কোনই সুসংবাদতাতা আসেনি। নফির অধীনে নাকেরা এলে عموم বা ব্যাপকতার অর্থ হয়। কেননা, এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত একককে নফি করতে হলে সকল একককে নফি করা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) (৪) নির্দিষ্ট একক বা নির্দিষ্ট শ্রেণী উদ্দেশ্য করা। যেমন-আল্লাহর বাণী–

والله خلق كل دابة من ماء অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রাণীকে এক বিশেষ প্রকারের পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এখানে دابة অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু উদ্দেশ্য, যাকে دابة বলা যায়। এই একক দ্বারা جنس বা জাতি উদ্দেশ্য। আর ماء বলতে বিশেষ এক শ্রেণীর পানি উদ্দেশ্য।

(৫) কোন বিষয় গোপন রাখা। যেমন-

قال رجل انك انحرفت عن الصواب

অর্থাৎ–এক ব্যক্তি বলেছে যে, তুমি সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছো। এখানে ব্যক্তির নাম গোপন রাখা হয়েছে যাতে তাকে শ্রোতার পক্ষ থেকে কোন কটু কথার সম্মুখীন না হতে হয়।

ব্যাখ্যা ঃ (ক) فرد-এর উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা যায়।

وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى

শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল-অর্থাৎ

মুফাস্সিরগণ লিখেছেন-লোকটির নাম হাবীব নাজ্জার। তিনি মিস্ত্রী ছিলেন। শহরের প্রান্ত এলাকায় বাস করতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। তিনি শুনতে পেলেন যে, শহরে কয়েকজন মুবাল্লিগ এসেছেন। তারা লোকদেরকে সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। তখন আল্লাহভীতির কারণে তিনি শহর প্রান্ত থেকে ছুটে এলেন এবং জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে উপদেশের সূরে বলতে লাগলেন– হে লোকসকল! তোমরা রাসূলদের কথা মেনে নাও এবং সে অনুযায়ী চল। نوع -বুঝানোর জন্য নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা যায়।

وعلى ابصارهم غشاوة

অর্থাৎ– আর তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা। অর্থাৎ এক ধরণের পর্দা, যা কুরআনের আয়াত দেখতে এবং সৎকাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে।

কিন্তু মিফতাহুল উলূম-এ রয়েছে যে, غشاوة-এর তানকীর তা'জীম বা বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ غشاوة عظيمة বড়পর্দা। দৃশ্যতঃ نوع ও বড়ত্ব এর মধ্যে বৈপরিত্য মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা, আমরা غشاوة -এর অর্থ বলি-এক প্রকারের পর্দা। এটিই প্রকৃতপক্ষে এক অস্বাভাবিক ও বড় পর্দা। আর তা হল-কুরআনের আয়াত না দেখা ও সে অনুযায়ী না চলা। অর্থাৎ غشاوة عظيمة হল مطلق غشاوة-এর এক প্রকার।

(খ) تكثير-এর উদাহরণে নিম্নোক্ত বাক্য উল্লেখ করা হয়-

ان له لابلا তার অনেক উট রয়েছে।

ان له لغنما তার অনেক ছাগল রয়েছে।

একই বাক্য দ্বারা تكثير ও تعظيم এর উদাহরণ দেওয়ার জন্য নিম্নের আয়াত উল্লেখ করা হয়-

وان يكذبوك فقدكذبت رسل من قبلك

تكثير-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থ করা হয় অনেক নবী। আর تعظيم-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থ করা হয় বড় বড় নবী। তেমনি একই বাক্যে تحقير ও تقليل-এর উদাহরণ দেয়ার জন্য নিম্নের বাক্য উল্লেখ করা হয়।

حصل لى منه شئ এখানে شئ দ্বারা তুচ্ছ ও স্বল্প বস্তু উদ্দেশ্য।

(গ) تعظيم-এর উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা যায়-

فأذنوا بحرب من الله ورسوله اى حرب عظيم

তেমনি تحقير-এর উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা যায়-

وان نظن الا ظنا اى ظنا حقيرا ضعيفا

(ঘ) تعظيم ও تكثير -এর পার্থক্য এই যে, تعظيم-এ উচুঁ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অন্যদিকে تكثير-এ সংখ্যা ও পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। তেমনি এ দুয়ের বিপরীতে تحقير ও تقليل-এ পার্থক্য রয়েছে। تحقير-এ মর্যাদার নিচুতা লক্ষ্যণীয় হয়। অন্যদিকে تقليل-এ অংশ ও এককের স্বল্পতা উদ্দেশ্য থাকে, তা প্রকৃত হোক কিংবা পরোক্ষ হোক। যেমন-رضوان-এ স্বল্পতা পরোক্ষ।

اَلْبَابُ الْخَامِسُ فِى الْاِطْلَاقِ وَ التَّقْيِيْدِ

اِذَا اقْتَصَرَ فِى الْجُمْلَةِ عَلٰى ذِكْرِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَالْحُكْمُ مُطْلَقٌ وَاِذَا زِيْدَ عَلَيْهِمَا شَئٌ مِّمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا اَوْ بِاَحَدِ هِمَا فَالْحُكْمُ مَقَيَّدٌ وَالْاِطْلَاقُ يَكُوْنُ حَيْثُ لَا يَتَعَلَّقُ الْغَرْضُ بِتَقْيِيْدِ الْحُكْمِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوَجُوْهِ لِيَذْهَبَ السَّامِعُ فِيْهِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ وَالتَّقْيِيْدُ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ الْغَرْضُ بِتَقْيِيْدِهٖ بِوَجْهٍ مَخْصُوْصٍ لَوْ لَمْ يُرَاعَ تَفُوْتُ الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوْبَةُ وَلِتَفْصِيْلِ هٰذَا الْاِجْمَالِ نَقُوْلُ اِنَّ التَّقْيِيْدَ يَكُوْنُ بِالْمَفَاعِيْلِ وَنَحْوِهَا وَالنَّوَاسِخِ وَالشَّرْطِ وَالنَّفْيِ وَالتَّوَابِعِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ-

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ

অনুবাদ ঃ বাক্যে যখন শুধুমাত্র মুসনাদ ও মুসনাদ ইলায়হে উল্লেখ করে ক্ষান্ত করা হয়, তখন হুকুম হয় মুতলাক বা নিরপেক্ষ। আর যখন এ দু'য়ের (মুসনাদ-মুসনাদ ইলায়হে) সাথে এমন কিছু যোগ করা হয়, এতদুভয়ের কিংবা যেকোন একটির সাথে যার সম্পর্ক আছে, তাহলে হুকুম হয় মুকায়্যাদ বা সাপেক্ষ।

ইতলাক হয় যেখানে হুকুমকে কোন একটি দিকের সঙ্গে মুকায়্যাদ করার সাথে বক্তার উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত থাকে না। এতে শ্রোতা যেকোন সম্ভাব্য দিক অবলম্বন করতে পারে। আর তাকয়ীদ হয়, যেখানে হুকুমকে এমন কোন দিকের সাথে আবদ্ধ করার সাথে বক্তার উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত থাকে যে, উক্ত বিশেষ দিক বিবেচনা না করলে পুরো বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ বিফল হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হল।

তাকয়ীদ বা বাক্যে কয়েদ যোগ করা যায় বিভিন্ন উপায়ে। যথা-মাফ'উলসমূহ ও অনুরূপ বিষয়াদি (হাল, তাময়ীয, ইস্তিস্না) নাসেখসমূহ (আফয়ালে নাকেসা) শর্ত, নফি, তাবে'সমূহ ইত্যাদি দ্বারা।

اَمَّا الْمَفَاعِيْلُ وَنَحْوُهَا فَالتَّقْيِيْدُ بِهَا يَكُوْنُ لِبَيَانِ
نَوْعِ الْفِعْلِ اَوْ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اَوْفِيْهِ اَوْلِاَجْلِهٖ اَوْ بِمُقَارَنَتِهٖ اَوْ
لِبَيَانِ الْمُبْهَمِ مِنَ الْهَيْئَةِ وَالذَّاتِ اَوْ لِبَيَانِ عَدَمِ شُمُوْلِ
الْحُكْمِ وَتَكُوْنُ الْقُيُوْدُ مُحَطَّ الْفَائِدَةِ وَالْكَلَامُ بِدُوْنِهَا كَاذِبًا
اَوْ غَيْرَ مَقْصُوْدٍ بِالذَّاتِ نَحْوُ "وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ
وَمَابَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ" وَاَمَّا النَّوَاسِخُ فَالتَّقْيِيْدُ بِهَا يَكُوْنُ
لِلْاَغْرَاضِ الَّتِىْ تُؤَدِّيْهَا مَعَانِى اَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ كَالْاِسْتِمْرَارِ
وَالْحِكَايَةِ عَنِ الزَّمَنِ فِىْ "كَانَ" اَوِ التَّوْقِيْتِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِىْ
"ظَلَّ وَبَاتَ وَاَصْبَحَ وَاَمْسٰى وَاَضْحٰى" اَوْ بِحَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِىْ "دَامَ"
وَالْمُقَارَبَةِ فِىْ "كَادَ وَكَرُبَ وَ اَوْشَكَ" وَالْيَقِيْنِ فِىْ "وَجَدَ وَ
اَلْفٰى وَدَرٰى وَتَعَلَّمْ" وَهَلُمَّ جَرًّا-

فَالْجُمْلَةُ فِىْ هٰذَا تَنْعَقِدُ مِنَ الْاِسْمِ وَ الْخَبَرِ وَمِنَ
الْمَفْعُوْلَيْنِ فَقَطْ فَاِذَا قُلْتَ "ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا" فَمَعْنَاهُ "زَيْدٌ
قَائِمٌ عَلٰى وَجْهِ الظَّنِّ-

অনুবাদ ঃ মাফ'উলসমূহও অনুরূপ বিষয়াদি দ্বারা হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয় বিভিন্ন কারণে। কখনো ফে'লের প্রকার বর্ণনার জন্য। যেমন, মাফ'উলে মুতলাক ব্যবহার করা হয় ফে'লের প্রকার বর্ণনার জন্য।

যেমন– اكرمت اكرام اهل الحسب অর্থাৎ–আমি সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের মত সম্মান করেছি।

কখনো ফে'ল যার উপর পতিত হয়েছে, তাকে বর্ণনা করার জন্য। যেমন-(মাফউল বিহি) حفظت القران

কখনো ফে'ল এর সময় বা স্থান বর্ণনা করার জন্য (মাফউল ফীহ)-

جلست امامك

কখনো ফে'লের কারণ বর্ণনা করার জন্য। যেমন- (মাফউলে লাহু)-

ضربته تاديبا

কখনো ফে'ল যার সাথে সংযুক্ত ছিল তা বর্ণনা করার জন্য।

যেমন, মাফ'উলে মাআহু-سرت وطريق المدينة

কখনো অস্পষ্ট অবস্থা হাল ও অস্পষ্ট সত্তা (তাময়ীয) বর্ণনা করার জন্য হয়ে থাকে।

(যেমন- طبت نفسا : القيته راكبا) কখনো কখনো এটি বর্ণনা করার জন্য কয়েদ উল্লেখ করা হয় যে, হুকুমটি আম বা সার্বজনীন নয়। (সিফাতসমূহে যেমনটি হয়ে থাকে) যেমন, বলা হল جاءنى رجل عالم অর্থাৎ - আমার নিকট একজন আলেম ব্যক্তি এসেছেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, ব্যক্তির আগমন সার্বজনীন নয়। বরং বিশিষ্ট। অর্থাৎ আলেম ব্যক্তির আগমন হয়েছে। কেননা, যদি বলা হত-جاءنى رجل তাহলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকতা থাকত, আলেম, নন আলেম সবাই শামিল থাকত। সুতরাং 'আলেম' কয়েদের কারণে জাহেল ব্যক্তিবর্গ বের হয়ে গেল।

কয়েদসমূহ গন্তব্যস্থল স্বরূপ। এছাড়া পুরো বাক্য হয়ত মিথ্যা হয়ে যায়, অথবা উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে যায়। কেননা, এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, বাক্য হাঁবাচক হোক কিংবা নাবাচক হোক, যখন তাতে কয়েদ থাকে, তখন উক্ত কয়েদের মর্যাদা হয় বিশেষ উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য। তাই উক্ত কয়েদ বাদ দিয়ে বাক্য ব্যবহার করলে তা অহেতুক ও বিফল হয়ে যায়) উদাহরণস্বরূপ নিম্নের আয়াত উল্লেখ করা যায়-

وماخلقنا السموات والارض ومابين هما لاعبين

অর্থাৎ-আমি আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ অহেতুক সৃষ্টি করি নাই।

(এ আয়াতে لاعبين বা অহেতুক কয়েদটিই আসল উদ্দেশ্য এবং পুরো আয়াতে এটিরই নফি মূল লক্ষ্য। যদি এ কয়েদটি না থাকত, তাহলে পুরো আয়াতটি মিথ্যা সাব্যস্ত হত।)

নাসেখসমূহ (আফ'য়ালে নাকেসা, আফ'য়ালে মুকারাবা ইত্যাদি যা মুবতাদা ও খবরের হুকুমকে মানসুখ করে দেয়) দ্বারা বাক্যের হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয়, সেই সকল উদ্দেশ্যে ও কারণে, নাসেখের শব্দসমূহ যেসব অর্থ সৃষ্টি করে। যেমন-كان-তে চলমানতা বুঝানো (কোন হুকুম সব সময় কার্যকর থাকা) বা সময় বুঝানো হয়। যেমন–كان زيد منطلقا-অর্থাৎ–যায়দ চলমান ছিল। এ বাক্যে হুকুমকে كان-এর সাথে মুকায়্যাদ করে চলমানতা বা সমাপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিছক সময় বর্ণনা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ফলে বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় زيد منطلق فى الزمان الماضى যায়দ অতীতকালে চলমান ছিল। তেমনি আল্লাহর বাণী-كان الله عليما حكيما আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এখানে كان দ্বারা কয়েদ করে সর্বদার অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থ দাঁড়ায়–আল্লাহ তায়ালা চিরকালই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

অথবা উদ্দেশ্য থাকে হুকুমকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন-ظل-তে দিনের সাথে, بات-তে রাতের সাথে اصبح-তে সকালের সাথে, امسى -তে সন্ধ্যার সাথে, اضحى তে চাশতের সময়ের সাথে হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয়। অথবা কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে মুকায়্যাদ করা হয়। যেমন-دام-তে। তেমনি كاد و كرب و اوشك ইত্যাদি আফ'য়ালে মুকারাবাতে নৈকট্য, درى- الفى- وجد- تعلم ইদ্যাদি আফ'য়ালে কুলূবে বিশ্বাসের অর্থের সাথে মুকায়্যাদ করা হয়। এভাবে সকল নাসেখের বিষয় বুঝে নিতে হবে।

মোটকথা হুকুমকে নাসেখসমূহ দ্বারা মুকায়্যাদ করার ক্ষেত্রে বাক্য গঠিত হয় ইসম ও খবর দ্বারা, কিংবা দু'টি মাফ'উল দ্বারা। (প্রথম প্রকারের বাক্যে নাসেখসমূহের মর্যাদা নিছক হুকুমের পর্যায়ে করে দেয়। আফ'য়ালে কুলূব ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি হয়। দ্বিতীয় প্রকার আফ'য়ালে কুলূবের ক্ষেত্রে। কেননা, এতে দু'মাফ'উল প্রকৃতপক্ষে মুবতাদা ও খবর। ফে'লগুলোই কয়েদ।) সুতরাং তুমি যখন-ظننت زيدا قائما বলবে, তখন তার অর্থ হবে زيد قائم على وجه الظن অর্থাৎ–যায়দের দাঁড়ানো সন্দেহযুক্ত। (লক্ষ্যণীয়-এখানে দু'মাফ'উল দ্বারাই বাক্য গঠিত হয়েছে এবং ফে'লটি বাক্যের হুকুমের জন্য কয়েদ হয়েছে।)

اَمَّاالشَّرْطُ فَالتَّقْيِيْدُ بِهٖ يَكُوْنُ لِلْاَغْرَاضِ الَّتِيْ تُؤَدِّيْهَا مَعَانِيْ اَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَالزَّمَانِ فِيْ مَتٰي وَاَيَّانَ وَالْمَكَانِ فِيْ اَيْنَ وَاَنّٰى وَحَيْثُمَا وَالْحَالِ فِيْ كَيْفَمَا وَاسْتِيْفَاءِ ذٰلِكَ وَتَحْقِيْقُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْاَدَوَاتِ يُذْكَرُ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ وَاِنَّمَا يُفَرَّقُ هٰهُنَا بَيْنَ اِنْ وَاِذَا وَلَوْ لِاِخْتِصَاصِهَا بِمَزَايَا تُعَدُّ مِنْ وُجُوْهِ الْبَلَاغَةِ فَاِنْ وَاِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْاِسْتِقْبَالِ وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ وَالْاَصْلُ فِي اللَّفْظِ اَنْ يَتَّبِعَ الْمَعْنٰى فَيَكُوْنُ لِلشَّرْطِ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ اِنْ وَ اِذَا وَ مَاضِيًا مَعَ لَوْ نَحْوُ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ وَاِذَا تُرَدُّ اِلٰى قَلِيْلٍ تَقْنَعُ - وَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ-

অনুবাদ ঃ শর্তের দ্বারা হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয়, শর্তের হরফসমূহ অবস্থাভেদে যেসব অর্থ সৃষ্টি করে, সেসব অর্থের উদ্দেশ্যে। যেমন-متى ও ايان তে সময়; حيثما- اين- انى তে স্থান, كيفما তে অবস্থা। এ সবের পূর্ণ বিবরণ ও হরফসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য নাহব শাস্ত্রে আলোচিত হয়। (অর্থাৎ হুকুমকে যখন ভবিষ্যতকালের সাথে মুকায়্যাদ করার প্রয়োজন হয়, তখন জুমলাটিকে متى ও ايان দ্বারা মুকায়্যাদ করে ব্যবহার করা হয়। যখন হুকুমটিকে কোন স্থানের সাথে মুকায়্যাদ করার উদ্দেশ্য থাকে। তখন এজন্য حيثما- انى- اين শব্দাবলী দ্বারা মুকায়্যাদ জুমলা ব্যবহার করা হয়। তেমনি হুকুমটিকে কোন অবস্থার সাথে মুকায়্যাদ করতে চাইলে كيفما শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ এবং হরফসমূহের পরস্পরের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয় নাহ্‌ব শাস্ত্রে। অবশ্য এখানে ان - اذا এবং لو -এর পার্থক্য বর্ণনা করা হবে। কেননা, এ হরফ কয়টির সাথে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পৃক্ত আছে, যা বালাগাতের প্রকারভেদে বিবেচনা করা হয়।

ان ও اذا এ দু'টিকেই ভবিষ্যৎকালের শর্তের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর لو ব্যবহার করা হয় অতীত কালের শর্তের জন্য। শব্দের ব্যাপারে মূলনীতি *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَالْفَرْقُ بَيْنَ اِنْ وَاِذَا اَنَّ الْاَصْلَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِوُقُوْعِ الشَّرْطِ مَعَ اِنْ وَالْجَزْمُ بِوُقُوْعِهِ مَعَ اِذَا وَلِهٰذَا غَلَبَ اِسْتِعْمَالُ الْمَاضِىْ مَعَ اِذَا اِنْكَانَ الشَّرْطُ وَاقِعٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِ اِنْ فَاِذَا قُلْتَ اِنْ اَبْرَأُ مِنْ مَرَضِىْ اَتَصَدَّقُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ كُنْتَ شَاكًّا فِى الْبُرْءِ وَاِذَا قُلْتَ اِذَا بَرِأْتُ مِنْ مَرَضِىْ تَصَدَّقْتُ كُنْتَ جَازِمًا بِهٖ اَوْ كَالْجَازِمِ-

অনুবাদ ঃ ان ও اذا -এর মধ্যে পার্থক এই যে, ان-এর সাথে যে শর্তের উল্লেখ করা হয়, তা সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত নয়। আর اذا-এর সাথে উল্লিখিত শর্তের সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত। এ কারণে اذا-এর সাথে মাযী ফে'লই অধিক ব্যবহৃত হয়, যেন শর্তটি এক্ষুণি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ان-এর ক্ষেত্রে এরূপ নয়। সুতরাং তুমি যদি বল-

ان ابرأ من مرضى اتصدق بالف دينار অর্থাৎ–আমি যদি অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে যাই, তাহলে এক হাজার দীনার সদকা করব। তবে তুমি সুস্থতা লাভ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে। আর যদি তুমি বল- اذا برئت من مرضى تصدقت অর্থাৎ–আমি যখন সুস্থ হব তখন সদকা করব। তবে তুমি ছিলে নিশ্চিত অথবা নিশ্চিতের মত।

(পূর্ব পৃঃ পর) হল–শব্দ অনুসরণ করে অর্থের। সুতরাং শর্তের সময় ان ও اذا-এর সাথে মুযারে ফে'ল ব্যবহৃত হয়। আর لو-এর পরে আসে মাযী ফে'ল। (যদি কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, এখানে কোন সূক্ষ্ম কারণে ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। নইলে এরূপে ব্যবহার করা বালাগাতের নিয়ম অনুযায়ী অশুদ্ধ হবে।) যেমন, আল্লাহ্র বাণী- وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل অর্থাৎ–দোযখীরা যদি পানি চায়, তাহলে তাদেরকে এমন পানীয় পান করতে দেয়া হবে যা পুঁজের মত।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে ان-এর সাথে মুযারে ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

তেমনি বলা হয়-واذا تردالى قليل تقنع অর্থাৎ–তোমাকে যখন সামান্য বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন তুমি তুষ্ট হও। এখানে اذا-এর সাথেও মুযারে ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী-ولوشاء لهداكم اجمعين অর্থাৎ- যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই হেদায়েত করতেন। এখানে لو-এর সাথে মাযী ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে।

وَعَلٰى ذٰلِكَ فَالْاَحْوَالُ النَّادِرَةُ تُذْكَرُ فِىْ حَيِّزِ اِنْ وَالْكَثِيْرَةُ فِىْ حَيِّزِ اِذَا وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ فَلِكَوْنِ مَجِيْءِ الْحَسَنَةِ مُحَقَّقًا- اِذِ الْمُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْحَسَنَةِ الشَّامِلُ لِاَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّعْرِيْفِ بِاَلْ اَلْجِنْسِيَّةِ ذُكِرَ مَعَ اِذَا وَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَاضِى وَلِكَوْنِ مَجِىْءِ السَّيِّئَةِ نَادِرًا اِذِ الْمُرَادُ بِهَا نَوْعٌ مَخْصُوْصٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّنْكِيْرِ والْجَدْبُ ذُكِرَ مَعَ اِنْ وَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْمُضَارِعِ فَفِى الْاٰيَةِ مِنْ وَصْفِهِمْ بِاِنْكَارِ النِّعَمِ وَشِدَّةِ التَّحَامُلِ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا لَا يَخْفٰى-

অনুবাদ ঃ এ কারণে (ان-এর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত অনিশ্চিত। আর اذا-এর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত নিশ্চিত) বিরল অবস্থাদির আলোচনা করা হয় ان-এর সাথে এবং বহুল প্রচলিত অবস্থাদি اذا-এর সাথে আলোচনা করা হয়। কেননা, বিরল অবস্থাদির সংঘটিত হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ও সন্দেহযুক্ত হয়। আর বহুল প্রচলিত অবস্থাদি সংঘটিত হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হয়)

এরই একটি উদাহরণ হলো আল্লাহ্র বাণী- فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه-অর্থাৎ–যখন তাদের কল্যাণ হয়, তখন তারা বলে আমাদের জন্যই এটি হয়েছে। (আমরা এর উপযুক্ত) আর যদি তাদের কোন অনিষ্ট হয়, তাহলে তারা মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের প্রতি কুলক্ষণ আরোপ করে।

কল্যাণ হওয়া নিশ্চিত। কেননা, এখানে অনির্ধারিত কল্যাণ উদ্দেশ্য। এতে অনেক প্রকার কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জিনসী আলিফ -লাম সহকারে মা'রেফা করে উল্লেখ থেকে এটি অনুধাবন করা যায়। সে কারণে এটিকে اذا-এর সাথে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাযী ফে'ল দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অকল্যাণ সংঘটিত হওয়া বিরল। কেননা, এখানে বিশেষ এক ধরণের অকল্যাণ উদ্দেশ্য যা سيئة শব্দটিকে নাকেরা করে উল্লেখ থেকে বুঝা যায়। আর তা হল দুর্ভিক্ষ। এ কারণে এটিকে ان-এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুযারে ফে'ল দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা আয়াতের মাধ্যমে মূসা (আঃ)-এর বিরোধীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং মূসা (আঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করেছিল। এটি খুব স্পষ্ট।

وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِى الْمَضِىِّ وَلِذَا يَلِيْهَا الْفِعْلُ الْمَاضِى نَحْوُ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ - وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِالذَّاتِ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ الْجَوَابُ فَاِذَا قُلْتَ"اِنِ اجْتَهَدَ زَيْدٌ اَكْرَمْتُهُ" كُنْتَ مُخْبِرًا بِاَنَّكَ سَتُكْرِمُهُ لٰكِنْ فِىْ حَالِ حُصُوْلِ الْاِجْتِهَادِ لَا فِىْ عُمُوْمِ الْاَحْوَالِ وَيَتَفَرَّعُ عَلٰى هٰذَا اَنَّهَا تُعَدُّ خَبَرِيَّةٌ اَوْ اِنْشَائِيَّةٌ بِاِعْتِبَارِ جَوَابِهَا-

অনুবাদ ঃ لو আসে শর্তের জন্য যা অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে তার সাথে মাযী ফে'ল আসে। যেমন- আল্লাহ্র বাণী-

ولوعلم الله فيهم خيرالا سمعهم

অর্থাৎ–আর আল্লাহ তাআলা যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন।(এ আয়াতে اسماع বা শোনানোকে অতীতকালে আল্লাহর জানার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে দু'টি বিষয়েরই নফি করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু শোনানো হয় নাই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে জানতেন না।)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে (যেমন বলা হয়েছে যে, শর্ত হল মাফ'উল ইত্যাদির মত কয়েদ স্বরূপ) জানা যায় যে, শর্তিয়া জুমলায় মূল উদ্দেশ্য থাকে শর্তের জবাব। বা জাযা (আর শর্ত হল কয়েদস্বরূপ)। সুতরাং তুমি যদি বল-ان اجتهد زيد اكرمته অর্থাৎ–যায়দ যদি চেষ্টা সাধনা করে, তাহলে আমি তাকে পুরস্কার দেব। তাহলে তার অর্থ হল–তুমি তাকে এমর্মে অবহিত করছ যে, তুমি অচিরেই তাকে পুরস্কৃত করবে। তবে তা এমতাবস্থায় যে, তার দ্বারা চেষ্টা– সাধনাও সংঘটিত হতে হবে, সাধারণ অবস্থায় নয়। আর এ নিয়ম অনুযায়ী (যে শর্তিয়া জুমলায় মূল উদ্দেশ্য হল জবাব) শর্তিয়া জুমলাকে খবরিয়্যা বা ইনশায়িয়্যা গণ্য করা হয় জবাব বা জাযার বিচারে। (সে মতে জাযা যদি খবরিয়া হয়, তাহলে শর্তিয়া খবরিয়া হবে, আর জাযা যদি ইনশায়িয়্যা হয়, তাহলে শর্তিয়া ইনশায়িয়্যা হবে।)

ব্যাখ্যা ঃ (১) পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ان ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে, যেখানে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বাণীতে ان-এর ব্যবহার হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী নিশ্চিত অর্থ বহন করে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) পারে না। তবে কুরআন মজীদে যেসব ان-এর ব্যবহার হয়েছে, তা অন্যের কথার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل

অথবা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মনে করতে হবে যেন কোন আরব ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা যেসব ব্যাপারে ভবিষ্যতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, সেসবেরও সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ভবিষ্যতকালের অর্থে যেসব অতীতকালীন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোও অবশ্যম্ভাবী। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت

(খ) নিশ্চয়তার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেও ان-এর ব্যবহার হয়। যেমন, (১) تجاهل বা না জানার ভান করে। যেমন, কোন চাকরকে প্রশ্ন করা হল–তোমার মনিব কি বাড়ীতে আছেন সে জানে যে, তিনি বাড়ীতে রয়েছেন। তথাপি জবাব দেয়-ان كان فيها اخبرك অর্থাৎ–যদি থাকেন, তাহলে আপনাকে জানাব।

(২) শ্রোতার বিশ্বাস না থাকার কারণে। যেমন, কোন ব্যক্তি তোমার কথা বিশ্বাস করছেনা। তুমি তাকে বললে-ان صدقت فما تفعل অর্থাৎ–আমি যদি সত্য বলি, তাহলে তুমি কি করবে?

(৩) শ্রোতা জানলেও তাকে অজ্ঞান বলে সাব্যস্ত করার জন্য। যেমন–কোন ব্যক্তি তার পিতাকে কষ্ট দেয়। তুমি তাকে বললে ان كان اباك فلا تؤذه অর্থাৎ–তিনি যদি তোমার পিতা হন, তাহলে তাকে কষ্ট দিও না।

(৪) শ্রোতাকে ধমক দেয়ার জন্য এবং এটি বুঝানোর জন্য যে, এখানে এমন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে, যা শর্তের মূলোৎপাটন করে। অসম্ভব বিষয় যেমন ধরে নেয়া হয়, তেমনি এটিও ধরে নেয়া হয়। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين

উল্লেখ্য, এ আয়াতকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে হলে ان-কে যের সহকারে পাঠ করতে হবে।

(৫) শর্তহীন বিষয়কে শর্তসাপেক্ষ বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

(গ) যেহেতু ان ও اذا ভবিষ্যতকালের অর্থবোধক শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়, এজন্য এ দু'য়ের শর্ত ও জাযায় মুযারে ফে'ল ব্যবহৃত হবে। শব্দগতভাবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনই করা যাবে না। অবশ্য কখনো কোন সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন, কোন অনার্জিত বিষয়কে অর্জিত বিষয়ের স্থানে প্রকাশ করার জন্য। কেননা, তা সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ অত্যন্ত জোরালো। অথবা ভবিষ্যত ঘটনা বর্তমান ঘটনার মতই, অথবা শুভ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। অথবা তা সংঘটিত হওয়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য। কেননা, আকাংক্ষীর আগ্রহ যখন কোন বিষয়ের অর্জনের জন্য প্রবল হয়ে যায়, তখন তার মস্তিষ্কে সে বিষয়ের চিত্র এতই জোরালো হয়ে যায় যে, অনেক সময় তার এরূপ ধারণা হতে থাকে যে, এটি তো অর্জিত হয়ে গেছে। শুভলক্ষণ ও আগ্রহ প্রকাশ এ দু'য়ের উদাহরণে নিম্নের বাক্য উল্লেখ করা যায়।

ان ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام

কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশের জন্য মাযী (অতীত ক্রিয়া)-এর সাথে ان ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا

অথবা সাক্কাকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী تعريض-এর উদ্দেশ্যেও ان-এর সাথে মাযীর সীগা ব্যবহার করা হয়। যেমন- لئن اشركت يحبطن عملك

এখানে দৃশ্যতঃ নবী করীম (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মুশরিকদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। যাদের শিরক নিশ্চিত। উল্লেখ্য, تعريض শুধু শর্তিয়া বাক্যে নয়, অন্যান্য বাক্যেও হয়। যেমন,

ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون

এখানে تعريض রয়েছে। কিন্তু ان নেই। تعريض-এর অর্থ হলো বক্তা কোন বিষয়কে কোন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকে অন্যবস্তু। যেমন, উক্ত আয়াতে হাবীব নাজ্জারের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আমার কী হয়েছে আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমি তার ইবাদাত করব না? অথচ তাঁরই নিকট তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।" এখানে মূল উদ্দেশ্য এরূপ বলা–তোমাদের কী হয়েছে যে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাঁর ইবাদাত করবে না? ومالكم لا

تعبدون الذى فطركم কেননা, পরবর্তীতে বলা হয়েছে-واليه ترجعون এখানে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার থেকেই বুঝা যায় যে, مالى দ্বারা مالكم এবং فطرنى দ্বারা فطركم উদ্দেশ্য। تعريض একটি উত্তম বাকপদ্ধতি। কেননা, এতে করে শ্রোতাদেরকে সত্য কথা এভাবে শোনানো হয় যে, তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাশ্রয়ী বা ভুলকারী বলা হয় না। ফলে তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে পারে না। বরং আস্তে আস্তে বক্তার এ বাকরীতি তাদেরকে সত্যগ্রহণের প্রতি আকর্ষণ করে এবং শ্রোতারা এরূপ মনে করতে বাধ্য হয় যে, বক্তা নিছক হিতাকাংক্ষী হিসেবে আমাদেরকে একথা বলছে।

(ঘ) لو-এর ব্যবহার হয় ছয় নিয়মে। যথা- (১) অতীতকালীন শর্তের অর্থে। যেমনটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এ নিয়মে তিনটি বিষয় থাকে। যথা–শর্ত, শর্তকে অতীতকালের সাথে সম্পৃক্ত করা ও না বাচকতা। এ কারণে অনেকের মতে এটি শুধু "না বাচকতার কারণে না বাচকতা" অর্থাৎ শর্তের না বাচকতার কারণে জাযার নাবাচকতা নির্দেশ করে। যেমন-لوجاءنى زيد لاكرمته মানতেকীদের নিকট এটিকে ادوات اتصال-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। যেমন-

لوكان زيد حجرا لكان جمادا

(২) ভবিষ্যৎকালীন শর্তের জন্য। কিন্তু নিশ্চয়তারূপে নয়। যেমন-لوتلتقى امدأ نا بعد موتنا প্রথম নিয়মের সাথে এ নিয়মের পার্থক্য হলো–শর্ত যখন ভবিষ্যতকালের হয়, তখন لو হয় الى-এর অর্থে। আর যখন তা অতীতকালের হয়, তখন এটি না বাচকতার অব্যয় বলে গণ্য হয়। আর যখন তারপরে মুযারে হয়, তখন তা মাযী-এর অর্থে হয়ে যায়। যেমন-لوتقوم اقوم অর্থাৎ لوقمت قمت

(৩) এটি ان-এর মত একটি মাসদরের হরফ হবে। অবশ্য তা নসব দেবে না। সাধারণতঃ ود يود-এর পরেই এ ধরণের لو হয়। যেমন-ودوا لوتأتيهم অর্থাৎ–তারা কামনা করে যে, তোমরা তাদের নিকট উপস্থিত হও। يود احدهم لو يعمر অর্থাৎ–তাদের এক একজন দীর্ঘায়ু লাভের কামনা করে।

(৪) تمنى-এর জন্য। তখন তার জবাব নসবযুক্ত ও ফা সহকারে হয়। যেমন-لوتأتينى فتحدثى কামনা করি তুমি আমার নিকট আসতে এবং আমার সাথে কথা-বার্তা বলতে।

(৫) ألا-এর মত عرض-এর জন্য। তখন তার জবাবেও ফা আসে এবং তা নসবযুক্ত হয়। যেমন- لوتنزل عندنا فتصيب خيرا অর্থাৎ–তুমি যদি আমাদের নিকট অবতরণ করতে, তাহলে কল্যাণ লাভ করতে।

(৬) تقليل বা স্বল্পতার অর্থ দেয়ার জন্য। যেমন-تصدقوا ولو بظلف محرق অর্থাৎ–সদকা করো যদিও পোড়ানো ক্ষুরই হোক না কেন।

وَ اَمَّا النَّفْىُ فَالتَّقْيِيْدُ بِهٖ يَكُوْنُ بِسَلْبِ النِّسْبَةِ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ مِّمَّا تُفِيْدُهٗ اَحْرُفِ النَّفْيِ وهِىَ سِتَّةٌ لا وَمَاوَاِنْ وَلَنْ وَلَمْ وَلَمَّا-فَلَا لِلنَّفْيِ مُطْلَقًا- وَمَا وَاِنْ لِنَفْيِ الْحَالِ اِنْ دَخَلَ عَلَى الْمُضَارِعِ - وَلَنْ لِنَفْيِ الْاِسْتِقْبَالِ وَلَمْ وَلَمَّا لِنَفْيِ الْمَاضِى اِلَّا اَنَّهٗ بِلَمَّا يَنْسَحِبُ عَلٰى زَمَنِ الْمُتَكَلِمِ- وَيَخْتَصُّ لِتَوَقُّعِ وَعَلٰى هٰذَا فَلَايُقَالُ"لَمَّا يَقُمْ زَيْدُ ثُمَّ قَامَ"- وَلَا"لَمَّا يَجْتَمِعُ النَّقِيْضَانِ كَمَا يَقُوْلُ لَمْ يَقُمْ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فَلَمَّا فِي النَّفْيِ تُقَابِلُ قَدْ فِى الْاِثْبَاتِ وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ مَنْفِيًّا قَرِيْبًا مِنَ الْحَالِ فَلَا يَصِحُّ لَمَّا يَجِئْ مُحَمَّدٌ فِى الْعَامِ الْمَاضِىْ-

অনুবাদ ঃ নফির হরফসমূহ দ্বারা বাক্যের হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয়, নেসবতকে এমন বিশেষ উপায়ে নিবারণ করার জন্য, যা নফির হরফসমূহ থেকে অর্জিত হয়। নফির হরফ ছয়টি যথাক্রমে– لا - ما - ان - لن - لم - لما

এগুলোর মধ্যে لا ব্যবহৃত হয় সাধারণভাবে না বাচকতার অর্থে। (অর্থাৎ কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না)। ما ও ان যদি মুযারে'তে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে তা ব্যবহৃত হয় বর্তমানকালের না বাচকতার অর্থে। (এটি তখন, যখন হুকুমটি শর্তহীন থাকে। নইলে যখন তা কয়েদযুক্ত হয়, তখন তা যেকালের সাথে মুকায়্যাদ থাকে, সে কালের অর্থেই ব্যবহৃত হয়।)

لن ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যতকালে না বাচকতা বুঝানোর জন্য।

لم ও لما-উভয়ই ব্যবহৃত হয় অতীত কালের নাবাচকতার জন্য। তবে এ দু'য়ের পার্থক্য এই যে, لما দ্বারা যে নফি হয়, তার ধারাবাহিকতা কথা বলার সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (কিন্তু لم দ্বারা যে নফি হয়, তা এরূপ নয়। কেননা, তার ধারাবাহিকতা কখনো কথা বলার সময় পর্যন্ত অব্যাহত। যেমন–لم يلد ولم يولد আবার কখনো অব্যাহত থাকে না। যেমন- لم يكن شيا مذكورا *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, لما দ্বারা যে নফি করা হয়, তা প্রত্যাশিত বিষয়সমূহের সাথে নির্দিষ্ট থাকে। (অর্থাৎ لما দ্বারা যা নফি করা হয়, তা অচিরেই অস্তিত্ব লাভ করবে বলে আশা থাকে। কিন্তু لم-এর ক্ষেত্রে এরূপ নয়। তা দ্বারা যা নফি করা হয়, তা প্রত্যাশিত হতেও পারে, নাও হতে পারে।) একারণে لما يقم زيد ثم قام এরূপ বলা শুদ্ধ নয়। তেমনি لما يجتمع النقيضان বলাও শুদ্ধ নয়। যেরূপ বলা যায় لم يقم زيد ثم قام এবং لم يجتمع النقيضان এ দু'টি বাক্য শুদ্ধ। সুতরাং নফির ক্ষেত্রে لما হলো ইছবাতের ক্ষেত্রে قد-এর বিপরীত। (অর্থাৎ قد শব্দটি যেমন ইছবাতকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয়, তেমনি لما শব্দটি নফিকে বর্তমানের নিকট করে দেয়।) এ সময়ে لما দ্বারা কৃত নফি বর্তমানের নিকটবর্তী হয়। সুতরাং

لما يجئ محمد فى العام الماضى বলা শুদ্ধ হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ لم ও لما একইভাবে মুযারে'কে মাযী মনফী বা না বাচক অতীত ক্রিয়ার অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। তবে لما আসলে لم ছিল। এর সাথে ما বর্ধিত করা হয়েছে, শর্তের শব্দ انما তে যেরূপ ما বর্ধিত করা হয়েছে। এই সংযোজনের ফলে শব্দটির মধ্যে এখন চারটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে, যা لم-এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ এই যে, لما-তে কথা বলার সময়ের পরে নাবাকচকৃত বিষয়ের অস্তিত্ব লাভের আশা করা যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী-لما يذوقوا عذاب অর্থাৎ–তারা এখনও আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেনি। (কিন্তু অচিরেই স্বাদ গ্রহণ করবে বলে আশা আছে।)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই যে, لما- তে সর্বদা ও ধারাবাহিকতার অর্থ আছে। অর্থাৎ কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত পুরো সময়ের জন্য নফি বুঝায়। সারকথা এই যে, لما হলো ইস্তিগরাকের সাথে নির্দিষ্ট। যে সময়ে এ ক্রিয়ার নাবাচকতা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত (কথা বলার সময় পর্যন্ত) না বাচকই রয়েছে। لم শব্দে এটি নেই। যেমন যদি বলা হয়- ندم فلان ولم ينفعه الندم অর্থাৎ–অমুক ব্যক্তি লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু তার লজ্জা তাকে উপকৃত করেনি। যদি لما ينفعه الندم বলা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে–এখনও লজ্জা তাকে উপকৃত করেনি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই যে, لما-এর পরে ফে'লকে হজফ করা বৈধ। যেমন-

شارفت المدينة ولما অর্থাৎ شارفت المدينة ولما ادخلها *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَاَمَّا التَّوَابِعُ فَالتَّقْيِيْدُ بِهَا يَكُوْنُ لِلْاَغْرَاضِ الَّتِىْ تُقْصَدُ مِنْهَا فَالنَّعْتُ يَكُوْنُ لِلتَّمْيِيْزِ نَحْوُ حَضَرَ عَلِىٌّ اِلْكَاتِبُ وَ الْكَشْفِ نَحْوُ اَلْجِسْمِ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَشْغُلُ حَيِّزًا مِنَ الْفَرَاغِ- وَالتَّاكِيْدِ نَحْوُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَالْمَدْحِ نَحْوُ حَضَرَخَالِدُ الْهَمَّامُ وَالذَّمِّ نَحْوُ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَالتَّرَحُّمِ نَحْوُ اِرْحَمْ اِلٰى خَالِدِ اِلْمِسْكِيْنِ-

অনুবাদ ঃ তাবে'সমূহ দ্বারা হুকুমকে মুকায়্যাদ করা হয় সেইসব কারণ ও লক্ষ্যে, যা তাবে'সমূহ থেকে উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং نعت বা সিফাত দ্বারা মুকায়্যাদ করা হয় মওসুফকে অন্য বস্তু থেকে ভালভাবে পৃথক করার জন্য। যেমন حضرعلى الكاتب অর্থাৎ–সেই আলী উপস্থিত হয়েছে, যে লেখক। (এখানে যদি حضر على বলা হত, তাহলে বুঝা যেত যে, আলী নামের অমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে। আবার এ-ও বুঝা যেতে পারে যে, আলী নামের অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যখন 'কাতেব' বা লেখক বিশেষণটি যোগ করা হল, তখন সেই আলীকে বুঝা গেল যে লেখক। যে আলী লেখক নয়, তাকে বুঝা যাবে না। আবার কখনো উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতার নিকট মওসূফের অর্থ সুস্পষ্ট করা। যেমন- الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ অর্থাৎ–দৈর্ঘ-প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট দেহ একটি শূন্যস্থান পূরণ করে। (দেহ গঠিত হয় দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ বা উচ্চতার সমন্বয়ে। সুতরাং দেহ বললেই *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) لم-এর ফে'লকে হজফ করা বৈধ নয়। উল্লেখ্য, কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও لما ব্যবহৃত হয়। যেমন–ندم زيد ولما কিন্তু এরূপ ব্যবহার খুবই অল্প প্রচলিত। এজন্য কিতাবের মূলপাঠে অধিকাংশ সময়ের ব্যবহার পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে يختص بالمتوقع অর্থাৎ–শুধু মাত্র প্রত্যাশিত বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ঃ এই যে لما-এর সাথে শর্তের শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয় না।

সুতরাং من لمايضرب - ان لمايضرب এরূপ বলা যায় না। বরং من لم يضرب- ان لم يضرب বলা যায়।

وَعَطْفُ الْبَيَانِ يَكُوْنُ لِمُجَرَّدِ التَّوْضِيْحِ نَحْوُ اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْحَفْصٍ عُمَرُ اَوْ لِلتَّوْضِيْحِ مَعَ الْمَدْحِ نَحْوُ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَيَكْفِىْ فِى التَّوْضِيْحِ اَنْ يُّوْضِحَ الثَّانِىْ اَلْاَوَّلَ عِنْدَ الْاِجْتِمَاعِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ كَعَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ وَالْعَسْجَدِ الذَّهَبِ وَعَطْفُ النَّسْقِ يَكُوْنُ لِلْاَغْرَاضِ الَّتِىْ تُؤَدِّيْهَا اَحْرُفُ الْعَطْفِ كَالتَّرْتِيْبِ مَعَ التَّعْقِيْبِ فِى الْفَاءِ وَمَعَ التَّرَاخِىْ فِىْ ثُمَّ - وَالْبَدَلُ يَكُوْنُ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ وَالْاِيْضَاحِ نَحْوُ قَدِمَ اِبْنِىْ عَلِيٌّ فِىْ بَدَلِ الْكُلِّ وَسَافَرَ الْجُنْدُ اَغْلَبُهُ فِىْ بَدَلِ الْبَعْضِ وَنَفَعَنِى الْاُسْتَاذُ عِلْمُهُ فِىْ بَدَلِ الْاِشْتِمَالِ.

অনুবাদ ঃ عطف بيان দ্বারা মুকায়্যাদ করা হয় নিছক স্পষ্ট করার জন্য। যেমন-اقسم بالله ابو حفص عمر। অর্থাৎ-আবু হাফস উমর (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করেছেন। কখনো স্পষ্টকরণের সাথে সাথে প্রশংসাকরণও *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) তা দৈর্ঘ-প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট বুঝা যায়। তথাপি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে-নিছক 'দেহ' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য।) আবার কখনো উদ্দেশ্য থাকে তাকীদ ও তাকরীর বা গুরুত্বারোপ ও সুস্থির করা। যেমন-تلك عشرة كاملة-এ হলো পুরো দশটি। তেমনি আল্লাহর বাণী نفخة واحدة (একটিই ফুৎকার) امس الدابر لا يعود অর্থাৎ-অতীত গতকাল আর ফিরে আসবে না। আর কখনো উদ্দেশ্য থাকে মাদাহ বা প্রশংসা করা। যেমন-حضرخالد الهمام অর্থাৎ-উচ্চ মনোবলের অধিকারী খালেদ উপস্থিত হয়েছে। কখনো নিন্দাবাদের জন্য। যেমন-وامرأته حمالة الحطب অর্থাৎ-আর তার সেই স্ত্রী যে কাঠ বহন করে। কখনো দয়া প্রকাশ করার জন্য। যেমন-ارحم الى خالد المسكين অর্থাৎ-বেচারা খালেদের প্রতি দয়া কর।

উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس-অর্থাৎ–আল্লাহ তাআলা কা'বা তথা বায়তুল হারামকে মানুষের উত্থিত হওয়ার উপায় করেছেন।

স্পষ্ট করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, একত্রিত অবস্থায় দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে স্পষ্ট করবে। পৃথক অবস্থায় প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট যদি না ও হয়, তাহলেও চলবে। যেমন-على زين العابدين-অর্থাৎ–যয়নুল আবেদীন আলী। العسجد الذهب অর্থাৎ–সুবর্ণ স্বর্ণ। এখানে زين العابدين এবং ذهب শব্দ দু'টি على ও العسجد শব্দের ব্যাখ্যা করেছে।

عطف نسق বা হরফ দ্বারা আতফ করা হয় সেইসব উদ্দেশ্যে, যা আতফের হরফসমূহ সাধন করে। যেমন-فا-তে তারতীবসহ তা'কীব বা ধারাক্রম (বিলম্ব ব্যতীত) এবং ثم তে বিলম্বসহ পর্যায়ক্রম উদ্দেশ্য থাকে।

بدل দ্বারা মুকায়্যাদ করা হয় অধিক সুস্থিরকরণ ও স্পষ্টকরণের উদ্দেশ্যে। যেমন–بدل الكل -এ قدم ابنى على আমার পুত্র আলী এসেছে। بدل بعض-এ سافر الجند اغلبه অধিকাংশ সৈন্য সফর করেছে। بدل اشتمال-এ نفعنى الاستاذ علمه অর্থাৎ–শিক্ষকের ইলম আমাকে উপকৃত করেছে। (এখানে بدل غلط-এর উদাহরণ দেয়া হয়নি। কারণ এটি অপর তিন প্রকারের বদলের মত ফসীহ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না। যদি কোথাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটি একটি ব্যতিক্রম।)

ব্যাখ্যা : كشف এবং ايضاح-এর উদাহরণে তালখীসুল মেফতাহ-এ আরেকটি কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে।

ان الذى جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا

الا لمعى الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا

অর্থাৎ–যিনি নিজের মধ্যে বদান্যতা, সাহসিকতা, সজ্জনতা ও খোদাভীরুতা সবই একত্রিত করেছেন। তিনি হলেন সেই মেধাবী ও সচেতন ব্যক্তি, যিনি তোমার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন যে, স্বচক্ষে দেখেছেন ও স্বকর্ণে শুনেছেন। এখানে الالمعى। হলো' মওসূফ। আর الذى। ইসমে মওসূল তার সেলাসহ এটির সিফত হয়েছে। المعى। শব্দটি ان।-এর খবর হওয়ার কারণে মারফূ' হবে অথবা ان।-এর ইসমের সিফাত হিসেবে কিংবা اعنى। উহ্য ফে'লের মা'মূল হিসেবে মানসূব হবে।

اَلْبَابُ السَّادِسُ فِى الْقَصْرِ

اَلْقَصْرُ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ وَيَنْقَسِمُ اِلٰى حَقِيْقِيٍّ وَاِضَافِيٍّ فَالْحَقِيْقِيُّ مَاكَانَ الْاِخْتِصَاصُ فِيْهِ بِحَسْبِ الْوَاقِعِ وَالْحَقِيْقَةِ لَا بِحَسْبِ الْاِضَافَةِ اِلٰى شَيْءٍ اٰخَرَ نَحْوُ لَا كَاتِبَ فِى الْمَدِيْنَةِ اِلَّا عَلِيٌّ اِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهٗ فِيْهَا مِنَ الْكُتَّابِ وَالْاِضَافِيُّ مَاكَانَ الْاِخْتِصَاصُ فِيْهِ بِحَسْبِ الْاِضَافَةِ اِلٰى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ نَحْوُ مَا عَلِيٌّ اِلَّا قَائِمٌ اَىْ اِنَّ لَهٗ صِفَةُ الْقِيَامِ لَاصِفَةُ الْقُعُوْدِ وَلَيْسَ الْغَرَضُ نَفْىُ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ عَنْهُ مَاعَدَا صِفَةِ الْقِيَامِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ اِلٰى قَصْرِ صِفَةٍ عَلٰى مَوْصُوْفٍ نَحْوُ لَا فَارِسَ اِلَّا عَلِيٌّ وَقَصْرِ مَوْصُوْفٍ عَلٰى صِفَةٍ نَحْوُ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ فَيَجُوْزُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَالْقَصْرُ الْاِضَافِيُّ يَنْقَسِمُ بِاِعْتِبَارِ حَالِ الْمُخَاطِبِ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ قَصْرُ اِفْرَادٍ اِذَا اِعْتَقَدَ الْمُخَاطِبُ الشِّرْكَةَ وَقَصْرُ قَلْبٍ اِذَا اِعْتَقَدَ الْعَكْسَ وَقَصْرُ تَعْيِيْنٍ اِذَا اِعْتَقَدَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ-

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কসর (নির্দিষ্টকরণ)

বালাগাত শাস্ত্রের পরিভাষায় কসর অর্থ কোন বিষয়কে অন্য কোন বিষয়ের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা। এটি দু'প্রকার যথাক্রমে হাকীকী (প্রকৃত) ও ইযাফী (আপেক্ষিক)।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

হাকীকী–যাতে নির্দিষ্টকরণটি প্রকৃত ও বাস্তবিক হয়, অন্য কোন কিছুর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে নয়। যেমন-لاكاتب فى المدينة الا على অর্থাৎ–শহরে আলী ব্যতীত কোন লেখক নেই। এটি তখন বলা হয়, যখন শহরে আলী ব্যতীত কোন লেখক না থাকে।

ইযাফী–যাতে নির্দিষ্টকরণটি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে হয়। যেমন-ماعلى الا قائم অর্থাৎ– আলীর মধ্যে দাঁড়ানোর গুণ রয়েছে। বসার গুণ নেই। তা থেকে দাঁড়ানো ব্যতীত অন্য সকল গুণ নফী করা উদ্দেশ্য নয়।

এ দু'প্রকারের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (১) قصر صفة على الموصوف (মওসূফের সাথে সিফাতকে নির্দিষ্ট করা) যেমন–لافارس الا على অর্থাৎ–আলী ব্যতীত আর কোন ঘোড় সাওয়ার নেই।

(২) قصر الموصوف على الصفة (সিফাতের সাথে মওসূফকে নির্দিষ্ট করা) যেমন-ومامحمد الارسول অর্থাৎ–মুহাম্মদ (সাঃ) একজন রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। (সুতরাং তার মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্ভব (অসম্ভব নয়)। শ্রোতার অবস্থার দিক দিয়ে ইযাফী কসর তিনভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (১) قصرافراد –যখন শ্রোতা দু'টি বস্তুকে একটি বিষয়ে শরীক মনে করে।

(২) قصرعكس -যখন শ্রোতার বিশ্বাস থাকে বক্তার কথার বিপরীত।

(৩) قصر تعيين-যখন শ্রোতা কোন অনির্দিষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস রাখে।

ব্যাখ্যা ঃ (ক) قصر শব্দের আভিধানিক অর্থ حبس বা বাধা দেওয়া এবং আটকানো। যেমন, কুরআন মজীদে রয়েছে-حور مقصورات فى الخيام অর্থাৎ –এমন হূরগণ, যারা তাবুতে আবদ্ধ থাকবে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, لافارس الا على-এখানে ঘোড় সাওয়ার বিশেষণটিকে আলীর সাথে সীমিত রাখা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই গুণটি আলী ব্যতীত অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার অর্থ এ নয় যে, আলীর মধ্যে এটি ব্যতীত অন্য কোন গুণ নেই। বরং বীরত্ব, বদান্যতা ইত্যাদি অন্যান্য গুণও তার মধ্যে থাকতে পারে। তেমনি مامحمد الارسول এ বাক্যে মওসুফ (মুহাম্মদ সাঃ) কে রেসালাতের সিফাতের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এই বিশেষ সিফাতের অধিকারী। অন্যান্য সিফাত যেমন, পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থান করা, মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদির অধিকারী তিনি নন। এ কারণে তাঁর ইন্তেকাল হওয়া সম্ভব। অবশ্য রেসালাতের সিফাত তাঁর সাথে সীমাবদ্ধ নয়, অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও এ সিফাত বিদ্যমান ছিল। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(খ) উল্লেখ্য, কসরে ইফরাদী কসরে কল্ব ও কসরে তা'য়ীন প্রত্যেকটিই আবার দু'প্রকার–যথাক্রমে–কসরে সিফাত আলাল মওসূফ এবং কসরে মওসূফ আলা সিফাত। সুতরাং সর্বমোট ছয় প্রকার হয়। এখানে প্রত্যেক প্রকারের জন্য পৃথক পৃথক উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। যথা–

(১) কসরে ইফরাদ-কসরে সিফাত আলা মওসূফ-যেমন –ما امير الا زيد যায়দ ব্যতীত আর কেউ আমীর নন। অর্থাৎ আমীর হওয়ার সিফাত শুধু যায়দের মধ্যে পাওয়া যায়, বকরের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটি বলা হয় যখন শ্রোতা উভয়কে আমীর বলে মনে করে।

(২) কসরে ইফরাদ-কসরে মাওসূফ আলা সিফাত-যেমন-وما محمد الا رسول অর্থাৎ–মুহাম্মদ (সাঃ) রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন। অর্থাৎ-তাঁর বিশেষত্ব হলো, তিনি রিসালাতের গুণে ভূষিত। শ্রোতারা তাকে যেসব গুণে ভূষিত বলে মনে করছে, তিনি সেসব গুণের আধার নন। এই আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তখন তেলাওয়াত করেছিলেন, যখন একদল সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যুকে অসম্ভব বলে মনে করছিল এবং তাঁকে দুটি গুণে ভূষিত মনে করছিল–যথা–রাসূল হওয়া ও মৃত্যু থেকে মুক্ত থাকা।

(৩) কসরে কলব-কসরে সিফাত আলা মওসূফ। যেমন, لافارس الا على অর্থাৎ–আলী ব্যতীত আর কেউ অশ্বারোহী নয়। এটি তখন বলা হয়, যখন শ্রোতা মনে করে হাসান অশ্বারোহী, আলী নয়।

(৪) কসরে কলব- কসরে মওসূফ আলা সিফাত। যেমন لاعلي الافارس অর্থাৎ–আলী অশ্বারোহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এটি তখন বলা হয় যখন শ্রোতা মনে করে আলী অশ্বারোহী নয়, পদাতিক।

(৫) কসরে তা'য়ীন-কসরে সিফাত আলা মওসূফ। যেমন–ماقائم الا على অর্থাৎ–দাঁড়ানো রয়েছে আলীই। এটি তখন বেলা হয় যখন শ্রোতা মনে করে দাঁড়ানো রয়েছে আলী কিংবা হাসান। সে নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনা।

(৬) কসরে তা'য়ীন কসরে মওসূফ আলা সিফাত-যেমন, ماعلى الا قائم আলী দাঁড়ানোই। এটি তখন বলা হয় যখন শ্রোতা ধারণা করে যে, আলী দাঁড়িয়ে কিংবা বসে রয়েছে। কোন একটি অবস্থা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না।

বিঃ দ্রঃ কসরে ইফরাদ-কসরে মওসূফ আলা সিফাত-এর শর্ত হল, সিফাত দু'টি পরস্পর বিপরীত হবে না। বরং যুক্তিগতভাবে দু'টি একত্রিত *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَلِلْقَصْرِ طُرُقٌ مِنْهَا النَّفْيُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ نَحْوُ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ - وَمِنْهَا اِنَّمَا نَحْوُ اِنَّمَا الْفَاهِمُ عَلِيٌّ وَمِنْهَا الْعَطْفُ بِلَا اَوْ بَلْ اَوْ لٰكِنْ نَحْوُ اَنَا نَاثِرٌ لَا نَاظِمٌ وَمَا اَنَا حَاسِبٌ بَلْ كَاتِبٌ - وَمِنْهَا تقديم مَاحَقُّهُ التَّاخِيْرُ نَحْوُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ-

অনুবাদ ঃ কসরের পদ্ধতি চারটি। যথা ঃ (১) নফির পরে ইস্তিছনা হওয়া। যেমন-ان هذا الا ملك كريم -অর্থাৎ-এ তো সম্মানিত ফেরেশ্‌তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

(২) انما শব্দ ব্যবহার করা। যেমন-انما الفاهم على অর্থাৎ-সমঝদার তো আলীই।

(৩) لكن-بل-لا দ্বারা আতফ করা। যেমন-انا ناثر لا ناظم-অর্থাৎ-আমি গদ্য লেখক, পদ্য লেখক নই।

ماانا حاسب بل كاتب-অর্থাৎ-আমি হিসাব রক্ষক নই, বরং একজন লেখক।

(৪) যে শব্দটির স্থান শেষে, তাকে আগে আনা। যেমন-اياك نعبد এখানে কসরের জন্য মাফ'উলকে আগে আনা হয়েছে। এজন্যই অর্থ করা হয় نعبدك ولا نعبد غيرك অর্থাৎ-আমরা আপনারই ইবাদাত করি, অন্য কারো ইবাদাত করি না।

বর্তমান পৃঃ ব্যাখ্যা ঃ انما শব্দের মধ্যে ما ও الا-এর অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই নফি ও ইস্তিছনা দ্বারা যেমন কসর হয়, انما দ্বারাও তেমনি কসরের অর্থ হাসিল হয়। এ ব্যাপারে তালখীসুল মেফতাহ নামক গ্রন্থে তিনটি দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত ঃ انما حرم عليكم الميتة (ميته শব্দে নসব) মুফাসসির গণ *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) হতে পারে। কিন্তু কসরে মওসূফ আলা-সিফাত-এর শর্ত হল, সিফাত দুটি পরস্পর বিপরীত হবে। তবে কসরে তা'য়ীনে এরূপ শর্ত নেই। সিফাত দু'টির পরস্পর বিরোধী হওয়াও শর্ত নয়, পরস্পর বিরোধী না হওয়াও শর্ত নয়।

উল্লেখ্য, এভাবে তিনভাগে বিভক্ত হওয়া কসরে গায়রে হাকীকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কসরে হাকীকীতে এরূপ শ্রেণী বিভাগ হয় না।

(গ) এখানে সিফাত বলতে এমন শব্দ উদ্দেশ্য, যাতে বিশেষণের অর্থ পাওয়া যায় (معنى قائم بالغير) নাহ্‌বী না'ত উদ্দেশ্য নয়।

আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন-ماحرم عليكم الا الميتة এ অর্থটি রফা' সহকারে পাঠ করলে যে অর্থ দাঁড়ায়-ان الذى حرمه له هوالميتة তারই অনুরূপ। মনে রাখতে হবে, আয়াতে তিনটি পাঠরীতি আছে।

(ক) انما حرم عليكم الميتة (২) انما حرم عليكم الميتة

(৩) انما حرم عليكم الميتة

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠরীতিতে حرم শব্দটি মা'রূফ কিন্তু তৃতীয় পাঠরীতিতে حرم মাজহুল। প্রথম পাঠরীতিতে انما -এর মধ্যকার ما হলো ماے كافه দ্বিতীয় পাঠরীতিতে এটি মওসূলা এবং তৃতীয় পাঠরীতিতে দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মওসূলা হওয়াই অধিক যুক্তি সংগত।

দ্বিতীয় দলীল এই যে, নাহ্‌ব শাস্ত্রবিদগণ বলেন- انما শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, তারপরে উল্লিখিত বিষয়কে সাব্যস্ত করা এবং অন্যসবকে নফি করা। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, انما দ্বারা কসরের অর্থ পাওয়া যায়।

তৃতীয় দলীল এই যে, انما -এর সাথে মুনফাসিল যমীর ব্যবহার করা শুদ্ধ। এ থেকেও বুঝা যায় যে, انما শব্দটি ما ও لا-এর অর্থ ধারণ করে এবং কসরের অর্থ দেয়।

কবি ফরাজদকের কবিতা রয়েছে-

انا الذائد الحامى النصارو انما - يدا فع عن احسابهم انا اومثلى

অর্থাৎ দুশমনদের প্রতিহত করি, অধিকার ও রক্ষণীয় বস্তুসমূহের হেফাজত করি এবং জাতির মানমর্যাদা রক্ষা আমি কিংবা আমার মত ব্যক্তিই করে। অন্য কেউ রক্ষা করে না। এখানে انما-এর পরে মুনফাসিল যমীর انا এসেছে।

(খ) উল্লেখ্য, নফি ও ইস্তিছনা পদ্ধতিতে مقصورعليه থাকে ইস্তিছনার হরফের পরে। যেমন-انما لايفوز الا المجد কিন্তু পদ্ধতিতে مقصورعليه অবশ্যই শেষে থাকবে। যেমন-انما الحيوة لعب আর 'আতফের পদ্ধতিতে দু'টিই হয়। যদি لا দ্বারা আতফ হয়, তাহলে مقصورعليه হবে তার পরের শব্দের বিপরীত। যেমন-الارض متحركة لا ثابتة যদি بل কিংবা لكن দ্বারা আতফ হয়, তাহলে এ দু'টির পরে যা থাকবে, সেটিই مقصورعليه হবে। যেমন-- ما الارض ثابتة لكن متحركة مالارض ثابتة بل متحركة

যার অবস্থান শেষে হওয়া উচিত, তাকে আগে আনার পদ্ধতিতে مقصورعليه পূর্বে আসবে।

যেমন-على الـرجـال الـعـامـيـن نـثـنـى অর্থাৎ–কাজের লোকদেরই আমরা প্রশংসা করি।

(গ) কসরের চার পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। যথাঃ (১) চতুর্থ পদ্ধতি (তাকদীম) বাক্যের অর্থের দিক দিয়ে কসর বুঝায়। সুষ্ঠু বোধসম্পন্ন ব্যক্তিই এধরণের বাক্য একটু চিন্তাভাবনা করলে বুঝতে পারেন যে, এতে কসর উদ্দেশ্য। অপর তিন পদ্ধতিতে (নফি, ইস্তিছনা, আতফ ও انـمـا। আকৃতিগতভাবেই কসর নির্দেশ করে। (২) কসরের তৃতীয় পদ্ধতি (আতফ) তে মূলতঃ হাঁ বাচক ও না বাচক দুটিই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে। অবশ্য স্পষ্টতঃ উল্লেখের এই পদ্ধতি অনেক সময় অযথা বাক্যদীর্ঘতা থেকে বাঁচাবার জন্য পরিহার করা হয়। অবশিষ্ট তিন পদ্ধতি (নফি, ইস্তিছনা, তাকদীম ও انـمـا) তে স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকে হাঁ বাচকটি। আর না বাচকটি আনুষঙ্গিকভাবে বুঝা যায়। (৩) لا দ্বারা আতফের মাধ্যমে যে নফি হয়, তা প্রথম পদ্ধতি (নফি-ইস্তিছনা)-এর সাথে একত্রিত হতে পারে না। অর্থাৎ নফির পরে যখন ইস্তিছনার হরফ হয়, তখন তারপরে আতফের لا আসতে পারে না। সুতরাং مازيـد الا قائم لا قاعـد এরূপ বলা শুদ্ধ হবে না। কেননা, আতফের হরফ لا দ্বারা যে নফি করা হয়, তার জন্য শর্ত হলো। তারপূর্বে অন্য কোন শব্দ দ্বারা নফি না হতে হবে। অবশ্য এই لا দ্বারা যে নফি হয়, তা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ্ধতি অর্থাৎ انـمـا ও তাকদীম–এর সাথে একত্রিত হতে পারে। সেমতে বলা যায়-انـمـا انا تـمـيـمى لاقـيـسي। অর্থাৎ–আমি তো তামীমীই, কায়সী নই।

هـو يـاتـيـنـى لا عـمـرو অর্থাৎ–সেই আমার নিকট আসে, আমর নয়। কেননা, এ দু'পদ্ধতিতে নফি হয় আনুষঙ্গিকভাবে। لا দ্বারা নফি দ্বিতীয় পদ্ধতি (انـمـا)-এর সাথে একত্রিত হয়। তবে এ ব্যাপারে আল্লামা সাক্কাকী শর্ত লাগিয়েছেন যে, সেটি মওসূফের সিফাতের সাথে নির্ধারিত হতে পারবে না। যেমন, আল্লাহর বাণী-

انـمـا يـسـتـجـيـب الذيـن يـسـمـعـون। অর্থাৎ –তারাই দ্বীনের আহ্বানে সাড়া দেয়, যারা শোনে।

এখানে الذيـن يـسـمـعـون। শব্দটি মওসূফ (তারকীবে يـسـتـجـيـب -এর ফা'য়েল) এবং يـسـتـجـيـب হলো সিফাত। এই সিফাতটি মওসূফের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লামা সাক্কাকীর অভিমত অনুযায়ী এটির পরে আতফের لا আসতে পারবে না এবং অতঃপর বলা যাবে না لا الذيـن لا يـسـمـعـون অর্থাৎ–তারা নয়, যারা শোনে না। কিন্তু শায়খ আবদুল কাহের জুরজানী বলেন, সিফাতের নির্দিষ্টতার সময়েও আতফের لا ব্যবহার করা শুদ্ধ, তবে অসুন্দর। আল্লামার অভিমতের তুলনায় শায়খের অভিমত অধিক সুন্দর ও শুদ্ধ। কেননা, শায়খের বক্তব্যের ভিত্তি হল হ্যাঁ বাচককে মূল ধরে। আর আল্লামার বক্তব্যের ভিত্তি হল না বাচককে মূল ধরে।

অথচ মূলনীতি হলো–নফি ও ইছবাত একত্রিত হলে নফির চেয়ে ইছবাত অগ্রগণ্য হয়। (৪) কসরের প্রথম পদ্ধতি (নফি-ইস্তিছনা) তে মূলতঃ যে হুকুমের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়, শ্রোতা সে সম্পর্কে অনবহিত থাকে, বরং অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (انما-এর বিপরীত) এরূপ নয়। কেননা, انما-এর ক্ষেত্রে মূল নিয়ম হলো, যে হুকুমের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে শ্রোতা অবহিত থাকে। তা অস্বীকারকারী হয় না। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বালাগাতের বড় বড় কিতাব দেখা যেতে পারে। (৫) কখনো কখনো বিশেষ বিবেচনায় ও বিশেষ স্বার্থে জ্ঞাত বিষয়কে অজ্ঞাত বিষয়ের স্তরে নামিয়ে এনে প্রথম পদ্ধতি (নফি-ইস্তিছনা) ব্যবহার করা হয়। সেমতে কসরে ইফরাদীর উদাহরণে-وما محمد الا رسول এবং কলবীর উদাহরণে–

ان انتم الا بشر مثلنا এ আয়াত উল্লেখ করা হয়।

(৬) কখনো অজ্ঞাত বিষয়কে জ্ঞাত বিষয়ের স্তরে নামিয়ে এনে দ্বিতীয় পদ্ধতি (انما) ব্যবহার করা হয়। যেমন, মুনাফিকদের উক্তি কুরআন মজীদে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

انما نحن مصلحون। মুসলমানরা জানতেন যে, মুনাফিকরা শান্তিকামী নয়। বরং অশান্তিকামী। কিন্তু মুসলমানদের এই জ্ঞানকে মুনাফিকরা অস্তিত্বহীন মত মনে করে انما نحن مصلحون। বলে দিয়েছে।

(৭) আতফের তুলনায় انما-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, انما-তে হ্যাঁ বাচক ও না বাচক উভয় হুকুম একই সাথে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আতফের দ্বারা প্রথমে এক হুকুম বুঝা যায়, অতঃপর অন্য হুকুম বুঝা যায়।

انما ব্যবহারের সবচেয়ে উত্তম স্থান تعريض অর্থাৎ– যেখানে কোন ব্যক্তির প্রতি ইংগিতের সাথে আঘাত করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী-انما يتذكر اولوا الالباب। অর্থাৎ-শুধুমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (যারা নির্বোধ, তারা নয়) এখানে কাফেরদের প্রতি ইংগিতের সাথে আঘাত করা হয়েছে।

(ঘ) কসরের যেসব প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কসরে হাকীকী-এর কসরে মওসূফ আলা সিফাত-এর বাস্তবতা নেই বলে মনে করাই শ্রেয়। কেননা, কোন মানুষের পক্ষে সকল গুণের আধার হওয়া দুষ্কর বরং অসম্ভব বলা যায়। যেমন-ما زيد الا كاتب (যায়দ লেখক ব্যতীত আর কিছুই নয়) এটি তখনই কসরে হাকীকী হতে পারে, যখন যায়দের মধ্যে লেখার গুণটি ব্যতীত অন্য কোন গুণই থাকবে না। অথচ এমনটি হতে পারে না। বরং এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়।

اَلْبَابُ السَّابِعُ فِى الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ

اَلْوَصْلُ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلٰى اُخْرٰى وَالْفَصْلُ تَرْكُهٗ وَالْكَلَامُ هٰهُنَا قَاصِرٌ عَلَى الْعَطْفِ بِالْوَاوِ لِاَنَّ الْعَطْفَ بِغَيْرِهَا لَايَقَعُ فِيْهِ اِشْتِبَاهٌ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَاضِعُ –

مَوَاضِعُ الْوَصْلِ بِالْوَاوِ يَجِبُ الْوَصْلُ فِىْ مَوْضَعَيْنِ اَلْاَوَّلُ اِذَا اِتَّفَقَتِ الْجُمْلَتَانِ خَبَرًا اَوْ اِنْشَاءً وَكَانَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ اَىْ مُنَاسَبَةٌ تَامَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَانِعٌ مِنَ الْعَطْفِ – نَحْوُ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ وَ نَحْوُ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا–

সপ্তম অধ্যায় ঃ অছল ও ফছল (সংযোগ ও বিয়োগ)

وصل অর্থ একটি জুমলাকে আরেকটি জুমলার সাথে আতফ করা। فصل অর্থ একটি জুমলাকে আরেকটি জুমলার সাথে আতফ না করা। এখানে শুধুমাত্র واو-দ্বারা আতফ নিয়ে আলোচনা করা হবে। কেননা واو ব্যতীত অন্যান্য হরফ দ্বারা আতফের ক্ষেত্রে কোন বিভ্রাট সৃষ্টি হয় না। واو দ্বারা অছল এবং ফছল করা প্রতিটিরই ব্যবহারের কতিপয় নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

مواضع الوصل بالواو

অছল করার স্থান দু'টি। প্রথমতঃ যখন বাক্য দু'টি খবর ও ইনশা-এর দিক দিয়ে সামঞ্জস্য থাকে এবং আতফের কোন প্রতিবন্ধক না থাকে। যেমন– আল্লাহর বাণী–

ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই সজ্জনেরা থাকবে জান্নাতে, আর অসজ্জনেরা থাকবে জাহান্নামে।

فليضحكو قليلا وليبكوا كثيرا -অর্থাৎ সুতরাং তারা কম হাসুক ও বেশী করে কাঁদুক।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

ব্যাখ্যা : (ক) واو ব্যতীত অন্য যে কোন হরফ দ্বারা আতফ করার সময় جهة جامعة বা যোগসূত্র-এর শর্ত নেই। কেননা واو ব্যতীত অন্য হরফগুলো দু'টি বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন অর্থও ধারণ করে। সে সব হরফ দ্বারা আতফের মাধ্যমেই সে অর্থসমূহ বুঝা যায়। সেজন্য সে সব হরফে কোন বিভ্রাট সৃষ্টি হয় না। যেমন-فا ও ثم-এ দু'টি হরফ দু'টি বাক্যের সম্পর্ক ব্যতীত ক্রম ও বিলম্বের অর্থও দেয়। পক্ষান্তরে واو শুধু মাত্র পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থই দান করে। এমতাবস্থায় দু'শরীকের মধ্যে যোগসূত্র কি তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বিভ্রাট বাঁধে।

(খ) وصل এবং فصل -এর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা সাধারণ সংজ্ঞা নয়। বরং এ দুয়ের এক বিশেষ ধরণের সংজ্ঞা। অর্থাৎ বাক্যের ক্ষেত্রে অছল-ফছলের সংজ্ঞা। এই বিশেষ ধরণের সাথে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার কারণ এই যে, বাক্যের ক্ষেত্রে অছল এবং ফছলে যে সব সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, তা মুফরাদের অছল এবং ফছলে নেই। নতুবা বাক্যসমূহের যেমন আতফ হয়, মুফরাদসমূহেরও তেমনি হয়। অবশ্য মুফরাদসমূহের যে আতফ হয় তা সাধারণতঃ স্পষ্ট হয়। মুফরাদের অছলের উদাহরণ আয়াত- هو الاول و الاخر والظاهر والباطن

ফসলের উদাহরণ আয়াত-

هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار

(গ) مناسبة تامة বা পূর্ণ সামঞ্জস্য -এর অর্থ হলো উভয় বাক্যের مسند اليه ও مسند-এর মধ্যে এভাবে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে যে, প্রথম বাক্যের মুসনাদ ইলায়হ ও দ্বিতীয় বাক্যের মুসনাদ ইলায়হ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। তেমনি প্রথম বাক্যের মুসনাদ ও দ্বিতীয় বাক্যের মুসনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। সুতরাং যদি দু'মুসনাদ ইলায়হ এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু দু'মুসনাদ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে, কিংবা দু'মুসনাদ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকেও দু'মুসনাদ-ইলায়হ্-এর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় আতফ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই বালাগাত বিদগণ خفي ضيق وخاتمي ضيق

এ ধরণের বাক্যসমূহে আতফ নিষিদ্ধ বলে মন্তব্য করেন। অথচ দু'বাক্যের মুসনাদে ঐক্য রয়েছে।

ان الا برار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم

এ বাক্য দু'টি খবরিয়া হওয়ার দিক দিয়ে সমান। দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র বিদ্যমান। তা এই যে, আবরার ও ফুজজার (দু'মুসনাদ ইলায়হ)-এর মধ্যে *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

اَلثَّانِيْ اِذَا اَوْهَمَ تَرْكُ الْعَطْفِ خِلَافَ الْمَقْصُوْدِ كَمَا اِذَا قُلْتَ لَا وَشَفَاهُ اللّٰهُ جَوَابًا لِمَنْ يَّسْأَلُكَ هَلْ بَرِئَ عَلِيٌّ مِنَ الْمَرْضِ فَتَرْكُ الْوَاوِ يُوْهِمُ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ وَغَرْضُكَ الدُّعَاءُ لَهٗ-

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় স্থান হলো যখন আতফ পরিহার করলে উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝা যাওয়ার আশংকা থাকে। (এমতাবস্থায়ও অছল হয়) যেমন- তোমাকে কেউ প্রশ্ন করল- هل برئ علی من المرض অর্থাৎ–আলী কি রোগমুক্ত হয়েছে? জবাবে তুমি বললে-لاوشفاه الله অর্থাৎ–না, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করুন। এখানে যদি واو বাদ দেয়া হয়, (এবং বলা হয় لاشفاه الله) তাহলে সন্দেহ হবে যে, তার জন্য বদদু'আ করা হচ্ছে। অথচ তোমার উদ্দেশ্য তার পক্ষে 'দুআ করা। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) যোগসূত্র হলো বিপরীত সম্পর্ক। তেমনি জান্নাতী হওয়া এবং জাহান্নামী হওয়া (দু মুসনাদ)-এর মধ্যে বিপরীত সম্পর্কই যোগসূত্র। তাছাড়া এ দু'বাক্যের মাঝখানে এমন কোন প্রতিবন্ধক নেই, যা আতফে বাধা সৃষ্টি করে। তেমনি–

فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا

এ দু'বাক্যও ইনশায়ী হওয়ার দিক দিয়ে সমান এবং দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র বিদ্যমান। তা এই যে, ضحك ও بكاء উভয় ফে'লের ফা'য়েল (মুসনাদ ইলায়হে) একই এবং দু'ফে'লের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কই যোগসূত্র। তাছাড়া এ দু'য়ের মাঝখানে এমন কোন প্রতিবন্ধক নেই, যা আতফে বাধার সৃষ্টি করে।

বিঃ দ্রঃ (১) বিপরীত সম্পর্ককে যোগসূত্র হিসেবে গণ্য করার কারণ এই যে, দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয় যেমন মানুষের মস্তিষ্কে একই সাথে অবস্থান করে, তেমনি দু'টি পরস্পরবিরোধী বিষয়ও মানুষের কল্পনায় একই সাথে অবস্থান করে। পিতা বললে সন্তান আর সন্তান, বললে পিতার কথা অনিবার্যরূপে মানব মস্তিষ্কে জেগে ওঠে। দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের ক্ষেত্রেও এরূপ। হাসি বললে কান্না, আনন্দ বললে দুঃখ, শান্তি বললে অশান্তির কথা অনিবার্যরূপে কল্পনায় ভেসে ওঠে।

বিঃ দ্রঃ (২) যেহেতু দু'টি বাক্যের মধ্যে যোগসূত্র না থাকলে আতফ করা শুদ্ধ নয়। এজন্য দেওয়ানে হামাসার নিম্নোক্ত কবিতা বালাগাতের দিক দিয়ে নিম্নমানের।

لا والذى هوعالم ان النوى - صبر وان ابا الحسن كريم

সেই সত্তার (আল্লাহর) শপথ, যিনি জানেন যে, বন্ধুর বিরহ অত্যন্ত তিক্ত এবং আবুল হাসান একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এখানে ان النوى صبر ও ان ابا الحسن এ দু'বাক্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। তাই আতফ করায় কবিতার মান ক্ষুন্ন হয়েছে।

مَوَاضِعُ الْفَصْلِ - يَجِبُ الْفَصْلُ فِىْ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اِتِّحَادٌ تَامٌّ بِاَنْ تَكُوْنَ الثَّانِيَةُ بَدَلًا مِّنَ الْاُوْلٰى نَحْوُ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِيْنَ- اَوْبِاَنْ تَكُوْنَ بَيَانًا لَهَا نَحْوُ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ- اَوْبِاَنْ تَكُوْنَ مُؤَكِّدَةً لَهَا نَحْوُ فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَ يُقَالُ فِىْ هٰذَا الْمَوْضَعِ اَنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الْاِتِّصَالِ اَلثَّانِىْ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَبَايُنٌ تَامٌّ بِاَنْ يَّخْتَلِفَا خَبْرًا وَ اِنْشَاءً كَقَوْلِهِ وَقَالَ رَائِدُهُمْ اُرْسُوْا نُزَاوِلُهَا - فَحَتْفُ كُلِّ امْرِئٍ يَجْرِىْ بِمِقْدَارِ-

অনুবাদ ঃ مواضع الفصل ফছল বা আতফ পরিহার করা পাঁচটি স্থানে ওয়াজিব।

প্রথমতঃ এই যে, দু'টি বাক্যের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য থাকবে। তা এভাবে যে, দ্বিতীয় বাক্যটি হবে প্রথমটির বদল। যেমন আল্লাহর বাণী-

امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন এমন বস্তুরাজি দ্বারা যা তোমরা জান। তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন পশু, সন্তানাদি, বাগান ও ঝর্ণাসমূহ দ্বারা। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) **ব্যাখ্যা ঃ** لاوشفاه الله না, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করুন। অর্থাৎ সে আরোগ্য লাভ করে নাই। আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করুন। প্রথম বাক্যটি (সে আরোগ্য লাভ করেনি) খবরিয়া বাক্য। আর পরের বাক্যটি ইনশায়িয়্যা দুয়ায়িয়্যা। লক্ষ্যণীয় যে, দু'টি বাক্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তথাপি আতফ করা হয়েছে এজন্য যে, আতফ পরিহার করলে উদ্দিষ্ট অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ বুঝা যেতে পারে। তখন অর্থ বুঝা যেতে পারে–আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান না করুন। অথচ বক্তার উদ্দেশ্য তার জন্য আরোগ্যের দু'আ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করুন।

اَوْبِاَنْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ فِى الْمَعْنٰى كَقَوْلِكَ عَلِىٌّ كَاتِبٌ، اَلْحَمَامُ طَائِرٌ فَاِنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِى الْمَعْنٰى بَيْنَ كِتَابَةِ عَلِيٍّ وَ طَيْرَانِ الْحَمَامِ وَيُقَالُ فِىْ هٰذَا الْمَوْضَعِ اِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الْاِ نْقِطَاعِ-

অনুবাদ ঃ অথবা এভাবে যে, দু'বাক্যের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য থাকবে না। যেমন, তুমি বললে- على كاتب - الحمام طائر অর্থাৎ আলী লেখক, কবুতর উড্ডয়নশীল। অর্থের দিক দিয়ে আলীর লেখা ও কবুতরের ওড়ার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। এস্থলে বলা হয় যে, বাক্য দুটির মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ রয়েছে।

(পূর্ব পৃঃ পর) (এখানে উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে আল্লাহ তাআলার দানসমূহ সম্পর্কে সচেতন করা, যাতে সকল দান ও অনুগ্রহের মূল অর্থাৎ সৃষ্টির জন্যও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়!) অথবা এভাবে যে, দ্বিতীয় বাক্যটি হবে প্রথম বাক্যের ভাষ্য। যেমন, প্রথমবাক্যে অস্পষ্টতা থাকে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা তা স্পষ্ট করা ও অস্পষ্টতা দূর করা উদ্দেশ্য থাকে) যেমন, কুরআনের বাণী- فوسوس اليه الشيطان قال يادم هل ادلك على شجرة الخلد অর্থাৎ–অতঃপর শয়তান তাঁকে প্ররোচনা দিল। বলল, হে আদম! আমি কি আপনাকে স্থায়িত্বের গাছ দেখিয়ে দেব? (এখানে দ্বিতীয় বাক্য قال هل ادلك হল প্রথম বাক্যের ভাষ্য।) অথবা এভাবে যে, দ্বিতীয়বাক্য হবে প্রথম বাক্যের তাকীদ। যেমন আল্লাহর বাণী- فمهل الكافرين امهلهم رويدا অর্থাৎ– কাফেরদের কথা বাদ দিন। তাদেরকে ছেড়ে দিন।

এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি হলো প্রথম বাক্যের তাকীদ। এস্থলে বলা হয়ে থাকে যে, দুটি বাক্যের মধ্যে পূর্ণ সংযোগ রয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান- এই যে দুটি বাক্যের মধ্যে পূর্ণ বৈপরিত্য থাকবে। তা এভাবে যে, খবরিয়্যা ও ইনশায়িয়্যা হওয়ার দিক দিয়ে বাক্য দুটি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন-কবির ভাষায়-

وقال رائدهم ارسوا نزاولها - فحتف كل امرئ يجرى بمقدار

অর্থাৎ– তাদের নেতা বলল, দাঁড়াও। আমরা লড়াই করব। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ীই সংঘটিত হবে। (কাপুরুষতায় তা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অগ্রসর হলেও মৃত্যু অবধারিত নয়। অতএব মৃত্যুর ভয় করো না।)

اَلثَّالِثُ كَوْنُ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ جَوَابًا عَنْ سُوَالٍ نَشَاَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْاُوْلٰى كَقَوْلِهٖ زَعَمَ الْعَوَاذِلُ اَنَّنِىْ فِىْ غَمْرَةٍ صَدَقُوْا - وَلٰكِنْ غَمْرَتِىْ لَا تَنْجَلِىْ كَاَنَّهٗ قِيْلَ اَصَدَ قُوْا فِىْ زَعْمِهِمْ اَمْ كَذَبُوْا فَقَالَ صَدَقُوْا وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ شِبْهُ كَمَالِ الْاِتِّصَالِ- اَلرَّابِعُ اَنْ تَسْبِقَ جُمْلَةٌ بِجُمْلَتَيْنِ يَصِحُّ عَطْفُهَا عَلٰى اِحْدٰ هُمَا لِوَجُوْدِ الْمُنَاسَبَةِ وَفِىْ عَطْفِهَا عَلَى الْاُخْرٰى فَسَادٌ فَيُتْرَكُ الْعَطْفُ دَفْعًا لِلْوَهْمِ كَقَوْلِهٖ وَتَظُنُّ سَلْمٰى اَنَّنِىْ اَبْغِىْ بِهَا - بَدَلًا اَرَاهَا فِى الضَّلَالِ تَهِيْمُ - فَجُمْلَةُ اَرَاهَا يَصِحُّ عَطْفُهَا عَلٰى تَظُنُّ لٰكِنْ هٰذَا تَوَهُّمُ الْعَطْفِ عَلٰى جُمْلَةِ اَبْغِىْ بِهَا فَتَكُوْنُ الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ مَظْنُوْنَاتِ سَلْمٰى مَعَ اَنَّهٗ لَيْسَ مُرَادًا وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ هٰذَا الْمَوْضَعِ شِبْهُ كَمَالِ الْاِ نْقِطَاعِ-

অনুবাদ ঃ তৃতীয় স্থান ঃ এই যে, দ্বিতীয় বাক্যটি সেই প্রশ্নের উত্তর হবে যা প্রথম বাক্য থেকে সৃষ্টি হয়। যেমন-

زعم العواذل اننى فى غمرة - صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى

অর্থাৎ–নিন্দাকারীরা মনে করেছে যে, আমি কোন মসিবতে (প্রেমে) ফেঁসে গেছি। তাদের একথা সত্য। কিন্তু আমার মুসিবত এমন নয় যে, সাধারণ মুসিবতের মত দূর হয়ে যাবে। আমি আশা করতে পারি না যে, আমি এ মুসিবত থেকে মুক্তি পাব। (লক্ষ্যণীয়, এখানে দ্বিতীয় বাক্য (صدقوا) হল প্রথম বাক্য থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের জবাব।) যেন প্রশ্ন করা হয়েছিল- তাদের কথা কি সত্য না মিথ্যা? কবি জবাব দিলেন যে, তাদের কথা সত্য। এস্থলে বলা হয়ে থাকে যে, দু'বাক্যের মধ্যে পূর্ণ সংযোগের মত রয়েছে।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

اَلْخَامِسُ اَنْ لَايُقْصَدَ تَشْرِيْكُ الْجُمْلَتَيْنِ فِى الْحُكْمِ لِقِيَامِ مَانِعٍ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ فَجُمْلَةُ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ لَا يَصِحُّ عَطْفُهَا عَلٰى اِنَّا مَعَكُمْ لِاِ قْتِضَائِهٖ اَنَّهٗ مِنْ مَقُوْلِهِمْ وَلَا عَلٰى جُمْلَةٍ قَالُوْا لِاِ قْتِضَائِهٖ اَنَّ اِسْتِهْزَاءَ اللّٰهِ بِهِمْ مُقَيَّدٌ بِحَالِ خُلُوِّهِمْ اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ - وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِىْ هٰذَا الْمَوْضَعِ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ-

পঞ্চম স্থান ঃ এই যে, কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে দু'টি বাক্যকে হুকুমে অংশীদার করা উদ্দেশ্য হবে না। যেমন, কুরআনের বাণী-

واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن الله يستهزئ بهم

এ আয়াতে الله يستهزئ بهم এই বাক্যটিকে انا معكم-এর সাথে আতফ করা শুদ্ধ নয়। কেননা, এরূপ আতফ করলে অর্থ দাঁড়াত এই যে, الله يستهزئ بهم বাক্যটিও মুনাফিকদের কথা। (অথচ এটি আল্লাহ তা'আলার কথা) *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) **চতুর্থস্থান ঃ** এই যে, দু'বাক্যের পূর্বে এমন একটি বাক্য চলে গিয়েছে যে, সামঞ্জস্য থাকার কারণে দু'বাক্যের একটিকে তার সাথে আতফ করা শুদ্ধ হয়, কিন্তু অপরটির সাথে আতফ করলে অশুদ্ধ হয়। এরূপ স্থলে আশংকা দূর করার জন্য আতফ পরিহার করা হয়। যেমন-কবির ভাষায়-

وتظن سلمى اننى ابغى بها-لا بدلا اراها فى الضلال تهيم

অর্থাৎ সালমা ধারণা করে যে, আমি তার পরিবর্তে অন্য প্রিয়া খুঁজছি। আমি মনে করি সে বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

اراها বাক্যটিকে দৃশ্যতঃ تظن-এর সাথে আতফ করা শুদ্ধ। কিন্তু তাতে বাধা এই যে, তখন তা ابغى بدلا-এর সাথে আতফ হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করবে। আর তাতে তৃতীয় বাক্যটি সালমার ধারণার মধ্যে শামিল হয়ে যাবে, যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এ স্থলে বলা হয়ে থাকে যে, দু'টি বাক্যের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদের মত রয়েছে।

(পূর্ব পৃঃ পর) তেমনি اللہ یستھزئ বাক্যটিকে قالوا-এর সাথেও আতফ করা শুদ্ধ নয়। কেননা, তাহলে অর্থ দাঁড়াত এইযে, আল্লাহ তা'আলার বিদ্রূপ সেই অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, যখন তারা তাদের গুরুদের সাথে গোপনে মিলিত হয়। এ স্থলে বলা হয় যে, দু'বাক্যের মধ্যে দু'পূর্ণতার মধ্য অবস্থা বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা ঃ كمال اتصال -এর আরো কতিপয় উদাহরণ পেশ করা যায়। যথা- আবু তৈয়্যেবের কবিতা-

وما الدهر الا من رواة قصائدى - اذا قلت شعرا
اصبح الدهر منشدا

আবুল আলার কবিতা-

الناس للناس من بدووحاضرة - بعض لبعض وان لم يشعروا خدم

আল্লাহ্‌র বাণী-يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

উল্লিখিত তিনটি উদাহরণের প্রত্যেকটিতে দু'টি বাক্যের মধ্যে পূর্ণ সংযোগ বিদ্যমান। প্রথম উদাহরণে দ্বিতীয় বাক্য (اذا قلت) হলো প্রথম বাক্যের তাকীদ। দ্বিতীয় উদাহরণে দ্বিতীয় বাক্য (بعض لبعض) হলো প্রথম বাক্যের বয়ান বা ভাষ্য। তৃতীয় উদাহরণে দ্বিতীয় বাক্য يفصل الايات হলো প্রথম বাক্যের বদল।

كمال انقطاع-এরও আরো কতিপয় উদাহরণ পেশ করা যায়। যথা, আবুল আতাহিয়ার কবিতা-

ياصاحب الدنيا المحب لها- انت الذى لا ينقضى تعبه

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ভাষণ-

-يايها الناس انى وليت عليكم ولست بخيركم

অপর এক ব্যক্তির কবিতা - وانما المرأ با صغريه -كل امرئ رهن بما لديه

উল্লিখিত তিনটি উদাহরণের প্রত্যেকটিতে দু'টি বাক্যের মধ্যে كمال انقطاع বা পূর্ণ বিচ্ছেদ ও বিরোধ বিদ্যমান। প্রথম উদাহরণে একটি ইনশায়ী ও অপরটি খবরী বাক্য হওয়ায় স্পষ্ট বিপরিত্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় উদাহরণেও একই বৈপরিত্য। আর তৃতীয় উদাহরণে প্রথম বাক্যের সাথে দ্বিতীয় বাক্যের কোনই সামঞ্জস্য নেই।

(খ) شبه كمال اتصال-এর আরো কতিপয় উদাহরণ পেশ করা গেল। যথা-জনৈক কবির ভাষায়-

يقولون انى احمل الضئيم عندهم - اعوذ بربى ان يضام نظيرى

আবু তৈয়্যেব বলেন-

ان ينوب الزمان تعرفنى- اناالذى طال عجمها عورى-

আবু তাম্মাম বলেন-

ليس الحجاب بمقص عنك لى املا- ان السماء ترجى حين تحجت-

আল্লাহ্‌র বাণী- و اوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

উল্লিখিত প্রত্যেকটি উদাহরণে দু'টি বাক্যের মধ্যে শিবহে কামালে ইত্তেসাল বিদ্যমান। কেননা, প্রত্যেক উদাহরণেই দ্বিতীয় বাক্যটি হলো প্রথম বাক্য থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের জবাব।

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত তিন স্থানে (কামালে ইত্তেসাল, কামালে ইনকেতা ও শিবহে কামালে এত্তেসাল) ওয়াও দ্বারা আতফকে পরিহার করা ওয়াজিব।

(গ) দু'টি বাক্যকে ই'রাবের হুকুমে একীভূত করতে হলে সেখানে অছল করা ওয়াজিব। মা'আররী বলেন-

وحب العيش اعبد كل حر- وعلم ساغبا اكل المراد

আবু তৈয়্যেব বলেন- وللسر مني موضع لا يناله - نديم ولا يفضى اليه شراب

প্রথম কবিতার প্রথম বাক্যের (اعبد كل حر)-এর একটি ই'রাবী অবস্থান আছে। কেননা, এটি হলো মুবতাদার (حب العيش) খবর। কবি চাইছেন অপর বাক্যকে (علم ساغبا) এই ই'রাবী হুকুমে একীভূত করতে। তাই তিনি অছল করেছেন। তেমনি দ্বিতীয় কবিতায় لاينال হলো موضع-এর সিফত। এটির সাথে আতফ করা হয়েছে لايفضى বাক্যকে।

(ঘ) দু'টি বাক্য যদি খবরী বা ইনশায়ী হওয়ার দিক দিয়ে সমান হয়, দু'বাক্যের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে এবং এমন কোন কারণ বিদ্যমান না থাকে যা ফছল দাবী করে, তখন অছল করতে হয়। যেমন, আবুল আতাহিয়ার কবিতা–

قديدرك الراقد الهادى برقدته - وقد يخيب اخو الروحات والد لج

এখানে দু'বাক্য (দু'পংক্তি) খবরী হওয়ার দিক দিয়ে সমান, উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান এবং এমন কোন কারণ নেই যা ফছল দাবী করে।

বাশ্‌শার ইবনে বারাদ বলেন-

وادن الي القربى المقرب نفسه - ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم

এখানে দু'টি বাক্য ইনশায়ী হওয়ার দিক দিয়ে সমান, উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান এবং এখানে এমন কোন কারণ নেই, যা ফছল দাবী করে।

(৬) যদি দু'টি বাক্য খবরী ও ইনশায়ী হওয়ার দিক দিয়ে ভিন্ন হয়। কিন্তু ফছল করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ বুঝা যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সেখানেও অছল করতে হয়। যেমন, কেউ প্রশ্ন করল–

هل لك حاجة اساعدك فى قضائها

অর্থাৎ–আপনার কি এমন কোন প্রয়োজন আছে? যা পূরণে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? জবাবে বলা হলো–

لاوبارك الله فيك

এখানে প্রথম বাক্য لا হলো খবরী। আর দ্বিতীয় বাক্য بارك الله হলো ইনশায়ী। কিন্তু এখানে যদি ফছল বলা হয় لابارك الله তাহলে শ্রোতার সন্দেহ হতে পারে যে, বক্তা বদদু'আ করছে। অথচ এখানে দুআ করা উদ্দেশ্য। তেমনি কেউ প্রশ্ন করল-هل الامركذلك؟ জবাবে বলা হল- لاوايدك الله

বিবিধ

(১) ফছলই মূল নিয়ম। আর অছল হলো নৈমিত্তিক ও সাময়িক। আতফ কখনো মুফরাদের সাথে মুফরাদের, আবার কখনো জুমলার সাথে জুমলার আতফ করার নামই অছল। বালাগাতে অছল বলতে জুমলার সাথে জুমলার আতফ বুঝানো হয়ে থাকে।

(২) দু'টি বাক্য এমন হতে পারে যে, তাদের কোন ই'রাবী স্থান নেই (ই'রাবী স্থান অর্থ মুবতাদার খবর বা হাল, বা সিফত বা মাফউল হওয়া অথবা প্রথম বাক্যের এমন কোন হুকুম নেই যাতে দ্বিতীয় বাক্যকে একীভূত করার ইচ্ছা হয়, অথবা দ্বিতীয় বাক্যকে একীভূত করার ইচ্ছা হয়। এভাবে দুটি বাক্যের মোট ছয় অবস্থা হতে পারে। যথা ঃ (ক) কামালে ইনকেতা বিলা ঈহাম كما انقطاع بلا ايهام (খ) কামালে ইত্তেফাল (গ) শিবহে কামারে ইনকেতা (ঘ) শিবহে কামালে ইত্তেমাল, (ঙ) কামালে ইনকেতা মাআ ঈহাম (চ) তাওয়াসুত বাইনাল কামালাইন। শেষের দু'অবস্থার হুকুম অছল এবং প্রথম চার অবস্থার হুকুম ফছল করা। (৩) দ্বিতীয় বাক্য কখনো কখনো প্রথম বাক্য থেকে বিচ্ছিন্নের মত মনে হয়। কেননা, যদি দ্বিতীয় বাক্যকে প্রথম বাক্যের সাথে আতফ করা হয়, তাহলে এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব যে, সেটিকে অন্য কিছুর সাথে আতফ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে যে ফছল করা হয়, তাকে قطع (কাতা) বা فصل قطع বলা হয়। উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (وتظن سلمى)। আবার কখনো কখনো দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের সাথে সংযুক্তের মত মনে হয়। কেননা, দ্বিতীয় বাক্য হলো একটি লুকায়িত প্রশ্নের জবাব, যে প্রশ্নটি সৃষ্টি হয়েছে প্রথম বাক্য থেকে। এমতাবস্থায় প্রথম বাক্যটিকে প্রশ্নের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যকে প্রথম বাক্যের সাথে আতফ করা হয় না। এভাবে আতফ পরিহার করার নাম ইস্তীনাফ (استيناف) এবং দ্বিতীয় বাক্যকে জুমলায়ে মুস্তানেফা বলা হয়।

(৪) ইস্তীনাফ তিন প্রকার। কেননা, প্রথম বাক্য থেকে যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তা (ক) হুকুমের সাধারণ কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে। যেমন, এ কবিতায়—

قال لى كيف انت قلت عليل - سهر دائم وحزن طويل

তেমনি উর্দু কবিতায়—

حال میرا پوچھتے ھوکیا بھت بیمارھوں - مبتلائ عشق اور روز و شب بیدار ہوں

উভয় কবিতার প্রথম বাক্য থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তোমার কিসের অসুখ? জবাব রয়েছে পরের লাইনে।

(খ) অথবা হুকুমের বিশেষ কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যেমন, আল্লাহ্র বাণী-

وما ابرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء

এখানে বিশেষ প্রশ্ন ছিল-لم لاتبرئ نفسك هل النفس امارة بالسوء

আপনি নিজের প্রবৃত্তিকে পবিত্র মনে করেন না কেন? আপনার প্রবৃত্তি কি মন্দ

কাজের আদেশকারী ? এ প্রশ্ন ছিল না যে, প্রবৃত্তি কি মন্দ কাজের আদেশকারী ?

(গ) অথবা হুকুমের সাধারণ ও বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যেমন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনায় রয়েছে- قالوا سلاما

ফেরেশ্‌তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে সালাম বলেছেন। প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কি জবাব দিলেন ? তার জবাব দেয়া হল- সালাম। এরই একটি উদাহরণ হল- زعم العواذل اننى الخ

বি. দ্রঃ কখনো কখনো ইস্তীনাফ হিসেবে হুবহু সে বিষয়ই পুনরুল্লেখ করা হয়, যার ইস্তীনাফ উদ্দেশ্য হয়। যেমন- احسنت الى زيد حقيق بالاحسان

ইস্তীনাফের আরেক প্রকার হল এই যে, তাতে নামের স্থানে তার বিশেষণের উপর ভিত্তি করা হয়। যেমন-

احسنت الى زيد صديقك القديم اهل لذلك

এটিই সর্বোত্তম প্রকার।

কখনো কখনো মুস্তানেফা জুমলার প্রথম অংশ উহ্য করে দেয়া হয়। যেমন-

يسبح فيها بالغدو والاصال رجال

এখানে প্রশ্নটি উহ্য রয়েছে- من يسبح জবাবে বলা হলো رجال শুরুতে يسبح রয়েছে, এই লক্ষণের কারণে এটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। কখনো কখনো পুরো অংশই উহ্য রাখা হয় এবং সেস্থানে অপর বাক্য রাখা হয়। যেমন-

زعمتم ان اخوانكم قريش لهم الف وليس لكم الاف

অর্থাৎ–তোমরা দাবী কর যে, কুরাইশরা তোমাদের ভাই (তোমরা কুরাইশ বংশের) কিন্তু (তোমাদের দাবী সত্য নয়। কেননা) তারা শীত-গ্রীষ্মে সফরে অভ্যস্ত। অথচ সফরের প্রতি তোমাদের কোন আগ্রহ কিংবা অভ্যাস নেই। এখানে পুরো মুস্তানেফা বাক্য كذبتم উহ্য রয়েছে। তার স্থানে রাখা হয়েছে– لهم الف وليس لكم الاف এই বাক্যটিকে।

কখনো কখনো মুস্তানেফা জুমলা উহ্য রাখা হলেও তার স্থানে অপর বাক্য রাখা হয় না। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী- فنعم الماهدون

এখানে هم نحن পুরো বাক্য উহ্য রয়েছে। অথচ তার স্থানে অন্য কোন বাক্য রাখা হয়নি।

(৫) যোগসূত্রের স্বরূপ– আতফ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উভয় বাক্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। যে বিশেষণ দু'বাক্যকে একীভূত করে, তার জন্য

ওয়াজিব হলো দু'বাক্যের মুসনাদ ইলায়হের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা। তেমনি দুবাক্যের মুসনাদের মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এটি চার ধরণের হতে পারে। যেমন–

(ক) উভয় বাক্যের মুসনাদ ইলায়হে একটিই। এমতাবস্থায় অন্য কোন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন নেই।

(খ) উভয় বাক্যের মুসনাদ একটিই। এমতাবস্থায় অন্য কোন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন নেই। তবে মুসনাদ ইলায়হ-এর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।

(গ) যদি দু'বাক্যের মুসনাদ ইলায়হ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। সাধারণ সামঞ্জস্য যথেষ্ট নয়। তেমনি যদি দুবাক্যের মুসনাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তখনও কোন সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। যেমন, হালীর কবিতা-

طبع غالب هے اور میں مغلوب - نفس قاهر ہے اور میں مقهور

(ঘ) যদি দু'মুসনাদ ইলায়হ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে, কিন্তু দু'মুসনাদে সামঞ্জস্য থাকে, কিংবা বিপরীত অবস্থা হয়, তাহলে আতফ শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এরূপ বলা শুদ্ধ নয়

خفى ضيق وداري ضيق

زيد شاعروعمرو اسود

(৬) বালাগাত শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা সাক্কাকী (রহঃ) وجه جامع বা যোগসূত্রের তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত**, আকলী। অর্থাৎ তা এমন বিষয়, যার কারণে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার দাবী থাকে যে, চিন্তাশক্তিতে দু বাক্য একীভূত হবে। এটি তিন ধরণের হয়। এক-দুবাক্যের মধ্যে اتحاد فى التصور। বা ধারনাগত ঐক্য থাকবে। যেমন- زيدكاتب وهو شاعر **দুই**-দুবাক্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে। যেমন-زيدكاتب وعمر و شاعر **তিন**, দুবাক্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে। অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বুঝা যায় না। যেমন-ইল্লত ও মা'লূল।

দ্বিতীয়ত ঃ অহমী, অর্থাৎ তা এমন বিষয়, যার কারণে ধারণা হয় যে, দু'বাক্য চিন্তা শক্তিতে একত্রিত হবে। এ থেকে জানা গেল যে, অহমী জামে' বা ধারণাগত যোগসূত্র। প্রকৃতপক্ষে কোন যোগসূত্র নয়। বরং নিছক ধারণার কারণে যোগসূত্র হয়ে গেছে। এটিও তিনভাবে পাওয়া যায়। **এক**–একারণে যে, দু'বাক্যের মধ্যে সমতার সাথে সাথে সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। যেমন, সাদা ও হলুদ বর্ণের দু'টি ফলকের মধ্যে। **দুই**–পরস্পর বিপরীত হওয়ার কারণে ধারণাগত যোগসূত্র থাকে। যেমন, সাদা-কালো এবং ঈমান-কুফরীর মধ্যে। **তিন**–দু'য়ের মধ্যে বৈপরিত্যের সাথে সাথে সাদৃশ্য থাকে। যেমন–আসমান ও যমীনের মধ্যে।

اَلْبَابُ الثَّامِنُ فِى الْاِيْجَازِ وَ الْاِطْنَابِ وَالْمُسَاوَاةِ

كُلُّ مَا يَجُوْلُ فِى الصَّدْرِ مِنَ الْمَعَانِىْ يمكن اَنْ يُّعَبَّرَ عَنْهُ بِثَلَاثِ طُرُقٍ (١) اَلْمُسَاوَاتُ وَهِىَ تَادِيَةُ الْمَعْنٰى اَلْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ مُسَاوِيَةٍ لَهٗ بِاَنْ تَكُوْنَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِىْ جَرٰى بِهٖ عُرْفُ اَوْسَاطِ النَّاسِ-

وَهُمُ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْتَقُوْا اِلٰى دَرَجَةِ الْبَلَاغَةِ وَ لَمْ يَخْطُوْا اِلٰى دَرَجَةِ الْفَهَاهَةِ نَحْوُ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ (٢) وَالْاِيْجَازُ وَهُوَ تَادِيَةُ الْمَعْنٰى بِعِبَارَةٍ نَاقِصَةٍ عَنْهُ مَعَ وَفَائِهَا بِالْغَرَضِ نَحْوُ - قِفَانَبْكِ مِنْ ذِكْرِى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلِ- فَاِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرْضِ سُمِّىَ اِخْلَالًا كَقَوْلِهٖ - وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِىْ ظِلَا- لِالنُّوْكِ مِمَّنْ عَاشَ كَذَا - مُرَادُهٗ اَنَّ الْعَيْشَ الرَّغَدَ فِىْ ظِلَالِ الْحُمُقِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَيْشِ الشَّاقِ فِىْ ظِلَالِ الْعَقْلِ-

অষ্টম অধ্যায় ঃ সংক্ষেপন, দীর্ঘায়ন ও পরিমিতায়ন

মনে যেসব অর্থ আনাগোনা করে, তা তিন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়। যেমন-
(১) প্রথম পদ্ধতি ঃ মুসাওয়াত বা পরিমিতায়ন। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ এমন পাঠে উপস্থাপন করা, যা উদ্দেশ্যের সমান। তা এভাবে যে, উক্ত পাঠ হবে *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

সেই সীমারেখা অনুযায়ী, যা সাধারণ মানুষের প্রচলিত বাকরীতি হয়। সাধারণ মানুষ বলতে সেইসব লোক উদ্দেশ্য, যারা কথা-বার্তায় বালাগাতের মানদন্ডে উন্নীত হয় না, তেমনি এত নীচুস্তরে পৌঁছে যায় না, যেখানে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী–

واذ رأيت الذين يخو ضون في اياتنا فاعرض عنهم

অর্থাৎ– আর যখন আপনি দেখবেন যে, কাফেররা আমার আয়াতসমূহে ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন আপনি তাদের এড়িয়ে যান। এটি মুসাওয়াতের উদাহরণ।

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ সংক্ষেপন। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ এমন পাঠে উপস্থাপন করা, যা উক্ত অর্থের চেয়ে কম। কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। যেমন, ইমরুউল কায়সের এ কবিতার প্রথম লাইন-

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل - بسقط اللوى بين الدخول فحومل-

অর্থাৎ–হে আমার বন্ধুগণ! একটু দাঁড়াও, আমি একটু কেঁদে নিই। আমার প্রিয়া ও তার সেই বাসস্থান স্মরণ করে। যা দুখুল ও হাওমেল ইত্যাদির মাঝখানে পাথুরে টিলার নিকটে অবস্থিত। এখানে (প্রথম পংক্তি) যদিও ভাষার দিক দিয়ে ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু এ থেকেই উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়। কেননা, এমতপরিস্থিতিতে সহজেই বুঝা যায় যে, এখানে مضاف اليه উহ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ছিল-ذكرى حبيبنا و منزله আর যখন এই ঘাটতি পাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, তখন তাকে اخلال বা বিঘ্নকরণ বলা হয়। যেমন, নিম্নের কবিতা–

والعيش خيرفى ظلال - النوك ممن عاش كدا

এ থেকে কবির উদ্দেশ্য হলো, যে স্বচ্ছল জীবন নির্বুদ্ধিতার ছায়াতলে থাকে, তা সেই কঠিন জীবনের তুলনায় উত্তম যা বুদ্ধিমত্তার ছায়াতলে থাকে। কিন্তু দৃশ্যতঃ কবিতার মর্ম দাঁড়ায়–জীবন যদিও সংকট এবং বিপদের হোক, তা নির্বুদ্ধিতার সাথে উত্তম সেই জীবন থেকে, যা অকেজো এবং কষ্টকর হয়, যদিও তা বুদ্ধিমত্তার সাথে হয়। এ মর্ম সঠিক নয়। কেননা, অকেজো হওয়ার দিক দিয়ে দুজীবনই সমান। তাছাড়া দ্বিতীয় প্রকারের জীবন বুদ্ধিমত্তার সাথে থাকার কারণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কেননা, তাতে স্বচ্ছলতা আসার ও বিপদ অবসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(٣) وَالْاِطْنَابُ وَهُوَ تَادِيَةُ الْمَعْنٰى بِعِبَارَةٍ زَائِدَةٍ عَنْهُ مَعَ الْفَائِدَةِ نَحْوُ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اَىْ كَبِرْتُ فَاِذَا لَمْ تَكُنْ فِى الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ سُمِّىَ تَطْوِيْلًا اِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مُتَعَيِّنَةٍ وَحَشْوًا اِنْ تَعَيَّنَتْ فَالتَّطْوِيْلُ نَحْوُ وَاَلْفٰى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا- وَالْحَشْوُ نَحْوُ وَاَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْاَمْسِ قَبْلَهُ-

وَمِنْ دَوَاعِى الْاِيْجَازِ تَسْهِيْلُ الْحِفْظِ وَتَقْرِيْبُ الْفَهْمِ وَضَيْقُ الْمَقَامِ وَالْاِخْفَاءُ وَسَامَةُ الْمُحَادَثَةِ - وَمِنْ دَوَاعِى الْاِطْنَابِ تَثْبِيْتُ الْمَعْنٰى وَ تَوْضِيْحُ الْمُرَادِ وَالتَّوْكِيْدُ وَدَفْعُ الْاِبْهَامِ-

(৩) **তৃতীয় প্রকার ঃ** ইতনাব বা দীর্ঘায়ন। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ এমন পাঠে উপস্থাপন করা, যা তার মর্মের চেয়ে বেশী হয়। যেমন, কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর উক্তি-

رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيبا

অর্থাৎ-হে আমার প্রভু! আমার অস্থিপাঁজর দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেছি। আর এই অতিরিক্তকরণে যদি কোন লাভ না থাকে, তাহলে তাকে تطويل বা দীর্ঘায়িত করণ বলা হয়। তবে শর্ত হলো, সেই অতিরিক্তটুকু নির্দিষ্ট হবে না। যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তাকে حشو বা অতিরিক্ত বলে। تطويل-এর উদাহরণ وقددت الاديم اهشيه - والفى قولها كذبا ومينا

(এখানে كذب ও مين একই বাক্যে অহেতুক একত্রিত হয়েছে। কেননা, এটি, তাকীদের স্থান নয়। সুতরাং এ দু'টির যে কোন একটি অতিরিক্ত। কোনটি অতিরিক্ত তা নির্দিষ্ট নয়। কেননা, এ দু'টির যে কোনটি দ্বারা অর্থ শুদ্ধ হয়।)

কবিতার অর্থ-যাযীরা রাণী যব্বা নিজ পিতার হত্যার বদলায় জাযীমা আবরাশের শিরা কেটে দিয়েছে। এমনকি তার বাহুর ভিতরের দু'শিরাও কেটে গেছে। حشو-এর উদাহরণ-

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

اَقْسَامُ الْاِيْجَازِ

اَلْاِيْجَازُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِتَضَمُّنِ الْعِبَارَةِ الْقَصِيْرَةِ مَعَانِىْ كَثِيْرَةً وَهُوَ مَرْكَزُ عِنَايَةِ الْبُلَغَاءِ وَبِهِ تَتَفَاوَتُ اَقْدَارُهُمْ وَيُسَمّٰى اِيْجَازَ قَصْرٍ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ- وَاَمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ اَوْ جُمْلَةٍ اَوْ اَكْثَرَ مَعَ قَرِيْنَةٍ تَعَيَّنَ الْمَحْذُوْفُ وَيُسَمّٰى اِيْجَازَ حَذْفٍ فَحَذْفُ الْكَلِمَةِ كَحَذْفِ "لَا" فِىْ قَوْلِ اِمْرَئِ الْقَيْسِ-

সংক্ষেপণের প্রকারভেদ

ايجاز حذف (২) ايجاز قصر (১) -ايجاز বা সংক্ষেপকরণ দু'প্রকার যথাক্রমে- কেননা, সংক্ষেপন হতে পারে স্বল্প পাঠের মধ্যে প্রচুর অর্থ নিহিত করার মাধ্যমে। এটিই আরব সাহিত্যিক বাগ্মীদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এ পদ্ধতি অবলম্বনের দিক দিয়ে সাহিত্যিক বাগ্মীদের স্তর ও মর্যাদার তারতম্য হয়। এটিকে ايجاز قصر বলা হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী ولكم فى القصاص حيواة এ আয়াতের শব্দসংখ্যা খুব কম। কিন্তু অর্থ অনেক ব্যাপক।

অথবা উক্ত সংক্ষেপন হবে শব্দ বা এক বাক্য বা একাধিক বাক্য ঊহ্যকরণের মাধ্যমে। সাথে সাথে এমন লক্ষণ থাকতে হবে যা দ্বারা ঊহ্য অংশ নির্ধারিত হবে। এটিকে ايجازحذف বলা হয়। যেমন, ইমরুউল কায়সের নিম্নোক্ত কবিতায় ۷ উহ্য রয়েছে।

(পূর্ব পৃঃ পর) واعلم علم اليوم والامس قبله - ولكنى عن علم ما فى غد عمى

এখানে قبله শব্দটি যে অতিরিক্ত তা নির্দিষ্ট এবং অহেতুক।

কবিতার অর্থ ঃ আমার জ্ঞান আছে আজকের ও গতকালের। কিন্তু আগামীকাল সম্পর্কে আমি অন্ধ।

ايجاز। বা সংক্ষেপনের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে–মুখস্থকরণকে সহজ করা, বুঝকে নিকটবর্তী করা, স্থান সংকীর্ণ হওয়া, গোপন রাখা ও কথাবার্তায় দুঃখ পাওয়া। اطناب। বা দীর্ঘায়নের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে অর্থ স্থির করা, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা, তাকীদ করা ও সন্দেহ দূর করা।

فَقُلْتُ يَمِيْنُ اللّٰهِ اَبْرَحُ قَاعِدًا - وَلَوْ قَطَعُوْا رَاْسِىْ لَدَيْكَ وَاَوْصَالِىْ - وَحَذْفُ الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اَىْ فَتَأَسَ وَاصْبِرْ وَ حَذْفُ الْاَكْثَرِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاَرْسِلُوْنِ يُوْسُفَ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَىْ اَرْسِلُوْنِىْ اِلٰى يُوْسُفَ لِاَسْتَعْبِرَهٗ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوْا فَاَتَاهُ وَقَالَ لَهٗ يَايُوْسُفُ-

অনুবাদ ঃ فقلت يمين الله ابرح قاعدا - ولوقطعوا رأسى لديك واوصالى

অর্থাৎ–তখন আমি বললাম, আল্লাহর দোহাই! আমি সর্বদা বসেই থাকব, যদিও তারা তোমার সামনে আমার মাথা ও সকল গিরা কেটে ফেলে। এখানে ابرح এর পূর্বে ৮ উহ্য রয়েছে।

জুমলা হজফ করার উদাহরণ– আল্লাহ্‌র বাণী–

وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

এখানে وان يكذبوك –এর পরে তার জাযা فلاتأس واصبر উহ্য রয়েছে এবং সেস্থানে রাখা হয়েছে فقدكذبت এই বাক্যকে। সুতরাং অর্থ হবে–"যদি তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে, তাহলে দুঃখিত হবেন না, ধৈর্য ধরুন। কেননা, আপনার পূর্বের অনেক রাসূলকে অবিশ্বাস করা হয়েছে।"

একাধিক বাক্য হজফ করার উদাহরণ–আল্লাহ্‌রবাণী-

فارسلون - يوسف ايها الصديق

আসলে ছিল-

فارسلونى الى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فاتاه وقال له يايوسف

এখানে একাধিক বাক্য মাহ্‌জুফ রয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে–"তোমরা আমাকে ইউসুফের নিকট প্রেরণ কর যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে পারি। লোকেরা তা-ই করল। সে তাঁর নিকট গেল এবং বলল, হে ইউসুফ!"

اَقْسَامُ الْاِطْنَابِ

اَلْاِطْنَابُ يَكُوْنُ بِاُمُوْرٍ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِ نَحْوُ اِجْتَهِدُوْا فِىْ دُرُوْسِكُمْ وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةِ وَفَائِدَةُ التَّنْبِيْهُ عَلٰى فَضْلِ الْخَاصِّ كَاَنَّهٗ لِرَفْعَتِهٖ جِنْسٌ اٰخَرَ مُغَائِرٌ لِمَا قَبْلَهٗ وَمِنْهَا ذِكْرُ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-

দীর্ঘায়নের প্রকারভেদ

অনুবাদ ঃ اطناب বা দীর্ঘায়ন অনেক পদ্ধতিতে হয়। যথা ঃ (১) عام-এর পরে خاص উল্লেখ করা। যেমন اجتهدوا فى دروسكم واللغة العربية অর্থাৎ-তোমরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়সমূহে ও আরবী ভাষায় পরিশ্রম কর।

এ পদ্ধতির উপকারিতা হলো-خاص -এর প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রোতাকে সচেতন করা। উন্নত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এটি যেন পূর্বের চেয়ে ভিন্ন একটি শ্রেণী।

(২) خاص-এর পরে عام উল্লেখ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী-

رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مومنا وللمؤمنين والمؤمنات

অর্থাৎ-হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যে ব্যক্তি মু'মিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদেরকে।

এ পদ্ধতির উপকারিতা হলো-শ্রোতাকে এ ব্যাপারে সচেতন করা যে, যদিও হুকুমটি 'আম বা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এ হুকুম বিশেষ ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য।

وَمِنْهَا الْاِيْضَاحُ بَعْدَ الْاِبْهَامِ نَحْوُ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ - وَمِنْهَا التَّوْشِيْعُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْتٰى فِىْ اٰخِرِ الْكَلَامِ بِمُثَنًّى مُفَسَّرٍ بِاِثْنَيْنِ كَقَوْلِهٖ- اَمْسٰى وَاَصْبَحَ مِنْ تِذْكَارِ كُمْ وَصَبًا- يَرْثِىْ لِىْ الْمُشْفِقَانِ الْاَهْلُ وَالْوَلَدُ-

অনুবাদ ঃ (৩) ابهام-এর পরে ايضاح। অর্থাৎ প্রথমে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী-

امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين

অর্থাৎ-তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদের সাহায্য করেছেন এমন বস্তু দ্বারা, যা তোমরা জান। তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন পশুপাল ও পুত্রাদি দ্বারা।

এখানে بماتعلمون ছিল অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অতঃপর এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এটির ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এ পদ্ধতির উপকারিতা হলো-শ্রোতার মনে কোন বিষয় ভালভাবে বসিয়ে দেয়া। কেননা, প্রথমে যখন একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়, তখন শ্রোতার মনে তা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর মানব প্রকৃতির নিয়ম হলো-আগ্রহের পরে যখন কোন বিষয় অর্জিত হয়, তখন মনে তার খুব মূল্যায়ন হয় এবং তা মনে ভালভাবে স্থান দখল করে নেয়।

(৪) توشيع-অর্থাৎ বাক্যের শেষে একটি দ্বি-বচন উল্লেখ করা হয় এবং তার ব্যাখ্যা করা হয় দু'টি বস্তু দ্বারা। যেমন, কবির ভাষায়-

امسى واصبح من تذكار وصبا - يرثى لى المشفقان الاهل والولد

অর্থাৎ-আমি তোমাদের স্মরণে সকাল-বিকাল বিগলিত হই। আমার এই দুরবস্থায় দুই দয়ালু-স্ত্রী ও সন্তান শোক প্রকাশ করতে থাকে।

এখানে المشفقان একটি দ্বি-বচন শব্দ। এটিকে ব্যাখ্যা করছে الاهل এবং الولد শব্দ দু'টি।

وَمِنْهَا التَّكْرِيْرُ لِغَرَضٍ كَطُوْلِ الْفَصْلِ فِيْ قَوْلِهٖ- وَاِنَّ امْرَأً دَامَتْ مَوَاثِيْقُ عَهْدَهٗ - عَلٰى مِثْلِ هٰذَا اِنَّهٗ لَكَرِيْمٌ - وَزِيَادَةُ التَّرْغِيْبِ فِى الْعَفْوِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদ ঃ (৫) কোন সূক্ষ্ম কারণে শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা। এই সূক্ষ্ম কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যথা- (ক) নিম্নের কবিতায় সূক্ষ্ম কারণ হলো দীর্ঘ ব্যবধান।

وان امرأ دامت مواثيق عهده - على مثل هذا انه لكريم

অর্থাৎ–নিশ্চয় যে ব্যক্তির অঙ্গীকার এরূপ বিষয়ের উপর সর্বদা অটুট থাকে, তিনি নিশ্চয়ই সম্মানিত ও ভদ্র।

এখানে انه শব্দটিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেননা امرأ হল ان -এর ইসম। আর لكريم হলো তার খবর। এ দু'য়ের মাঝখানে دامت مواثيق عهده على مثل هذا -এর বিরাট ব্যবধান রয়েছে যা ইসমের সিফাত।

(খ) আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্ম কারণ হলো ক্ষমার প্রতি অধিক উৎসাহ প্রদান।

وان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفرو فان الله غفور رحيم-

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু রয়েছে। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তাদের ক্ষমা করবে, উপেক্ষা করবে ও মাফ করবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে একই আদেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ক্ষমার প্রতি অধিক উৎসাহ প্রদান ও তা পালনে মানুষদেরকে জোরদার উদ্বুদ্ধ করা।

وَكَتَاكِيْدِ الْاِنْذَارِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ وَمِنْهَا الْاِعْتِرَاضُ وَهُوَ تَوَسُّطُ لَفْظٍ بَيْنَ اَجْزَاءِ جُمْلَةٍ اَوْ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ مُرَتَّبَطَتَيْنِ مَعْنًى لِغَرْضٍ نَحْوُ -اِنَّ الثَّمَانِيْنَ وَبُلِّغْتَهَا- قَدْ اَحْوَجَتْ سَمْعِىْ اِلٰى تَرْجُمَانٍ-

(গ) আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতে انذار বা সতর্ক করার প্রতি তাকীদ আরোপ করাই পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্ম কারণ।

كلاسوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون

অর্থাৎ– কিছুতেই নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। অতঃপর কিছুতেই নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

এখানে كلا (حرف ردع) দ্বারা দুনিয়াবী বিষয়ে অতি মনোনিবেশ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা উদ্দেশ্য। আর سوف تعلمون দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য। সুতরাং এটিকে পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য জোরালোভাবে ردع বা নিবৃত্ত করা এবং সতর্ক করা।

(৬) জুমলায়ে মু'তারেযা হওয়া। এ হলো– কোন উদ্দেশ্যে বাক্যের অংশসমূহের মাঝখানে অথবা অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'টি বাক্যের মাঝখানে কোন বাক্য আসা। যেমন–

ان الثمانين وبلغتها -قد احوجت سمعي الى ترجمان

অর্থাৎ– আশি বছর বয়স আল্লাহ তোমাকে আশি বছর বয়স দান করুন) আমার কানকে এক দোভাষীর প্রতি মুখাপেক্ষী করেছে। (এখানে وبلغتها একটি জুমলায়ে মু'তারেযা। শ্রোতাকে দো'আ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাক্যের অংশসমূহের মাঝখানে এটিকে আনা হয়েছে।

وَنَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ- وَمِنْهَا الْاِيْغَالُ وَهُوَخَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيْدُ غَرْضًا يَتِمُّ الْمَعْنٰى بِدُوْنِهٖ-

كَالْمُبَالَغَةِ فِىْ قَوْلِ الْخَنْسَاءِ - وَاِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهٖ- كَاَنَّهٗ عَلَمٌ فِىْ رَاْسِهٖ نَارٌ- وَمِنْهَا التَّذْيِيْلُ وَهُوَ تَعْقِيْبُ الْجُمْلَةِ بِاُخْرٰى تَشْتَمِلُ عَلٰى مَعْنَاهَا تَاكِيْدًا لَّهَا وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَارِيًا مَجْرَى الْمَثَلِ لِاِسْتِقْلَالِ مَعْنَاهُ وَاِسْتِغْنَائِهٖ عَمَّا قَبْلَهٗ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا- وَاِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ غَيْرُ جَارٍ مَجْرَى الْمَثَلِ لِعَدَمِ اِسْتِغْنَائِهٖ عَمَّا قَبْلَهٗ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى ذٰلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَل نُجَازِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ-

وَمِنْهَا الْاِحْتِرَاسُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْتٰى فِىْ كَلَامٍ يُوْهِمُ خِلَافَ الْمَقْصُوْدِ بِمَا يَدْفَعُهٗ نَحْوُ - فَسَقٰى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا - صَوْبُ الرَّبِيْعِ وَدِيْمَةٌ تَهْمِىْ مِنْهَا التَّكْمِيْلُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْتٰى بِفُضْلَةٍ تَزِيْدُ الْمَعْنٰى حُسْنًا نَحْوُ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ اَىْ مَعَ حُبِّهٖ وَذٰلِكَ اَبْلَغُ فِى الْكَرَمِ-

অনুবাদ ঃ তেমনি আল্লাহর বাণী–

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

অর্থাৎ–তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে (আল্লাহ এ থেকে পবিত্র) অথচ নিজেদের জন্য তা-ই সাব্যস্ত করে যা তারা চায়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

এখানে سبحانه জুমলায়ে মু'তোরেযা। এটি আসলে اسبحه سبحانه ছিল। এটি একটি বাক্যের অংশসমূহের মাঝখানে এসেছে, আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে।

অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'টি বাক্যের মাঝখানে জুমলায়ে মু'তারেযা ব্যবহারের উদাহরণ আল্লাহ্‌র বাণী–

فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم

এখানে ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين এই বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারেযা যা فاتوهن من حيث امركم الله এবং نساءكم حرث لكم এই দু'বাক্যের মাঝখানে এসেছে। আর এ বাক্য দু'টি অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেননা, প্রথম বাক্যের মর্মই দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে।

(৭) ইতনাবের সপ্তম পদ্ধতি ايغال। অর্থাৎ বাক্যকে এমন শব্দে শেষ করা, যা এমন উদ্দেশ্য নির্দেশ করে যা ব্যতীত বাক্য পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন, খানসার নিম্নোক্ত কবিতায় মুবালাগা বা অতিরঞ্জন।

وان صخرا لتأتم الهداة به-كانه علم فى رأسه نار

অর্থাৎ–নিশ্চয় আমার ছখর ছিলেন এমন ব্যক্তি যার অনুসরণ করত জাতির নেতারা। সাধারণ লোকেরা তো হিসাবের বাইরে। মর্যাদা ও সম্মানে তিনি ছিলেন যেন পাহাড়, যার মাথায় আগুন জ্বলত এবং তাতে পুরো জগত আলোকিত হত।

এখানে فى رأسه نار বাক্যাংশটুকু বাড়ানো হয়েছে নিছক অতিরঞ্জনের জন্য। কারণ এছাড়াও আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। কেননা, জাতির নেতারা তার অনুসরণ করে এবং তিনি পাহাড়ের মত–এতটুকু বললেই তার উচ্চ মর্যাদা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

(৮) ইতনাবের অষ্টম পদ্ধতি تذييل অর্থাৎ একটি বাক্যের পরে আরেকটি এমন বাক্য ব্যবহার করা, যা প্রথম বাক্যের অর্থ সম্বলিত হয় এবং তার তাকীদ হয়। এটি দুই প্রকার। (ক) সেটি স্বতন্ত্র অর্থের অধিকারী হওয়া এবং পূর্বের বাক্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার কারণে مثل -এর স্থলাভিষিদ্ধ হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী-

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا অর্থাৎ–সত্য সমাগত হয়েছে আর মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসারিত হওয়ারই ছিল। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

ان الباطل كان زهوقا এই বাক্যটি পূর্বের বাক্যের অর্থই ধারণ করে। তাই তা পূর্বের বাক্যের তাকীদ স্বরূপ এবং এ বাক্য দ্বারা সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যার অর্থ পূর্বের বাক্যের উপর নির্ভরশীল নয় বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

(খ) অথবা সেটি পূর্বের বাক্য থেকে অমুখাপেক্ষী না হওয়ার কারণে مثل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে না। যেমন, আল্লাহর বাণী– ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور অর্থাৎ–এ বদলা আমি তাদের দিলাম তাদের কুফরী ও অকৃতজ্ঞতার জন্য। আর কাফের ও অকৃতজ্ঞদেরই তো আমি বদলা দেই।

এ আয়াতে বদলা বলতে যদি বিশেষ বদলা উদ্দেশ্য হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ارسال سيل العرم ও বাগিচা ওলট-পালট করা, তাহলে এটি স্বতন্ত্র হওয়ার দিক দিয়ে مثل-এর স্থলাভিষিক্ত হবে না। এমতাবস্থায় পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যদি বদলা বলতে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উল্লিখিত বাক্যটি مثل –এর স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা, এমতাবস্থায় আয়াতের মর্মার্থ পূর্বের বাক্যের উপর নির্ভরশীল হবে না। মোটকথা আয়াতটি উল্লিখিত উভয় প্রকারের উদাহরণ হতে পারে।

(৯) ইতনাবের নবম প্রকার احتراس। অর্থাৎ যে বাক্যে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী মর্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাতে এমন কোন শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা, যাতে উক্ত সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। যেমন–

فسقى ديارك غير مفسدها-صوب الربيع وديمة تهمى

কবিতার মর্মার্থ– কবি শ্রোতাকে দু'আ দিয়ে বলছে যে, বসন্তের বৃষ্টি ও মুষলধার বৃষ্টি তোমার দেশ সিক্ত করুক। এমতাবস্থায় যে উক্ত বৃষ্টি দেশের কোন ক্ষতি করবে না।

এখানে غير مفسدها বাক্যাংশটি একটি সন্দেহ দূর করছে, যা পূর্বের বাক্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহ হলো– যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হবে, তখন দেশ বন্যায় ডুবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে এটি দু'আ না হয়ে বদদু'আ হয়ে যাবে।

(১০) ইতনাবের দশম পদ্ধতি تكميل অর্থাৎ যে বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থের পরিপন্থী অর্থ হওয়ার আশংকা নেই তাতে এমন একটি অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা, যাতে অর্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী- ويطعمون الطعام على حبه অর্থাৎ–তারা আহার করায়, তার ভালবাসা সত্ত্বেও। এখানে على حبه কথাটুকু অতিরিক্ত, যা না হলেও আয়াতের অর্থে বিপত্তি ঘটবার আশংকা ছিল না। কিন্তু এটুকু যোগ করার কারণে অর্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা হলো বদান্যতার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা।

اَلْخَاتِمَةُ (পরিশিষ্ট)

فِىْ اِخْرَاجِ الْكَلَامِ عَلٰى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ

اِيْرَادُ الْكَلَامِ عَلٰى حَسْبِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوَاعِدِ يُسَمّٰى اِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَقَدْ تَقْتَضِى الْاَحْوَالُ الْعُدُوْلَ عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَيُوْرَدُ الْكَلَامُ عَلٰى خِلَافِهٖ فِىْ اَنْوَاعٍ مَخْصُوْصَةٍ مِنْهَا تَنْزِيْلُ الْعَالِمِ بِفَائِدَةِ الْخَبْرِ اَوْ لَازِمِهَا مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ بِهَا لِعَدَمِ جَرْيِهٖ عَلٰى مُوْجَبِ عِلْمِهٖ فَيُلْقٰى اِلَيْهِ الْخَبَرُ كَمَا يُلْقٰى اِلَى الْجَاهِلِ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُّوْذِىْ اَبَاهُ هٰذَا اَبُوْكَ-

বাহ্যিক চাহিদার বিপরীতে বাক্য ব্যবহার

ইতোপূর্বে যেসব নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে, সে অনুযায়ী বাক্য ব্যবহার করার নাম বাহ্যিক দাবী মোতাবেক বাক্য ব্যবহার করা। কখনো কখনো অবস্থার দাবী থাকে বাহ্যিক দাবী থেকে সরে যাওয়া এবং তার বিপরীতে বাক্য ব্যবহার করা। এজন্য বিশেষ কিছু প্রকার রয়েছে। যথা-

(১) খবরের অর্থ বা অনুষঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি নিজ জ্ঞান অনুযায়ী না চলার কারণে তাকে অজ্ঞ ব্যক্তির স্তরে নামানো। সেমতে তার নিকট খবরটি পেশ করা হয় অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যেভাবে পেশ করা হয় সেভাবে। যেমন–যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে কষ্ট দেয়, তাকে তুমি বলবে هذا ابـوك ইনি তোমার পিতা।

وَمِنْهَا تَنْزِيْلُ غَيْرِ الْمُنْكِرِ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ اِذَا لَاحَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْاِنْكَارِ فَيُؤَكَّدُ لَهُ نَحْوُ - جَاءَ شَقِيْقُ عَارِضًا رِمْحَهُ - اِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحُ - وَكَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُوْلَ الْفَرَجِ اَنَّ الْفَرَجَ لَقَرِيْبٌ- وَتَنْزِيْلُ الْمُنْكِرِ اَوِ الشَّاكِّ مَنْزِلَةَ الْخَالِيْ اِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ مَا اِذَا تَاَمَّلَهُ زَالَ اِنْكَارُهُ اَوْشَكُّهُ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُّنْكِرُ مَنْفَعَةَ الطِّبِّ اَوْ يَشُكُّ فِيْهَا الطِّبُّ نَافِعٌ-

وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِيْ مَوْضَعَ الْمُضَارِعِ لِغَرْضٍ كَالتَّنْبِيْهِ عَلٰى تَحَقُّقِ الْحُصُوْلِ نَحْوُ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ اَوِ التَّفَاؤُلِ نَحْوُ اِنْ شَفَاكَ اللّٰهُ الْيَوْمَ تَذْهَبُ مَعِيْ غَدًا-

(২) যে ব্যক্তি অস্বীকারকারী নয়, যখন তার মধ্যে অস্বীকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন তাকে অস্বীকারকারীর স্তরে নামানো। সেমতে তার নিকট তাকীদযুক্ত খবর পেশ করা হয়। যেমন -

جاء شقيق عارضا رمحه- ان بنى عمك فيهم رماح

অর্থাৎ–শাকীক এসেছে বর্শা আড় করে ধরে। নিশ্চয় তোমার চাচাত ভাইদের হাতে বর্শাসমূহ রয়েছে।

তেমনি যে ভিক্ষুক সচ্ছলতা অর্জন অসম্ভব মনে করে। তাকে তুমি বললে- ان الفرج لقريب অর্থাৎ –নিশ্চয়ই সচ্ছলতা অতি নিকটে।

আর অস্বীকারকারী বা সন্দেহকারীর সাথে যখন এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে, যা সে চিন্তাভাবনা করলে তার অস্বীকার বা সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তাকে চিন্তামুক্ত ব্যক্তির স্তরে নামানো। যেমন–যে ব্যক্তি চিকিৎসার উপকারিতা স্বীকার করে না, তাকে তুমি বললে- الطب نافع। চিকিৎসা উপকারী।

(৩) মুযারে‘ এর স্থানে কোন উদ্দেশ্যে মাযী স্থাপন করা। যেমন, (ক) কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা সম্পর্কে শ্রোতাকে সচেতন করা। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَعَكْسُهُ اَىْ وَضْعُ الْمُضَارِعِ مَوْضَعَ الْمَاضِىْ لِغَرْضٍ كَاِسْتِحْضَارِ الصُّوْرَةِ الْغَرِيْبَةِ فِى الْخِيَالِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا اَىْ فَاَثَارَتْ وَاِفَادَتِ - الْاِسْتِمْرَارِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَاضِيَةِ نَحْوُ لَوْيُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ-

অনুবাদ ঃ আবার কোন উদ্দেশ্যে বিপরীত করা। অর্থাৎ মাযীর স্থানে মুযারে স্থাপন করা। যেমন, (ক) অসাধারণ চিত্রকে কল্পনায় উপস্থিত করা। যথা আল্লাহ্‌র বাণী-

وهو الذى ارسل الرياح فتثير سحابا

অর্থাৎ–আল্লাহ তিনিই, যিনি বাতাস প্রেরণ করেছেন। অতঃপর সে বাতাস মেঘমালা চালিয়ে নিয়ে যায়।

এখানে فاثارت-এর স্থানে فتثير ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) অতীতকালে কোন ঘটনার চলমানতা বুঝানোর জন্য। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

لويطيعكم فى كثير من الامر لعنتم

অর্থাৎ–রাসূল যদি অধিক বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করেন, তাহলে তোমরা কষ্টে পড়তে। অর্থাৎ তিনি যদি তোমাদের কথা মেনে চলতে থাকতেন।

(পূর্ব পৃঃ পর) যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী– اتى امرالله فلا تستعجلوه

অর্থাৎ–আল্লাহ তাআলার আদেশ এসে গেছে। অতএব তোমরা তা তাড়াতাড়ি আসবার কামনা করো না।

(খ) শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। যেমন-

ان شفاك الله اليوم تذهب معي غدا

অর্থাৎ–যদি আল্লাহ তাআলা আজ তোমাকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে আগামীকাল তুমি আমার সাথে যাবে।

اَىْ لَوْ اِسْتَمَرَّ عَلٰى اِطَاعَتِكُمْ وَمِنْهَا وَضْعُ الْخَبَرِ مَوْضَعَ الْاِنْشَاءِ لِغَرْضٍ كَالتَّفَاوُلِ نَحْوُ هَدَاكَ اللّٰهُ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَاِظْهَارِ الرَّغْبَةِ نَحْوُ رَزَقَنِىَ اللّٰهُ لِقَاءَكَ - وَالْاِحْتِرَازِ عَنْ صُوْرَةِ الْاَمْرِ تَادُّبًا كَقَوْلِكَ يَنْظُرُ مَوْلَاىَ فِىْ اَمْرِىْ وَعَكْسُهُ اَىْ وَضْعُ الْاِنْشَاءِ مَوْضَعَ الْخَبَرِ لِغَرْضٍ كَاِظْهَارِ الْعِنَايَةِ بِالشَّيْئِ نَحْوُ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ لَمْ يَقُلْ وَاِقَامَتِهِ وُجُوْهِكُمْ عِنَايَةً بِاَمْرِ الصَّلٰوةِ وَالتَّحَاشِىْ عَنْ مُوَازَاةِ اللَّاحِقِ بِالسَّابِقِ نَحْوُ قَالَ اِنِّىْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهِدُوْا اِنِّىْ بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ لَمْ يَقُلْ اَشْهَدُكُمْ تَحَاشِيًا عَنْ مُوَازَاةِ شَهَادَتِهِمْ بِشَهَادَةِ اللّٰهِ-

অনুবাদ ঃ (৪) ইনশায়ী জুমলার স্থানে কোন উদ্দেশ্যে খবরী জুমলা স্থাপন করা। যেমন, (ক) শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন-هداك الله لصالح الاعمال আল্লাহ তাআলা তোমাকে নেক কাজের পথ প্রদর্শন করুন। এখানে اللهم اهدة-এর স্থানে هداك الله বলা হয়েছে।

(খ) আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করা। যেমন رزقنى الله لقاءك আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার সাক্ষাত নসীব করুন।

(গ) শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য আদেশের রূপ পরিহার করা। যেমন, তুমি বলতে পার–

ينظر مولا ئى فى امرى অর্থাৎ-আমার মনিব আমার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন।

আবার এর বিপরীতও করা হয়। অর্থাৎ খবরিয়া বাক্যের স্থানে কোন উদ্দেশ্যে ইনশায়ী বাক্য স্থাপন করা হয়। যেমন, (ক) কোন বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করা। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী–

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

وَالتَّسْوِيَةُ نَحْوُ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يَّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ
وَمِنْهَا الْاِضْمَارُ فِىْ مَقَامِ الْاِظْهَارِ لِغَرْضٍ كَادِّعَاءِ اَنَّ مَرْجَعَ
الضَّمِيْرِ دَائِمُ الْحُضُوْرِ فِى الذِّهْنِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ - اَبَتِ
الْوِصَالَ مَخَافَةَ الرُّقَبَاءِ - وَاَتَتْكَ تَحْتَ مَدَارِعِ الظُّلَمَاءِ-
اَلْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهٗ مَرْجِعٌ فَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ
الْاِظْهَارُ- وَتَمْكِيْنُ مَابَعْدَ الضَّمِيْرِ فِىْ نَفْسِ السَّامِعِ
لِتَشَوُّقِهٖ - اِلَيْهِ اَوَّلًا نَحْوُ- هِىَ النَّفْسُ مَاحَمَّلْتَهَا تَتَحَمَّلُ
وَهُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ نِعْمَ التِّلْمِيْذُ الْمُؤَدَّبُ-

অনুবাদ ঃ (গ) সমতা জ্ঞাপন করা। অর্থাৎ কোন কাজ এবং তার বিপরীত কাজের মধ্যে সমতা নির্দেশ করা। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

انفقوا طوعا اوكرها لن يتقبل منكم *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) قل امر ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد

অর্থাৎ–হে নবী! আপনি বলে দিন, আমার প্রভু ন্যায়বিচারের আদেশ করেছেন এবং (এ মর্মে আদেশ করেছেন যে) প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা মুখমন্ডল সোজা রাখবে।

এখানে নামাযের হুকুমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য اقامة وجوهكم বলা হয়নি।

(খ) পরের বিষয়কে পূর্বের বিষয়ের সমান্তরাল রাখতে না চাওয়া। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী–

قال انى اشهد الله واشهدوا انى برئ مما تشركون

অর্থাৎ–তিনি বললেন–আমি আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রাখলাম। আর তোমরা সাক্ষী থাক যে, তোমরা যে সব বস্তুকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করছ আমি সেসব থেকে মুক্ত।

এখানে واشهدكم বলা হয়নি। কেননা, তাদের সাক্ষ্যকে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যের সমান্তরালে রাখতে পছন্দ করা হয়নি।

অর্থাৎ-তোমরা স্বেচ্ছায় দান কর কিংবা অনিচ্ছায়। তোমাদের দান কখনই কবুল করা হবে না।

এখানে সমতা বুঝানোর জন্য খবরিয়ার স্থানে ইনশায়ী বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫) পঞ্চম প্রকার ইসমে জাহেরের স্থানে কোন উদ্দেশ্যে যমীর ব্যবহার করা। যেমন, (ক) এ দাবী করা যে, যমীরের মারজা মস্তিষ্কে সর্বদা উপস্থিত থাকে। যেমন, কবির ভাষায়-

ابت الوصال مخافة الرقباء - واتتك تحت مدارع الظلماء

অর্থাৎ-শত্রুদের ভয়ে প্রেমিকা মিলনে অস্বীকার করেছে। অথচ সে অন্ধকারের চাদরের নীচে তোমার নিকট আগমন করে।

ابت ও اتت ফে'লের ফায়েল হলো যমীর। অথচ পূর্বে তার মারজা উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার দাবী হলো ইসমে জাহের ব্যবহার করা। কিন্তু ইসমে জাহেরের স্থানে যমীর ব্যবহার করা হয়েছে এ রহস্যের প্রতি ইংগিত করার জন্য যে, কবির দাবী হলো-যমীরের মারজা সর্বদাই মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকে, কখনই অনুপস্থিত হয় না।

(খ) যমীরের পরে আগমনকারী বিষয়কে শ্রোতার মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়া, যাতে সে প্রথম থেকেই তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কেননা, অপেক্ষার পরে যখন কোন বিষয় জানা যায়, তখন তা মনে ভালভাবে বসে যায়। যেমন - هى النفس ما حملتها تتحمل

অর্থাৎ-এ-ই তো জীবন, তুমি তার উপর যা চাপাবে, সে তা বহন করবে।

-هو الله احد অর্থাৎ-তিনিই আল্লাহ যিনি এক -نعم تلميذا المؤدب অর্থাৎ-সে-ই তো উত্তম ছাত্র, যে শিষ্ট।

এসব ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থার দাবী ছিল ইসমে জাহের ব্যবহার করা। কেননা, পূর্বে মারজা উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ইসমে জাহের ব্যবহার না করে প্রথম স্থানে যমীরে কেচ্ছা, দ্বিতীয় স্থানে যমীরে শান এবং তৃতীয় স্থানে نعم-এর লুকায়িত যমীর ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে শ্রোতা প্রথমে যমীর দেখেই পরবর্তী বিষয়ের জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে।

وَعَكْسُهُ اَيِ الْاِظْهَارُ فِىْ مَقَامِ الْاِضْمَارِ لِغَرْضٍ كَتَقْوِيَةِ دَاعِى الْاِمْتِثَالِ كَقَوْلِكَ لِعَبْدِكَ سَيِّدُكَ يَأْمُرُكَ بِكَذَا وَمِنْهَا الْاِلْتِفَاتُ وَهُوَ نَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ حَالَةِ التَّكَلُّمِ اَوِ الْخِطَابِ اَوِ الْغَيْبَةِ اِلٰى حَالَةٍ اُخْرٰى مِنْ ذٰلِكَ فَالنَّقْلُ مِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْخِطَابِ نَحْوُ وَمَالِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ اَىْ اُرْجَعَ - وَمِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْغَيْبَةِ نَحْوُ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَمِنَ الْخِطَابِ اِلَى التَّكَلُّمِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ اَتَطْلُبُ وَصْلَ رَبَّاتِ الْجَمَالِ وَقَدْ سَقَطَ الْمَشِيْبُ عَلٰى قَذَالِىْ-

অনুবাদ ঃ কখনো এর বিপরীত করা হয়। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য বশতঃ যমীরের স্থানে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়। যেমন আদেশ পালনের কারণ জোরদার করা। যেমন, তুমি তোমার গোলামকে বললে- سيدك يأمرك بكذا অর্থাৎ- তামার মনিব তোমাকে এমর্মে আদেশ করছেন। এখানে انا امرك بكذا না বলে سيدك يأمرك بكذا বলা হয়েছে।

(৬) ষষ্ঠ প্রকার ইলতেফাত অর্থাৎ বাক্যকে উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ বা নামপুরুষ অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা। উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে পরিবর্তনের উদাহরণ কুরআনের বাণী-

ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون

অর্থাৎ-আমার কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করব না। অথচ তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (এখানে ارجع এর স্থানে ترجعون ব্যবহার করা হয়েছে।)

উত্তমপুরুষ থেকে নাম পুরুষে পরিবর্তনের উদাহরণ আল্লাহ্‌র বাণী-

انااعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

وَمِنْهَا تَجَاهُلُ الْعَارِفِ وَهُوَسُوْقُ الْمَعْلُوْمِ مَسَاقَ غَيْرِهِ لِغَرْضٍ كَالتَّوْبِيْخِ نَحْوُ اَيَا شَجَرَ الْخَابُوْرِ مَالَكَ مُوْرَقًا – كَانَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلٰى اِبْنِ طَرِيْفِ – وَمِنْهَا اُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ وَهُوَ تَلَقِّى الْمُخَاطَبِ بِغَيْرِمَا يَتَرَقَّبُهٗ اَوِ السَّائِلِ بِغَيْرِمَا يَطْلُبُهٗ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهُ الْاَوْلٰى بِالْقَصْدِ فَالْاَوَّلُ يَكُوْنُ محَمْلِ الْكَلَامِ عَلٰى خِلَافِ مُرَادِ قَائِلِهٖ كَقَوْلِ الْقَبَعْثَرٰى لِلْحَجَّاجِ وَقَدْ تَوَعَّدَهٗ بِقَوْلِهٖ لَاَحْمَلَنَّكَ عَلَي الْاَدْهَمِ مِثْلُكَ الْاَمِيْرُ يَحْمِلُ عَلَى الْاَ دْهَمِ وَالْاَ شْهَبِ فَقَالَ الْحَجَّاجُ اَرَدْتُ الْحَدِيْدَ فَقَالَ الْقَبَعْثَرٰى لِاَنْ يَّكُوْنَ حَدِيْدًا خَيْرٌمِنْ اَنْ يَّكُوْنَ بَلِيْدًا اَرَادَ الْحَجَّاجُ بِا لْاَدْهَمِ الْقَيْدَ وَبِالْحَدِ يْدِ الْمَعْدَنَ الْخصُوْصَ وَحَمَلَهَا الْقَبَعْثَرٰى عَلَى الْفَرَسِ الْاَدْهَمِ الَّذِىْ لَيْسَ بَلِيْدًا–

অনুবাদঃ সপ্তম প্রকার অবগত ব্যক্তির সাথে অনবগত ব্যক্তির মত আচরণ করা। অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়কে কোন উদ্দেশ্যবশতঃ অজ্ঞাত বিষয়ের মত *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ–নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। (এখানে فصل لنا-এর পরিবর্তে فصل لربك বলা হয়েছে।) মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষে পরিবর্তনের উদাহরণ নিম্নরূপ-

اتطلب وصل ربات الجمال ـ وقد سقط المشيب على قذالى

অর্থাৎ–ওহে! তুমি কি এখনও সুন্দরী তরুণীদের মিলন কামনা কর? অথচ শুভ্রতা আমার ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে। অর্থাৎ এখন তো তুমি বৃদ্ধ হয়েছ। তোমার জন্য উচিত নয় সুন্দরী তরুণীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অস্থির হওয়া। (এখানে প্রথমে اتطلب। আবার পরে على قذالى বলা হয়েছে। বাহ্যতঃ على قذالك বলা উচিত ছিল।)

(পূর্ব পৃঃ পর) করে উপস্থাপন করা। যেমন, শ্রোতাকে ভর্ৎসনা করা। উদাহরণ-

ايا شجر الخابور مالك مورقا- كانك لم تجزع على ابن طريف

অর্থাৎ-হে খাবুর উপত্যাকার গাছ! তুমি সতেজ কেন? মনে হয় তোমার মধ্যে ইবনে তরিফের দুঃখ নেই। (লায়লা বিনতে তরিফ নিশ্চিত যে, ইবনে তরিফের জন্য গাছের কোন দুঃখবেদনা নেই। তথাপি না জানার ভান করে ভর্ৎসনার জন্য كانك শব্দটি ব্যবহার করেছে যা সন্দেহ বুঝায়।

(৮) অষ্টম প্রকার উসলূবুল হাকীম বা প্রজ্ঞাবানের পদ্ধতি। অর্থাৎ শ্রোতা যা আশা করতে থাকে, তা থেকে ভিন্ন কোন কথা নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া। অর্থাৎ শ্রোতা যে উত্তর আশা করছিল সে উত্তর না দিয়ে অন্য উত্তর দেয়া। অথবা প্রশ্নকারী যা জানতে চায়, তা না জানিয়ে অন্য কথা জানানো। এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তা-ই জানার ইচ্ছা করা উত্তম।

প্রথম পদ্ধতি এভাবে হয় যে, বাক্যকে বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থে গ্রহণ করা হয়। যেমন, কাবা'ছারী নামক কবিকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ধমক দিয়ে বলেছিলেন- لاحملنك على الادهم অর্থাৎ-আমি তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই বেড়িতে চড়াব। অর্থাৎ তোমার পায়ে বেড়ি পরাব। ادهم শব্দের দু'টি অর্থ হয়-বেড়ি ও কালো ঘোড়া। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শব্দটি ব্যবহার করেছিল বেড়ি অর্থে। কিন্তু কাবা'ছারী এটিকে সে অর্থে না নিয়ে কালো ঘোড়ার অর্থ গ্রহণ করে জবাব দিল। বলল-

مثلك الا مير يحمل على الادهم والاشهب

অর্থাৎ-আপনার মত আমীর কালো ঘোড়ায়ও চড়াতে পারেন, লালচে কালো ঘোড়ায়ও চড়াতে পারেন।

অর্থাৎ-আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে কারো পায়ে বেড়ি পরান শোভনীয় নয়। বরং বদান্যতা স্বরূপ ঘোড়া দান করাই উচিত। হাজ্জাজ তখন বলল -اردت الحديد অর্থাৎ-আমি আদহাম বলতে লোহার শিকল বুঝিয়েছি। (حديد শব্দেরও দু'টি অর্থ হয়-লোহা ও দ্রুতগামী। হাজ্জাজ একটিকে লোহা অর্থে ব্যবহার করলেও কাবা'ছারী তা দ্রুতগামী অর্থে গ্রহণ করল। তারপর জবাব দিল- لان يكون حديدا خير من ان يكون بليدا অর্থাৎ- আলসে হওয়ার চেয়ে দ্রুতগামী হওয়াই উত্তম।

وَالثَّانِىْ يَكُوْن بِتَنْزِيْلِ السُّوَالِ مَنْزِلَةَ سُوَالٍ اٰخَر مُناسِبٍ لِحَالَةِ السَّائِلِ كَمَافِىْ قَوْلِهٖ تعَالٰى يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِى مواقِيْتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ سَئَلَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ الْهِلَالِ يَبْدُوْ دَقِيْقًا ثُمَّ يَتَزَايَدُ حَتّٰى يَصِيْرُ بَدْرًا ثُمَّ يَتَنَاقَصُ حَتّٰى يَعُوْدَ كَما بَدَاَ فَجَاءَ الْجَوابُ عَنِ الْحِكْمَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلٰى ذٰلِكَ لِاَنَّهَا اَهَمّ لِلسَّائِلِ فَنَزلَ سُوَالُهُمْ عَنْ سَبَبِ الْاِخْتِلَافِ مَنْزِلَةَ السُّوال عَنْ حِكْمَتِهٖ -

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় পদ্ধতি এভাবে হয় যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নকে তার অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্নের স্তরে রাখা। অর্থাৎ প্রশ্নকারী যে প্রশ্ন করেছিল, তা তার জন্য উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাই বক্তা তার জবাবে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিয়েছেন যা প্রশ্নকারীর জন্য উপযুক্ত। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج

অর্থাৎ–তারা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, এ হলো মানুষের জন্য নির্ধারিত সময় ও হজ্জের সময়।

জনৈক সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, চাঁদের অবস্থা এরূপ হয় কেন? তা শুরুতে অত্যন্ত ক্ষীণ আকারে প্রকাশ পায়। অতঃপর তা বাড়তে বাড়তে চৌদ্দ তারিখে পূর্ণচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তা আবার হ্রাস পেতে পেতে পুনরায় প্রথম অবস্থার মত হয়ে যায়? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন–

قل هى مواقيت للناس والحج

অর্থাৎ-তিনি এমন রহস্য বর্ণনা করলেন যে, মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, বিবাহ, সম্মেলন ইত্যাদির তারিখসমূহ নির্ভর করে এবং হজ্জের মত একটি বিরাট রুকনের তারিখও চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। মোটকথা এ প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে এ যুক্তিতে যে, এটিই প্রশ্নকারীর জন্য উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং নতুন চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ও দর্শন সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল, সেটিকে উল্লিখিত রহস্য ও উপকারিতার সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্নের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে।

وَمِنْهَا التَّغْلِيْبُ وَهُوَتَرْجِيْحُ اَحَدُ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْاُخْرٰ فِى اِطْلَاقِ لَفْظِهٖ عَلَيْهِ كَتَغْلِيْبِ الْمُذَكَّرِعَلَى الْمُؤَنَّثِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمِنْهُ الْاَبْوَانِ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ وَكَتَغْلِيْبِ الْمُذَكَّرِ وَالْاَخَفِّ عَلٰى غَيْرِهِمَا نَحْوُ الْقَمَرَيْنِ اَىِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْعُمَرَيْنِ اَىْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اَوِالْمُخَاطَبِ عَلٰى غَيْرِهٖ نَحْوُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا اُدْخِلَ شُعَيْبُ بِحُكْمِ التَّغْلِيْبِ فِىْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا مَعَ اَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا قَطُّ حَتّٰى يَعُوْدُ اِلَيْهَا وَكَتَغْلِيْبِ الْعَاقِلِ غَيْرِهٖ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অনুবাদঃ নবম প্রকার তাগলীব বা মূখ্যতা প্রদান। অর্থাৎ দুটি বিষয়ের একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিয়ে মূখ্য বিষয়ের শব্দকেই গৌণ বিষয়েও প্রয়োগ করা।

অর্থাৎ নামের দিক দিয়ে দ্বিতীয় বস্তুটিকে প্রথম বস্তুর সাথে একীভূত করে দেয়া হয়। অতঃপর মূখ্য বস্তুর শব্দটিকে উভয়ের জন্য একসাথে ব্যবহার করা হয়। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতে পুংলিঙ্গের শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

وكانت من القانتين

ঠিক এ শ্রেণীরই অন্তর্গত ابوان শব্দটি। কারণ ابوان বলতে পিতা-মাতা উদ্দেশ্য হয়। তেমনি পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের উপর এবং সহজ শব্দকে কঠিন শব্দের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে قمرين শব্দে। যা সূর্য ও চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে قمر শব্দটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তা পুংলিঙ্গ। অথচ شمس শব্দটির মাঝখানের হরফে সাকিন হওয়ায় তা বেশী সহজ। عمرين শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) উদ্দেশ্য। এখানে عمرশব্দকে ابوبكر শব্দের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেননা ابوبكر শব্দের তুলনায় عمر শব্দটি বেশী সহজ ও হালকা। নিম্নোক্ত আয়াতে শ্রোতাকে অশ্রোতার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে-

لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن فى ملتنا

অর্থাৎ- হে শুয়াইব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। [এখানে নবী হযরত শু'য়াইব (আঃ) কে لتعودن فى ملتنا -এর মধ্যে তাগলীবের নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ তিনি তার জাতির কুফরী ধর্মে কখনই ছিলেন না যে, তাতে ফিরে যাবেন।

তেমনি সজ্ঞানকে অজ্ঞানদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে الحمد لله رب العلمين। কেননা, عالم বলা হয় এমন আলামতকে যা দ্বারা স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সে আলামত সজ্ঞান হতে পারে এবং অজ্ঞানও হতে পারে। এখানে عالم শব্দের বহুবচনের যে শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সজ্ঞানবস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, এখানে অজ্ঞান বস্তুরাজির উপর সজ্ঞান ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

علـم الـبـيـان

'ইলমুল বয়ান-বয়ান শাস্ত্র

اَلْبَيَانُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ التَّشْبِيْهِ وَالْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ -

অনুবাদ ঃ যে শাস্ত্রে তাশবীহ (সাদৃশ্য) মাজায (রূপক) ও কিনায়াহ (ইংগিত) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ইলমুল বয়ান বা বয়ান শাস্ত্র বলে।

ব্যাখ্যা ঃ এ সংজ্ঞা ব্যতীত আরো একটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা রয়েছে। তা হলো–

البيـان قـواعـد يـعرف بـها ايـراد المعنى الـواحد بـطرق مـختـلفـة عليه فى وضوح الـدلالـة

অর্থাৎ–বয়ান হলো এমন নিয়মসমূহের নাম, যা দ্বারা একটি অর্থকে কয়েকটি পদ্ধতিতে উপস্থাপনের প্রযুক্তি জানা যায়। উক্ত পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোন কোন পদ্ধতি অর্থকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে। আবার কোনটি অর্থকে কম স্পষ্ট করে। (কিন্তু মূল পাঠের সংজ্ঞাটি সহজ।)

একটি অর্থকে তাশবীহ বা উপমার বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার উদাহরণ নিম্নরূপ। মনে করা যাক, আমরা যায়দের দানশীলতা বর্ণনা করতে চাই। তাই বলা হলো-

زيدكالبحر فى السخا

زيد كالبحر

زيد بحر

এই তিনটি বাক্যই উপমামূলক। কিন্তু উপমার স্পষ্টতা সববাক্যে সমান নয়। প্রথম বাক্যে সবচেয়ে বেশী, দ্বিতীয় বাক্যে একটু কম, তৃতীয় বাক্যে আরো কম। কেননা, প্রথম বাক্যে উপমাজ্ঞাপক অব্যয়ও রয়েছে, উপমার কারণও উল্লেখ করা

হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে শুধুমাত্র উপমা জ্ঞাপক অব্যয় রয়েছে। তৃতীয় বাক্যে উপমা জ্ঞাপক অব্যয়ও উহ্য, উপমার কারণও উহ্য। সুতরাং তৃতীয় বাক্যটি স্পষ্টতার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরের।

একটি অর্থকে রূপকের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপনের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(আমি ঘরে একটি সাগর দেখলাম)। رأيت بحرا في الدار

(যায়দ দানে সকল মানুষকে ঘিরে ফেলেছে)-(وطم زيد بالانعام جميع الانام

(যায়দ গভীর সমুদ্র, যার) -لجة زيد تتلاطم امواجها

(ঢেউ পরস্পরে দোল খাচ্ছে।)

এখানেও রূপকের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়। কোনটি বেশী স্পষ্ট, আবার কোনটি কম স্পষ্ট। প্রথমটি সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি সবচেয়ে বেশী অস্পষ্ট। আর তৃতীয়টি মাঝামাঝি। খুববেশী স্পষ্টও নয়, আবার খুব বেশী অস্পষ্টও নয়।

তেমনি একটি অর্থকে কৃত্রিমভাবে প্রকাশেরও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো। যায়দের দানশীলতা বুঝানোর জন্য এসব বাক্য ব্যবহৃত হয়।

(যায়দের উটনীগুলোর বাচ্ছা দুর্বল) -زيد مهزول الفصيل

(যায়দের কুকুরগুলো সাহসহীন) - زيد جبان الكلاب

(যায়দের প্রচুর ছাই রয়েছে।) -زيد كثيرالرماد

স্পষ্টতার দিক দিয়ে এ বাক্যগুলো পরস্পর বিভিন্ন। শেষেরটি সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। প্রথমটি তার চেয়ে একটু কম। আর দ্বিতীয়টি সবচেয়ে কম স্পষ্ট।

সুতরাং যেসব নিয়মকানুন দ্বারা উপরোক্ত অর্থসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও বিভিন্ন কৌশলে স্পষ্ট করে উপস্থাপনের প্রযুক্তি জানা যায়, তার নাম ইলমুল বয়ান। যেহেতু এ সংজ্ঞা বুঝতে হলে অর্থের প্রকারভেদ ও অর্থের স্পষ্টতার প্রকারভেদ বুঝতে হয় এবং তাতে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তা আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে, এ জন্য কিতাবের মূল পাঠে এ ধরণের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে এমন সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, যা খুব সহজ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এটিই উপযুক্ত।

التشبيه

اَلتَّشْبِيْهُ اِلْحَاقُ اَمْرٍ بِاَمْرٍ فِىْ وَصْفٍ بِاَدَاةٍ لِغَرَضٍ وَالْاَمْرُ الْاَوَّلُ يُسَمَّى الْمُشَبَّهُ وَالثَّانِى الْمُشَبَّهُ بِهٖ وَالْوَصْفُ وَجْهُ الشِّبْهِ وَ الْاَدَاةُ الْكَافُ نَحْوُ اَلْعِلْمُ كَالنُّوْرِ فِى الْهِدَايَةِ فَالْعِلْمُ مُشَبَّهٌ وَالنُّوْرُ مُشَبَّهٌ بِهٖ وَالْهِدَايَةُ وَجْهُ الشِّبْهِ وَالْكَافُ اَدَاةُ التَّشْبِيْهِ وَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّشْبِيْهِ ثَلٰثَةُ مَبَاحِثَ اَلْاَوَّلُ فِىْ اَرْكَانِهٖ وَالثَّانِىْ فِىْ اَقْسَامِهٖ وَالثَّالِثُ فِىْ الْغَرَضِ مِنْهُ-

اَلْمَبْحَثُ الْاَوَّلُ فِىْ اَرْكَانِ التَّشْبِيْهِ

اَرْكَانُ التَّشْبِيْهِ اَرْبَعَةٌ اَلْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهٖ وَيُسَمَّيَانِ طَرَفَىِ التَّشْبِيْهِ وَوَجْهُ التَّشْبِيْهِ وَالْاَدَاةُ - وَالطَّرَفَانِ اِمَّا حِسِّيَّانِ نَحْوُ اَلْوَرَقُ كَالْحَرِيْرِ فِى النُّعُوْمَةِ وَاِمَّا عَقْلِيَّانِ نَحْوُ اَلْجَهْلُ كَالْمَوْتِ-

তাশবীহ ঃ তাশবীহ হলো একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে কোন উদ্দেশ্যে কোন গুণের দিক দিয়ে তুলনা করা। প্রথম বিষয়কে মুশাব্বাহ, দ্বিতীয় বিষয়কে মুশাব্বাহ বিহি, গুণটিকে وجه شبه এবং উপমার অব্যয় হলো ك বা এ ধরনের কোন অব্যয়। যেমন-العلم كالنور فى الهداية অর্থাৎ–পথ প্রদর্শনের দিক দিয়ে আলোর মত।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

وَاِمَّا مُخْتَلِفَانِ نَحْوُ خُلُقُهُ كَالْعِطْرِ وَوَجْهُ الشِّبْهِ هُوَ الْوَصْفُ الْخَاصُّ الَّذِىْ قُصِدَ اِشْتِرَاكُ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ كَالْهِدَايَةِ فِى الْعِلْمِ وَالنُّوْرِ وَاَدَاةُ التَّشْبِيْهِ هِىَ اللَّفْظُ الَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنَى الْمُشَابَهَةِ كَالْكَافِ وَكَاَنَّ وَمَافِىْ مَعْنَاهُمَا وَالْكَافُ يَلِيْهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ بِخِلَافِ كَاَنَّ فَيَلِيْهَا الْمُشَبَّهُ-

অনুবাদ ঃ আবার তাশ্‌বীহের দু'পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। অর্থাৎ একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু অন্যটি অতীন্দ্রিয় হতে পারে। যেমন- خلقه كالعطر অর্থাৎ–তার চরিত্র আতরের মত। চরিত্র হল একটি অতীন্দ্রিয় বিষয়। আর আতর হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়।

وجه الشبه হল সেই বিশেষ গুণ, যাতে দু'পক্ষের অংশিদারিত্ব সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন- ইলম ও নূরের ক্ষেত্রে হেদায়েত হল وجه شبه বা উপমার কারণ।

اداة التشبيه হল সেই শব্দ যা উপমার অর্থ নির্দেশ করে। যেমন-ك, كان এবং এই অর্থের অন্যান্য শব্দ।

ك-এর সাথে থাকে মুশাব্বাহ বিহি কিন্তু كان-এর সাথে মুশাব্বাহ থাকে।

(পূর্ব পৃঃ পর) এখানে العلم হল مشبه, النور হল- مشبه به এবং الهداية হল وجه شبه-এবং ك হল উপমার অব্যয়। তাশ্‌বীহ বা উপমা সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয় তিনটি–প্রথমতঃ তাশ্‌বীহের আরকান, দ্বিতীয়তঃ প্রকারভেদ ও তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

প্রথম বিষয় ঃ তাশ্‌বীহের আরকান

তাশ্‌বীহের রুকন চারটি। যথা ঃ (১) مشبه (২) مشبه به এ দু'টিকে তাশ্‌বীহের দু'পক্ষ বলা হয়। (৩) وجه شبه (8) حرف تشبيه

তাশ্‌বীহের দু'পক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও হতে পারে। যেমন-الورق كالحرير فى النعومة অর্থাৎ–নমনীয়তার দিক দিয়ে পাতা হল রেশমের মত। এখানে পাতা ও রেশম উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাশ্‌বীহের দু'পক্ষ অতীন্দ্রিয়ও হতে পারে। যেমন- الجهل كالموت অর্থাৎ- মূর্খতা হল মৃত্যুর মত।

نَحْوُ كَاَنَّ الثُّرَيَّا رَاحَةٌ تَشْبَهُ الدُّجٰى- لِتَنْظُرَ طَالَ اللَّيْلُ اَمْ قَدْ تَعَرَّضَا- وَكَاَنَّ تُفِيْدُ التَّشْبِيْهَ اِذَا كَانَ خَبَرُهَا جَامِدًا وَالشَّكَّ اِذَا كَانَ خَبَرُهَا مُشْتَقًّا نَحْوُ كَاَنَّكَ فَاهِمٌ وَقَدْيُذْكَرُ فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنِ التَّشْبِيْهِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَنْثُوْرًا- وَاِذَا حُذِفَتْ اَدَاةُ التَّشْبِيْهِ وَ وَجْهُهٗ يُسَمّٰى تَشْبِيْهًا بَلِيْغًا نَحْوُ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا-اَىْ كَاللِّبَاسِ فِى السِّتْرِ-

অনুবাদ ঃ যেমন-

كان الثريا راحة تشبه الدجى - لتنظر طال الليل ام قد تعرضا

অর্থাৎ–সপ্তর্ষিমন্ডল যেন হাতের সেই তালু, যা রাতের অন্ধকারে মাপতে থাকে। যাতে সে রাতের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ জানতে পারে। এখানে كان-এর সাথে এসেছে الثريا যা মুশাব্বাহ।

كان-এর খবর যখন ইসমে জামেদ হয়, তখন তা তাশ্‌বীহের অর্থ দেয়। আর যখন তার খবর ইসমে মুশ্‌তাক্ব হয়। তখন সন্দেহের অর্থ দেয়। যেমন-كانك فاهم অর্থাৎ–তুমি মনে হয় সমঝদার।

কখনো কখনো এমন ফে'ল উল্লেখ করা হয়, যা তাশ্‌বীহের অর্থ দান করে। যেমন, আল্লাহর বাণী-

واذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

এখানে حسبت ফে'লটিই তাশ্‌বীহের অর্থ দান করছে। (জান্নাতী শিশুদেরকে ছড়ানো মুক্তার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।)

অর্থাৎ–তাশ্‌বীহের হরফ ও তাশবীহের কারণ উহ্য রাখলে তার নাম হয় তাশ্‌বীহে বালীগ বা সর্বোচ্চ উপমা। যেমন, আল্লাহর বাণী- وجعلنا الليل لباسا অর্থাৎ–আমি রাতকে করেছি পোশাক (আবৃত করার দিক দিয়ে পোশাকের মত।)

اَلْمَبْحَثُ الثَّانِىْ فِىْ اَقْسَامِ التَّشْبِيْهِ

দ্বিতীয় বিষয় ঃ তাশ্‌বীহের প্রকারভেদ

يَنْقَسِمُ التَّشْبِيْهُ بِاِعْتِبَارِ طَرَفَيْهِ اِلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ تَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ نَحْوُ هٰذَا الشَّيْءُ كَالْمِسْكِ فِى الرَّائِحَةِ-

وَتَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ بِاَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِّنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهٖ هَيْئَةً حَاصِلَةً مِّنْ عِدَةِ اُمُوْرٍ كَقَوْلِ بَشَّارٍ - كَاَنَّ مَثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُسِنَا- وَاَسْيَافِنَا لَيْلٌ تَهَاوٰي كَوَاكِبُهٗ - فَاَنَّهٗ شَبَّهَ هَيْئَةَ الْغُبَارِ وَ فِيْهِ السُّيُوْفُ مُضْطَرِبَةٌ بِهَيْئَةِ اللَّيْلِ وَفِيْهِ الْكَوَاكِبُ تَتَسَاقَطُ فِىْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتَشْبِيْهُ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ كَتَشْبِيْهِ الشَّقِيْقِ بِهَيْئَةِ اَعْلَامٍ يَاقُوْتِيَّةٍ مَنْشُوْرَةٍ عَلٰى رِمَاحٍ زَبَرْجَدِيَّةٍ وَتَشْبِيْهُ مُرَكَّبٍ بِمُفْرَدٍ نَحْوُ قَوْلُهٗ يَا صَاحِبَىَّ تَقَصَّيَا نَظْرَيْكُمَا - تَرَيَا وُجُوْهَ الْاَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ- تَرَيَا نَهَارًا مُشْمِسًا قَدْ شَابَهٗ - زَهْرَالرُّبَا فَكَاَنَّمَا هُوَ مُقْمَرٌ- فَاِنَّهٗ شَبَّهَ هَيْئَةَ النَّهَارِ الْمُشْمَسِ الَّذِىْ اخْتَلَطَتْ بِهٖ اَزْهَارُ الرَّبْوَاتِ بِاللَّيْلِ الْمُقْمَرِ-

অনুবাদ ঃ দু'পক্ষের বিচারে তাশ্‌বীহ চার প্রকার। যথাঃ (১) মুফরাদের সাথে মুফরাদের তাশ্‌বীহ।

যেমন- هذا الشى كالمسك فى الرائحة

ঘ্রাণের দিক দিয়ে এ বস্তুটি মেশকের মত। এখানে هذا الشئ এবং المسك দু'টিই মুফরাদ।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

وَيَنْقَسِمُ بِاِعْتِبَارِ الطَّرْفَيْنِ اَيْضًا اِلٰى مَلْفُوْفٍ وَمَفْرُوْقٍ فَالْمَلْفُوفُ اَنْ يُّؤْتٰى بِمُشَبَّهَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ ثُمَّ بِالْمُشَبَّهِ بِهَا

অনুবাদ ঃ দু'পক্ষের দিক দিয়ে তাশবীহকে আরো দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন– মালফুফ ও মাফরুক।

মালফূফ ঃ এই যে, প্রথমে দুই বা ততোধিক মুশাব্বাহকে আতফ ইত্যাদির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়, অতঃপর যথাক্রমে মুশাব্বাহ বিহিসমূহ উল্লেখ করা হয়। যেমন-

(পূর্ব পৃঃ পর) **অনুবাদ ঃ** (২) মুরাক্কাবের সাথে মুরাক্কাবের তাশবীহ। এটি এভাবে যে, মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহি প্রতিটিই এমন একটি আকৃতি, যা একাধিক বিষয় দ্বারা গঠিত হয়েছে। যেমন- বাশ্শারের কবিতা-

كان مثار النقع فوق رؤسنا - واسيافنا ليل تهاوى كواكبه

অর্থাৎ–আমাদের মাথার উপর আমাদের তলোয়ারের সাথে ঘোড়ার ক্ষুরে ওড়া ধূলা যেন এমন এক রাত, যার তারকারাজি ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে।

এখানে কবি ধুলাবালির মধ্যে তলোয়ারের দোল খাওয়া অবস্থাকে তারকারাজির এদিক সেদিক বিভিন্ন স্থানে একটি করে ভেঙ্গে পড়তে থাকার অবস্থার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন।

(৩) মুরাক্কাবের সাথে মুফরাদের তাশবীহ। যেমন-লাল বর্ণের ফুলকে যব্‌রযদী বর্শার মাথায় পতপত করে উড়তে থাকা ইয়াকুত পতাকার অবস্থার সাথে সাদৃশ্য দেয়া।

(৪) মুফরাদের সাথে মুরাক্কাবের তাশবীহ -যেমন

ياصا حبى تقصيا نظريكما - تريا وجوه الارض كيف تصور

تريا نهارا مشمسا قدشابه- دزهر الربا فكانما هو مقمر

অর্থাৎ– হে আমার দু'সাথী! তোমরা দু'জনে খুব লক্ষ্য করে দেখ, তোমরা যদি খুব লক্ষ্য করে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ কিভাবে নিজ আকৃতি পরিবর্তন করছে। তোমরা দেখতে পাবে রৌদ্র দীপ্ত দিন, যাতে টিলাসমূহের ফুল বন্ধ হয়ে গেছে, (আর সেকারণে রোদের তেজ ও ঝলক কমে গেছে) যেন চাদনী রাত।

এখানে কবি রৌদ্রদীপ্ত দিনে টিলাসমূহের ফুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিবেশকে চাঁদনী রাতের সাথে উপমা দিয়েছেন।

نَحْوُ كَاَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا- لَدٰى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِىْ- فَاِنَّهٗ شُبِّهَ الرَّطْبُ الطَّرِىُّ مِنْ قُلُوْبِ الطَّيْرِ بِالْعُنَّابِ وَالْيَابِسُ الْعَتِيْقُ مِنْهَا بِالتَّمَرِ الرَّدِىِّ وَالْمَفْرُوْقُ اَنْ يُؤْتٰى بِمُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهٖ ثُمَّ اٰخَرَ وَاٰخَرَ نَحْوُ اَلنَّشْرُ مِسْكٌ وَالْوُجُوْهُ دَنَا- نِيْرٌ وَاَطْرَافُ الْاَكُفِّ عَلَمٌ- وَاِنْ تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ بِهٖ سُمِّىَ تَشْبِيْهُ التَّسْوِيَةِ نَحْوُ صُدْغُ الْحَبِيْبِ وَحَالِىْ كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِىْ-

---

অনুবাদ ঃ ان قلوب الطير رطبا ويابسا - لدى وكرها العناب والحشف البالى

অর্থাৎ–পাখির মন যখন ভিজা ও শুকনা থাকে, তখন তা যেন শিকারী পাখির বাসার পাশে উন্নাব ও শুকনা নিম্নমানের খেজুর।

এখানে পাখির ভিজা (সতেজ) মনকে উন্নাবের সাথে ও শুকনা (নির্জীব) মনকে শুকনা নিম্নমানের খেজুরের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। رطبا - يابسا দু'টিই মুশাব্বাহ। এ দু'টিকে আতফের সাহায্যে উল্লেখ করে অতঃপর العناب - الحشف البالى এ দু'টি মুশাব্বাহ বিহিকে আনা হয়েছে।

মাফরূক ঃ এই যে, প্রথমে একটি মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহি উল্লেখ করা হয়। অতঃপর অন্য মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহি উল্লেখ করা হয়। যেমন-

النشر مسك والوجوه دنا- نيرواطراف الاكف علم

অর্থাৎ–এসব তরুণীর ঘ্রাণ মেশকের ন্যায়, তাদের মুখমন্ডল গোলাকৃতি ও উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে স্বর্ণমুদ্রার মত এবং তাদের হাতের পাতা যেন লাল রঙের ফুল বিশিষ্ট গুম গাছ (যার ডালপালা নরম হয়ে থাকে)

প্রথমে ঘ্রাণের উপমা মেশকের সাথে, দ্বিতীয়তঃ মুখমন্ডলের উপমা স্বর্ণমুদ্রার সাথে, তৃতীয়ত ঃ হাতের পাতার উপমা গুম গাছের সাথে। প্রত্যেক মুশাব্বাহ্‌র সাথেই মুশাব্বাহ বিহি উল্লিখিত হয়েছে।

যদি মুশাব্বাহ একাধিক হয়, কিন্তু মুশাব্বাহ বিহি একাধিক না হয়, তাহলে এটিকে তাশবীহে তাসবীয়া বলে। যেমন-

صدغ الحبيب وحالى كلاهما كالليالى

অর্থাৎ প্রিয়ার জুলফি ও আমার অবস্থা উভয়ই রাতের মত কালো

وَاِنْ تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ بِهِ دُوْنَ الْمُشَبَّهِ سُمِّيَ تَشْبِيْهُ الْجَمْعِ نَحْوُ كَاَنَّمَا يَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُنْضَدٍّا وْبَرَدٍا وْاَقَاحٍ - وَيَنْقَسِمُ بِاِعْتِبَارِ وَجْهِ الشِّبْهِ اِلٰى تَمْثِيْلٍ وَغَيْرِ تَمْثِيْلٍ فَالتَّمْثِيْلُ مَاكَانَ وَجْهُهُ مُنْتَزِعًا مِنْ مُتَعَدِّدٍ كَتَشْبِيْهِ الثُّرَيَّا بِعُنْقُوْدِ الْعِنَبِ الْمُنَوَّرِ وَغَيْرُ التَّمْثِيْلِ مَا لَيْسَ كَذٰلِكَ كَتَشْبِيْهِ النَّجْمِ بِالدِّرْهَمِ وَيَنْقَسِمُ بِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ اَيْضًا اِلٰى مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ فَالْاَوَّلُ مَاذُكِرَ فِيْهِ وَجْهُ الشِّبْهِ نَحْوُ وَثَغْرُهُ فِيْ صَفَاءٍ وَاَدْمُعِيْ كَاللَّآلِيْ - وَالثَّانِيْ مَالَيْسَ كَذٰلِكَ نَحْوُ اَلنَّحْوُ فِى الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ-

অনুবাদ ঃ আর যদি মুশাব্বাহ বিহি একাধিক হয়, কিন্তু মুশাব্বাহ একাধিক না হয়, তাহলে এটিকে তাশবীহে জমা' বলা হয়। যেমন-

كانمايبسم عن لؤلؤ - منضد او برد او اقاح

অর্থাৎ–উক্ত নাযুক দেহের প্রিয়া যেন হাসে এমন দাঁতে, যা স্বচ্ছ মুক্তার মত সাজানো, কিংবা ধবধবে সাদা বরফ কিংবা বাবুনা ফুলের মত শুভ্র।

وجه شبه বা উপমার বিষয়ের দিক দিয়ে তাশবীহকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ তামছীল ও গায়র তামছীল।

তামছীল –যাতে উপমার বিষয় একাধিক বস্তু থেকে অর্জিত হয়। যেমন, নিম্নোক্ত কবিতায় সপ্তর্ষিমন্ডল তারকার উপমা দেয়া হয়েছে সাদা কলিযুক্ত আংগুরের থোকার সাথে। وقد لاح فى الصبح الثر يا كما ترى - كعنقود ملاحية حين نورا

অর্থাৎ–ভোরে সপ্তর্ষি মন্ডল প্রকাশিত হয়েছে যেমনটি তোমরা দেখছ। যেন সাদা লম্বা লম্বা মালাহী আংগুরের থোকা, যখন তা কলিবিশিষ্ট হয়।

এখানে উপমার বিষয় এমন এক পরিবেশ, যা কতিপয় অবস্থার একত্র সমাবেশের কারণে অর্জিত হয়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ اَدَاتِهِ اِلٰى مُؤَكَّدٍ وَهُوَ مَاحُذِفَتْ اَدَاتُهُ نَحْوُ هُوَ بَحْرٌ فِى الْجُوْدِ وَمُرْسَلٌ وَهُوَ مَالَيْسَ كَذٰلِكَ نَحْوُ هُوَ كَالْبَحْرِ كَرَمًا وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ مَا اُضِيْفَ فِيْهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ نَحْوُ - وَالرِّيْحُ تَعْبَثُ بِالْغُصُوْنِ وَقَدْجَرٰى - ذَهَبُ الْاَصِيْلِ عَلٰى لُجَيْنِ الْمَاءِ -

অনুবাদ ঃ তাশবীহের হরফের দিক দিয়ে তাশবীহ দুই প্রকার। যথা– **মুয়াক্কাদ ঃ** এ হলো, যাতে তাশবীহের হরফ উহ্য থাকে। যেমন-هو بحرفى الجود অর্থাৎ– সে দানশীলতার দিক দিয়ে সাগর।

মুরসাল' যা এরূপ নয়। যেমন- هو كالبحر كرما অর্থাৎ– সে দানশীলতার দিক দিয়ে সাগরের মত।

মুয়াক্কাদের একটি প্রকার হলো–যাতে মুশাব্বাহ বিহিকে মুশাব্বাহের দিকে ইযাফত করা হয়।

যেমন- والريح تعبث بالغصون وقدجرى ـ ذهب الاصيل على لجين الماء

অর্থাৎ–বাতাস ডাল নিয়ে খেলে যখন পানির রূপার উপর গোধুলির স্বর্ণ বয়ে যায়।

(পূর্ব পৃঃ পর) **গায়র তামছীল** – যা এরূপ নয়। যেমন, দেরহামকে তারকার সাথে উপমা দেয়া।

وجه شبه-এর দিক দিয়ে তাশবীহকে আরো দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন– মুফাসসাল ও মুজমাল।

প্রথম প্রকার ও মুফাসসাল হলো, যাতে উপমার বিষয় উল্লেখ থাকে। যেমন-

ثغره فى صفاء - وادمعى كاللالى

অর্থাৎ– প্রিয়ের দাঁত ও আমার চোখের পানি, উভয়ই স্বচ্ছতার দিক দিয়ে মুক্তার মত।

দ্বিতীয় প্রকার বা মুজমাল ঃ যা এরূপ নয়। অর্থাৎ যাতে উপমার বিষয় উল্লেখ থাকে না। যেমন-النحوفى الكلام كالملح فى الطعام অর্থাৎ– ভাষার জন্য নাহু, খাবারে লবণের মত।

সুতরাং খাবারে লবণ না হলে যেমন খাবারে স্বাদ হয় না, তেমনি ভাষায় যদি নাহুর নিয়ম-কানুন মেনে চলা না হয়, তাহলে ভাষা অশুদ্ধ হয়ে যায়।

اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيْ اَغْرَاضِ التَّشْبِيْهِ

তৃতীয় বিষয় তাশবীহ-এর উদ্দেশ্য

اَلْغَرَضُ مِنَ التَّشْبِيْهِ اِمَّا بَيَانُ اِمْكَانِ الْمُشَبَّهِ نَحْوُ : فَاِنْ تَفُقِ الْاَنَامَ وَاَنْتَ مِنْهُمْ - فَاِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ - فَاِنَّهُ لَمَّا ادَّعٰى اَنَّ الْمَمْدُوْحَ مُبَائِنٌ لِاَصْلِهِ بِخَصَائِصَ جَعَلَتْهُ حَقِيْقَةً مُنْفَرِدَةً اِحْتَجَّ عَلٰى اِمْكَانِ دَعْوَاهُ بِتَشْبِيْهِهِ بِالْمِسْكِ الَّذِيْ اَصْلُهُ دَمُ الْغَزَالِ-

وَاَمَّا بَيَانُ حَالِهِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ

كَاَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبُ - اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

অনুবাদ ঃ তাশবীহ-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

(১) মুশাব্বাহ-এর সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা। যেমন-

فان تفق الانام وانت منهم - فان المسك بعض دم الغزال

অর্থাৎ–তুমি যদি সকল লোকের চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে উন্নত হয়ে যাও, অথচ তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহলে তা কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। এরূপ হওয়া সম্ভব। কেননা, মেশক তো হরিণের রক্তেরই অংশ। এতে মুশাব্বাহ-এর সম্ভাব্যতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা, কবি যখন দাবী করলেন যে, তার প্রশংসিত ব্যক্তি নিজ জাতি ও মূলের চেয়ে বিপরীত ধর্মী। কারণ তার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে, যা তাকে এক স্বতন্ত্র স্বরূপে পরিণত করেছে, তখন তিনি নিজ দাবীর সম্ভাব্যতার পক্ষে প্রশংসিত ব্যক্তিকে মেশকের সাথে উপমা দিয়ে যুক্তি দিলেন। কেননা, মেশকের মূল হলো হরিণের রক্ত।

(২) মুশাব্বাহ-এর অবস্থা বর্ণনা করা। যেমন- কবির ভাষায়–

كانك شمس والملوك كواكب - اذا طلعت لم يبد منهن كوكب

অর্থাৎ– তুমি যেন সূর্য, আর অন্য বাদশাহগণ তারকারাজি। সূর্য যখন উদিত হয়. তখন কোন তারকাই আর দৃষ্টিগোচর থাকে না।

وَاِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ نَحْوُ فِيْهَا اِثْنَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ حَلُوْبَةً سُوْدًا كَخَافِيَةِ الْغُرَابِ الْاَسْحَمِ- شَبَّهَ النُّوْقَ السُّوْدَ بِخَافِيَةِ الْغُرَابِ بَيَانًا لِمِقْدَارِ سَوَادِهَا - وَاِمَّا تَقْرِيْرُ حَالِهِ نَحْوُ : اِنَّ الْقُلُوْبَ اِذَا تَنَافَرَ وُدُّهَا- مِثْلَ الزُّجَاجَةِ كَسْرُهَالَايُجْبَرُ - شَبَّهَ تَنَافُرَ الْقُلُوْبِ بِكَسْرِ الزُّجَاجَةِ تَشْبِيْتًا لِتَعَذُّرِ عَوْدَتِهَا مَاكَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَدَّةِ-

অনুবাদ ঃ এখানে সূর্যের বর্ণনার মাধ্যমে প্রশংসিত ব্যক্তির অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমে প্রশংসিত ব্যক্তিকে সূর্যের সাথে এবং অন্য বাদশাহগণকে তারাকারাজির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর সূর্যের অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে বুঝান হয়েছে যে, তারাকারাজির বিপরীতে সূর্যের যে অবস্থা, অন্যান্য রাজা-বাদশাহের বিপরীতে তোমার অবস্থা তদ্রূপ।

(৩) মুশাব্বাহ-এর অবস্থার পরিমাণ বর্ণনা করা। যেমন-

فيها اثنتان واربعون حلوبة -سودا كخافية الغراب الاسحم

অর্থাৎ–এ গোত্রে বিয়াল্লিশটি এমন দুধেল কালো উটনী রয়েছে। যেরূপ কালো কুচকুচে কাকের পাখনা।

এখানে কালো উটনীগুলোকে কাকের পাখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কালো রঙের পরিমাণ বুঝানোর জন্য।

(৪) মুশাব্বাহ-এর অবস্থা শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করা। যেমন-

ان القلوب اذا تنافر ودها- مثل الزجاجة كسرها لا يجبر

অর্থাৎ– মানুষের মন থেকে যখন তাদের পারস্পরিক ভালবাসা উঠে যায়, তখন তা কাঁচের মত নাযুক হয়ে যায়। ভাঙ্গা কাঁচ যেমন জোড়া লাগানো যায় না। তেমনি ভাঙ্গা মন আর মিলিত হয় না।

এখানে অন্তরের মনোমালিন্যকে কাঁচভাঙ্গার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এ বিষয়টি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্য যে, পূর্বে যে হৃদ্যতা ও ভালবাসা অন্তরে ছিল, এখন তা পুনরায় হওয়া দুষ্কর।

وَاِمَّا تَزْيِيْنُهُ نَحْوُ سَوْدَاءُ وَاضِحَةُ الْجَبِيْنِ - كَمُقْلَةِ الظَّبِيِّ الْغَرِيْزِ-شَبَّهَ سَوَادَهَا بِسَوَادِ مُقْلَةِ الظَّبِيِّ تَحْسِيْنًا لَهَا-وَاِمَّا تَقْبِيْحُهُ نَحْوُ وَاِذَا اَشَارَمُحْدِثًا فَكَاَنَّهُ- قِرْدٌ يُقَهْقِهُ اَوْ عَجُوْزٌ تَلْطِمُ - وَقَدْ يَعُوْدُ الْغَرَضُ اِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ اِذَا عَكَسَ طَرَفَا التَّشْبِيْهِ نَحْوُ وَبَدَا الصَّبَاحُ كَاَنَّ غُرَّتَهُ - وَجْهُ الْخَلِيْفَةِ حِيْنَ يُمْتَدَحُ - وَمِثْلُ هٰذَا يُسَمّٰى بِالتَّشْبِيْهِ الْمَقْلُوْبِ-

অনুবাদ ঃ (৫) মুশাব্বাহকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা। অর্থাৎ মুশাব্বাহকে শ্রোতার সামনে শোভনীয় আকারে উপস্থাপন করা। যেমন-

سوداء واضحة الجبين - كمقلة الظبى الغريز

অর্থাৎ–উক্ত প্রিয়া কালোচোখ ও উজ্জল কপালবিশিষ্ট। তার চোখের কালো রঙ হরিণের কালো চোখের মত স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়।

এখানে কবি তাঁর প্রিয়ার কালো চোখকে হরিণের সুন্দর কালো চোখের সাথে উপমা দিয়েছেন, প্রিয়ার কালো চোখের সৌন্দর্য শ্রোতার সামনে তুলে ধরার জন্য।

(৬) মুশাব্বাহকে অসৌন্দর্যমন্ডিত করা। অর্থাৎ মুশাব্বাহ-এর অসুন্দর অবস্থা শ্রোতার সামনে তুলে ধরা। যেমন-

واذا اشار محدثا فكانه - قرد يقهقه اوعجوز تلطم

অর্থাৎ–সে যখন কথা বলার সময় হাতে ইশারা করে, তখন মনে হয় যেন কোন বানর খিলখিল করে হাসছে। অথবা কোন বৃদ্ধা নিজের গালে থাপড়াচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার নিকট কথিত ব্যক্তির অসুন্দর অবস্থা তুলে ধরা।

কখনো কখনো তাশবীহের উদ্দেশ্য মুশাব্বাহ বিহির সাথে সম্পৃক্ত হয়, যখন তাশবীহের দু'পক্ষ উল্টে দেয়া হয়। যেমন-

وبدا الصباح كان غرته- وجه الخليفة حين يمتدح

অর্থাৎ–প্রভাত হয়ে গেল। তখন মনে হচ্ছিল তার উজ্জ্বলতা ও ঝলক খলিফার মুখমন্ডলের মত, যখন সাধারণ সভায় তার প্রশংসা করা হয়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) এখানে কবি তার প্রশংসিত ব্যক্তির উচ্ছসিত গুণগানের জন্য তাশবীহের দু'পক্ষ উল্টে দিয়েছেন এবং মুশাব্বাহকে মুশাব্বাহ বিহি ও মুশাব্বাহ বিহিকে মুশাব্বাহ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রভাতের ঝলকানিকে খলিফার মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতার সাথে তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে খলিফার মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতাকে প্রভাতের উজ্জ্বলতার সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য ছিল। এটিকে তাশবীহে মাকলুব বলা হয়।
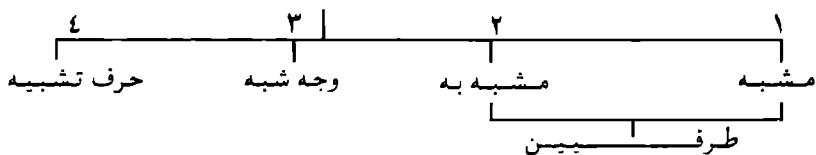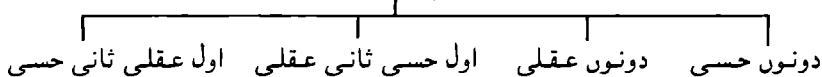
نمبر -۳ (الف) اقسام تشبیہ باعتبار طرفین افرادا وترکیبا

۱ تشبیہ مفرد بمفرد
۲ تشبیہ مرکب بمرکب
۳ تشبیہ مفرد بموکب
٤ تشبیہ مرکب بمفرد
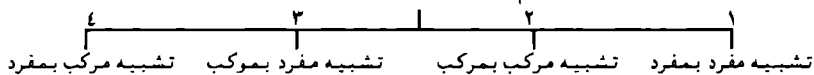
نمبر -۳ (ب) اقسام تشبیہ باعتبار طرفین من حیث وجود التعد وفیہما معا اوفی احدہما دون الاخر
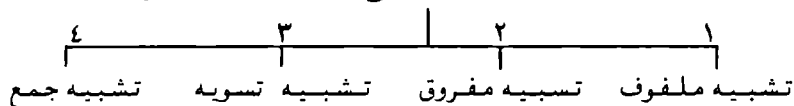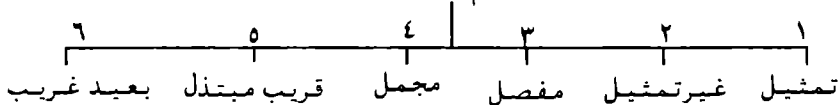
۱ تشبیہ ملفوف
۲ تسبیہ مفروق
۳ تشبیہ تسویہ
٤ تشبیہ جمع

نمبر -٤ اقسام تشبیہ باعتبار وجہ شبہ

۱ تمثیل
۲ غیرتمثیل
۳ مفصل
٤ مجمل
٥ قریب مبتذل
٦ بعید غریب

نمبر - ٥ اقسام تشبیه باعتبار حرف تشبیه
٦
١
مرسل
مؤکد
٦
١
غیر بلیغ
بلیغ

نمبر -٦ اقسام تشبیه باعتبار غرض
٦
١
مردود
مقبول

نمبر -٧ اغراض تشبیه بلحاظ مشبه
٦
٥
٤
٣
٢
١
تقبیح المشبه
تزئین المشبه
حال مشبه کا اثبات
مقدارحال مشبه کا بیان
حال مشبه کا بیان
امکان مشبه کا بیان

نمبر ٨ اغراض تشبیه بلحاظ مشبه به
٢
١
طرفین میں سے جو قابل اہتمام
هو اس کو مشبه به بنانا
(یه تشبیه مطلوب مین هو تاہے)
طرفین مین سے جو وجه شبه کے
لحاظ سے ناقص هو اس کو اکمل
سمجھ کر مشبه به قرار و ینا
(یه تشبیه مقلوب میں هوتا ہے)
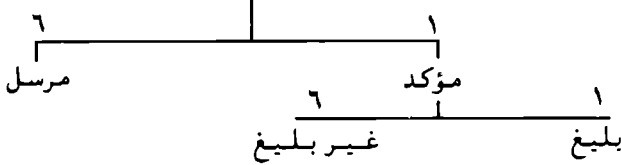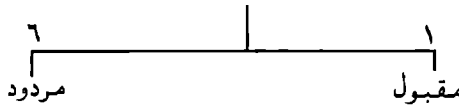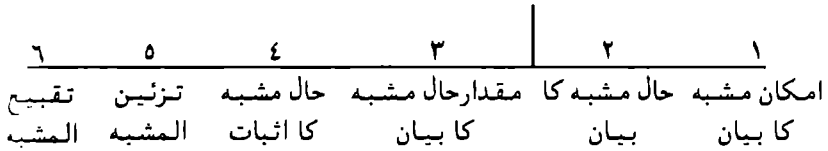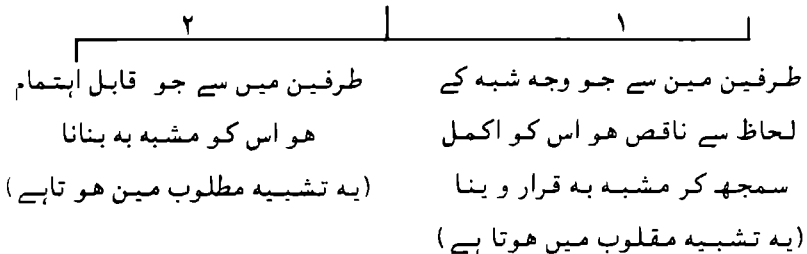
(ক) যে তাশবীহের উভয় পক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তার উদাহরণ-

الخدكالورد-মুখমন্ডল গোলাপের মত)-দর্শন

الصوت الضعيف كالهمس (নীচু শব্দ পিঁপড়া চলার মত)- শ্রবণ

النكهة كا لعنبر-(ঘ্রাণ আম্বরের মত)-ঘ্রাণ

الريق كالخمر (থুথু শরাবের মত)-আস্বাদন

الجلد الناعم كالحير (নরম চামড়া রেশমের মত)- ত্বক যে তাশবীহের উভয়পক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক হয়, তার উদাহরণ ঃ

العلم كالحرير- (জ্ঞান হল জীবনের মত) যে তাশবীহের মুশাব্বাহ হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মুশাব্বাহ বিহি বুদ্ধিবৃত্তিক, তার উদাহরণ।

العطر كخلقة الكريم আতর হল ভদ্রলোকের চরিত্রের মত), যে তাশবীহের মুশাব্বাহ হয় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মুশাব্বাহ বিহি ইন্দ্রিযগ্রাহ্য, তার উদারহণ-

خلقة الكريم كالعطر (ভদ্রলোকেরা চরিত্র আতরের মত)

المنية كالسبع-(মৃত্যু হল হিংস্র পশুর মত)।

উল্লেখ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার অর্থ- স্বয়ং সেটি কিংবা তার উপাদান পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোন একটি দ্বারা অনুভব করার যোগ্য হওয়া। সুতরাং خيالى বা ধারণাপ্রসূত বিষয়ও ইন্দ্রিগ্রাহ্য এর অন্তর্ভুক্ত خيالى-এর অর্থ সেটি স্বয়ং অস্তিত্বহীন। কিন্তু তা যেসব অংশের সমষ্টি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সেসব অংশের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন নিম্নের কবিতা-

كان محمر الشقيق اذاتصوب اوتصعد

اعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد

কবিতার দ্বিতীয় লাইনটিই উদ্দেশ্য

আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়ার অর্থ-যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের মত নয়। সুতরাং وهمى বা কল্পিত, যাতে ইন্দ্রিয়ের কোন স্থান নেই, তা আকলীর মধ্যে এই শর্তে অন্তর্ভুক্ত যে, যদি ধরে নেওয়া হয়ে যে, বাস্তবে তা অনুভব করা যায়, তাহলে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাই অনুভব করা যায়।

যেমন ইমরুউল কায়সের কবিতা-

ايقتلني والمشرفي مضاجعي- ومسنونة رزق كانياب اغوال

সে কি আমাকে সালমার প্রতি ভালবাসার কারণে মেরে ফেলার হুকুমটি দেয়? আমাকে মেরে ফেলবে? অথচ মাশারাফী তলোয়ার সর্বদা আমার বাহুতে থাকে এবং তীরের ধারাল নীলরঙের ঝকঝকে ফাল যা ভূতের দাঁতের মত ভয়ানক। এখানে انياب اغوال বা ভূতের দাঁতই উদ্দেশ্য।

غول বা ভূত বলতে বাস্তবের একটি প্রাণী ধরে নেওয়া হয়েছে। অতঃপর তার দাঁতের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে।

(গ) تشبيه ও تشابه এর পার্থক্য এই যে تشبيه-এর মধ্যে উপমার বিষয়বস্তুকে মুশাব্বাহ নিহির মধ্যে মুশাব্বাহ-এর চেয়ে বেশী থাকা জরুরী। কিন্তু تشابه-এর ক্ষেত্রে মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহি উপমার বিষয়বস্তুতে সমান হয়। যেমন-

تشابه دمعي اذجرى ومدامتي- فمن مثل مافي الكاس عيني تسكب

فوالله مادرى ابا الخمر اسبلت- جفوني ام من عبرتي كنت اشرب

(আমার অশ্রু যখন ঝরতে থাকে। তখন তা ও আমার মদ দুটিই সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। পেয়ালায় যা রয়েছে, আমার চোখ থেকেও তা-ই ঝরায়। আল্লাহর শপথ, আমি জানি না যে, আমার চোখ কি মদ ঝরিয়েছে, নাকি আমি অশ্রু পান করছিলাম।)

তেমনি আবু নাওয়াযের নিম্নোক্ত কবিতাও তাশাবুহ-এর উদাহরণে উল্লেখ করা হয়।

رق زلزجاج ورقت الخمر- فتشابها وتشاكل الامر

فكانما خمر ولاقدح- وكانما قدح ولا خمر

(ঘ) تشبيه مبتذل-تشبيه قريب

যে তাশবীহে শ্রোতা বা পাঠকের মন অত্যন্ত দ্রুত মুশাব্বাহ থেকে মুশাব্বাহ নিহিতে চলে যায় এবং কোন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন ছোট কলসিকে গ্লাসের সাথে তাশবীহ দেওয়া।

تشبه غريب - تشبيه بعيد

যে তাশবীহে শ্রোতা বা পাঠকের মন মুশাব্বাহ থেকে মুশাব্বাহ বিহির দিকে চলে যায় চিন্তা ভাবনার পর। যেমন- الشمس كالمرأة فى كف الاشل

সূর্য হল অবশ হাতে আয়নার মত।

تشبيه مقبول

যে তাশবীহ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে যথাযথ হয়। যেমন-উপমার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মুশাব্বাহ বিহি অতিপরিচিত হবে। অথবা অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণবস্তুর সমজাতীয় করে দেওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য বস্তুর তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে, অথবা উপমার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মুশাব্বাহ বিহি শ্রোতার নিকট স্বীকৃত হবে।

تشبيه مردود যা মকবুলের মত নয়।

تشبيه ضمنى

আরো এক প্রকারের তাশবীহ রয়েছে। যাতে মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহি যথা নিয়মে উল্লেখ করা হয় না। তবে বাক্যের শব্দসমূহের বিন্যাস থেকে তাশবীহের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। সেখানে উদ্দেশ্য থাকে মুশাব্বাহের সাথে যে হুকুমকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তা সম্ভাব্য বিষয়। যেমন মুতানাব্বীর কবিতা-

ومن الخير بطوء سيبك عنى-اسرع السحب فى السير الجهام

তোমার দান দেরীতে আশা ও আমার জন্য কল্যাণকর। কেননা আমরা জানি, যে মেঘ দ্রুত চলে তাতে পানি থাকে না। তেমনি ইবনুর রুমীর কবিতা-

قديشيب الفتى وليس عجيبا- ان يرى النور فى القضيب الرطيب

কখনো কখনো অল্পবয়স্ক বালকের মাথায় সাদা চুল দেখা যায়। এটি কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, নতুন ডালে সাদা কলি দেখা যাবে।

(ঙ) তাশবীহ ব্যবহারের আট পদ্ধতি। যথা-

(١) زيداسد (٢) اسد (٣) زيدا سد فى الشجاعة (٤) اسد فى الشجاعة (٥) زيد كا لاسد (٦) كلاسد (٧) زيد كالاسد فى الشجاعة

(٨) كالاسد فى الشجاعة-

اَلْمَجَازُ (রূপক)

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِىْ غَيْرِ مَاوُضِعَ لَهٗ لِعَلَاقَةٍ مَعَ قَرِيْنَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ اِرَادَةِ الْمَعْنَى السَّابِقِ كَالدُّرَرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِى الْكَلِمَاتِ الْفَصِيْحَةِ فِىْ قَوْلِكَ فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالدُّرَرِ فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِىْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهٗ اِذْ قَدْ وُضِعَتْ فِى الْاَصْلِ لِلَّالِى الْحَقِيْقِيَّةِ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلَى الْكَلِمَاتِ الْفَصِيْحَةِ لِعَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا فِى الْحُسْنِ وَالَّذِىْ يَمْنَعُ مِنْ اِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىِّ قَرِيْنَةُ يَتَكَلَّمُ وَكَالْاَصَابِعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِى الْاَنَامِلِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى-

অনুবাদ ঃ যে শব্দ নিজ প্রকৃতিগত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে মাজায বা রূপক বলে। এই ব্যবহার হয় কোন সম্পর্কের কারণে এবং সেখানে এমন কোন আলামত থাকে, যা প্রথম অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতিগত অর্থ উদ্দেশ্য করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন فلان يتكلم بالدرر অর্থাৎ–অমুক ব্যক্তি মুক্তার মত কথা বলে। এই বাক্যে درر শব্দটি كلمه فصيحه বা স্বচ্ছ সাবলীল ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং শব্দটি তার প্রকৃতিগত অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহৃত হলো। কেননা এটির প্রকৃতিগত অর্থ হলো প্রকৃত মুক্তা। অতঃপর তা স্বচ্ছ সাবলীল ভাষা অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পর্ক রয়েছে। এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে বাধা আলামত হল يتكلم শব্দ। তেমনি আল্লাহ তা'আলার বাণী।

يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَا نِهِمْ فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِىْ غَيْرِ مَاوُضِعَتْ لَهٗ لِعَلَاقَةِ اَنَّ الْاَنْمِلَةَ جُزْءٌ مِّنَ الْاِصْبَعِ فَاسْتُعْمِلَ الْكُلُّ فِى الْجُزْءِ وَقَرِيْنَةُ ذٰلِكَ اَنَّهٗ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْاَصَابِعِ بِتَمَامِهَا فِى الْاٰذَانِ وَالْمَجَازُ اِنْ كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ كَمَا فِى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ يُسَمّٰى اِسْتِعَارَةً وَاِلَّا فَمَجَازٌ مُرْسَلٌ كَمَا فِى الْمِثَالِ الثَّانِىْ-

অনুবাদ ঃ يجعلون اصابعهم فى اذانهم

অর্থাৎ– তারা তাদের কানে আংগুল দেয়।

এ আয়াতে اصابع(আংগুলসমূহ) শব্দটি انامل (আংগুলের মাথাসমূহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থ তার প্রকৃতিগত অর্থ থেকে ভিন্ন। এখানে সম্পর্ক হলো এই যে, আংগুলের মাথা হলো আংগুলের অংশ। অতএব গোটা বিষয় ব্যবহৃত হয়েছে অংশের অর্থে। আলামত হলো এই যে, পুরো আংগুল কানে ঢুকানো সম্ভব নয়।

মাজাযের সম্পর্ক যদি প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থের মধ্যেকার সাদৃশ্য হয়, যেমনটি প্রথম উদাহরণে রয়েছে, তাহলে তাকে ইস্তি'আরা استعاره বলা হয়। অন্যথায় মাজাযে মুরসাল বলা হয়। যেমনটি হয়েছে দ্বিতীয় উদাহরণে।

اَلْاِسْتِعَارَةُ (উৎপ্রেক্ষা)

اَلْاِسْتِعَارَةُ هِىَ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ اَىْ مِنَ الضَّلَالِ اِلَى الْهُدٰى فَقَدِ اسْتُعْمِلَتِ الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ فِىْ غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيْقِيِّ وَالْعَلَاقَةُ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الضَّلَالِ وَالظَّلَامِ وَالْهُدٰى وَالنُّوْرِ وَالْقَرِيْنَةُ مَاقَبْلَ ذٰلِكَ -

وَاَصْلُ الْاِسْتِعَارَةِ تَشْبِيْهٌ حُذِفَ اَحَدُ طَرَفَيْهِ وَوَجْهُ شِبْهِهٖ وَاَدَاتِهٖ وَالْمُشَبَّهُ يُسَمّٰى مُسْتَعَارًا لَهٗ وَالْمُشَبَّهُ بِهٖ مُسْتَعَارًا مِنْهُ

অনুবাদ ঃ ইস্তিআরা সেই মাজায বা রূপক, যাতে সম্পর্ক হলো সাদৃশ্য। অর্থাৎ মূল অর্থ ও রূপক অর্থের মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাকে ইস্তিআরা বলে। যেমন-আল্লাহর বাণী-

كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور

অর্থাৎ কিতাব আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এজন্য যে, আপনি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোতে নিয়ে আসবেন। অর্থৎ ভ্রষ্টতা থেকে সুপথে আনবেন। এখানে ظلمات এবং نور শব্দ দু'টি অমৌল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মৌল ও রূপক অর্থের মধ্যে সম্পর্ক হলো সাদৃশ্য। অর্থাৎ ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের এবং সুপথ ও আলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আলামত হলো পূর্বের অংশ। অর্থাৎ كتاب انزلناه اليك। এ অংশ থেকেই বুঝা যায় যে, আলো এবং অন্ধকার শব্দ দুটি মৌল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ইস্তিআরা হলো সেই তাশবীহ্, যাতে তাশবীহের-দু'পক্ষের একটি উপমার সাধারণ বিষয় ও উপমাবোধক অব্যয় লুপ্ত থাকে। মুশাব্বাহকে মুস্তাআর লাহু ও মুশাব্বাহ বিহিকে মুস্তাআর মিনহু বলা হয়।

فَفِيْ هٰذَا الْمِثَالِ الْمُسْتَعَارُ لَهٗ هُوَ الضَّلَالُ وَالْهُدٰى وَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ هُوَ مَعْنَى الظَّلَامِ وَالنُّوْرِ وَلَفْظُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرِ يُسَمّٰى مُسْتَعَارًا وَ تَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ اِلٰى مُصَرَّحَةٍ وَهِيَ مَاصُرِّحَ فِيْهَا بِلَفْظِ الْمُشَبَّهِ بِهٖ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ : فَاَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّنْ نَرْجِسٍ وَ سَقَتْ وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ- فَقَدِ اسْتَعَارَ اللُّؤْلُؤَ وَ النَّرْجِسَ وَ الْوَرْدَ وَ الْعُنَّابَ وَالْبَرَدَ لِلدُّمُوْعِ وَالْعُيُوْنِ- وَالْخُدُوْدِ وَ الْاَنَامِلِ وَالْاَسْنَانِ وَ اِلٰي مَكْنِيَّةٍ وَهِيَ مَاحُذِفَ فِيْهَا الْمُشَبَّهُ بِهٖ وَرَمَزَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنْ لَوَازِمِهٖ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ-

অনুবাদ ঃ সেমতে উক্ত উদাহরণে الهدى الضلال শব্দ দু'টি মুস্তাআর লাহু, النور ও الظلام -এর অর্থ হলো মুস্তাআর মিনহু এবং الظلمات এবং النور শব্দ দুটিই হলো মুস্তাআর।

ইস্তিআরা কয়েক প্রকার। যথা-

(১) مصرحة-যে ইস্তিআরায় মুশাব্বাহ বিহি উল্লেখ থাকে। যেমন-

فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت - وردا وعضت على العناب بالبرد

অর্থাৎ–প্রিয়া তখন নার্গিস থেকে মুক্তা বর্ষণ করল এবং গোলাপকে সিক্ত করল এবং তুষার দিয়ে উন্নাবে কামড় দিল।

এখানে কবি অশ্রুর জন্য মুক্তা, চোখের জন্য নার্গিস, চোয়ালের জন্য গোলাপ, আংগুলের জন্য উন্নাব এবং দাঁতের জন্য তুষার শব্দ রূপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

(২) مكنية- যে ইস্তিআরায় মুশাব্বাহ বিহি লুপ্ত থাকে এবং তার কোন অনুষঙ্গ দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করা হয়, তাকে ইস্তিআরায়ে মাকনিয়্যা বলা হয়। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী– واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

অর্থাৎ– তুমি তাদের দু'জনের জন্য অনুগ্রহ বশতঃ বিনয়ের ডানা অবনমিত করো।

فَقَدِ اسْتَعَارَ الطَّائِرَ لِلذُّلِّ ثُمَّ حَذَفَهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ الْجَنَاحُ وَإِثْبَاتُ الْجَنَاحِ لِلذُّلِّ يَسُمُّوْنَهُ إِسْتِعَارَةً تَخْيِيْلِيَّةً وَتَنْقَسِمُ الْإِسْتِعَارَةُ إِلٰى أَصْلِيَّةٍ وَ هِيَ مَا كَانَ فِيْهَا الْمُسْتَعَارُ إِسْمًا غَيْرَ مُشْتَقٍّ كَإِسْتِعَارَةِ الظَّلَامِ لِلضَّلَالِ وَالنُّوْرِ لِلْهُدٰى وَإِلٰى تَبْعِيَّةٍ وَ هِيَ مَاكَانَ فِيْهَا الْمُسْتَعَارُ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا أَوْ إِسْمًا مُشْتَقًّا نَحْوُ فُلَانٌ رَكِبَ كَتِفَيْ غَرِيْمِةٍ أَيْ لَازَمَهُ مُلَازَمَةً شَدِيْدَةً وَقَوْلُهُ تَعَالٰى أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ أَيْ تَمَكَّنُوْا مِنَ الْحُصُوْلِ عَلَى الْهِدَايَةِ التَّامَّةِ نَحْوُ قَوْلُهُ : وَلَئِنْ نَطَقْتُ بِشُكْرِبِرِّكَ مُفْصِحًا- فَلِسَانُ حَالِيْ بِالشِّكَايَةِ أَنْطَقَ- وَ نَحْوُ أَذَقْتُهُ لِبَاسَ الْمَوْتِ أَيْ أَلْبَسْتُهُ إِيَّاهُ-

অনুবাদ ঃ এ আয়াতে বিনয়ের জন্য পাখী ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর তা লুপ্ত করে তার একটি অনুষঙ্গ ডানা দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বিনয়ের জন্য ডানা সাব্যস্ত করাকে ইস্তিআরায়ে তাখয়ীলিয়্যা বলা হয়।

অন্যদিক দিয়ে ইস্তিআরা দু'প্রকার। যথা-

(১) اصلية বা প্রকৃত। যাতে মুস্তাআর শব্দটি এমন ইসম হয়,যা মুশতাক নয়। যেমন-ضلال-এর জন্য ظلام এবং هدى-এর জন্য نور ব্যবহার করা।

(২) تبعية বা অপকৃত অর্থাৎ–যাতে মুস্তাআর শব্দটি ফে'ল হরফ বা ইসমে মুশতাক হয়। যেমন, বলা হলো-فلان ركب كتفى غريمه অর্থাৎ–অমুক ব্যক্তি তার ঋণগ্রহীতার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। অর্থাৎ তাকে শক্তভাবে আগলে ধরেছে এখানে ركب ফে'লটি মুস্তাআর। তেমনি আল্লাহর বাণী–اولئك على هدى من ربهم

অর্থাৎ–তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে আগত হেদায়েতের উপরে রয়েছে। তথা–তারা পূর্ণরূপে হেদায়েত লাভে সক্ষম হয়েছে। এখানে على হরফটি মুস্তাআর। তেমনি কবির ভাষায়–

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ اِلٰى مُرَشَّحَةٍ وَ هِىَ مَا ذُكِرَ فِيْهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ نَحْوُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَارَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَالْاِشْتِرَاءُ مُسْتَعَارٌ لِلْاِسْتِبْدَالِ وَذِكْرُ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ تَرْشِيْحٌ وَاِلٰى مُجَرَّدَةٍ وَهِىَ الَّتِىْ ذُكِرَ فِيْهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ نَحْوُ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ اُسْتُعِيْرَ اللِّبَاسُ لِمَا غَشِىَ الْاِنْسَانَ عِنْدَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَالْاِذَاقَةُ تَجْرِيْدٌ لِذٰلِكَ وَاِلٰى مُطْلَقَةٍ وَهِىَ الَّتِىْ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا مُلَائِمٌ نَحْوُ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّرْشِيْحُ وَالتَّجْرِيْدُ اِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْاِسْتِعَارَةِ بِالْقَرِيْنَةِ-

অনুবাদ ঃ আরেক দিক দিয়ে ইস্তিআরা তিন প্রকার। যথা-

(১) مرشحة - যে ইস্তিআরায় মুশাব্বাহ বিহির উপযুক্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فماربحت تجارتهم *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) ولئن نطقت بشكر برك مفصحا- فلسان حالى بالشكاية انطق

অর্থাৎ– আমি যদি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা নিজ মুখে স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, তাহলে এ বাকভাষা তাতে বেশী সক্ষম নয়। কেননা, আমার অবস্থাভাষা আরো বেশী জোরালো এবং স্পষ্টভাবে অভিযোগ প্রকাশ করছে। এখানে انطق ইসমে মুশতাক মুস্তাআর। তেমনি এ বাক্য লক্ষ্যণীয়-اذقته لباس الموت

অর্থাৎ–আমি তাকে মৃত্যুর পোশাকের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুর পোশাক পরিয়েছি।

অর্থাৎ–এ তারাই, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই। এখানে استبدال -এর স্থানে اشتراء শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর ربح ও تجارة শব্দ দু'টি উল্লিখিত হয়েছে, যা ইস্তিবদাল বা বিনিময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরই নাম তারশীহ।

(২) مجردة-যে ইস্তিআরায় মুশাব্বাহ -এর উপযুক্ত বিষয় উল্লিখিত হয়। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

فاذاقها الله لباس الجوع والخوف

অর্থাৎ–অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত জনপদের অধিবাসীদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করালেন।

এখানে لباس শব্দটিকে এমন বস্তুর জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষকে ক্ষুধা ও ভীতির সময় আচ্ছন্ন করে নেয়। اذاقة (আস্বাদন করান) হলো উক্ত ইস্তিআরার জন্য تجريد (তাজরীদ-এর আভিধানিক অর্থ খালি করা। এখানে উদ্দেশ্য-যা দ্বারা ইস্তিআরার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তা থেকে খালি করা। এ আয়াতে اذاقة হলো ما غشيهم -এর একটি উপযুক্ত অনুষঙ্গ।)

مطلقه-সেই ইস্তিআরা, যার সাথে ملائم বা যুৎসই বিষয় উল্লেখ করা হয় না। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

ينقضون عهد الله

অর্থাৎ– তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

এ আয়াতে চুক্তিভঙ্গ অর্থের জন্য نقض শব্দটিকে ইস্তিআরা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মুশাব্বাহ বিহি نقض-এর مناسب যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি মুশাব্বাহ-এর مناسب-ও উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং আয়াতে ইস্তিআরায়ে মুতলাকা হয়েছে। যেহেতু এতে কোন মুনাসাবাত-এর কয়েদ নেই, তাই এটিকে মুতলাকা বলা হয়।

লক্ষণ দ্বারা ইস্তিআরা পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেই ترشيح এবং تجريد বিবেচনা করা হয়।

خلاصة الاستعارة -(الف) نمبر -١
اركان استعاره

نمبر-٢ اقسام استعاره باعتبار طرفين

نمبر-٣ اقسام استعاره باعتبار جامع

نمبر-٤ اقسام استعاره باعتبار لفظ مستعار
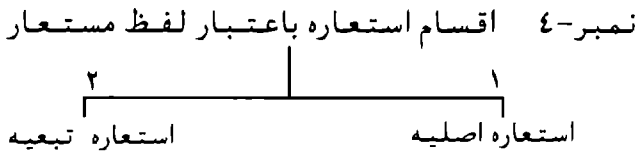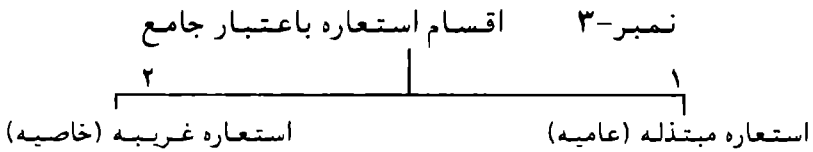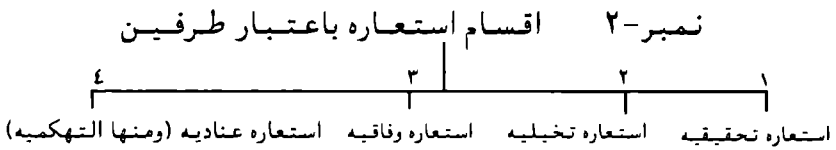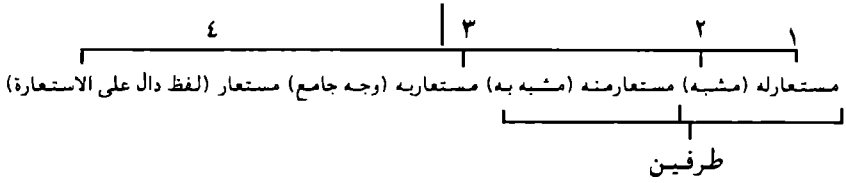
نمبر-٥ اقسام استعاره باعتبار اپنے مقترنات ومناسبات کے
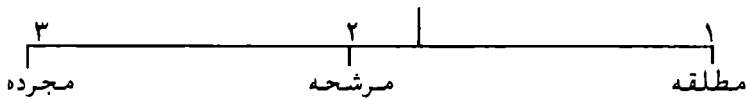
نمبر-٦ اقسام استعاره باعتبار المذكورمن الطرفين
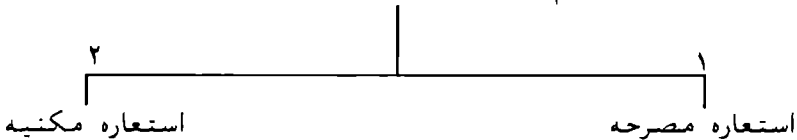
اَلْمَجَازُ الْمُرْسَلُ

هُوَ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ غَيْرُ الْمُشَابَهَةِ (١) كَالسَّبَبِيَّةِ فِىْ قَوْلِكَ عَظُمَتْ يَدُ فُلَانٍ اَىْ نِعْمَتُهُ الَّتِىْ سَبَبُهَا الْيَدُ - (٢) وَالْمُسَبَّبِيَّةِ فِىْ قَوْلِكَ اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتًا اَىْ مَطَرًا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ النَّبَاتُ (٣) وَالْجُزْئِيَّةِ فِىْ قَوْلِكَ اُرْسِلَتِ الْعُيُوْنُ لِتَطَّلِعَ عَلٰى اَحْوَالِ الْعَدُوِّ اَىْ اَلْجَوَاسِيْسُ

(٤) اَلْكُلِّيَّةِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ اَىْ اَنَامِلَهُمْ (٥) وَاِعْتِبَارِمَا كَانَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ اَىْ الْبَالِغِيْنَ (٦) وَبِاِعْتِبَارِ مَا يَكُوْنُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنِّىْ اَرَانِىْ اَعْصِرُ خَمْرًا اَىْ عِنَبًا - (٧) وَالْحَالِيَّةِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ اَىْ جَنَّتِهٖ-

অনুবাদ ঃ যে مجاز-এর যোগসূত্র হলো সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কিছু, তাকে مجاز مرسل বলে। যথা-

(১) سببيت এর সম্পর্ক। যেমন- তুমি বললে- عظمت يد فلان

অমুকের হাত বেড়ে গেছে। অর্থাৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কারণ হল হাত।

(২) المسببية -এর সম্পর্ক। যেমন, তুমি বললে - امطرت السماء نباتا

অর্থাৎ- মেঘে উদ্ভিদ বর্ষণ করেছে। অর্থাৎ এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, যার ফলে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে। এখানে উদ্ভিদ হল مسبب আর বৃষ্টি হলো سبب বা কারণ।

(৩) الجزئية বা আংশিকতার সম্পর্ক। যেমন তুমি বললে-

ارسلت العيون لتطلع على احوال العدو

অর্থাৎ–চক্ষুসমূহ ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা দুশমনের অবস্থা অবহিত হয়। অর্থাৎ গুপ্তচর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখানে جاسوس-এর অংশ عين-কে جاسوس বা গুপ্তচর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, جزء কে كل-এর অর্থে ব্যবহার করা শুদ্ধ নয়। তবে যে جزء-এর মধ্যে كل-এর অর্থের সাথে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে, তাকে كل-এর অর্থে ব্যবহার করা যায়। যেমনটি উল্লিখিত উদাহরণে রয়েছে।

(৪) كلية- বা সামষ্টিকতা -এর সম্পর্ক। যেমন, আল্লাহর বাণী-

يجعلون اصابعهم فى اذانهم

অর্থাৎ–তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথা প্রবেশ করায়। এখানে كل-কে جزء -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫) পূর্ববর্তী অবস্থা বিবেচনা করা। যেমন, আল্লাহ্র বাণী-

واتوا اليتامى اموالهم

অর্থাৎ–তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল দিয়ে দাও। অর্থাৎ সাবালকদেরকে। (যারা পূর্বে নাবালক ছিল এবং ইয়াতীম হিসেবে বিবেচিত ছিল, যদিও এখন তারা সাবালক হয়ে যাওয়ার কারণে আর ইয়াতীম বলে বিবেচিত হয় না, তথাপি এখানে তাদের পূর্বের অবস্থা বিবেচনা করে يتامى শব্দটিকে بالغين অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাবালক হয়ে যাওয়ার পরেই মাল দিয়ে দেয়ার হুকুম বর্তায়।

(৬) পরবর্তী অবস্থা বিবেচনা করা। যেমন, কুরআনের বাণী-

انى ارانى اعصر خمرا

অর্থাৎ– আমি দেখি যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অর্থাৎ আঙ্গুর নিংড়াচ্ছি যা নিংড়ানোর পর মদ হয়ে যায়। এখানে আঙ্গুর অর্থে মদ-এর ব্যবহার এই বিবেচনায় হয়েছে যে, তা পরবর্তীতে মদ হয়ে যাবে।

(৭) محلية-এর সম্পর্ক। যেমন, বলা হলো-قرر المجلس ذالك

অর্থাৎ–সভা এটি সিদ্ধান্ত করেছে। অর্থাৎ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা। এখানে মজলিস শব্দটি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৮) حالية-এর সম্পর্ক। যেমন, আল্লাহ্র বাণী–

ففى رحمة الله هم فيها خالدون

অর্থাৎ–তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে রয়েছে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। অর্থাৎ জান্নাতে। এখানে জান্নাত (محل) -এর অর্থে رحمة (حال) -এর ব্যবহার হয়েছে।

اَلْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ

اَلْمُرَكَّبُ اِنِ اسْتُعْمِلَ فِىْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهٗ فَاِنْ كَانَ لِعَلَاقَةٍ غَيْرِ الْمُشَابَهَةِ سُمِّىَ مَجَازًا مُرَكَّبًا كَالْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ اِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِى الْاِنْشَاءِ نَحْوُ قَوْلُهٗ : هَوَاىَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ - جَنِيْبٌ وَ جُثْمَانِىْ بِمَكَّةَ مُوْثَقٌ - فَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ الْاِخْبَارُ بَلْ اِظْهَارُ التَّحَزُّنِ وَالتَّحَسُّرِ - وَاِنْ كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ سُمِّىَ اِسْتِعَارَةً تَمْثِيْلِيَّةً كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَرَدِّدِ فِىْ اَمْرٍ اَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وَتُؤَخِّرُ اُخْرٰى-

অনুবাদ ঃ কান মুরাক্কাব যদি তার প্রকৃতিগত অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা কয়েক ধরনের। যথাঃ (১) এ ব্যবহার যদি সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্কের কারণে হয়, তাহলে তাকে মাজাযে মুরাক্কাব বলে। যেমন, কোন খবরিয়া জুমলা যদি ইনশা-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কবির ভাষায়-

هواى مع الركب اليمانين مصعد- جنيب وجثمانى بمكة موثق

অর্থাৎ–আমার প্রিয়া এখন ইয়ামনী কাফেলার সাথে অনুগামী হয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ আমার দেহ মক্কায় বন্দী।

এ কবিতা দ্বারা নিছক সংবাদ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং দুঃখ ও বিরহ ব্যথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এটি একটি ইনশায়ী বাক্য।

(২) আর যদি সে মুরাক্কাবের সম্পর্ক থাকে সাদৃশ্যের, তাহলে তাকে ইস্তিআরায়ে তামছীলিয়া বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে ইতঃস্তত করতে থাকে, তাহলে তাকে বলা হয়- اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى (অপর পৃঃ দ্রঃ)

اَلْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ

هُوَ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ اِلٰى غَيْرِمَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ بِعَلَاقَةٍ نَحْوُ قَوْلُهُ-اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَاَفْنَى الْكَبِيْرَ - كَرُّ الْغَدَاةِ وَ مَرُّالْعَشِيِّ-

অনুবাদ ঃ মাজাযে আকলী ঃ ফে'ল বা ফে'লের অর্থবিশিষ্ট শব্দকে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন কিছুর সাথে সম্পর্কিত করা, যা দৃশ্যতঃ বক্তার নিকটে তার জন্য নয়।

ফে'ল বা ফে'লের অর্থবিশিষ্ট শব্দ বক্তার বিশ্বাস মতে দৃশ্যতঃ যে অর্থ বহন করে, তা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত করা। অবশ্য কোন যোগসূত্রের ভিত্তিতে। যেমন, কবির ভাষায়–

اشاب الصغير وافنى الكبير -كر الغداة ومر العشى

অর্থাৎ– ছোটকে বৃদ্ধ করেছে ও বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটিয়েছে সকাল ও বিকালের আবর্তন।

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ–তোমাকে দেখছি এক পা আগাও, আরেক পা পিছাও। এবাক্যে একটি মানসিক অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হলো সেই অর্থ, যা দ্বারা কখনো আগানো আবার কখনো পিছানোর কথা বুঝা যায়। যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে যেমন কোন ব্যক্তি এক পা আগায় আবার আরেক পা পিছায়, তেমনি কোন বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে সে কাজটি করতে মনোযোগী হয়, আবার মানসিকভাবে পিছিয়ে আসে।

فَاِنَّ اِسْنَادَ الْاِشَابَةِ وَالْاِفْنَاءِ اِلٰى كَرِّ الْغَدَاةِ وَمُرُوْرِ الْعَشِيِّ اِسْنَادٌ اِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ - اِذِ الْمُشِيْبُ وَالْمُفْنِىْ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى - وَمِنَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ اِسْنَادُ مَا بُنِىَ لِلْفَاعِلِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ نَحْوُ عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ وَعَكْسُهُ نَحْوُ سَيْلٌ مُفْعَمٌ وَالْاِسْنَادُ اِلَى الْمَصْدَرِ نَحْوُ جَدَّ جِدُّهٗ وَاِلَى الزَّمَانِ نَحْوُ نَهَارُهٗ صَائِمٌ وَاِلَى الْمَكَانِ نَحْوُ نَهْرٌ جَارٍ وَاِلَى السَّبَبِ نَحْوُ بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ - وَيُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ اَنَّ الْمَجَازَ اللُّغَوِىَّ يَكُوْنُ فِى اللَّفْظِ - وَالْمَجَازَ الْعَقْلِىَّ يَكُوْنُ فِى الْاِسْنَادِ-

অনুবাদ ঃ এখানে اشاب বা বৃদ্ধকরণ ও افناء বা মৃত্যু ঘটানোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সকালের আবর্তন ও বিকালের অতিক্রমনের সাথে। অথচ এটি বাস্তবে তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা, প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধকারী ও মৃত্যু দানকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এটি একটি মাজাযে আকলীর উদাহরণ।

অবশ্য যদি একথাটি কোন নাস্তিকে বলে, তাহলে তা মাজাযে আকলী হবে না। কেননা, এটিই তার বিশ্বাস। কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন এরূপ বলে, তখনই তা মাজাযে আকলী হয়। উল্লিখিত কবিতা যে মাজাযে আকলীর অন্তর্গত তার প্রমাণ এই যে, কবিতার পরবর্তী চরণ থেকে কবির ঈমানদার হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত ইসনাদসমূহ মাজাযে আকলীর অন্তর্গত। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(১) ফা'য়েলের অর্থের জন্য গঠিত শব্দকে মাফ'উলের দিকে ইসনাদ করা। যেমন-عيشة راضية (আনন্দিত জীবন) راضية (আনন্দিত) শব্দটি ফা'য়েলের অর্থবিশিষ্ট। অথচ এটিকে ইসনাদ করা হয়েছে মাফ'উলের দিকে। অর্থাৎ ফা'য়েলকে মাফ'উলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা জীবনধারণকারীই আনন্দিত হয়, জীবন আনন্দিত হয় না।

(২) প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ মাফ'উলের অর্থে গঠিত শব্দকে ফা'য়েলের দিকে ইসনাদ করা। যেমন-سيل مفعم (পূর্ণ প্লাবন) مفعم একটি মাফউল ইসম। অথচ এটিকে ইসনাদ করা হয়েছে سيل এর দিকে, যা ফা'য়েল। এখানে মাফ'উলকে ফা'য়েলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পূর্ণ হয় উপত্যকা, প্লাবন তো পূর্ণকারী।

(৩) ফা'য়েলের অর্থে গঠিত শব্দকে মাসদারের দিকে ইসনাদ করা। যেমন- جد جده (তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।) جد হলো মাসদর, যার দিকে ইসনাদ করা হয়েছে মা'রূফ ফে'লকে।

(৪) ফায়েলের অর্থে গঠিত শব্দকে সময়ের দিকে ইসনাদ করা। যেমন-نهاره صائم (তার দিনটি রোযাদার) صائم শব্দটি ইসমে ফা'য়েল। এটিকে ইসনাদ করা হয়েছে – نهار-এর দিকে, যা তার জরফে যমান।

(৫) ফা'য়েলের অর্থে গঠিত শব্দকে স্থানের দিকে ইসনাদ করা। যেমন-نهر جار (প্রবাহমান নদী) প্রবাহিত হওয়ার ইসনাদ করা হয়েছে নদীর দিকে, যা তার জরফে মাকান বা স্থান।

(৬) ফা'য়েলের অর্থে গঠিত শব্দকে سبب বা উদ্যোক্তার দিকে ইসনাদ করা। যেমন-بنى الامير المدينة (আমীর নগর নির্মাণ করেছেন) بنى একটি ফে'লে মা'রূফ। এটিকে ইসনাদ করা হয়েছে আমীর-এর দিকে। কেননা, তিনিই নগর নির্মাণের উদ্যোক্তা। তাঁরই নির্দেশে শ্রমিকরা নগরের নির্মাণ কাজ করেছে।

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাজাযে লুগাবী হয় শব্দের ক্ষেত্রে। আর মাজাযে আকলী হয় ইসনাদের ক্ষেত্রে।

الْكِنَايَةُ (ইংগিত)

هِيَ لَفْظٌ اُرِيْدَ بِهٖ لَازِمَ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ اِرَادَةِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى نَحْوُ طَوِيْلُ النَّجَادِ اَىْ طَوِيْلُ الْقَامَةِ وَتَنْقَسِمُ بِاِعْتِبَارِ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ اَلْاَوَّلُ كِنَايَةٌ يَكُوْنُ الْمَكْنِيُّ عَنْهُ فِيْهَا صِفَةً كَقَوْلِ الْخَنْسَاءِ : طَوِيْلُ النَّجَادِ رَفِيْعُ الْعِمَادِ - كَثِيْرُ الرَّمَادِ اِذَا مَاشَتَا - تُرِيْدُ اَنَّ طَوِيْلَ الْقَامَةِ سَيِّدٌ كَرِيْمٌ- اَلثَّانِىْ كِنَايَةٌ يَكُوْنُ الْمَكْنِيُّ عَنْهُ فِيْهَا نِسْبَةً نَحْوُ الْمَجْدُ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ وَالْكَرَمُ تَحْتَ رِدَائِهٖ تُرِيْدُ نِسْبَةَ الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ اِلَيْهِ-

অনুবাদ ঃ كناية শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপনে ইংগিতে কথা বলা। পারিভাষিক অর্থ হলো, কোন শব্দের মূল অর্থ উদ্দেশ্য করা, শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার আনুষঙ্গিক অর্থ উদ্দেশ্য করা। যেমন-طويل النجاد আসল অর্থ দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট। কিন্তু এখানে আনুষঙ্গিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দীর্ঘ অবয়ব।

مكنى عنه-এর দিক দিয়ে كنايه তিন প্রকার। যথা-

(১) যে كنايه-তে مكنى عنه হয়ে থাকে صفت বা পরনির্ভরশীল। যেমন, খানসার কবিতা– طويل النجاد رفيع العماد - كثير الرماد اذا ماشتا

অর্থাৎ তিনি দীর্ঘাবয়ব উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট নেতা, যার বাড়ীতে শীতকালে ছাইয়ের স্তুপ থাকে।

এ কবিতায় কবি খানসা طويل النجاد শব্দ দ্বারা এটির আনুষঙ্গিক অর্থ "দীর্ঘাবয়ব নেতা' ও "দানশীল' উদ্দেশ্য করেছেন।

(২) যে كنايه -তে مكنى عنه হয় نسبت যেমন–المجدبين ثوبيه والكرم تحت ردائه অর্থাৎ-মহত্ব তার দু কাপড়ের নীচে এবং দানশীলতা তার চাদরের নীচে। এখানে মহত্ব ও দানশীলতাকে প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَالثَّالِثُ كِنَايَةٌ يَكُوْنُ الْمَكْنِيُّ عَنْهُ فِيْهَا غَيْرَصِفَةٍ وَلَانِسْبَةٍ كَقَوْلِهِ : اَلضَّارِبِيْنَ بِكُلِّ اَبْيَض مَخْذَمٍ - وَالطَّاعِنِيْنَ مَجَامِعَ الْاَضْغَانِ - فَاِنَّهُ كَنّٰى بِمَجَامِعِ الْاَضْغَانِ عَنِ الْقُلُوْبِ-اَلْكِنَايَةُ اِنْ كَثُرَتْ فِيْهَا الْوَسَائِطُ سُمِّيَتْ تَلْوِيْحًا نَحْوُ هُوَ كَثِيْرُ الرَّمَادِ اَىْ كَرِيْمٌ فَاِنَّ كَثْرَةَ الرَّمَادِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْاِحْرَاقِ وَكَثْرَةُ الْاِحْرَاقِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الطَّبْخِ وَالْخُبْزِ وَكَثْرَتُهُمَا تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْاٰكِلِيْنَ وَهِىَ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الضَّيْفَانِ وَكَثْرَ الضَّيْفَانِ تَسْتَلْزِمُ الْكَرمَ وَاِنْ قَلَّتْ وَخَفِيَتْ سُمِّيَتْ رَمْزًا نَحْوُ:هُوَ سَمِيْنٌ رَخْوٌ اَىْ غَبِيٌّ بَلِيْدٌ وَاِنْ قَلَّتْ فِيْهَا الْوَسَائِطُ اَوْلَمْ تَكُنْ ووَضُحَتْ سُمِّيَتْ اِيْمَاءً وَاِشَارَةً نَحْوُ : اَوْ مَارَأَيْتُ الْمَجْدَ اَلْقٰى رَحْلَهُ فِىْ اٰلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ - كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِمْ اَمْجَادًا وَهُنَاكَ نَوْعٌ مِّنَ الْكِنَايَةِ يَعْتَمِدُ فِىْ فَهْمِهٖ عَلَى السِّيَاقِ يُسَمّٰى تَعْرِيْضًا وَ هُوَاِمَالَةُ الْكَلَامِ اِلٰى عَرْضٍ اَىْ نَاحِيَةٍ كَقَوْلِكَ لِشَخْصٍ يُضِرُّ النَّاسَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُهُمْ

অনুবাদ ঃ (৩) যে كنايه-তে مكنى عنه যেমন সিফাত হয় না, তেমনি নিসবাতও হয় না। যেমন, কবির ভাষায়–

الضاربين بكل ابيض مخذم- والطاعنين مجامعى الا ضغان

আমি সেইসব লোকের প্রশংসা করি যারা শুভ্র ধারাল তলোয়ার দিয়ে দুশমনদের মারে এবং যারা বর্শা দিয়ে হিংসুটে কলিজাসমূহ বিদ্ধ করে। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্ব পৃঃ পর) এখানে কবি مجامع الا ضغان দ্বারা قلوب উদ্দেশ্য করেছেন। এটি যেমন, কোন সিফাত নয়, তেমনি নিসবাতও নয়।

تلويح-যে কিনায়ার মধ্যে অধিক সংখ্যক মাধ্যম থাকে, সেই কিনায়াকে তালবীহ বলে। যেমন-هو كثير الرماد অর্থাৎ–সে প্রচুর ছাইয়ের অধিকারী। অর্থাৎ দানশীল। কেননা, প্রচুর পরিমাণে ছাই থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পোড়ানোর ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর পরিমাণে কাঠ পোড়ানো থেকে প্রচুর পরিমাণে খাবার রান্নার ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর পরিমাণে খাবার তৈরী থেকে প্রচুর সংখ্যক আহারকারীর ইংগিত পাওয়া যায়। এ থেকে প্রচুর সংখ্যক মেহমানের ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর সংখ্যক মেহমানের আগমন মহত্ব ও দানশীলতার ইংগিত বহন করে।

رمز- যে কিনায়ায় মাধ্যম সংখ্যা কম হয় এবং তা অস্পষ্ট থাকে, তাকে رمز বলে। যেমন–هو سمين رخو (সে মোটা ঢিলে।) অর্থাৎ নির্বোধ বোকা। (মোটা ও ঢিলে হওয়া সাধারণ ভাবে মেধা শক্তির ক্ষীণতা এবং স্থবিরতার কারণ হয়। আর এ দু'য়ের অনিবার্য ফল নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী। কিন্তু এই অনিবার্যতা স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ কিনায়ায় একটি অস্পষ্ট মাধ্যম রয়েছে। তাই একে رمز বলা হয়। কিন্তু كثير الرماد -এ মাধ্যম অনেক এবং স্পষ্ট।

اشارة- ايماء-যে কিনায়ায় মাধ্যমে কম হয় কিংবা কোন মাধ্যমই না থাকে এবং স্পষ্ট হয়, তাকে ايماء এবং اشاره বলা হয়। যেমন-

اومارأيت المجد القى رحله -فيا ال طلحة ثم لم يتحول

অর্থাৎ– তুমি কি দেখ নাই যে, মহত্ব ও মর্যাদা তালহার পরিবারে এসে তাঁবু ফেলেছে। অতঃপর এ পরিবার থেকে অন্য কোথাও সরে যায়নি।

এখানে কবি তলহার পরিবারের সকল সদস্যের মহৎ হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। এ কিনায়ায় মাত্র একটি মাধ্যম। তা এই যে, مجد বা মহত্ব একটি বিশেষণ, যার একটি বিশেষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। এখানে ال طلحة বা তালহা পরিবারই উক্ত বিশেষ্য।

تعريض ঃ এখানে কিনায়ার আরো এক প্রকার রয়েছে, যা বুঝার জন্য বাক্যের গতির উপর নির্ভর করা হয়। এটিকে তা'রীয বলা হয়। এ হলো বাক্যকে কোন এক দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া। যেমন–কোন ব্যক্তি মানুষের ক্ষতি করে। তুমি তাকে বললে- خير الناس من ينفعهم-অর্থাৎ–যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সে-ই সর্বোত্তম মানুষ।

وَالثَّالِثُ كِنَايَةٌ يَكُوْنُ الْمَكْنِيُّ عَنْهُ فِيْهَا غَيْرَصِفَةٍ وَلَانِسْبَةٍ كَقَوْلِهِ : اَلضَّارِبِيْنَ بِكُلِّ اَبْيَض مَخْذَمٍ - وَالطَّاعِنِيْنَ مَجَامِعَ الْاَضْغَانِ - فَاِنَّهُ كَنّٰى بِمَجَامِعِ الْاَضْغَانِ عَنِ الْقُلُوْبِ-اَلْكِنَايَةُ اِنْ كَثُرَتْ فِيْهَا الْوَسَائِطُ سُمِّيَتْ تَلْوِيْحًا نَحْوُ هُوَ كَثِيْرُ الرَّمَادِ اَىْ كَرِيْمٌ فَاِنَّ كَثْرَةَ الرَّمَادِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْاِحْرَاقِ وَكَثْرَةُ الْاِحْرَاقِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الطَّبْخِ وَالْخُبْزِ وَكَثْرَتُهُمَا تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْاٰكِلِيْنَ وَهِىَ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الضِّيْفَانِ وَكَثْرَ الضِّيْفَانِ تَسْتَلْزِمُ الْكَرَمَ وَاِنْ قَلَّتْ وَخَفِيَتْ سُمِّيَتْ رَمْزًا نَحْوُ:هُوَ سَمِيْنٌ رَخْوٌ اَىْ غَبِيٌّ بَلِيْدٌ وَاِنْ قَلَّتْ فِيْهَا الْوَسَائِطُ اَوْلَمْ تَكُنْ وَوَضُحَتْ سُمِّيَتْ اِيْمَاءً وَاِشَارَةً نَحْوُ : اَوْ مَارَأَيْتُ الْمَجْدَ اَلْقٰى رَحْلَهُ فِىْ اٰلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ - كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِمْ اَمْجَادًا وَهُنَاكَ نَوْعٌ مِّنَ الْكِنَايَةِ يَعْتَمِدُ فِىْ فَهْمِهِ عَلَى السِّيَاقِ يُسَمّٰى تَعْرِيْضًا وَ هُوَ اِمَالَةُ الْكَلَامِ اِلٰى عَرْضٍ اَىْ نَاحِيَةٍ كَقَوْلِكَ لِشَخْصٍ يُضِرُّ النَّاسَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُهُمْ

অনুবাদ ঃ (৩) যে كناية-তে مكنى عنه যেমন সিফাত হয় না, তেমনি নিসবাতও হয় না। যেমন, কবির ভাষায়–

الضاربين بكل ابيض مخذم- والطاعنين مجامعى الا ضغان

আমি সেইসব লোকের প্রশংসা করি যারা শুভ্র ধারাল তলোয়ার দিয়ে দুশমনদের মারে এবং যারা বর্শা দিয়ে হিংসুটে কলিজাসমূহ বিদ্ধ করে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) এখানে কবি مجامع الا ضغان দ্বারা قلوب উদ্দেশ্য করেছেন। এটি যেমন, কোন সিফাত নয়, তেমনি নিসবাতও নয়।

تلويح-যে কিনায়ার মধ্যে অধিক সংখ্যক মাধ্যম থাকে, সেই কিনায়াকে তালবীহ বলে। যেমন-هوكثير الرماد অর্থাৎ–সে প্রচুর ছাইয়ের অধিকারী। অর্থাৎ দানশীল। কেননা, প্রচুর পরিমাণে ছাই থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পোড়ানোর ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর পরিমাণে কাঠ পোড়ানো থেকে প্রচুর পরিমাণে খাবার রান্নার ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর পরিমাণে খাবার তৈরী থেকে প্রচুর সংখ্যক আহারকারীর ইংগিত পাওয়া যায়। এ থেকে প্রচুর সংখ্যক মেহমানের ইংগিত পাওয়া যায়। আর প্রচুর সংখ্যক মেহমানের আগমন মহত্ব ও দানশীলতার ইংগিত বহন করে।

رمز- যে কিনায়ায় মাধ্যম সংখ্যা কম হয় এবং তা অস্পষ্ট থাকে, তাকে رمز বলে। যেমন–هو سمين رخو (সে মোটা ঢিলে।) অর্থাৎ নির্বোধ বোকা। (মোটা ও ঢিলে হওয়া সাধারণ ভাবে মেধা শক্তির ক্ষীণতা এবং স্থবিরতার কারণ হয়। আর এ দু'য়ের অনিবার্য ফল নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী। কিন্তু এই অনিবার্যতা স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ কিনায়ায় একটি অস্পষ্ট মাধ্যম রয়েছে। তাই একে رمز বলা হয়। কিন্তু

كثير الرماد -এ মাধ্যম অনেক এবং স্পষ্ট।

اشارة- ايماء-যে কিনায়ায় মাধ্যমে কম হয় কিংবা কোন মাধ্যমই না থাকে এবং স্পষ্ট হয়, তাকে ايماء এবং اشاره বলা হয়। যেমন-

اومارأيت المجد القى رحله -فيا ال طلحة ثم لم يتحول

অর্থাৎ– তুমি কি দেখ নাই যে, মহত্ব ও মর্যাদা তালহার পরিবারে এসে তাঁবু ফেলেছে। অতঃপর এ পরিবার থেকে অন্য কোথাও সরে যায়নি।

এখানে কবি তলহার পরিবারের সকল সদস্যের মহৎ হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। এ কিনায়ায় মাত্র একটি মাধ্যম। তা এই যে, مجد বা মহত্ব একটি বিশেষণ, যার একটি বিশেষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। এখানে ال طلحة বা তালহা পরিবারই উক্ত বিশেষ্য।

تعريض ঃ এখানে কিনায়ার আরো এক প্রকার রয়েছে, যা বুঝার জন্য বাক্যের গতির উপর নির্ভর করা হয়। এটিকে তা'রীয বলা হয়। এ হলো বাক্যকে কোন এক দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া। যেমন–কোন ব্যক্তি মানুষের ক্ষতি করে। তুমি তাকে বললে- خير الناس من ينفعهم-অর্থাৎ–যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সে-ই সর্বোত্তম মানুষ।

عِلْمُ الْبَدِيْعِ

اَلْبَدِيْعُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْهُ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ الْمُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ مَا يَرْجِعُ مِنْهَا اِلٰى تَحْسِيْنِ الْمَعْنٰى يُسَمّٰى بِالْمُحَسِّنَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَمَا يَرْجِعُ مِنْهَا اِلٰى تَحْسِيْنِ اللَّفْظِ يُسَمّٰى بِالْمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ-

مُحَسِّنَاتٌ مَعْنَوِيَّةٌ

(١) اَلتَّوْرِيَةُ اَنْ يُّذْكَرَ لَفْظٌ لَهٗ مَعْنَيَانِ قَرِيْبٌ يَتَبَادَرُ فَهْمُهٗ مِنَ الْكَلَامِ وَبَعِيْدٌ هُوَ الْمُرَادُ بِالْاِفَادَةِ لِقَرِيْنَةٍ خَفِيَّةٍ-

অলংকার শাস্ত্র

অনুবাদ ঃ بديع হলো সেই শাস্ত্র, যা দ্বারা অবস্থার চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ বাক্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার পদ্ধতিসমূহ জানা যায়।

(এ থেকে জানা গেল যে, অবস্থার চাহিদা লক্ষ্য রাখার পরেই বাক্যকে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নয়, তা সৌন্দর্যময় করার অর্থ হবে উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।)

এসব পদ্ধতির কিছু রয়েছে অর্থের সৌকর্যদানের সাথে সংশ্লিষ্ট, এগুলোকে মুহাস্‌সিনাতে মা'নাবিয়্যা বলা হয়। আর কিছু রয়েছে শব্দের সৌকর্যদানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে মুহাস্‌সিনাতে লফজিয়্যা বলা হয়।

মুহাসসিনাতে মা'নাবিয়্যা (অর্থের সৌকর্যসমূহ)

(১) توريه –এমন একটি শব্দ উল্লেখ করা হবে, যার দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি নিকট অর্থ, যা বাক্য থেকে সহজে বুঝা যায়। আরেকটি দূরবর্তী অর্থ। সেটিই বুঝানো বক্তার উদ্দেশ্য। নিকটবর্তী অর্থ বাদ দিয়ে দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য করা হয় কোন সূক্ষ্ম লক্ষণের ভিত্তিতে।

نَحْـوُ وَ هُـوَ الَّـذِىْ يَـتَـوَفَّـاكُمْ بِاللَّيْـلِ وَيَـعْـلَـمُ مَـا جَـرَحْـتُـمْ بِالـنَّـهَـارِ - اَرَادَ بِـقَـوْلِـهٖ جَرَحْـتُـمْ مَـعْـنَـاهُ الْـبَـعِـيْـدَ وَهُـوَ اِرْتِكَابُ الذُّنُـوْبِ وَكَـقَـوْلِـهٖ - يَـاسَـيِّـدُ اَحَـازَ لُطْفًا - لَـهُ الْـبَـرَايَـا عَـبِـيْـدٌ + اَنْـتَ الْـحَـسِـيْـنُ وَلٰـكِـنْ + جَـفَـاكَ فِـيْـنَـا يَـزِيْـدُ - مَـعْـنٰـى يَـزِيْـدُ الْـقَـرِيْـبُ اَنَّـهٗ عَـلَـمٌ وَمَـعْـنَـاهُ الْـبَـعِـيْـدُ الْـمَـقْـصُـوْدُ اَنَّـهٗ فِـعْـلٌ مُـضَـارِعٌ مِـنْ زَادَ-

অনুবাদ ঃ যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী–

وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار

অর্থাৎ–আর তিনিই তো রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিনে তোমরা যা করেছ তা জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা جرحتم শব্দ দ্বারা দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ গুনাহ করা। আর নিকটবর্তী অর্থ 'জখম করা বা জখম হওয়া' পরিহার করা হয়েছে।

তেমনি কবির ভাষায়-

ياسيد احاز لطفا–له البرايا عبيد

انت الحسين ولكن – جفاك فينا يزيد

অর্থাৎ–হে নেতা! যিনি মহত্ত্ব ও দয়ার সমাবেশ করেছেন। গোটা সৃষ্টি যার গোলাম। তুমি খুব সুন্দর, কিন্তু আপনার অত্যাচার আমাদের উপর দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এ কবিতায় يـزيـد শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো নিকটবর্তী অর্থ যা কারো নাম বুঝায়। আরেকটি দূরবর্তী অর্থ, যা এখানে উদ্দেশ্য। তা হলো-এটি زاد -এর মুযারে ক্রিয়া।

(٢) اَلْاِبْهَامُ اِيْرَادُ الْكَلَامِ مُحْتَمِلًا لِوَجْهَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ نَحْوُ - بَارَكَ اللّٰهُ لِلْحَسَنِ + وَلِبَوْرَانَ فِى الْخَتَنِ - يَا اِمَامَ الْهُدٰى ظَفِرْ + تَ وَلٰكِنْ بِبِنْتِ مَنْ - فَاِنَّ قَوْلَهٗ بِنْتُ مَنْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَدْحًا لِعَظْمَةٍ وَاَنْ يَكُوْنَ ذَمًّا لِدَنَاءَةٍ -

(٣) اَلتَّوْجِيْهُ اِفَادَةُ مَعْنًى بِاَلْفَاظٍ مَوْضُوْعَةٍ لَهٗ وَلٰكِنَّهَا اَسْمَاءٌ لِلنَّاسِ اَوْ غَيْرِهِمْ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ يَصِفُ نَهْرًا-

اِذَا فَاخَرَتْهُ الرِّيْحُ وَلَّتْ عَلِيْلَةً + بِاَذْيَالِ كُثْبَانِ الثَّرٰى تَتَعَسَّرُ - بِهِ الْفَضْلُ يَبْدُوْ وَالرَّبِيْعُ وَكَمْ غَدًا - بِهِ الرَّوْضُ يَحْيٰى وَ هُوَ لَاشَكَّ جَعْفَرُ -

فَالْفَضْلُ وَالرَّبِيْعُ وَيَحْيٰى وَجَعْفَرُ اَسْمَاءُ نَاسٍ وَكَقَوْلِهٖ - وَ مَاحُسْنُ بَيْتٍ لَهٗ زُخْرُفٌ + تَرَاهُ اِذَا زُلْزِلَتْ لَمْ يَكُنْ - فَاِنَّ زُخْرُفًا وَ اِذَا زُلْزِلَتْ وَلَمْ يَكُنْ اَسْمَاءُ سُوَرٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ-

অনুবাদ ঃ (২) ابهام–এমন একটি বাক্য ব্যবহার করা যা পরস্পরবিরোধী দু'টি দিকের সম্ভাবনা রাখে। যেমন-

بارك الله للحسن - ولبوران فى الختن

يا امام الهدى ظفر - ت ولكن ببنت من

অর্থাৎ–আল্লাহ তা'আলা হাসানকে কল্যাণ দান করুন এবং বুরানকেও কল্যাণ দান করুন বৈবাহিক আত্মীয়তায়। হে হেদায়েতের ইমাম! আপনি সফল হয়েছেন তবে কার মেয়ের সাথে?

এই কবিতায় ببنت من শব্দটি দু'ধরণের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। একটি হলো, উচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে প্রশংসা। আরেকটি হলো হেয়তার ভিত্তিতে অপ্রশংসা। (অপর পৃঃদ্রঃ)

(٤) اَلطِّبَاقُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-

অনুবাদ ঃ (৪) طباق–পরস্পরবিরোধী দুটি অর্থ একত্রিত করা। যেমন আল্লাহর বাণী-

وتحسبهم ايقاظا وهم رقود

অর্থাৎ–আপনি তাদেরকে সজাগ মনে করবেন। অথচ তারা ঘুমন্ত।

ولكن اكثر الناس لايعلمون يعلمون ظاهرا من الحيواة الدنيا

অর্থাৎ– কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা জানে পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক।

(পূর্ব পৃঃ পর) (৩) توجيه–একটি অর্থকে এমন কতিপয় শব্দ দ্বারা বুঝানো যে শব্দগুলো উক্ত অর্থের জন্য গঠিত। কিন্তু সেগুলো মানুষ বা অন্য কিছুর নাম। যেমন, কোন ব্যক্তি নদীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলল-

اذا فاخرته الريح ولت عليلة - باذيال كثبان الثرى تتعسر

به الفضل يبدو والربيع وكم غدا - به الروض ويحيى وهو لا شك جعفر

অর্থাৎ–তাঁর সামনে বাতাস যখন গর্বের চাল চলে, তখন তা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। আর ভিজা মাটির বালুময় টিলার আঁচলের সাথে জড়িয়ে যায় ফুর্তি করার জন্য। তাঁর সুবাদে মহত্ব ও স্বাচ্ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁরই সুবাদে বাগানসমূহ সজীব হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি এক নদী।

এ কবিতায় فضل - ربيع- يحيى - جعفر নিজস্ব অর্থ ধারণ করার সাথে সাথে কতিপয় মানুষের নামও বটে।

তেমনি নিম্নের কবিতা

وما حسن بيت له زخرف - تراه اذا زلزلت لم يكن

অর্থাৎ–সে ঘরের প্রকৃত সৌন্দর্য নেই, যাতে বাহ্যিক সৌন্দর্য রয়েছে। তুমি এরূপ ঘরকে দেখবে যে যখন তা ভূমিকম্পের শিকার হবে তখন নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

এ কবিতায় زخرف - اذا زلزلت - لم يكن -শব্দ তিনটি নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এগুলো কুরআন মজীদের কতিপয় সুরার নামও বটে।

(٥) مِنَ الطِّبَاقِ الْمُقَابَلَةُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْتٰى بِمَعْنَيَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ ثُمَّ يُؤْتٰى بِمَا يُقَابِلُ ذٰلِكَ عَلَى التَّرْتِيْبِ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا-

(٦) وَمِنْهُ التَّدْبِيْجُ وَ هُوَ التَّقَابُلُ بَيْنَ اَلْفَاظِ الْاَلْوَانِ كَقَوْلِهٖ - تَرَدّٰى ثِيَابُ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا اَتٰى + لَهَا اللَّيْلُ اِلَّا وَهِىَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ-

অনুবাদ ঃ (৫) طباق-এর এক প্রকার مقابلة-দুই বা ততোধিক অর্থ উল্লেখ করার পর বিপরীত অর্থসমূহ যথাক্রমে উল্লেখ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী-

فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا

অর্থাৎ- তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী কাঁদা।

(৬) তিবাকের আরেক প্রকার হলো-تدبيج-প্রশংসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিনায়া বা ইংগিতরূপে বিভিন্ন রঙের বর্ণনা দেয়া। যেমন, কবির ভাষায়-

تردى ثياب الموت حمرا فما اتى- لها الليل الا وهى من سندس خضر

অর্থাৎ-তিনি মৃত্যুর লাল কাপড় চাদরের মত মুড়ি দিয়েছেন, অতঃপর যখনই রাত হয়। তখন সেই লাল কাপড়ই সর্বোৎকৃষ্ট মিহি সবুজ রেশমী কাপড় হয়ে গেল।

(অর্থাৎ তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং রক্তাক্ত কাপড়েই তাঁকে দাফন করা হলো। অতঃপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁকে জান্নাতী পোশাক (সবুজ রেশমী কাপড়) দেয়া হলো। এখানে রঙের কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো পরস্পর ভিন্ন। যেমন, লাল ও সবুজ। প্রথম শব্দ দ্বারা তার শহীদ হওয়ার পর ইংগিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ উদ্দেশ্য। সুতরাং পুরো বাক্য দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শহীদ হওয়া এবং জান্নাতী হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

(٧) اَلْاِدْمَاجُ اَنْ يَضْمَنَ كَلَامٌ سِيْقَ لِمَعْنًى مَعْنًى اُخَرَ نَحْوُ قَوْلِ اَبِى الطَّيِّبِ - اُقَلِّبُ فِيْهِ اَجْفَانِىْ كَاَنِّىْ + اَعُدُّ بِهَا عَلَى الدَّهْرِ الذُّنُوْبَا - فَاِنَّهُ ضَمِنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُّوْلِ وَالشِّكَايَةِ مِنَ الدَّهْرِ-

(٨) وَمِنَ الْاِدْمَاجِ مَا يُسَمّٰى بِالْاِسْتِتْبَاعِ وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلٰى وَجْهٍ يَسْتَتْبَعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ اٰخَرَ كَقَوْلِ الْخَوارِزْمِىْ : سَمْحُ الْبَدَاهَةِ لَيْسَ يُمْسِكُ لَفْظَهُ - فَكَاَنَّمَا اَلْفَاظُهُ مِنْ مَالِهٖ-

অনুবাদ ঃ (৭) ادماج-একটি বাক্য প্রথমে এক অর্থে ব্যবহার করার পর তার সাথে অন্য অর্থও মিশিয়ে দেয়া। যেমন, কবি আবু তৈয়্যবের ভাষায়-

اقلب فيه اجفانى كانى- اعد بها على الدهر الذنوبا

অর্থাৎ-আমি আমার চোখের পাতা উল্টাতে থাকি, যেন আমি চোখের পাতা দ্বারা যুগের অপরাধসমূহ গণনা করতে থাকি।

কবি এ কবিতায় রাতের দীর্ঘতার সাথে নিজের নিদ্রাহীনতার কাহিনী বর্ণনা করেন। এরই সাথে যুগের বিরুদ্ধে অভিযোগও করে দিলেন।

(৮) ইদমাজের আরেক প্রকারের নাম استتباع-এ হলো কোন বিষয়ের এমনভাবে প্রশংসা করা যে, তারপর অন্যগুণের দ্বারা তার প্রশংসা হয়ে যায়। সুতরাং ইস্তেতবা' হলো প্রশংসার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু ইদমাজ ব্যাপক। যেমন, খাওয়ারিজমীর কবিতা-

سمح البداهة ليس يمسك لفظه - فكانما الفاظه من ماله

অর্থাৎ-তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় এতই অকৃপণ যে, তাঁর কথা আটকে যায় না। তার কথা যেন তার ধন। অর্থাৎ যেমন নির্দ্বিধায় সম্পদ ব্যয় করেন, তেমনি নিজের যোগ্যতা ও গুণবৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাতে থাকেন।

এখানে কবি নিজ প্রিয়জনের বাগ্মিতা ও স্পষ্টবাদিতার বর্ণনা এভাবে দিলেন যে, একই সাথে তাঁর আরেকটি গুণ "দানশীলতার" কথাও ফুটে উঠল। সুতরাং এখানে দানশীলতার বর্ণনাটি ইস্তেতবা, পদ্ধতিতে হয়েছে।

(٩) مُرَاعَاةُ النَّظِيْرِ هِيَ جَمْعُ اَمْرٍ وَمَا يُنَاسِبُهُ لَا بِالتَّضَادِّ كَقَوْلِهِ : اِذَا صَدَقَ الْجَدُّ اَفْتَرَى الْعَمُّ لِلْفَتٰى مَكَارِمُ لَاتَخْفٰى وَاِنْ كَذَبَ لِخَالٍ - فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَالْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ الْحَظُّ وَبِالثَّانِىْ عَامَّةُ النَّاسِ وَبِالثَّالِثِ الظَّنُّ-

(١٠) اَلْاِسْتِخْدَامُ هُوَ ذِكْرُاللَّفْظِ بِمَعْنًى وَاِعَادَةُ ضَمِيْرٍ عَلَيْهِ بِمَعْنًى اٰخَرَ اَوْ اِعَادَةُ ضَمِيْرَيْنِ تُرِيْدُ بِثَانِيْهِمَا غَيْرَ مَا اَرَدْتَهُ بِاَوَّلِهِمَا

অনুবাদ ঃ (৯) مراعاة النظير-একই বাক্যে এমন দুই বা ততোধিক বিষয় একত্রিত করা, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সামঞ্জস্য বিরোধের দিক দিয়ে না হওয়া চাই। যেমন, কবির ভাষায়-

اذا صدق الجد افترى العم للفتى - مكارم لا تخفى وان كذب الخال

অর্থাৎ-ভাগ্য যখন সঠিক হয়, তখন সাধারণ লোকেরাও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতে থাকে। আমাদের এ যুবকের গুণবৈশিষ্ট্য অতি স্পষ্ট, যদিও এতে আমাদের ভুল হয়।

এ কবিতায় جد - عم - خال শব্দসমূহ একত্রিত হয়েছে। এগুলোর সাধারণ অর্থে সামঞ্জস্য স্পষ্ট। অবশ্য এখানে যে অর্থ উদ্দেশ্য তাতে পরস্পরের কোন মিল নেই। কেননা, প্রথম শব্দ দ্বারা ভাগ্য, দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা সাধারণ লোক এবং তৃতীয় শব্দ দ্বারা ধারণা উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, এখান থেকে বুঝা যায় যে, مراعاة النظير-এর ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে মিল থাকলেই চলবে। এক্ষুণি সে অর্থ উদ্দেশ্য না ও হতে পারে।

(১০) استخدام- কোন শব্দকে এক অর্থে উল্লেখ করা, অতঃপর সেই শব্দের দিকে যমীর ফেরানো অন্য অর্থে। অথবা শব্দকে এক অর্থে উল্লেখ করা, অতঃপর তার দিকে দু'টি যমীর এমনভাবে ফেরানো যে, প্রথম যমীর দ্বারা যে অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে, দ্বিতীয় যমীর দ্বারা ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে।

فَالْاَوَّلُ نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اَرَادَ بِالشَّهْرِ الْهِلَالَ وَبِضَمِيْرِهِ الزَّمَانَ الْمَعْلُوْمَ وَالثَّانِىْ كَقَوْلِهٖ : فَسَقَى الْغَضَا وَالسَّاكِنِيْهِ وَاِنْ هُمْ + شَبَوْهُ بَيْنَ جَوَانِحَ وَ ضُلُوْعٍ - اَلْغَضَا شَجَرٌ بِالْبَادِيَةِ وَضَمِيْرُسَاكِنِيْهِ يَعُوْدُ اِلَيْهِ بِمَعْنٰى مَكَانِهٖ وَضَمِيْرُ شَبَوْهُ يَعُوْدُ اِلَيْهِ بِمَعْنٰى نَارِهٖ

(١١) اَلْاِسْتِطْرَادُ هُوَ اَن يُخْرِجَ الْمُتَكَلِّمُ مِنَ الْغَرَضِ الَّذِىْ هُوَ فِيْهِ اِلٰى اٰخَرَ لِمُنَاسَبَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى تَتْمِيْمِ الْاَوَّلِ كَقَوْلِ السَّمْؤَلِ : وَاِنَّا اُنَاسٌ لَانَرَى الْقَتْلَ سَبَّةً + اِذَامَا رَاَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُوْلُ - يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ اٰجَالَنَا لَنَا + وَتَكْرَهُهُ اٰجَالُهُمْ فَتَطُوْلُ - وَمَامَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ اَنْفِهٖ + وَلَا طَلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيْلُ - فَسِيَاقُ الْقَصِيْدَةِ لِلْفَخْرِ وَاسْتِطْرَادًا مِنْهُ اِلٰى هِجَاءِ عَامِرٍ وَ سَلُوْلٍ ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ-

প্রথমটির উদাহরণ আল্লাহ্র বাণী- فمن شهد منكم الشهر فليصمه অর্থাৎ–যে ব্যক্তি উক্ত মাস প্রত্যক্ষ করবে, তাকে সে মাসে রোযা রাখতে হবে।

এখানে আল্লাহ তাআলা شهر দ্বারা هلال উদ্দেশ্য করেছেন। অথচ فليصمه-এর যে যমীর شهر-এর দিকে ফিরেছে তা দ্বারা নির্দিষ্ট কাল অর্থাৎ রমযানুল মোবারক উদ্দেশ্য করেছেন।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ- *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) فسقى الغضاء والساكنيه وان هم- شبوه بين جوانح وضلوع

অর্থাৎ–আমার প্রার্থনা এই যে, তিনি গিজা গাছ ও তার নিকটে অবস্থানকারীদের সিক্ত করুন, যদিও তারা উক্ত গিজার আগুনকে বাহু ও পাঁজরের মাঝখানে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

غضا-এক প্রকার বন্য গাছ। ساكينه-এর যে যমীর غضا-এর দিকে ফিরেছে, তার উদ্দেশ্য غضا নামক স্থান। কিন্তু شبوه-এর যে যমীর غضا-এর দিকে ফিরেছে, তার অর্থ গিজার আগুন।

(১১) استطراد-বক্তা যে প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকে, তা থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে। কেননা, দু'প্রসঙ্গের মধ্যে মিল রয়েছে। তারপর আবার পূর্বের প্রসঙ্গ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ফিরে আসবে। যেমন– সামউল ইবনে আদিয়ার কবিতা-

وانا اناس لا نرى القتل سبة - اذاما رأته عامر وسلول

يقرب حب الموت اجالنا لنا - وتكرهه اجالهم فتطول

ومامات منا سيد حتف انفه - ولاطل منا حيث كان قتيل

অর্থাৎ–আমরা এমন মানুষ যে, যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধকে দোষণীয় মনে করি না। অথচ আমের ও সুলুল গোত্র এটিকে দোষণীয় ও লজ্জাজনক মনে করে।

মৃত্যুর ভালবাসা আমাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময়কে আমাদের নিকটবর্তী করে দেয়। (এ কারণে আমাদের আয়ূ দীর্ঘ হয় না।) অথচ তাদের মৃত্যুর সময় মৃত্যুকে অপছন্দ করে। ফলে তাদের আয়ূষ্কাল দীর্ঘ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা জীবনের মায়ায় মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ এড়িয়ে চলে। ফলে তাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়।

আমাদের কোন নেতা বিছানায় পড়ে মারা যায়নি। তেমনি আমাদের কোন নিহত ব্যক্তি এমন পাওয়া যায়নি, যার খুনের বদলা নেয়া হয়নি। অর্থাৎ আমাদের গোত্র বীর ও সাহসী। আমের ও সালুলের মত কাপুরুষ ও হীনবল নয়।

এখানে কবি আত্মগৌরব প্রকাশের জন্য কবিতা উপস্থাপন করছেন। একই সাথে আমের ও সুলুল গোত্রের নিন্দাবাদও করছেন। অতঃপর প্রথম প্রসঙ্গে ফিরে এসে গৌরব বর্ণনা করছেন।

(١٢) اَلْاِفْتِنَانُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ فَنَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْغَزْلِ وَالْحَمَاسَةِ وَالْمَدْحِ وَالْهِجَاءِ وَالتَّعْزِيَةِ وَالتَّهْنِيَةِ كَقَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَمَامِ السَّلُوْلِىْ حِيْنَ دَخَلَ عَلٰى يَزِيْدَ وَقَدْ مَاتَ اَبُوْهُ مُعَاوِيَةُ وَخَلَفَهُ هُوَفِي الْمُلْكِ اٰجَرَكَ اللّٰهُ عَلَى الرَّزِيَّةِ وَبَارَكَ لَكَ فِى الْعَطِيَّةِ وَاَعَانَكَ عَلَى الرَّعَيَّةِ فَقَدْ رُزِئْتَ عَظِيْمًا وَاُعْطِيْتَ جَسِيْمًا فَاشْكُرِ اللّٰهَ عَلٰى مَا اُعْطِيْتَ وَاصْبِرْ عَلٰى مَارُزِئْتَ فَقَدْ فَقَدْتَّ الْخَلِيْفَةَ وَاُعْطِيْتَ الْخِلَافَةَ فَفَارَقْتَ خَلِيْلًا وَ وُهِبْتَ جَلِيْلًا - وَاصْبِرْيَزِيْدُ فَقَدْ فَارَقْتَ ذَاثِقَةً + وَاشْكُرْحِبَاءَ الَّذِىْ بِالْمُلْكِ اَصْفَاكَ - لَارُزْءَ اَصْبَحَ فِى الْاَقْوَامِ نَعْلَمُهُ + كَمَا رُزِئْتَ وَلَا عُقْبٰى كَعُقْبَاكَ -

অনুবাদ ঃ (১২) افتنان- দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে একত্রিত করা। যেমন, গান ও বীরত্ব, প্রশংসা ও নিন্দা, সান্ত্বনা ও অভিনন্দন। যেমন, ইয়াযীদের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাম সুলুলীর কথা। তখন ইয়াযীদের পিতা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং ইয়াযীদকে নিজ উত্তরসূরী মনোনীত করে গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাম এ সময়ে ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল-

اجرك الله على الرزية وبارك لك فى العطية واعانك على الرعية فقد رزئت عظيما واعطيت جسيما فاشكر الله على ما اعطيت واصبر على ما رزئت فقد فقدت الخليفة واعطيت الخلافة ففارقت خليلا و وهبت جليلا-

اصبريزيد فقد فارقت ذاثقة - واشكر حباء الذى بالملك اصفاك
لارزء اصبح فى الاقوام لعلمه - كما رزئت ولا عقبى كعقباك (অপর পৃঃ দ্র)

(١٣) اَلْجَمْعُ هُوَ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فِىْ حُكْمٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهٖ : اِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَ الْجِدَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْمَرْءِ اَىْ مُفْسِدَةٍ-

(١٤) اَلتَّفْرِيْقُ هُوَ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهٖ - مَانَوَالُ الْغَمَامِ وَقْتَ رَبِيْعٍ : كَنَوَالِ الْاَ مِيْرِ يَوْمَ سَخَاءٍ- فَنَوَالُ الْاَمِيْرِ بَدْرَةُ عَيْنٍ وَنَوَالُ الْغَمَا مِقَطْرَةُ مَاءٍ-

অনুবাদ ঃ (১৩) جمع – একই হুকুমে একাধিক বিষয়কে একত্রিত করা। যেমন-

ان الشباب والفراغ والجدة - مفسدة للمرء اى مفسدة -

অর্থাৎ–তারুণ্য, নির্লিপ্ততা ও ধনাঢ্যতা এ তিনটি বিষয় মানুষকে খুবই খারাপ করে।

(১৪) تفريق–একই শ্রেণীর দু'বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা। যেমন, রশীদুদ্দীন-এর কবিতা–

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ–হে ইয়াযীদ! আল্লাহ, তা'আলা তোমাকে এ বিরাট বিপদের প্রতিদান দিন এবং এ দানে (রাজত্ব) তোমাকে বরকত দিন এবং প্রজাদের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করুন। নিঃসন্দেহে তুমি বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়েছ। আর বিরাট দানে ভূষিত হয়েছ। তোমাকে যা দান করা হয়েছে, সেজন্য তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর যে বিপদে পড়েছ, সেজন্য ধৈর্যধারণ কর। তুমি খলীফাকে হারিয়েছ, কিন্তু খেলাফত লাভ করেছ। তুমি একজন প্রিয়জনকে হারিয়েছ। কিন্তু এক বিরাট সম্মানে ভূষিত হয়েছ।

হে ইয়াযীদ! ধৈর্যধারণ কর। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি একজন নির্ভরযোগ্য গুরুজন থেকে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়েছ। আর শোকর আদায় কর সেই পবিত্র সত্তার দানের জন্য, যিনি তোমাকে রাজত্বের জন্য নির্বাচন করেছেন। আমার জানামতে পৃথিবীর জাতিসমূহে এমন কোন মুসিবত হয়নি, যেমনটি তোমার উপর এসেছে। তেমনি এমন শুভ পরিণাম হয়নি, যেমনটি তোমার হয়েছে।

এখানে বিভিন্ন ধরণের মর্ম ও উদ্দেশ্যে এক সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তা কত গুলো আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে সমবেদনা ও অভিনন্দন বাণী একই সাথে পেশ করেছেন।

(١٥) اَلتَّقْسِيْمُ هُوَ اِمَّا اِسْتِيْفَاءُ اَقْسَامِ الشَّيْءِ نَحْوُ قَوْلِهٖ :

وَاَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْاَمْسِ قَبْلَهُ- وَلٰكِنَّنِيْ عَنْ عِلْمِ مَافِيْ غَدٍ عَمِيْ - وَاِمَّا ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ وَاِرْجَاعُ مَالِكُلٍّ اِلَيْهِ عَلَى التَّعْيِيْنِ كَقَوْلِهٖ : وَلَا يُقِيْمُ عَلٰى ضَيْمٍ يُرَادُ بِهٖ- اِلَّا الْاَذَلَّانِ عِيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ- هٰذَا عَلَى الْخَسَفِ مَرْبُوْطٌ بِرُمَّتِهٖ- وَذَا يُشَجُّ فَلَايَرْثِىْ لَهُ اَحَدٌ- وَاِمَّا ذِكْرُ اَحْوَالِ الشَّيْءِ مُضَافًا اِلٰى كُلٍّ مِّنْهَا مَايَلِيْقُ بِهٖ كَقَوْلِهٖ : سَاَطْلُبُ حَقِّيْ بِا لْقَنَا وَمَشَائِخٍ + كَاَنَّهُمْ مِنْ طُوْلِ مَا الْتَثَمُوْا مُرْدٌ- ثِقَالٌ اِذَالَاقُوْا خِفَافٌ اِذَا دُعُوْا- كَثِيْرًا ذَاشُدُّوْاقَلِيْلٌ اِذَا عُدُّوْا-

অনুবাদ ঃ (১৫) تقسيم –এভাবে বলা যায় যে, একটি বিষয়ের সকল প্রকারের পূর্ণ বিবরণ দেয়া। যেমন–

واعلم علم اليوم والامس قبله - ولكنى عن علم ما فى غد عمى

অর্থাৎ–আমি আজকের ও গতকালের বিষয় জানি। কিন্তু আগামীকালের বিষয়ে আমি অন্ধ।

কালের দিক দিয়ে জ্ঞান তিন প্রকার যথাক্রমে– বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত। কবি তিন প্রকার জ্ঞানেরই বিবরণ দিয়েছেন। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) مانوال الغمام وقت ربيع - كنوال الاميريوم سخاء

فنوال الا مير بدرة عين - ونوال الغمام قطرات ماء

অর্থাৎ–বসন্ত ঋতুতে মেঘের দান তেমন হয় না, যেমন হয় দানের দিনে আমীরের দান। আমীরের দান স্বর্ণমুদ্রার থলি। আর মেঘের দান পানির ফোঁটা।

কবি এখানে দু'প্রকারের দানের পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন।

(পূর্ব পৃঃ পর) অথবা এভাবে বলা যায় যে, একাধিক বিষয় বর্ণনা করা এবং সেগুলোর প্রতিটির জন্য যে উপযুক্ত বিষয় রয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা। যেমন–

ولا يقيم على ضيم يراد به - الا الاذلان عير الحى والوتد

هذا على الخسف مربوط برمته - وذا يشج فلا يرثى له احد

অর্থাৎ–যে ধরণের অত্যাচার নিপীড়নের ইচ্ছা করা হয়েছে, তা কেউই সহ্য করতে পারে না। শুধুমাত্র দুটি নীচু বস্তুই কেবল তা সহ্য করতে পারে। একটি হলো গোত্রের গাধা ও অপরটি হলো পেরেক।

এ (গাধা) তো নির্দয়ভাবে রশিতে বাঁধা থাকে। আর ওটি (পেরেক)কে তো আঘাত করা হয়। কিন্তু তার দুর্দশায় কেউ সমবেদনাও প্রকাশ করে না।

এখানে কবি গাধা ও পেরেক শব্দ দু'টি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর প্রথম শব্দের উপযুক্ত বিষয় ربط مع الخسف উল্লেখ করেছেন। তারপর গাধার জন্য উপযুক্ত বিষয় شج উল্লেখ করেছেন।

অথবা এভাবে বলা যায়, কোন বিষয়ের কতিপয় অবস্থা এমনভাবে বর্ণনা করা যে, প্রত্যেকটি অবস্থার সাথে এমন বিষয় সম্পৃক্ত হবে যা তার জন্য উপযুক্ত। (দ্বিতীয় সংজ্ঞায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা শর্ত। কিন্তু এ সংজ্ঞায় তা শর্ত নয়।) যেমন –

ساطلب حقى بالقنا ومشائخ - كانهم من طول ماالتثموامرد

ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا - كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا

অর্থাৎ–আমি অবশ্যই আমার প্রাপ্য দাবী করব বর্শা দ্বারা এবং এমন অনেক বৃদ্ধের সাহায্যে, যারা দীর্ঘকাল যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখার কারণে দাঁড়িহীন যুবকের মত। তারা প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে শত্রুদের জন্য ভারী হয়ে পড়বে। যখন মোকাবেলায় নামবে। কিন্তু যখন তাদেরকে আহ্বান জানানো হবে। তখন তারা হালকা। তারা যখন আক্রমণ চালায় তখন তারা প্রচুর সংখ্যক হয়ে যায়।

(কেননা, বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাদের এক একজন ব্যক্তি শত্রুদের অনেক সৈন্যের সমান।)

আর যখন তাদের গণনা করা হয়, তখন তারা স্বল্প সংখ্যক।

(١٦) اَلطَّيُّ وَالنَّشْرُ هُوَ ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ عَلَى التَّفْصِيْلِ اَوِ الْاِجْمَالِ ثُمَّ ذِكْرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَدَّدِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ اِعْتِمَادًا عَلٰى فَهْمِ السَّامِعِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى - جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ فَالسُّكُوْنُ رَاجِعٌ اِلَى اللَّيْلِ وَ الْاِبْتِغَاءُ رَاجِعٌ اِلَى النَّهَارِ وَ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : ثَلٰثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا + شَمْسُ الضُّحٰى وَاَبُوْ اِسْحٰقَ وَالْقَمَرُ -

অনুবাদ ঃ (১৬) الطى والنشر -প্রথমে কতিপয় বিষয় বিস্তারিতভাবে বা সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর সেগুলোর প্রত্যেকটির বিশেষ অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য অনির্ধারিত রূপে বর্ণনা করা এবং শ্রোতার বুঝশক্তির উপর আস্থা রাখা। যেমন- আল্লাহর বাণী - جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

অর্থাৎ-আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার।

এখানে سكون-এর সম্পর্ক রাতের সাথে, আর ابتغاء فضل-এর সম্পর্ক দিনের সাথে।

তেমনি খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্র প্রশংসায় কবি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাবের কবিতা-

ثلثة تشرق الدنيا + شمس الضحى وابو اسحاق والقمر

অর্থাৎ-তিনটি বস্তুর আলোয় জগত উদ্ভাসিত। যেমন-মধ্য দিনের সূর্য, আবু ইসহাক ও চন্দ্র।

এখানে প্রথমে ثلثة (তিনটি বস্তু) সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর বিস্তারিতভাবে তিনটি বস্তুর নাম বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য-একবার খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর দরবারে কবিদের সমাবেশ হয়। মু'তাসিম বিল্লাহ বললেন, আপনাদের মধ্য থেকে আমার উদ্দেশ্যে এমন কবিতা কে রচনা করতে পারবে, যা অতুলনীয়? কবি মানসুর নুসাইরী বললেন-আমি পারব। এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং খলীফা হারুনুর রশীদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(١٧) اِرْسَالُ الْمَثَلِ وَ الْكَلَامِ الْجَامِعِ هُوَ اَنْ يُؤْتٰى بِكَلَامٍ صَالِحٍ لِاَنْ يَتَمَثَّلَ بِهٖ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اَنَّ الْاَوَّلَ يَكُوْنُ بَعْضَ بَيْتٍ-

অনুবাদ ঃ (১৭) ارسال المثل - الكلام الجامع-এমন বাক্য ব্যবহার করা, যা অনেক স্থানে উপমা ও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করার যোগ্য হয়। তবে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ارسال المثل হয় কোন ছন্দের অংশ বিশেষ। যেমন–

ان المكارم والمعروف اودية - احلك الله منها حيث تجتمع *(পূর্ব পৃঃ পর)*

اذا رفعت امرء فالله رافعه - ومن وضعت من الاقوام ستضع

ان اخلف الغيث لم تخلف انامله - اوضاق امر ذكرنا فيتسع

অর্থাৎ–ভদ্রোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ হল নদী। এসব নদী যেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে, তা আপনার স্থান।

আপনি যাকে মর্যাদাবান করেন, আল্লাহ তাআলাও তাকে মর্যাদাবান করেন। আর আপনি যাকে নামিয়ে দেন, সে নীচে নেমে যায়।

বৃষ্টি থেমে গেলেও তার দান থেমে যায় না। যখন কোন সংকট আসে, তখন আমরা তাকে স্মরণ করলে সমস্যা কেটে যায়।

তার এ কবিতা পাঠ শেষ হলেই কবি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব অগ্রসর হন এবং বলেন-আমি তারচেয়ে আরো উন্নত কবিতা পেশ করতে পারি। এই বলে তিনি পাঠ করলেন–

تحكو فاعله فى كل نائلة - الغيث والليث والصمصامة الذكر

ثلثة تشرق الدنيا ببهجتها - شمس الضحى و ابوا سحاق والقمر

অর্থাৎ–বৃষ্টি, বাঘ ও তলোয়ার তার কীর্তির অভিনয় করে।

তিনটি বস্তুর ঝলক পৃথিবীকে আলোকিত করে। যেমন- মধ্যাহ্নের সূর্য, আবু ইসহাক ও চন্দ্র।

كَقَوْلِهٖ لَيْسَ التَّكَحُّلُ فِى الْعَيْنَيْنِ كَالْكُحْلِ- وَالثَّانِىْ يَكُوْنَ بَيْتًا كَامِلاً كَقَوْلِهٖ : وَاِذَا جَاءَ مُوْسٰى وَاَلْقَى الْعَصٰى- فَقَدْ بَطَلَ السِّحْرُ وَالسَّاحِرُ-

(١٨) اَلْمُبَالَغَةُ هِىَ اِدِّعَاءُ بُلُوْغِ وَصْفٍ فِى الشِّدَّةِ اَوِ الضُّعْفِ حَدًّا يَبْعُدُ اَوْيَسْتَحِيْلُ وَتَنْقَسِمُ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ تَبْلِيْغٌ اِنْ كَانَ ذَالِكَ مُمْكِنًا عَقْلاً وَعَادَةً كَقَوْلِهٖ فِيْ وَصْفِ فَرَسٍ : اِذَامَا سَابَقَتْهَا الرِّيْحُ فَرَّتْ- وَاَلْقَتْ فِى يَدِالرِّيْحِ التُّرَابَ- وَاِغْرَاقٌ اِنْ كَانَ مُمْكِنًا عَقْلاً لَا عَادَةً كَقَوْلِهٖ : وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِيْنَا + وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالاَ- وَغُلُوٌّ اِنِ اسْتَحَالَ عَقْلاً وَعَادَةً كَقَوْلِهٖ تَكَادُ قِسِيُّهٗ مِنْ غَيْرِ رَامٍ + تُمَكِّنُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ النِّبَالاَ-

অনুবাদ ঃ যেমন ليس التكحل فى العينين كالكحل

অর্থাৎ–চোখে সুরমা লাগানোর কারণে তেমনি সৌন্দর্য অর্জিত হয় না, যেমনটি স্বয়ং চোখ ধূসর হলে সৌন্দর্য হয়।

আসল সৌন্দর্য ও কৃত্রিম সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য প্রবাদ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি পূর্ণ ছন্দ নয়, বরং ছন্দের একটি লাইন মাত্র। كلام جامع হয় একটি পূর্ণ ছন্দ। যেমন, কবিতা-

واذا جاء موسى والقى العصى- فقد بطل السحر والساحر

অর্থাৎ–যখন মূসা আসবেন এবং লাঠি ছেড়ে দেবেন, তখন কোন জাদুও থাকবে না, কোন জাদুকরও থাকবে না। এটি একটি পূর্ণ ছন্দ ও মূলনীতি। মিথ্যা ও মিথ্যাশ্রয়ীর অসারতা ও দুর্বলতা এবং সত্য ও সত্যপন্থীর বিজয়ের কথা বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) (১৮) مبالغة- কোন গুণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এমন দাবী করা যে, তা প্রাবল্য বা দুর্বলতার দিক দিয়ে এমন সীমায় পৌঁছে গেছে, যা অসম্ভব বা দুষ্কর। এটি তিন প্রকার। যথা–

(ক) بليغ- যদি তা যৌক্তিকভাবে ও সাধারণ রীতি অনুযায়ী সম্ভব হয়। যেমন, ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কবির ভাষা–

اذاما سابقتها الريح فرت- والقت فى يد الريح الترابا

অর্থাৎ–সে ঘোড়া এতই দ্রুতগামী যে, যদি বাতাস তার সাথে প্রতিযোগিতা করে, তাহলে সে বাতাসকে পিছনে ফেলে চলে যায় এবং বাতাসের হাতে মাটি ফেলে দেয়।

এখানে দাবী করা হয়েছে যে, ঘোড়ার গতিবেগ বাতাসের চেয়েও বেশী। যদিও এটি সম্ভব, কিন্তু এমন খুব কমই পাওয়া যায়।

(খ) اغراق-যদি তা যৌক্তিকভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী সম্ভব না হয়। যেমন–

ونكرم جارنا مادام فينا ـ ونتبعه الكرامة حيث مالا

অর্থাৎ–আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সম্মান করি যতক্ষণ আমাদের মাঝে অবস্থান করে। আর যখন তারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়, তখন আমরা তার অনুপস্থিতিতেও তার সম্মান বজায় রাখি এবং যথাসম্ভব তার সাহায্য করতে থাকি।

এখানে যা দাবী করা হয়েছে, তা যুক্তির দিক দিয়ে সম্ভব। প্রতিবেশী অন্য কোথাও চলে গেলেও তাকে যথারীতি সম্মান ও সহযোগিতা করা যায়। কিন্তু মানুষের সাধারণ রীতি হলো এই যে, দূরে চলে গেলে পূর্বের আচরণ এবং মনোভাবে ভাটা পড়ে।

(গ) غلو-যদি যুক্তির বিচারে ও সাধারণ রীতি অনুযায়ী সম্ভব না হয়। যেমন–

تكاد قسيه من غير رام- تمكن فى قلوبهم النبالا

অর্থাৎ–তার ধনুকগুলো এতই সুন্দর যে, মনে হয় তা যেন তীরন্দাজ ব্যতীতই শত্রুর হৃদয়ে তীর বসিয়ে দেবে।

এখানে দাবী করা হয়েছে, ধনুকগুলো তীরন্দাজ ব্যতীতই শত্রুর হৃদয়ে তীর বসিয়ে দেবে। এটি যেমন যুক্তির দিক দিয়ে সম্ভব নয়, তেমনি সাধারণ রীতিতেও অসম্ভব।

(١٩) اَلْمُغَايَرَةُ هِيَ مَدْحُ الشَّيْءِ بَعْدَ ذَمِّهِ اَوْعَكْسُهُ كَقَوْلِهِ فِيْ مَدْحِ الدِّيْنَارِ- ع : اَكْرِمْ بِهِ اصْفَرَّ رَاقَتْ صُفْرَتُهُ - بَعْدَ ذَمِّهِ فِيْ قَوْلِهِ تَبًّا لَهُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقٍ-

(٢٠) تَاكِيْدُ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ يُسْتَثْنٰى مِنْ صِفَةِ ذَمٍّ مَنْفِيَّةٍ صِفَةُ مَدْحٍ عَلٰى تَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا كَقَوْلِهِ : وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْ فَهُمْ - بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ - وَ ثَانِيْهِمَا اَنْ يُثْبَتَ لِشَيْءٍ صِفَةُ مَدْحٍ وَيُؤْتٰى بَعْدَهَا بِاَدَاةِ اِسْتِثْنَاءٍ تَلِيْهَا صِفَةُ مَدْحٍ اُخْرٰى كَقَوْلِهِ : فَتًى كَمُلَتْ اَوْصَافُهُ غَيْرَ اَنَّهُ + جَوَادٌ فَمَا يَبْقٰي عَلَى الْمَالِ بَاقِيًا-

অনুবাদ ঃ (১৯) مغايرت – কোন বস্তুর নিন্দা করার পরে আবার প্রশংসা করা। অথবা বিপরীতক্রমে প্রথমে প্রশংসা করার পরে আবার নিন্দা করা। যেমন, স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করতে গিয়ে আবু যায়দ সারুজী বলেছিলেন–

اكرم به اصفر راقت صفرته

অর্থাৎ–তা কতইনা সম্মানিত, যখন তা হলুদ বর্ণের হয় এবং তার হলুদ বর্ণ দর্শকদের কী যে আনন্দ দেয়!

অথচ ইতোপূর্বে তিনি স্বর্ণমুদ্রার নিন্দায় বলেছিলেন– تبا له من خادع مماذق

অর্থাৎ–আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। তা কী যে প্রতারক ও ধোকাবাজ!

(২০) تاكيد المدح بما يشبه الذم -প্রশংসা জোরদার করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা নিন্দার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ শব্দের বাহ্যিক অর্থ নিন্দা মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা প্রশংসা জোরদার করা হবে। এটি দু'প্রকার। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) **প্রথম প্রকার ঃ** এই যে, নিন্দার যে সিফাত নফি করা হয়েছে, তা থেকে প্রশংসার সিফাতকে ইস্তিছনার হরফ দ্বারা এই মনে করে বের করা হবে যে, প্রশংসার সিফাতটি নফিকৃত সিফাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন নাবেগায়ে জিবয়ানীর কবিতা–

ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم - بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ– তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন দোষ নেই যে, শত্রু বাহিনীর সাথে লড়তে লড়তে তাদের তলোয়ারে দাঁত পড়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে لا عيب فيهم হল নিন্দার সিফাতের নফি। غير ان سيوفهم হলো মুস্তাছনা। ইস্তিছনার হরফ غير দ্বারা এটিকে মুস্তাছনা করা হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে প্রশংসার সিফাত। কেননা এ দ্বারা তাদের বীরত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিফাতটিকে এই মনে করে ইস্তিছনা করা হয়েছে যে, তা পূর্বে عيب-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাকীদ বা জোরদার করা হয়েছে এভাবে যে,কবি যখন ইস্তিছনার হরফের পরে প্রশংসার সিফাতটি উল্লেখ করলেন, তখন বুঝা গেল যে, তার একটি মূল উৎস আছে। অর্থাৎ এটি মুত্তাসিল মুস্তাছনা। কিন্তু যখন মূল উৎস পাওয়া গেল না। তখন প্রশংসার ইস্তিছনা করতে বাধ্য হলো, ফলে মুস্তাছনাকে মুত্তাসিল থেকে মুনকাতে' শ্রেণীর বলে গণ্য করতে হলো এভাবে তাকীদ হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ এই যে, প্রথমে কোন বস্তুর প্রশংসার সিফাত সাব্যস্ত করা হবে। অতঃপর ইস্তিছনার হরফ উল্লেখ করা হবে। যার সাথে থাকবে আর একটি প্রশংসার সিফাত। যেমন–

فتى كملت اوصافه غيرانه - جواد فما يبقى على المال باقيا

অর্থাৎ–তিনি এমন এক সম্ভ্রান্ত যুবক, যার সকল গুণ বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় উপনীত হয়েছে। তবে এছাড়া যে, তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি তিনি কোন সম্পদ অবশিষ্ট রাখেন নি।

ব্যাখ্যা ঃ كملت اوصافه- প্রশংসার সিফাত। অতঃপর ইস্তিছনার হরফ উল্লেখ করা থেকে বুঝা যায় যে, কবি তার পূর্বের কথার বিপরীত বিষয় উল্লেখ করবেন। কেননা, ইস্তিছনার অর্থই হলো পূর্বে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত কথা বলা। সুতরাং এ থেকে নিন্দা প্রকাশ পায়। অতঃপর যখন এমন বিষয় উল্লেখ করা হলো যা উচ্চগুণাবলীরই অংশ, তখন প্রশংসারই তাকীদ হলো, সুতরাং পূর্ণ বাক্যটি দাঁড়াল নিন্দার আকৃতিতে প্রশংসা।

(٢١) تَاكِيْدُ الذَّمِّ بِمَا يَشْبَهُ الْمَدْحَ ضَرْبَانِ اَيْضًا اَلْاَوَّلُ اَنْ يَّسْتَثْنٰى مِنْ صِفَةِ مَدْحٍ مَنْفِيَّةٍ صِفَةُ ذَمٍّ عَلٰى تَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا نَحْوُ فُلَانٌ لَا خَيْرَ فِيْهِ اِلَّا اَنَّهٗ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَسْرِقُ - وَالثَّانِىْ اَنْ يُّثْبَتَ لِشَيْئٍ صِفَةُ ذَمٍّ وَيُؤْتٰى بَعْدَ هَا بِاَدَاةِ اِسْتِثْنَاءٍ تَلِيْهَا صِفَةُ ذَمٍّ اُخْرٰى كَقَوْلِهٖ : هُوَ الْكَلْبُ اِلَّا اَنَّ فِيْهِ مَلَالَةً + وَسُوْءَ مُرَاعَاةٍ وَمَا ذَاكَ فِى الْكَلْبِ-

অনুবাদ ঃ (২১) تاكيد الذم بما يشبه المدح- নিন্দাবাদকে জোরদার করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা যা প্রশংসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটিও দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার এই যে, প্রশংসার যে সিফাত নফি করা হয়, তা থেকে ইস্তিছনার হরফ দ্বারা নিন্দাবাদের সিফাতকে এই মনে করে বের করা হয় যে, নিন্দার সিফাত উক্ত নফিকৃত সিফাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন-

فلان لا خير فيه الا انه هو يصدق بما يسرق

অর্থাৎ- অমুকের মধ্যে কোন গুণ নেই একামাত্র এ ছাড়া যে, সে যা কিছু চুরি করে আনে, তাও দান করে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন বস্তুর নিন্দার সিফাত সাব্যস্ত করা হবে। অতঃপর ইস্তিছনার হরফ উল্লেখ করা হবে। এর সাথে থাকবে নিন্দার আরেকটি সিফাত। যেমন-

هوالكلب الا ان فيه ملالة- وسوء مراعاة وماذاك فى الكلب

অর্থাৎ- সে একটি কুকুর। তবে তার মধ্যে রয়েছে সংকীর্ণ মন ও কদাচার। অথচ এটি কুকুরের মধ্যেও থাকে না। অর্থাৎ নিন্দিত ব্যক্তিটি কুকুরের চেয়েও খারাপ।

(٢٢) اَلتَّجْرِيْدُ وَهُوَ اَنْ يُنْتَزَعَ مِنْ اَمْرٍذِىْ صِفَةٍ اَمْرٌ اٰخَرُ مِثْلُهٗ فِيْهَا مُبَالَغَةً لِكَمَالِهَا فِيْهِ وَيَكُوْنُ بِمِنْ نَحْوُ لِىْ مِنْ فُلَانٍ صَدِيْقٌ حَمِيْمٌ اَوْفِيْ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ اَوْبِالْبَاءِ نَحْوُ لَئِنْ سَاَلْتَ فُلَانًا لَتَسْئَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَ اَوْ بِمُخَاطَبَةِ الْاِنْسَانِ نَفْسَهٗ كَقَوْلِهٖ لَاخَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيْهَا وَلَامَالَ- فَلْيَسْعَدِ النُّطْقُ اِنْ لَمْ تَسْعَدِ الْحَالُ- اَوْبِغَيْرِذٰلِكَ كَقَوْلِهٖ - فَلَئِنْ بَقِيْتُ لَاَرْحَلَنَّ لِغَزْوَةٍ تَحْوِى الْغَنَائِمَ اَوْيَمُوْتَ الْكَرِيْمُ-

অনুবাদ ঃ (২২) تجريد–কোন সিফাতবিশিষ্ট বিষয় থেকে অনুরূপ কোন বিষয় বের করে নেয়া। এভাবে বের করার উদ্দেশ্য হলো মুবালাগা করা। কেননা, এ সিফাত তার মধ্যে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তাজরীদ কয়েক উপায়ে হতে পারে। যথা-

(ক) من দ্বারা। যেমন-لى من فلان صديق حميم

অর্থাৎ–অমুকের সাথে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। অর্থাৎ বন্ধুত্বের দিক দিয়ে সে এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তার সাথে আরেকজন বন্ধুকে বের করা শুদ্ধ হয়েছে।

(খ) فى দ্বারা – যেমন, আল্লাহর বাণী–لهم فيها ادا رالخلد

অর্থাৎ–জাহান্নামের মধ্যে তাদের জন্য চিরকালের আবাস রয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নাম তাদের জন্য চিরকালের আবাসস্থল। কিন্তু কথাটি এতই মুবালাগার সাথে বলা হয়েছে যে, এ যেন জাহান্নামের মধ্যে আরেক জাহান্নাম।

(গ) باء-দ্বারা। যেমন-لئن سألت فلانا لتسئلن به البحر

অর্থাৎ–তুমি যদি অমুকের নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি তার মাধ্যমে সাগরের নিকট প্রার্থনা করবে। সে ব্যক্তির বদানাত্য বুঝানোর জন্য এমন মুবালাগা করা হয়েছে যে, তার মাধ্যমে আরেক দানশীল সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) অথবা এভাবেও তাজরীদ করা যায় যে, ব্যক্তি নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবে। যেমন–

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

(٢٣) حُسْنُ التَّعْلِيْلِ هُوَاَنْ يَدَّعِىَ لِوَصْفٍ عِلَّةً غَيْرَ حَقِيْقِيَّةٍ فِيْهَا غَرَابَةٌ كَقَوْلِهِ : لَوْلَمْ تَكُنْ نِيَّةُ الْجَوْزَاءِ خِدْمَتَهُ - لَمَارَأَيْتَ عَلَيْهَا عَقْدَ مُنْتَطِقٍ-

(٢٤) اِئْتِلَافُ اللَّفْظِ مَعَ الْمَعْنٰى هُوَ اَنْ تَكُوْنَ الْاَلْفَاظُ مُوَافِقَةً لِلْمَعَانِىْ فَتُخْتَارُ الْاَلْفَاظُ الْجَزْلَةُ وَالْعِبَارَاتُ الشَّدِيْدَةُ لِلْفَخْرِ وَالْحَمَاسَةِ وَالْكَلِمَاتُ الرَّقِيْقَةُ وَالْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ لِلْغَزْلِ نَحْوُ-

অনুবাদ ঃ (২৩) حسن التعليل-কোন সিফাতের জন্য এমন অপ্রকৃত ইল্লত বা কারণ দাবী করা যাতে বিরলতা ও অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়। যেমন–

لولم تكن فيه الجوزاء خدمته- لمارأيت عليها عقد منتطق *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) لاخيل عندك تهديها و لامال - فليسعد النطق ان لم تسعد الحال

অর্থাৎ–ওহে! তোমার নিকট তো কোন ঘোড়াও নেই, অর্থও নেই যে, তুমি তা প্রশংসিত ব্যক্তির নিকট হাদিয়া হিসেবে পেশ করবে। যদি তোমার আর্থিক অবস্থা তোমার সঙ্গ না দেয়, তাহলে অন্ততঃ কথার দ্বারা সাহায্য নাও। অর্থাৎ প্রশংসা ও গুণগান কর এবং নিজের অভাবের কথা প্রকাশ কর।

(৬) উপরোক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় দ্বারাও অবস্থার লক্ষণাদি দ্বারা এবং কোন হরফের সাহায্য ছাড়াও তাজরীদ হতে পারে। যেমন, কাতাদা ইবনে মাসলামার কবিতা–

فلئن بقيت لارحلن لغزوة - تحوى الغنائم اويموت الكريم

অর্থাৎ–আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই এমন এক জিহাদে বের হব, যাতে গনীমতের সম্পদ সংগ্রহ করবে অথবা ভদ্র লোক মারা যাবে। অর্থাৎ যদি ভদ্রলোক মারা যায় তা হলে গনীমতের মাল সংগৃহীত হতে পারে না।

كَقَوْلِهٖ :اِذَا مَا غَضِبْنَا غَضْبَةً مُضَرِيَّةً + هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ وَ اَمْطَرَتْ دَمًا - اِذَامَا اَعَرْنَا سَيِّدًا مِّنْ قَبِيْلَةٍ- ذُرٰى مِنْبَرٍ صَلّٰى عَلَيْنَا وَسَلَّمَا- وَقَوْلِهٖ لَمْ يَطُلْ لَيْلِىْ وَلٰكِنْ لَمْ اَنَمْ + وَنَفٰى عَنِّى الْكَرٰى طَيْفُ اَلَمْ-

অনুবাদ ঃ যেমন–

اذا ما غضبنا غضبة مضرية - هتكنا حجاب الشمس

وامطرت‌دما- اذاما اعرنا سيدا من قبيلة- ذرى منبر صلى علينا وسلما-

অর্থাৎ–যখন আমার ক্ষতিকর রাগ হয়, তখন আমি সূর্যকেও ছিড়ে ফেলি। ফলে তা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। যখন আমি কোন গোত্রের নেতাকে মিম্বরের উচ্চতা পেশ করি তখন তিনি তাতে আরোহণ করে আমার জন্য দরুদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন।

তেমনি আরেক কবির ভাষায়–

لم يطل ليلى ولكن لم انم - ونفى عنى الكرى طيف الم

অর্থাৎ–আমার রাত দীর্ঘায়িত হয়নি। কিন্তু আমি ঘুমুতে পারিনি। প্রিয়জন এমনভাবে এসে উপস্থিত হল যে, তা আমার ঘুম দূর করে দিল।

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ– কন্যারাশির নিয়্যাত যদি আমার প্রশংসিত ব্যক্তির খেদমত করা না হত, তাহলে আমি তার শরীরে কোমরবন্দের গিরা দেখতে পেতাম না।

(২৪) ائتلاف اللفظ مع المعنى-শব্দসমূহ হবে অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেমতে ভারী শক্ত শব্দসমূহ এবং জোরদার ভাষা ব্যবহার করা হবে গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশের জন্য এবং নমনীয় শব্দ ও নরম ভাষা ব্যবহার করা হবে গান ইত্যাদির জন্য।

مُحَسِّنَاتٌ لَفْظِيَّةٌ

(١) تَشَابُهُ الْاَطْرَافِ هُوَجَعْلُ اٰخِرِجُمْلَةٍ صَدْرَ تَالِيَتِهَا وَاٰخِرِبَيْتٍ صَدْرَ مَا يَلِيْهِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ وَ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ- اِذَا نَزَلَ الْحُجَّاجُ اَرْضًا مَرِيْضَةً تَتَبَّعَ اَقْصٰى دَائِهَا فَشَفَاهَا- شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعِضَالِ الَّذِىْ بِهَا + غُلَامٌ اِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا-

(শব্দগত সৌন্দর্যের বিষয়সমূহ)

অনুবাদ ঃ ভাষাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য শব্দগত যেসব উপকরণ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) تشابه الاطراف-কোন বাক্যের শেষ শব্দকে পরবর্তী বাক্যের প্রথম শব্দ করা। অথবা কোন ছন্দের শেষ শব্দকে পরবর্তী ছন্দের প্রথম শব্দ করা। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী–

مثل نوره كمشكواة فيها مصباح -المصباح فى زجاجة -

الزجاجة كانها كوكب درى يوقد

অর্থাৎ–তাঁর নূর যেন একটি উজ্জ্বল দীপ্তিময়মুক্তা যাতে রয়েছে বাতি, বাতিটি একটি কাঁচে, আর কাঁচ যেন এমন নক্ষত্র যা আলো বিকীরণ করছে। তেমনি কবির ভাষায়-

اذا نزل الحجاج ارضا مريضة - تتبع اقصى دائها فشفاها

شفاها من الداء العضال الذى بها ـ غلام اذا هز القناة سقاها

অর্থাৎ–হাজ্জাজ যখন কোন ব্যাধিগ্রস্ত (উষর) জমিতে অবতরণ করেন, তখন প্রথমে তার ব্যাধির শেষ বিন্দু অনুসন্ধান করেন। অতঃপর তাকে আরোগ্য দান করে। তাকে তার কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করে এমন বালক যে, যখন মৌসুম তাকে নাড়া দেয়, তখন সে তাকে সিক্ত করে।

(২) اَلْجِنْسُ هُوَ تَشَابُهُ اللَّفْظَيْنِ فِى النُّطْقِ لاَ فِى الْمَعْنٰى وَيَكُوْنُ تَامًّا وَ غَيْرَ تَامٍّ فَالتَّامُّ مَااتَّفَقَتْ حُرُوْفُهُ فِى الْهَيْئَةِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ وَالتَّرْتِيْبِ وَ هُوَ مُتَمَاثِلٌ اِنْ كَانَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ نَحْوُ : لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ اِنْسَانًا يُلاَذُ بِهٖ - فَلاَ بَرِحْتَ لِعَيْنِ الدَّهْرِ اَنْسَانًا- وَمُسْتَوْفًى اِنْ كَانَ مِنْ نَوْعَيْنِ نَحْوُ- فَدَارِهِمْ مَادُمْتَ فِىْ دَارِهِمْ + وَاَرْضِهِمْ مَادُمْتَ فِىْ اَرْضِهِمْ

অনুবাদ ঃ (২) الجناس -উচ্চারণের দিক দিয়ে দুটি শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, অর্থের দিকে দিয়ে নয়। এটি দু'প্রকার যথাক্রমে–تام ও غيرتام উল্লেখযোগ্য যে, تام আবার কয়েক প্রকার। যথা-

(ক) যদি একই نوع–এর দু'শব্দের মধ্যে চার বিষয় অর্থাৎ আকার, প্রকার, সংখ্যা ও ক্রম এ চার বিষয়ে মিল থাকে, তাহলে তাকে متماثل বলে। যেমন, কবির ভাষায়-

لم نلق غيرك انسانا يلاذ به - فلا برحت لعين الدهر انسانا

অর্থাৎ–তোমার মত এমন কোন মানুষের সাক্ষাত পেলাম না, যার নিকট আশ্রয় নেয়া যায়। সুতরাং দুআ করি তুমি সর্বদা যুগের নয়নমণি হয়ে থাক।

এখানে انسان শব্দটি দু'স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু প্রথমটির অর্থ মানুষ, আর দ্বিতীয়টির অর্থ চোখের মণি। দু'স্থানেই ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) যদি দু'ধরণের দু'টি শব্দের মধ্যে মিল থাকে তাহলে থাকে مستوفى বলে। যেমন–

فدارهم ما دمت فى دارهم · وارضهم مادمت فى ارضهم

অর্থাৎ–তুমি যতদিন তাদের বাড়ীতে থাকবে, ততদিন তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করবে। আর যতদিন তাদের দেশে থাকবে, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে।

এখানে دار শব্দটি দু'স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমটি ফে'ল, আর দ্বিতীয়টি ইসম। তেমনি ارض শব্দটিও দু'স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি ফে'ল আর দ্বিতীয়টি ইসম।

وَمُتَشَابِهٌ اِنْ كَانَ بَيْنَ لَفْظَيْنِ اَحَدُهُمَا مُرَكَّبٌ وَالْاٰخَرُ مُفْرَدٌ وَاتَّفَقَا فِى الْخَطِّ نَحْوُ - اِذَا مَلِكٌ لَمْ يَكُنْ ذَاهِبَةٍ فَدَعْهُ فَدَوْلَتُهُ ذَاهِبَةٌ - وَمَفْرُوْقٌ اِنْ لَمْ يَتَّفِقَا نَحْوُ + كُلُّكُمْ قَدْ اَخَذَ الْجَامَ وَلَا جَامَ لَنَا - مَا الَّذِىْ ضَرَّمُدِيْرَ الْجَامِ لَوْجَامَلَنَا - وَغَيْرُ التَّامِّ مَا اخْتَلَفَ فِىْ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ مُحَرَّفٌ اِنِ اخْتَلَفَ لَفْظَاهُ فِىْ هَيْئَةِ الْحُرُوْفِ فَقَطْ نَحْوُ قَوْلُهُ جُبَّةُ الْبُرْدِ جُنَّةُ الْبَرْدِ - وَمُطَرَّفٌ اِنِ اخْتَلَفَا فِىْ عَدَدِ الْحُرُوْفِ فَقَطْ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ اَوَّلًا وَمُذَيَّلٌ اِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ اٰخِرًا نَحْوُ - يَمُدُّوْنَ مِنْ اَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِمَ - تَصُوْلُ بِاَسْيَافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِبَ-

وَمُضَارِعٌ اِنِ اخْتَلَفَا فِىْ حَرْفَيْنِ غَيْرِ مُتَبَاعِدَىِ الْمَخْرَجِ نَحْوُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ وَلَاحِقٌ اِنْ تَبَاعَدَا نَحْوُ اِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ وَجِنَاسُ قَلْبٍ اِنِ اخْتَلَفَا فِىْ تَرْتِيْبِ الْحُرُوْفِ فَقَطْ كَنِيْلٍ وَلِيْنٍ وَسَاقٍ وَقَاسٍ-

অনুবাদ ঃ (গ) যদি দু'টি শব্দের একটি মুরাক্কাব, অপরটি মুফরাদ হয় এবং লেখ্যরীতিতে দু'য়ের মধ্যে মিল থাকে, তাহলে متشابه বলে। যেমন–

اذاملك لم يكن ذاهبة - فدعه فدولته ذاهبة

অর্থাৎ–যখন কোন বাদশাহ দানশীল না হয়, তখন তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, তার রাজত্ব ধ্বংসমুখী।

এখানে প্রথম ذاهبة মুরাক্কাবে ইযাফী। আর পারের ذاهبة মুফরাদ। কিন্তু লেখ্যরীতিতে দু'টি শব্দ সমান। (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(পূর্ব পৃঃ পর) (ঘ) যদি শব্দ দুটির লেখ্যরীতিতে মিল না থাকে, তাহলে তাকে مفروق বলে। যেমন–

كلكم قد اخذ الجام ولاجام لنا - ما الذى ضرمدير الجام لوجاملنا

অর্থাৎ–তোমাদের প্রত্যেকেই পেয়ালা নিয়েছে। কিন্তু আমার কোন পেয়ালা নেই। সাকী যদি আমার সাথে ভাল আচরণ করত, তাহলে কে তাকে অনিষ্ট করত?

এখানে جام لنا এবং جاملنا শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণের দিক দিয়ে মিল রয়েছে। কিন্তু প্রথমটি لا-এর ইসম ও খবরের মুরাক্কাব। আর দ্বিতীয়টি ফে'ল, তার সাথে মানসুব যমীর। লেখ্যরীতিতে দু'য়ের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

গায়র তাম্ম জিনাস– (جناس غيرتام) বলা হয়, যদি দু'টি শব্দের মধ্যে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের কোন একটিতে গরমিল থাকে। এটিও কয়েক প্রকার। যথা-

(ক) যদি শব্দ দু'টির হরফসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আকারে পার্থক্য থাকে, তাহলে এটিকে محرف বলে। যেমন-

جبة البرد جنة البرد অর্থাৎ–ইয়ামানী কাপড়ের জামা শীতের জন্য ঢাল স্বরূপ।

এখানে البرد এবং البرد শব্দ দু'টির হরফের হরকতেই গরমিল। একটিতে পেশ, অন্যটিতে যবর।

(খ) যদি দু'শব্দের হরফ সংখ্যায় পার্থক্য থাকে এবং প্রথম শব্দের মধ্যেই অধিক হরফ থাকে তাহলে এটিকে مطرف বলে। যেমন–

ان كان فراقنا مع الصبح بدا- لا اسفر بعد ذلك صبح ابدا

(গ) যদি শেষের শব্দে অধিক হরফ থাকে, তাহলে এটিকে مذيل বলে। যেমন-

يمدون من ايد عواض عواصم - تصول باسياف قواض قواضب

অর্থাৎ–তারা এমন হাত বাড়ায় যা শত্রুর জন্য অবাধ্য এবং বন্ধুর জন্য রক্ষক। তারা এমন তলোয়ার দ্বারা অক্রমণ করে যা হত্যার সিদ্ধান্ত করে এবং ধারাল হয়।

এখানে عواض ও عواصم এবং قواض ও قواضب শব্দ জোড়ায় হরফ সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে এবং শেষের শব্দে অধিক হরফ রয়েছে।

যদি শব্দের মাঝখানে অতিরিক্ত হরফ থাকে, তাহলে তাকে مكتنف বলে।

جهد- جد এবং دواء-داء শব্দজোড়াসমূহে যেমনটি দেখা যায়। *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(٣) اَلتَّصْدِيْرُ وَيُسَمّٰى رَدَّ الْعَجْزِ عَلَى الصَّدْرِ هُوَ فِى النَّثْرِ اَنْ يَّجْعَلَ اَحَدَ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ اَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ اَوِ الْمُلْحِقَيْنِ بِهِمَا بِاَنْ جَمَعَهُمَا اِشْتِقَاقٌ اَوْ شِبْهُهٗ فِىْ اَوَّلِ الْفِقْرَةِ وَالثَّانِىْ فِىْ اٰخِرِهَا نَحْوُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ - وَقَوْلُكَ سَائِلُ اللَّئِيْمِ يَرْجِعُ وَدَمْعُهٗ سَائِلٌ اَلْاَوَّلُ مِنَ السُّوَالِ وَالثَّانِىْ مِنَ السَّيَلَانِ نَحْوُ اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا اَوْ نَحْوُ قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ-

অনুবাদ ঃ (৩) تصدير-এটিকে ردالعجز على الصدر ও বলা হয়।

গদ্যে تصدير হলো এই যে, দু'টি পুনরাবৃত্তিকৃত শব্দ অথবা সমজাতীয় দু'টি শব্দ অথবা ইশতিকাক বা শিবহে ইশতিকাক-এর দিক দিয়ে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে সমজাতীয় দু'টি শব্দের মূলহাক দুটি শব্দের একটিকে বাক্যের শুরুতে এবং অপরটিকে বাক্যের শেষে রাখা। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী-

وتخشى الناس والله احق ان تخشاه

অর্থাৎ–আপনি তো মানুষকে ভয় করেন। অথচ আল্লাহ থেকেই ভয় করা অধিক যুক্তিসংগত। তেমনি– *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) (ঘ) যদি শব্দ দু'টির এমন দু'টি হরফে গরমিল থাকে, যা দূরের মাখরাজের নয়, বরং কাছাকাছি মাখরাজের অথবা একই মাখরাজের, তাহলে এটিকে مضارع বলে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী- وهم ينهون عنه وينئون عنه-

অর্থাৎ–তারা অন্যদেরকে বিরত রাখে ও নিজেরা দূরে থাকে।

(ঙ) যদি হরফ দু'টির মাখরাজ দূরে দূরে হয়, তাহলে এটিকে لاحق বলে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী–

انه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد

(চ) যদি শব্দ দু'টির হরফসমূহের ক্রমধারায় গরমিল থাকে, তাহলে এটিকে جناس قلب বলে। যেমন, لين ও نيل এবং ساق ও قاس-এ।

وَفِي النَّظْمِ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُ هُمَا فِيْ اٰخِرِ الْبَيْتِ وَالْاٰخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَعِ الْاَوَّلِ اَوْ بَعْدَهٗ-

نَحْوُ قَوْلُهٗ - سَرِيْعٌ اِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهٗ وَلَيْسَ + اِلٰى دَاعِى النَّدٰى بِسَرِيْعٍ وَقَوْلُهٗ - تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيْمِ عَرَارِ نَجْدٍ + فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارٍ-

অনুবাদ ঃ কবিতায় তাসদীর-এর অর্থ উল্লিখিত প্রকারসমূহের দু'টি শব্দের মধ্যে একটি হবে কোন ছন্দের শেষে এবং অপরটি হবে ছন্দের প্রথম ছত্রের শুরুতে, কিংবা তারপরে (মাঝখানে কিংবা শেষেও হতে পারে।) যেমন- *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(পূর্ব পৃঃ পর) سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل

অর্থাৎ-ইতরের নিকট প্রার্থনাকারী এভাবে ফিরে যায় যে, তার অশ্রু ঝরতে থাকে।

প্রথম سائل শব্দটি سوال থেকে এবং দ্বিতীয় سائل শব্দটি سيلان থেকে গঠিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতটি ছিল পুনরাবৃত্তির উদাহরণ। দ্বিতীয় বাক্যটি দু'টি সমজাতীয় শব্দের উদাহরণ। তেমনি আল্লাহর বাণী- استغفروا ربكم انه كان غفارا

অর্থাৎ-তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল।

এখানে استغفروا ও غفارا দু'টি ইশতিকাকের দিক দিয়ে সমজাতীয় মুলহাক দু'টি শব্দের উদাহরণ।

قال انى لعملكم من القالين

অর্থাৎ-তিনি (হযরত লূত (আঃ) নিজ সম্প্রদায়কে) বলেছিলেন-নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাজকর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারীদের একজন।

এটি শিবহে ইশতিকাকের দিক দিয়ে সমজাতীয় মুলহাক দু'টি শব্দের উদাহরণ। কেননা قال ও قالين-এ শব্দ দুটি উৎপন্ন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থেকে। প্রথমটি এসেছে قول থেকে। আর দ্বিতীয়টি قلى (খারাপ মনে করা) থেকে। কিন্তু দৃশ্যতঃ মনে হয় একই শব্দ থেকে এ দু'টি শব্দ গঠিত হয়েছে। তাই এ দু'য়ের মধ্যে শিবহে ইশতিকাকের সম্পর্ক রয়েছে।

سريع الى ابن العم يلطم وجهه - وليس الى داعى الندى بسريع

অর্থাৎ–সে হতভাগা নিজ চাচাত ভাইকে থাপ্পড় মারার সময় খুব চৌকস। কিন্তু যে তাকে দানের জন্য আহ্বান জানায়, তার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয় না।

এটি পুনরাবৃত্তির উদাহরণ। একটি রয়েছে ছন্দের শেষে, অপরটি প্রথম ছত্রের শুরুতে।

تمتع من شميم عرار نجد- فما بعد العشية من عرار

অর্থাৎ–নজদের সুগন্ধিময় গাছ আরার দ্বারা উপকৃত হও। কেননা, আজ বিকালের পর আর কোন আরার নেই।

এটিও পুনরাবৃত্তির উদাহরণ। একটি রয়েছে ছন্দের শেষে, অপরটি প্রথম ছত্রের মাঝখানে।

ব্যাখ্যা ঃ তাসদীরের আরো কতিপয় উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ومن كان بالبيض الكواعب مغرما - فما زلت بالبيض القواضب مغرما

অর্থাৎ–যে ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গিনী তরুনীদের প্রতি আসক্ত, সে আসক্ত থাকুক। তার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি সর্বদা শ্বেত তরবারির আসক্ত।

وان لم يكن الا معرج ساعة - قليلا فانى نافع لى قليلها

অর্থাৎ–যদি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যায়, তাহলে আমার জন্য তার সামান্যও উপকারী।

دعانى من ملامكما سفاها - فداعى الشوق قبلكما دعانى

অর্থাৎ–তোমরা দু'জনে না বুঝে আমাকে তিরস্কার করা ছেড়ে দাও। কেননা, ভালবাসার আহ্বানকারী আমাকে তোমাদের পূর্বেই ডেকেছে।

واذا البلابل فصحت بلغاتها - مخانف البلابل باحتساء بلابل

অর্থাৎ–বুলবুলিরা যখন ফসীহ বালীগ ভাষায় ডাকল, তখন মদের পাত্রের মদ পান করে দুঃখকষ্ট দূর কর।

এখানে তিনটি بلابل শব্দ রয়েছে। প্রথমটি بلبل এর বহুবচন। অর্থ-বুলবুলি পাখি। দ্বিতীয়টি بلبال-এর বহুবচন। অর্থ– দুঃখকষ্ট। তৃতীয়টি بلبلة-এর বহুবচন। অর্থ–মদের পাত্র।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

فمشغوف بايات المثانى -ومفتون برنات المثانى

অর্থাৎ–তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন মজীদের আয়াতের প্রতি আসক্ত। অর্থাৎ নেককার। আর কেউ কেউ গান বাজনায় বিভোর।

املتهم ثم تاملتهم فلاح - لى ان ليس فيهم فلاح

অর্থাৎ–আমি তাদের কাছে আশা রেখেছি। অতঃপর তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সজ্জনতা নেই।

ضرائب ابدعتها فى السماح - فلسنا نرى لك فيها ضريبا

অর্থাৎ–অনেক ধরণের বিষয় তুমি বদান্যতার ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছ। আমরা এতে তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাই না।

اذا المرء لم يخزن عليه لسانه - فليس على شئ سواه بخزان

অর্থাৎ–মানুষ যখন নিজের ব্যাপারে নিজ জিহ্বাকে হেফাজতে না রাখে, তখন সে অন্য কোন জিনিসকে হেফাজত করতে পারে না।

لواختصرتم من الاحسان زرتكم - والعذب يهجو الافراط فى الخصر

অর্থাৎ–তোমরা যদি তোমাদের অনুগ্রহ সংক্ষিপ্ত করতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতাম। নিয়ম হলো–মিষ্টি পানি শীতকালে অধিক শীতের কারণে পরিত্যাগ করা হয়।

فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى- اطنين اجنحة الذباب يضير

অর্থাৎ–তুমি ধমক দেয়া ছেড়ে দাও। তোমার ধমক আমার কোন ক্ষতি করবে না। মাছির ডানার ভনভন শব্দে কোন ক্ষতি করে কি?

وقدكانت البيض القواضب فى الوغى - بواتر فهي الان من بعده بتر

অর্থাৎ– সাদা ধারাল তরবারি যুদ্ধের ময়দানে কর্তনকারী ছিল। কিন্তু তার (প্রশংসিত ব্যক্তি) পরে এসব তলোয়ার এখন বরকতশূন্য।

(٤) اَلسَّجَعُ هُوَ تَوَافُقُ الْفَاصِلَتَيْنِ نَثْرًا فِى الْحَرْفِ الْاَخِيْرِ وَهُوَ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ مُطَرَّفٌ اِنِ اخْتَلَفَتِ الْفَاصِلَتَانِ فِى الْوَزْنِ نَحْوُ اَلْاِنْسَانُ بِاٰدَابِهٖ لَابِزِيِّهٖ وَثِيَابِهٖ وَمُتَوَازٍ اِنِ اتَّفَقَتَا فِيْهِ-

نَحْوُ اَلْمَرْءُ بِعِلْمِهٖ وَاَدَبِهٖ لَابِحَسَبِهٖ وَنَسَبِهٖ وَمُرَصَّعٌ اِنِ اتَّفَقَتْ اَلْفَاظُ الْفِقْرَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرُهَا فِى الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةُ نَحْوُ- يَطْبَعُ الْاَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهٖ- وَيَقْرَعُ الْاَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهٖ

অনুবাদ ঃ (৪) سجع– গদ্যে দু'টি বাক্যের শেষে এমন দু'টি শব্দ হওয়া, যার শেষ হরফে মিল থাকবে। سجع তিন প্রকার। যথা–(ক) যদি শেষের দু'টি শব্দের ওজনে গরমিল থাকে, তাহলে তাকে مطرف বলে। যেমন–

الانسان باداب لا بزيه وثيابه

অর্থাৎ–মানুষের পরিচয় তার শিষ্টাচারে, পোশাক ও কাপড়-চোপড়ে নয়।

তেমনি আল্লাহ্‌র বাণী-مالكم لا ترجون لله وقارا - وقد خلقكم اطوارا

অর্থাৎ–তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের আশা করো না। অথচ তিনি তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।

(খ) যদি শেষের দু'টি শব্দের ওজনে মিল থাকে, তাহলে তাকে متوازى বলে। যেমন–

المرء بعلمه و ادبه لا بحسبه ونسبه

অর্থাৎ ঃ মানুষের পরিচয় তার জ্ঞান ও শিষ্টাচারে, তার বংশ পরিবারে নয়।

তেমনি আয়াতে কারীমা - فيها سرر مرفوعة و اكواب موضوعة

অর্থাৎ– সেখানে রয়েছে উন্নত পালংকসমূহ এবং যথাযোগ্য পেয়ালাসমূহ।

(গ) যদি দুটি বাক্যের সকল বা অধিকাংশ শব্দে ওজন এবং কাফিয়ার দিক দিয়ে মিল থাকে, তাহলে তাকে مرصع বলে। যেমন, মাকামাতে হারীরীর ভাষা–

فهو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظه

অর্থাৎ–তিনি নিজের শব্দশৈলী দ্বারা [illegible] নিজের উপদেশবাণীর ভর্ৎসনার দ্বারা কানসমূহে আঘাত করেছেন।

(٥) مَالَا يَسْتَحِيْلُ بِالْاِنْعِكَاسِ وَيُسَمَّى الْقَلْبُ وَهُوكَوْنُ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يُقْرَءُ طَرْدًا وَعَكْسًا نَحْوُ كُنْ كَمَا امْكَنَكَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ-

(٦) اَلْعَكْسُ هُوَ اَن يَّتَقَدَّمَ جُزْءٌ فِى الْكَلَامِ عَلٰى اُخَرَ ثُمَّ يُعْكَسُ نَحْوُ قَوْلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ اِمَامُ الْقَوْلِ - حُرُّالْكَلَامِ كَلَامُ الْحُرِّ-

(٧) اَلتَّشْرِيْعُ هُوَ بِنَاءُ الْبَيْتِ عَلٰى قَافِيَتَيْنِ بِحَيْثُ اِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ كَانَ الْبَاقِىْ شِعْرًا مُفِيْدًا كَقَوْلِهِ يَا اَيُّهَاالْمَلِكُ الَّذِيْ غَمَّ الْوَرٰى - مَا فِى الْكِرَامِ لَهُ نَظِيْرٌ يُّنْظَرُ - لَوْكَانَ مِثْلُكَ اٰخَرُ فِىْ عَصْرِنَا- مَاكَانَ فِى الدُّنْيَا فَقِيْرٌمُعْسِرٌ - فَاِنَّهُ يَصِحُّ اَنْ تُحْذَفَ اَوَاخِرُ الشُّطُوْرِ الْاَرْبَعَةِ وَيَبْقٰى - يَااَيُّهَا الْمَلِكُ الَّذِىْ + مَا فِى الْكِرَامِ لَهُ نَظِيْرٌ - لَوْكَانَ مِثْلُكَ اٰخَرُ + مَاكَانَ فِى الدُّنْيَا فَقِيْرٌ-

অনুবাদ ঃ (৫) قلب–যা উল্টা পাঠ করলেও একই অর্থ থাকে। অর্থাৎ শব্দসমূহ এমন যে, হরফগুলোকে সোজা কিংবা উল্টা যেভাবেই ইচ্ছা পাঠ করা যায়। এতে শব্দ ও অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন–

كن كما امكنك - ربك فكبر - كل فى فلك

(৬) عكس-বাক্যের মধ্যে একটি শব্দকে অপর শব্দের পূর্বে আনা। অতঃপর তার বিপরীত করা। যেমন– قول الامام امام القول - حرالكلام كلام الحر

(৭) تشريع –কবিতাকে দু'টি কাফিয়ায় এমনভাবে স্থাপন করা যে, যখন কবিতার কোন অংশ বাদ পড়বে, তখন অবশিষ্ট অংশ একটি অর্থবহ কবিতার আকারে থেকে যাবে। যেমন– (অপর পৃঃ দ্রঃ)

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

(٨) اَلْمُوَارَبَةُ هِىَ اَنْ يَجْعَلَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَامَهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اَنْ يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ بِتَحْرِيْفٍ اَوْ تَصْحِيْفٍ اَوْ غَيْرِهِمَا لِيَسْلَمَ مِنَ الْمُوَاخَذَةِ كَقَوْلِ اَبِىْ نَوَاسٍ - لَقَدْ ضَاعَ شِعْرِىْ عَلٰى بَابِكُمْ - كَمَاضَاءَ عِقْدٌ عَلٰى خَالِصَةٍ -

(٩) اِئْتِلَافُ اللَّفْظِ مَعَ اللَّفْظِ هُوَكَوْنُ اَلْفَاظِ الْعِبَارَةِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ فِى الْغَرَابَةِ وَالتَّاهُّلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ لَمَّا اُتِىَ بِالتَّاءِ الَّتِىْ هِىَ اَغْرَبُ حُرُوْفِ الْقَسْمِ اُتِىَ بِتَفْتَأُ الَّتِىْ هِىَ اَغْرَبُ اَفْعَالِ الْاِسْتِمْرَارِ-

অনুবাদ ঃ (৮) موارية –আভিধানিক অর্থ প্রতারণা করা। পারিভাষিক অর্থ–বক্তা নিজ বক্তব্যকে এমনভাবে রচনা করবে যে, হরকত পরিবর্তন করে বা নোকতা পরিবর্তন করে কিংবা অন্য কোনভাবে অর্থের পরিবর্তন সাধন করা যায়, যাতে ধরা পড়া থেকে বাঁচতে পারে। যেমন, আবু নাওয়াসের কবিতা-

لقد ضاع شعرى على بابكم - كما ضاع عقد على خالصه

হারুনুর রশীদ যখন প্রশ্ন তুললেন, তখন আবু নাওয়াস বলল, আমি বলেছি-

لقد ضاء شعرى على بابكم - كماضاء عقد على خالصة-

(৯) ائتلاف اللفظ مع اللفظ -ইবারাতের শব্দসমূহ অস্বাভাবিকতা ও পরিচিতির দিক দিয়ে একই ধরণের হওয়া। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী–تالله تفتأ تذكر يوسف

যেহেতু কসমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্বল্প পরিচিত হরফ ت ব্যবহার করা হয়েছে, সেজন্য ইস্তেমরারের জন্যও সবচেয়ে স্বল্প ব্যবহৃত ফে'ল تفتأ আনা হয়েছে।

(পূর্ব পৃঃ পর) ياايها الملك الذى عم الورى- مافي الكرام له نظير ينظر

لوكان مثلك اخر فى عصرنا - ماكان فى الدنيا فقير معسر

এই কবিতার চার লাইনের শেষ শব্দগুলোকে যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে থাকবে

ياايها الملك الذى- مافي الكرام له نظير

لوكان مثلك اخر- ماكان فى الدنيا فقير

خاتمة

(١) سَرِقَةُ الْكَلَامِ اَنْوَاعٌ مِنْهَا اَنْ يَاْخُذَ النَّاثِرُ اَوِ الشَّاعِرُ مَعْنًى لِغَيْرِهٖ بِدُوْنِ تَغْيِيْرٍ لِنَظْمِهٖ كَمَا اَخَذَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زُبَيْرٍ بَيْتَىْ مَعْنٍ وَادَّعَا هُمَا لِنَفْسِهٖ وَهُمَا - اِذَا اَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ اَخَاكَ وَجَدْتَهٗ+عَلٰى طَرَفِ الْهِجْرَانِ اِنْ كَانَ يَعْقِلُ- وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ اَنْ تَضِيْمَهٗ + اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَرْحَلٌ - وَمِثْلُ هٰذَا يُسَمّٰى نَسْخًا وَ اِنْتِحَالاً - وَمِنْ قَبِيْلِهٖ اَنْ تُبَدَّلَ الْاَلْفَاظُ بِمَا يُرَادِفُهَا كَاَنْ يُقَالَ فِىْ قَوْلِ الْحَطِيْئَةِ : دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا + وَاقْعُدْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِىْ- ذَرِالْمَآثِرَ لَا تَذْهَبْ لِمَطْلَبِهَا + وَاجْلِسْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْاٰكِلُ اللَّابِسُ-

পরিশিষ্ট

অনুবাদ ঃ سرقة الكلام - (১) অপরের কথা চুরি করা কয়েক প্রকার। যথা-

(ক) গদ্য লেখক বা পদ্য লেখক অন্যের বিষয়বস্তু নিয়ে নিল তার ভাষা ও বর্ণনার কোন পরিবর্তন ব্যতীতই। কবি আবদুল্লাহ ইবনে যিবির যেমন মুআয ইবনে আউস-এর দু'টি ছন্দ নিয়ে নিজের বলে দাবী করেছিলেন। ছন্দ দু'টি ছিল–

اذا انت لم تنصف اخاك وجدته - على طرف الهجران ان كان يعقل

ويركب حد السيف من ان تضيمه - اذا لم يكن عن شفرة السيف مرحل

অর্থাৎ–যখন তুমি নিজ ভাইয়ের সাথে সুবিচার করবে না, তখন তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে, সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহলে তোমা থেকে *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

وَقَرِيْبٌ مِّنْهُ اَنْ تُبَدِّلَ الْاَلْفَاظَ بِمَا يُضَادُّهَا فِى الْمَعْنٰى مَعَ رِعَايَةِ النَّظْمِ وَالتَّرْتِيْبِ كَمَا لَوْ قِيْلَ فِىْ قَوْلِ حَسَّانَ- بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَرِيْمَةٌ اَحْسَابُهُمْ + شَمُّ الْاُنُوْفِ مِنَ الطَّرَازِ الْاَوَّلِ- سُوْدُ الْوُجُوْهِ لَئِيْمَةٌ اَحْسَابُهُمْ - فَطْسُ الْاُنُوْفِ مِنَ الطَّرَازِ الْاٰخِرِ-

অনুবাদ ঃ (গ) এরই কাছাকাছি আরেক প্রকার হলো এই যে, ছন্দের মাত্রা ও পর্যায়ক্রম বজায় রেখে বিপরীত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা। যেমন, হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর কবিতা রয়েছে–

بيض الوجوه كريمة احسابهم - شم الانوف من الطراز الاول

অর্থাৎ–তারা হলেন শুভ্র ও সুন্দর মুখমন্ডল বিশিষ্ট। তাদের বংশ পরিচয়ও অনেক উন্নত। মর্যাদা এবং ভদ্রতার দিক দিয়ে তো তারা অনেক পূর্ব থেকেই উন্নত নাসিকার অধিকারী। এ কবিতাটিকে বিকৃত করে বলা হলো–

سود الوجوه لئيمة احسابهم - فطس الانوف من الطراز الاخر

অর্থাৎ–তারা হলো কুৎসিত মুখমণ্ডলের লোক, তাদের বংশ পরিচয় অতি নীচু। মর্যাদার দিক দিয়েও তারা চ্যাপ্টা নাকের অধিকারী।

(পূর্ব পৃঃ পর) বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার প্রতি ঝুঁকবে। আরো দেখবে যে, যখন তলোয়ারের আগা থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় থাকবে না, তখন সে তোমার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তলোয়ারের আগায় আরোহণ করবে।

এটিকে نسخ এবং انتحال ও বলা হয়।

(খ) এরই আরেক ধরণ হলো, শব্দ পরিবর্তন করে প্রতিশব্দ স্থাপন করা। যেমন, হাতীয়ার কবিতায় রয়েছে।

دع المكارم لا ترحل لبغيتها - واقعد فانك انت الطاعم الكاسى

ذرالماثرلا تذهب لمطلبها - واجلس فانك انت الاكل واللابس

এখানে دع-এর স্থানে ذر এবং المكارم -এর স্থানে الما ثر ,لاترحل-এর স্থানে لاتذهب এবং لبغيتها-এর স্থানে لمطلبها আর اقعد-এর স্থানে। اجلس ,الطاعم -এর স্থানে الاكل এবং الكاسى-এর স্থানে اللابس রাখা হয়েছে। তাছাড়া فانك انت হুবহু বহাল রয়েছে।

وَمِنْهَا اَنْ يَاْخُذَ الْمَعْنٰى وَيُغَيِّرَ اللَّفْظَ وَ يَكُوْنُ الْكَلَامُ الثَّانِىْ دُوْنَ الْاَوَّلِ اَوْ مُسَاوِيًا لَهٗ كَمَا قَالَ اَبُو الطَّيِّبِ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ تَمَامٍ + هَيْهَاتَ لَايَاْتِى الزَّمَانُ بِمِثْلِهٖ + اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهٖ لَبَخِيْلُ - اَعْدَى الزَّمَانُ سَخَاؤَهٗ فَسَخَابِهٖ + وَلَقَدْ يَكُوْنُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيْلًا-

فَالْمِصْرَعُ الثَّانِىْ مَاخُوْذٌ مِنَ الْمِصْرَعِ الثَّانِىْ لِاَبِىْ تَمَّامٍ وَالْاَوَّلُ اَجْوَدُ سَبْكًا وَمِثْلُ هٰذَا يُسَمّٰى اِغَارَةً وَ مَسْخًا وَ مِنْهَا اياخُذَ الْمَعْنٰى وَحْدَهٗ وَيَكُوْنُ الثَّانِىْ دُوْنَ الْاَوَّلِ مُسَاوِيًا لَهٗ كَمَا قَالَ اَبُوْتَمَّامٍ فِىْ قَوْلِ مَنْ رَثٰى اِبْنَهٗ- وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا + اِلَّا عَلَيْكَ فَاِنَّهٗ لَا يُحْمَدُ- وَقَدْ كَانَ يُدَّعٰى لَابِسَ الصَّبْرِ حَازِمًا + فَاَصْبَحَ يُدَّعٰى حَازِمًا حِيْنَ يَجْزَعُ - وَ هٰذَا يُسَمّٰى اِلْمَامًا وَسَلْخًا-

অনুবাদ ঃ বাক্য চুরির আরেক প্রকার হলো, বক্তা অন্যের বিষয় বস্তু নিয়ে নেবে এবং তার শব্দ বিকৃত করবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তুলনায় নিম্ন মানের কিংবা সমান হবে। যেমন. কবি আবু তাম্মামের কবিতা রয়েছে–

هيهات لا يأتى الزمان بمثله - ان الزمان بمثله بخيل

অর্থাৎ–দুঃখের বিষয়, যুগ তার অনুরূপ ব্যক্তি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। নিশ্চয়ই যুগ তার অনুরূপ ব্যক্তি উপস্থাপনে কৃপণ।

কবি আবু তৈয়্যেব মুতানাব্বী এটিকে বিকৃত করে এভাবে বলেন-

اعدى الزمان سخاؤه فسخا به - ولقد يكون به الزمان بخيلا *(অপর পৃঃ দ্রঃ)*

(٢) اَلْاِقْتِبَاسُ هُوَ اَنْ يَضْمَنَ الْكَلَامُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوِ الْحَدِيْثِ لَا عَلٰى اَنَّهٗ مِنْهُ كَقَوْلِهٖ - لَا تَكُنْ ظَالِمًا وَلَا تَرْضَ بِالظُّلْمِ + وَانْكَرْ بِكُلِّ مَا يَسْتَطَاعُ- يَوْمَ يَاْتِىَ الْحِسَابُ بِالظُّلُوْمِ + مَا مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ-

অনুবাদ ঃ (২) الاقتباس- কথার মধ্যে কুরআন বা হাদীসের কিছু অংশ যুক্ত থাকা। কিন্তু তা কুরআন বা হাদীস হিসেবে নয়। বরং নিছক কথার সৌন্দর্য হিসেবে। যেমন, জনৈক কবির ভাষায়–

(পূর্ব পৃঃ পর) অর্থাৎ–তার বদানাত্য তাকে অতিক্রম করে যুগের গায়ে লেগেছে। ফলে যুগ আমাকে তার অনুগ্রহ দান করেছে। বস্তুতঃ তাঁর অনুরূপ ব্যক্তি উপস্থাপনে যুগ অতি কৃপণ।

আবু তৈয়্যেবের কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি আবু তাম্মামের কবিতার দ্বিতীয় লাইন থেকেই নেয়া। আর আবু তাম্মামের কবিতাটি অধিক উন্নত ও মার্জিত। এধরণের চৌর্যবৃত্তিকে পরিভাষায় اغاره এবং مسخ বলা হয়।

(৩) বাক্য চুরির তৃতীয় প্রকার হলো, বক্তা অন্যের শুধু বিষয়বস্তু নেবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটি থেকে নিম্নমানের বা সমান হবে। যেমন, এক ব্যক্তি নিজ পুত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বলে।

الصبر حمد فى المواطن كلها - الا عليك فانه لا يحمد

অর্থাৎ– ধৈর্যধারণ সকল ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করা প্রশংসনীয় নয়।

কবি আবু তাম্মাম এটিকে পরিবর্তন করে বললেন-

وقدكان يدعى لابس الصبر زحاما- فاصبح يدعى حازما حين يجزع

অর্থাৎ–পূর্বে ধৈর্যের পোশাক পরিধানকারীকে বিচক্ষণ বলে আখ্যায়িত করা হত। কিন্তু বর্তমানে তাকেই বিচক্ষণ বলা হয়, যিনি প্রিয়জনের মৃত্যুতে অস্থির হয়ে যান।

এধরনের চৌর্যবৃত্তিকে المام এবং سلخ বলা হয়।

وَقَوْلُهُ - لَا تُعَادِ النَّاسَ فِيْ اَوْطَانِهِمْ - قَلَّمَا يُرْعٰى غَرِيْبُ الْوَطَنِ -وَاِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ- خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ-

وَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ فِى اللَّفْظِ الْمُقْتَبَسِ لِلْوَزْنِ اَوْ غَيْرِهٖ نَحْوُ - قَدْ كَانَ مَا خِفْتَ اَنْ يَكُوْنَا - اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاجِعُوْنَا - وَفِى الْقُرْاٰنِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-

অনুবাদ ঃ তেমনি আরেক কবির ভাষায়-

لا تعاد الناس فى اوطانهم - قلمايرعى غريب الوطن

واذاما شئت عيشا بينهم - خالق الناس بخلق حسن

অর্থাৎ-মানুষের সাথে তাদের দেশে ঝগড়া করো না। কেননা, তুমি নিজ দেশ থেকে দূরে। মনে রাখবে প্রবাসীর স্বার্থ খুব কম দেখা হয়। যেহেতু তুমি তাদের মাঝে জীবন-যাপন করতে চাও, অতএব মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে। উল্লেখ্য যে, خالق الناس بخلق حسن-এ অংশটুকু হাদীস থেকে নেয়া।

কবিতার ওযন রক্ষা কিংবা অন্য কোন কারণে ইকতেবাসকৃত শব্দে সামান্য পরিবর্তন করায় কোন দোষ নেই। যেমন-

قدكان ما خفت ان يكونا - انا لله وانا اليه راجعونا

অর্থাৎ-যা হবে বলে আমি আশংকা করছিলাম তা হলই। আমরা সবাই আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব।

কুরআন মজীদে রয়েছে- انا لله وانا اليه راجعون কিন্তু উল্লেখিত কবিতায় সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

(অপর পৃঃ দ্রঃ) لاتكن ظالما و لاترض بالظلم - وانكر بكل ما يستطاع

يوم يأتى الحساب بالظلوم - ما من حميم ولاشفيع يطاع

অর্থাৎ-তুমি জালেম হয়ো না, জুলুমে সন্তুষ্ট হয়ো না। যথাসম্ভব তুমি জুলুম থেকে পৃথক থাক। কেয়ামতের দিন যখন জালিমের হিসাব হবে, তখন তার কোন বন্ধু কিংবা এমন কোন সুপারিশকারী থাকবে না যার কথা গৃহীত হবে।

(٣) اَلتَّضْمِيْنُ وَيُسَمَّى الْاِيْدَاعُ هُوَ اَنْ يُّضَمِّنَ الشِّعْرُ شَيْئًا مِّنْ شِعْرٍ اُخَرَ مَعَ التَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ كَقَوْلِهٖ - اِذَاضَاقَ صَدْرِىْ وَخِفْتَ الْعَدَا + تَمَثَّلْتُ بَيْتًا بِحَالِىْ يَلِيْقُ - فَبِاللّٰهِ اَبْلُغُ مَا اَرْتَجِىْ + وَبِاللّٰهِ اَدْفَعُ مَالَا اُطِيْقُ - وَلَا بَأْسَ بِالتَّغْيِيْرِ الْيَسِيْرِ كَقَوْلِهٖ - اَقُوْلُ لِمَعْشَرٍ غَلَطُوْا وَ غَضُّوْا + مِنَ الشَّيْخِ الرَّشِيْدِ وَاَنْكَرُوْهُ - هُوَ ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعِ الثَّنَايَا + مَتٰى يَضَعُ الْعَمَامَةَ تَعْرِفُوْهُ -

অনুবাদ ঃ التضمين–এটির আরেক নাম ايداع। তা হলো এই যে, কবি নিজ কবিতার মধ্যে অন্যের কবিতার কিছু অংশ যুক্ত করে দেবে এবং তা বলেও দেবে। তবে এই বলে দেয়া তখন শর্ত হবে যখন উক্ত কবি অপ্রসিদ্ধ হয়। যদি প্রসিদ্ধ হয় তাহলে বলে দেয়া শর্ত নয়। যেমন–

اذاضاق صدرى وخفت العدا - تمثلت بيتا بحالى يليق

فبالله ابلغ ما ارتجى - وبالله ادفع مالا اطيق

অর্থাৎ–যখন আমার বুক সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমি শত্রুদের ভয় করতে থাকি, তখন আমি নিজের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কবিতা পাঠ করতে থাকি, যা প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাই এবং আল্লাহ্‌র শপথ, আমি দূরে নিক্ষেপ করি যা নিক্ষেপ করতে আমি সক্ষম নই।

ইকতেবাসের মত তাযমীনেও সামান্য পরিবর্তনে কোন দোষ নেই। যেমন–

اقول لمعشر غلطوا وغضوا - من الشيخ الرشيد وانكروه

هو ابن جلا وطلاع الثنايا - منى يضع العمامة تعرفوه

অর্থাৎ–আমি ইহুদী দলকে বলছি, যে ব্যক্তি এই ইহুদীর পাওনা দিতে ভুল করেছে এবং সেই সদাচারী বৃদ্ধা থেকে নজর নামিয়ে রেখেছে এবং তাকে অপরিচিত মনে করেছে। অথচ তিনি এমন ব্যক্তির পুত্র, যার কীর্তি সুপরিচিত এবং তিনি নিজেও বড় বড় জটিল স্তর পার হয়েছেন। তিনি যখন মাথা থেকে পাগড়ী রেখে দেবেন, তখন তোমরা ভালভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি কত বড় বীর।

(٤) اَلْعَقْدُ وَالْحَلُّ - اَلاَوَّلُ نَظْمُ الْمَنْثُوْرِ وَالثَّانِىْ نَثْرُ الْمَنْظُوْمِ فَالاَوَّلُ نَحْوُ - وَ الظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوْسِ فَاِنْ تَجِدْ + ذَاعِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لاَ يَظْلِمُ- عُقِدَ فِيْهِ قَوْلُ حَكِيْمٍ - اَلظُّلْمُ مِنْ طِبَاعِ النَّفْسِ وَاِنَّمَا يَصُدُّهَا عَنْهُ اِحْدٰى عِلَّتَيْنِ دِيْنِيَّةٌ وَهِىَ خَوْفُ الْمَعَادِوَدُ نْيَوِيَّةٌ وَهِىَ خَوْفُ الْعِقَابِ الدُّنْيَوِىِّ-

وَالثَّانِىْ نَحْوُ قَوْلِهٖ اَلْعِيَاذَةُ سُنَّةٌ مَا جُوْرَةٌ وَمُكَرَّمَةٌ مَاْثُوْرَةٌ وَمَعَ هٰذَا فَنَحْنُ الْمَرْضٰى وَنَحْنُ الْعَوَّادُ وَكُلُّ وَدَادٍ لاَيَدُوْمُ فَلَيْسَ بِوَدَادٍ - وَحَلَّ فِيْهِ قَوْلُ الْقَائِلِ - اِذَا مَرِضْنَا اَتَيْنَاكُمْ نَعُوْدُكُمْ + وَتُذْنِبُوْنَ فَنَاْتِيْكُمْ وَنَعْتَذِرُ-

অনুবাদ ঃ عقد-হল গদ্যকে পদ্যে রূপান্তরিত করা। আর حل হল পদ্যকে গদ্যে রূপান্তরিত করা।

عقد-এর উদাহরণ– الظلم من شيم النفوس فان تجد - ذاعفة فلعلة لا يظلم

অর্থাৎ–অত্যাচার মানুষের স্বভাবগত বিষয়ের অন্তর্গত। যদি তুমি কোন পূত-পবিত্র ব্যক্তিকে পাও, তাহলে মনে করতে হবে যে, সে বিশেষ কোন কারণে অত্যাচার করে না।

এতে মূলতঃ জনৈক দার্শনিকের নিম্নোক্ত উক্তিকে কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে।

الظلم من طباع النفس وانما يصدهاعنه احدى علتين

دينية وهى خوف المعاد ودنيوية وهى خوف العقاب الدنيوى (অপর পৃঃ পর)

(পূর্ব পৃঃ পর) দ্বিতীয় ছন্দটি ছিল কবি সুহাইস ইবনে উছাইলের। মূলত ঃ ছিল এরূপ-

انا ابن جلا وطلاع الثنايا - متى اضع العمامة تعرفونى

প্রথম কবির উদ্দেশ্য ছিল নিজের বীরত্ব প্রকাশ করা। কিন্তু দ্বিতীয় কবির উদ্দেশ্য ইহুদীকে নিয়ে বিদ্রূপ করা। عقد - حل

(٥) اَلتَّلْمِيْحُ هُوَ اَنْ يُشِيْرَ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ كَلَامِهِ اِلٰى اٰيَةٍ اَوْ حَدِيْثٍ اَوْ شِعْرٍ مَشْهُوْرٍ اَوْ مَثَلٍ سَائِرٍ اَوْ قِصَّةٍ كَقَوْلِهٖ -

لَعَمْرٌو مَعَ الرَّمْضَاءِ وَالنَّارِ تَلْتَظِيْ + اَرَقُّ وَاَخْفٰى مِنْكَ فِيْ سَاعَةِ الْكُرَبِ - اَشَارَ اِلَى الْبَيْتِ الْمَشْهُوْرِ وَ هُوَ :

اَلْمُسْتَجِيْرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ كُرْبَتِهٖ + كَالْمُسْتَجِيْرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

রোগীও, রোগী দর্শকও। আর যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না, তা বন্ধুত্ব নয়।

এখানে মূলতঃ একটি কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তা হলো-

اذا مرضنا اتيناكم نعودكم - وتذنبون فناتيكم ونعتذر

অর্থাৎ- আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখনও তোমাদের দেখতে আসি এবং তোমরা অন্যায় কর। তবুও আমরা তোমাদের নিকট আসি এবং অপারগতা প্রকাশ করি। মোটকথা রোগীর খোঁজখবর নেয়া এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করা আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য।

تلميح-বক্তার নিজ কথার মধ্যে কোন আয়াত বা হাদীস বা কোন বিখ্যাত কবিতা বা প্রচলিত প্রবাদ বা ঘটনার প্রতি ইংগিত করা। যেমন, নিম্নের কবিতা-

(পূর্ব পৃঃ পরঃ) অনুবাদ ঃ-

العيادة سنة ماجورة ومكرمة ماثورة ومع هذا فنحن المرضى

ونحن العواد وكل وداد لا يدوم فليس بوداد

অর্থাৎ-রোগী দর্শন এমন এক সুন্নাত যাতে ছাওয়াব রয়েছে এবং এমন একটি সৎকর্ম যা সালফে সালেহীন থেকে চলে আসছে। একই সাথে আমরা

অর্থাৎ-জুলুম হলো মানুষের অন্যতম মানসিক প্রবণতা। এটিকে প্রতিরোধ করতে পারে দু'টি কারণের কোন একটি। যথাঃ ধর্মীয় কারণ অর্থাৎ পরকালের শাস্তির ভয় এবং পার্থিব কারণ অর্থাৎ পার্থিব শাস্তির ভয়।

حل-এর উদাহরণ-

(٦) حُسْنُ الْاِبْتِدَاءِ هُوَ اَنْ يَجْعَلَ الْمُتَكَلِّمُ مَبْدَءَ كَلَامِهِ عَذْبَ اللَّفْظِ حُسْنَ السَّبَكِ صَحِيْحَ الْمَعْنٰى فَاِذَا اشْتَمَلَ عَلٰى اِشَارَةٍ لَطِيْفَةٍ اِلَى الْمَقْصُوْدِ- سُمِّىَ بَرَاعَةَ الْاِسْتِهْلَالِ كَقَوْلِهِ فِىْ تَهْنِيَةٍ بِزَوَالِ الْمَرَضِ - اَلْمَجْدُ عُوْفِىَ اِذْ عُوْفِيْتَ وَالْكَرَمُ + وَزَالَ عَنْكَ اِلٰى اَعْدَائِكَ السَّقَمُ - وَكَقَوْلِ الْاٰخَرِ فِى التَّهْنِيَةِ بِبِنَاءِ قَصْرٍ - قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وَ سَلَامٌ - خَلَعَتْ عَلَيْهِ جَمَالَهَا الْاَيَّامُ-

(৬) حسن الابتداء –বক্তা নিজ বক্তব্য শুরু করবেন মিষ্ট শব্দ, সুন্দর গাথুনি ও বিশুদ্ধ অর্থ দিয়ে। প্রাথমিক বক্তব্যে যদি মূল বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত জড়িত হয়, তাহলে তাকে براعة الاستهلال বলে। যেমন, রোগমুক্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে জনৈক কবি বলেন–

المجد عوفى اذ عوفيت والكرم–زال عنك الى اعدائك السقم

অর্থাৎ– যখন তুমি সুস্থ হও, তখন আমরা মনে করি সম্মান ও মর্যাদারই সুস্থতা লাভ হয়েছে এবং অসুস্থতা ও কষ্ট তোমা থেকে তোমার দুশমনদের দিকে চলে গেছে।

অপর কবি এক প্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিলেন–

قصر عليه تحية وسلام ـ خلعت عليه جمالها الايام

অর্থাৎ–প্রাসাদটির জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। যুগ নিজের সৌন্দর্য ও শোভার পোশাক তার উপর চড়িয়ে দিয়েছে।

(পূর্ব পৃঃ পর) لعمر ومع الرمضاء والنار تلتظى - ارق واحفى منك فى ساعة الكرب

অর্থাৎ– আল্লাহ্র শপথ! আমর যদিও গরম মাটি ও জলন্ত আগুনের মত, কিন্তু বিপদের মুহূর্তেও তোমার চেয়ে বেশী নমনীয় এবং দয়ালু।

কবি মূলতঃ নিচের প্রসিদ্ধ কবিতার প্রতি ইংগিত করেছেন।

المستجير لعمرو عند كربته –كالمستنيرمن الرمضاء بالنار

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি নিজের বিপদের সময় আমরের শরণাপন্ন হয়। সে তার মত, যে গরম মাটি খেকে পালিয়ে আগুনের আশ্রয় নেয়।

(٧) حُسْنُ التَّخَلُّصِ هُوَ الْاِنْتِقَالُ مِمَّا افْتَتَحَ بِهِ الْكَلَامُ اِلَى الْمَقْصُوْدِ مَعَ رِعَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهٖ - دَعَتِ النَّوٰى بِفِرَاقِهِمْ فَتَشَتَّتُوْا + وَقَضَى الزَّمَانُ بَيْنَهُمْ فَتَبَدَّدُوْا - دَهْرٌ ذَمِيْمُ الْحَالَتَيْنِ فَمَا بِهٖ + شَيْئٌ سِوٰى جُوْدِ بْنِ اَرْتَقٍ يُحْمَدُ-

(٨) بَرَاعَةُ الطَّلَبِ هُوَ اَنْ يُشِيْرَ الطَّالِبُ اِلٰى مَا فِيْ نَفْسِهٖ دُوْنَ اَنْ يُصَرِّحَ فِى الطَّلَبِ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ : وَ فِى النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيْكَ فَطَانَةٌ - سُكُوْتِىْ كَلَامٌ عِنْدَهَا وَ خِطَابٌ-

(٩) حُسْنُ الْاِنْتِهَاءِ هُوَ اَنْ يَجْعَلَ اٰخِرَ الْكَلَامِ عَذْبَ اللَّفْظِ حُسْنَ السَّبْكِ صَحِيْحَ الْمَعْنٰى فَاِنِ اشْتَمَلَ عَلٰى مَا يُشْعِرُ بِالْاِنْتِهَاءِ سُمِّىَ بَرَاعَةَ الْمَقْطَعِ كَقَوْلِهٖ - بَقِيْتَ بَقَاءَ الدَّهْرِ يَاكَهْفَ اَهْلِهٖ - وَهٰذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلٌ-

অনুবাদ ঃ (৭) حسن التخلص-বক্তব্যের শুরু থেকে মূল বিষয়বস্তুর দিকে এমনভাবে চলে যাওয়া যে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য রাখা হবে। যেমন–

دعت النوى بفراقهم فتشتتوا ـ وقضى الزمان بينهم فتبددوا

دهر ذميم الحالتين فمابه- شيئ سوى جودبن ارتق يحمد

অর্থাৎ–গন্তব্যস্থল মুসাফিরদের বিচ্ছেদ চেয়েছে। সেমতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর যুগ তাদের মাঝে নিজ সিদ্ধান্ত দান করেছে। তাই তারা পৃথক হয়ে গেছে। যুগ হলো দুটি নিন্দনীয় অবস্থার নাম। তার সাথে জুদ ইবনে আরতাকের দানশীলতা ব্যতীত এমন কোন বিষয় নেই যার প্রশংসা করা যায়।

(৮) براعة الطلب -প্রার্থনাকারী স্পষ্টভাষায় প্রার্থনা না করেই নিজ মনের কথার প্রতি ইংগিত করবেন। যেমন–

وفى النفس حاجات وفيك فطانة - سكوتى كلام عندها وخطاب

অর্থাৎ– মনে রয়েছে অনেক চাহিদা। আর তোমার রয়েছে এমন জ্ঞান ও বোধ যে, তার নিকটে আমার নীরবতাই হল কথা ও আলাপ।

(৯) حسن الانتهاء-(শুভ সমাপ্তি)– বক্তব্যের শেষ অংশে থাকবে মধুর ভাষা সুন্দর সাজানো ও সঠিক অর্থ। যদি এতে এমন বিষয় যুক্ত থাকে, যা সমাপ্তির প্রতি ইংগিত করে, তাহলে এটিকে براعة المقطع বলে। যেমন–

بقيت بقاء الدهر يا كهف اهله - وهذا دعاء للبرية شامل

অর্থাৎ–হে নিজ পরিজনের আশ্রয়স্থল, যুগ যতদিন অব্যাহত থাকবে, আপনিও ততদিন জীবিত থাকুন। আর এ দুয়া এমন যা সকল মাখলুককে শামিল করে।

উল্লেখ্য, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের সূচনা ও সমাপ্তিতে এমন শিল্প ও সৌকর্য রয়েছে, যে বালাগাতের সর্বোচ্চ নিয়ম মেনে চলেও মানুষের পক্ষে অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। এজন্যই কুরআন মজীদ অলৌকিক গ্রন্থ।

(সমাপ্ত)

تنبيه

ينبغى للمعلم ان يناقش تلامذته فى مسائل كل مبحث شرحه لهم من هذا الكتاب ليتمكنوا من فهمه جيدا فاذا رأى منهم ذالك سالهم مسائل اخرى سكنهم ادراكها عما فهموه- (١) كان يسالهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن اسباب خروج العبارات الاتية عنهما او عن احدهما - (١) رب جفنة شعنجرة وطعنة مسحنفرة تبقى عذابا نقرة اى جفنة ملاى وطعنة متسعة تبقى ببلداء نقرة

(٢) الحمد لله العلى الاجلل-

اكلت العرين وشربت الصمادح تريد اللحم والماء الخالص - (٤) وازور من كان له زائرا - وعاف عافى العرف عرفانه - (٥) الا ليت شعرى هل يلومن قومه زهيرا على ماجر من كل جانب (٦) من يهتدى فى الفعل ما لايهتدى - فى القول حتى يفعل الشعراء اى يهتدى فى الفعل ما لايهتديه الشعراء فى القول حتى بفعل - (٧) قرب منا فرايناه اسدا تريد الانجر - (٨) يجب عليك ان تفعل كذا (تقول بشدة مخاطبا لمن اذا فعل عد فعله كرما وفضلا)

(ب) وكان يسالهم بعد باب الخبرو الانشاء ان يجيبواعما ياتى (١) امن الخبر ام الانشاء قولك الكل اعظم من الجزء و قوله تعالى ان قارون كان من قوم موسى - (٢) ما وجه الاتيان بالخبر جملة فى قولك الحق ظهر والغضب اخره ندم (٣) ما الذى يستفيده السامع من قولك انا معترف بفضلك - انت تقوم فى السحر - رب انى لا استطيع اصطبارا- (٤) من اى الاضرب قوله تعالى حكاية عن رسول عيسى انا اليكم مرسلون - ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون-

(٥) هل للمهتدى ان يقول اهدنا الصراط المستقيم-

(٦) من اى انواع الانشاء هذه الامثلة ومامعانيها المستفادة من القرائن - اولئك ابائى فجئنى بمثلهم - اذا جمعتنا ياجرير المجامع اعمل مابدالك لاترجع من عملك لا ابالى اقعد ام قام اليس الله بكاف عبده هل نجازى الا الكفور - الم نربك فينا وليدا - ليت هندا انجزتنا ما تعد - وشفت انفسنا مما تجد - ام ياسا فيحدثنا - اسكان العقيق كفى فراقا-

(ج) وكان يسالهم بعد الذكر والحذف عن دواعى الذكر فى هذه الامثلة - ام اراد بهم ربهم رشدا - الرئيس كلمنى فى امرك والرئيس امرنى بمقابلتك (تخاطب غبيا) الامير نشر المعارف وامن المخاوف (جوابالمن سأل ما فعل الامير) حضر السارق (جوابا لقائل هل حضر السارق) الجدار مشرف على السقوط (تقوله بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه) فعباس يصد الخطب عنا - وعباس يجير من استجارا - (تقو له فى مقام المدح) - وعن دواعى الحذف فى هذه الامثلة - وانا لاندرى اشر اريد بمن فى الارض - فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى خلق - فسوى - الم يجدك يتيما فاوى سولت لكم انفسكم - امرا - فصبر جميل - منضجة الزوع ومصلحة الهواء محتال مراوغ بعد ذكر انسان - ام كيف ينطق بالقبيح مجاهرا - والهر يحدث مايشاء قيد فن-

(د) وكان يسألهم عن دواعى التقديم والتاخير فى هذه الامثلة- ولم يكن له كفوا احد - ما كل ما يتمنى المرأ يدر كه - السفاح فى دارك - اذا اقبل عليك الزمان نقترح عليك مانشاء - الانسان جسم نام حساس ناطق - الله اسال ان يصلح الامرالد هر فودى شيبا - لكم دينكم ولى دين-

ثلثة تشرق الدنيا ببهجتها - شمس الضحى وابواسحاق والقمر- وما انا اسقمت جسمى به - وما انا اضرمت فى القلب نارا-

(ه) وكان يسالهم عن اغراض التعريف والتنكير فى هذه الامثلة - اذا انت اكرمت الكريم ملكته - وان انت اكرمت اللئيم تمردا-

واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم - كانهم خشب مسندة-

تبت يدا ابى لهب ما كان محمد ابا احد من رجالكم - عباس عباس اذا احتدم الوغى - والفضل فضل والربيع ربيع - قرأنا شعرابي الطيب وحبيب ولم نقرأ شعر الوليد و ما هذه الحيواة الدنيا الا لعب ولهو - هذا الذى بعث الله رسولا- هذا ابو الصقر فردا فى محاسنه - من نسل شيبان بين الضال والسمر- فاوحى الى عبده ما اوحى - الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين - الذين خاط ملابس الامير خاط هذا الثوب - اخذ ما اعطيته وسار- الرجل خير من المرأة - عالم الغيب والشهادة - اليوم يستقبل الامال راجيها - لبث القوم ساعة وقضوا الساعة فى الجدال - اطيعوا الله واطيعوا الرسول - ادخل السوق و اشتر اللحم -

زيد الشجاع - علماء الدين اجمعوا على كذا - ركب وزراء السلطان هذا قريب اللص - اخوالوز يرارسل لى و ان شفائى عبرة مهراقه يا بواب افتتح الباب وياجارس لاتبرح - وجاء رجل من اقصى المدينة - و على ابصارهم غشاوة ان له لابلاو ان له لغنما - ما قدم من احد- ولله عندى جانب لا اضيعه - واللهو عندى والخلاعة جانب - فيوما بخيل تطرد الروم عنهم - ويوم بجود يطرد الفقر والجدبا - و ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ائن لنا لاجرا -

(و) وكان يسألهم بعد التشبيه عن التشبيهات الاتية -

(١) وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى- كعنقود ملاحية حين نورا

(٢) كا نما النار فى تلهبها - والفحم من فو قها يغطيها -

زنجية شبكت اناملها - من فوق نارنجة لتخفيها -

(٣) وكان اجرام النجوم لوامعها - درنثرن على بساط ارزق-

(٤) عرماته مثل النجوم ثواقبا - لو لم يكن للثاقبات افول-

(٥) ابذل فان المال شعركلما - اوسعت حلقا يزيد نباتا

(٦) ولما بدالى منك ميل مع اما - على ولم يحدث سواك بديل

صددت كماصد الرمى تطاولت - به مدة الايام وهو قتيل

(٧) رب حى كميت ليس فيه - امل يرتجى لنفع وضر

وعظام تحت التراب و فوق الارض منها اثار حمد وشكر-

(٨) كان انتضاء البدر من تحت غيمه - نجاة من الباساء بعد وقوع

(ز) وكان يسالهم عن المحسنات البديعية قفيما ياتى-

(ا) كان ما كان وزالا - فاطرح قيلا وقالا

ايها المعرض عنا - حسبك الله تعالى

(٢) ليت المنية حالت دون الضحاك لى- فيستريح كلانا من اذى التهم

(٣) يحيى ويميت (او من كان ميتا فاحيينا)

خلقوا و ما خلقوا المكرمة - فكانهم خلقوا و ما خلقوا

(٤) على رأس حرتاج غريزنية - وفى رجل عبد قبدذل يشينه

(٥) نهبت من الاعمار ما لوجوية - لهنئت الدنيا بانك خالد

(٦) واستوطنوا السر منى وهو منزلهم - ولا افود به يوما لغيرهم

(٧) من قاس جدواك يوما - بالسحب اخطا مدحك

السحب تعطى وتبكى - وانت تعطى تضحك

(٨) اراؤكم وجوهكم وسيو فكم - فى الحادثات اذا دجون نجوم

منها معالم للهدى ومصابح - تجلو الدجى والاخريات رجوم

(٩) انما هذه الحياة متاع - السفيه الغبى من يصطفيها

ما مضى فات والمؤمل غيب - ولك الساعة التى انت فيها

(١٠) وسابق ايان وجهته - رأيته ياصاح طوع اليد

فى السبق لما لم يحد مشبها - سابق افكارى الى المقصد

(١١) لا غيب فيهم سوى ان النزيل بهم - يسلو عن الاهل والاوطان والحشم

(١٢) عاشر الناس بالجميـ - ل وخل المزاحمه

وتيقظ وقل لمن - يتعاطى المزاح مه

(١٣) فلم تضع الا عادى قدرشانى - ولاقالو افلان قدرشانى

(١٤) أى شئ اطيب من ابتسام الثغور و دوام السرور

وبكاء الغمام ونوح الحمام-

(١٥) كمالك تحت كلامك-

(١٦) يو لج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل-

(١٧) ياخاطب الدنيا الدنية انها-

شرك الردى وقرارة الاكدار-

دارمتى ما اضحكت فى يومها

ابكت غدا تبالها من دار-

(١٨) مدحت مجدك والاخلاص ملتزمى

فيه وحسن رجائى فيك محتتمى-

لا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج والله الهادى الى طريق النجاح-